মুফ্‌তী মুহাম্মদ শফী (রহঃ)

মাসায়েলে মাআরিফুল কুরআন

মাসায়েলে মা'আরিফুল কুরআন

হযরত মাওলানা

মুফ্‌তী মুহাম্মদ শফী (রহঃ)

মুফ্‌তীয়ে আযম, পাকিস্তান

সংকলন

সূফী মুহাম্মদ ইকবাল কুরাইশী

অনুবাদ

মুফ্‌তী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ

মুহাদ্দিস, জামেয়া আরাবিয়্যাহ্ ফরিদাবাদ

খতীব, সিদ্দিক বাজার জামে মসজিদ, ঢাকা।

দারুল কিতাব

৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০

www.pathagar.com

মাসায়েলে মা'আরিফুল কুরআন

প্রকাশনায় ঃ

দারুল কিতাব

৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

তৃতীয় প্রকাশ ঃ

অক্টোবর, ১৯৯৭

[সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

মূল্য ঃ আশি টাকা মাত্র

MASAYEL-E-MA'ARIFUL-QUR"AN by
Hazrat Maulana Mufti Muhammad Shafi (Rahmatullah Alayhe)
Translate : Mufti Muhammad Ubaidullah

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ কথা

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে মুসলিম বিশ্বের প্রাতঃস্মরণীয় আলেমগণ অনেকগুলি মূল্যবান তফসীরগ্রন্থ রচনা করেছেন। যুগজিজ্ঞাসার প্রেক্ষাপট সামনে নিয়ে রচিত এসব তফসীরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় গ্রন্থ মুফ্‌তী মুহাম্মদ শফী (রহঃ) কর্তৃক উর্দূ ভাষায় রচিত আট খণ্ডের বিরাট তফসীরগ্রন্থ 'মা'আরেফুল কোরআন। এ পর্য্যন্ত এ অনন্য তফসীর-গ্রন্থটি একাধিক ভাষায় অনুদিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় অনূদিত তফসীরে 'মা'আরেফুল কোরআন' কোরআনের জ্ঞানপিপাসু এদেশের শিক্ষিত সমাজে সর্বাপেক্ষা সমাদৃত তফসীরগ্রন্থ।

মা'আরেফুল কোরআনের লেখক হযরত মাওলানা মুফ্‌তী মুহাম্মদ শফীর (রহঃ) জন্ম হয়েছিল উপমহাদেশের এলেম ও তাকওয়া অনুশীলনের সর্বাপেক্ষা বড় কেন্দ্র দেওবন্দে। পিতা ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দেরই একজন শিক্ষক। তাই জীবনের ঊষালগ্ন থেকেই দ্বীনি এলেম শিক্ষা এবং একই সাথে সুন্নতে নববীর আদর্শে জীবন গঠন, উচ্চতর জ্ঞান চর্চা এবং মারেফাতের সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হওয়ার মত বিরল সৌভাগ্য তিনি লাভ করেছিলেন অনেকটা স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে উঠার পাশাপাশিই। উল্লেখ্য যে, তিনি ছিলেন যুগের মুজাদ্দেদ হাকীমুল-উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর (রহঃ) একজন বিশিষ্ট খলীফা।

আনুষ্ঠানিক লেখাপড়া শেষ করার পর দারুল উলূম দেওবন্দে শিক্ষকতার মাধ্যমেই তাঁর কর্মজীবনের সূচনা এবং শেষ পর্য্যন্ত দারুল উলূমের প্রধান মুফ্‌তীর পদ অলঙ্কৃত করে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ ফেকাহ্‌বিদ রূপে বিশ্বময় তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। স্বীয় মুরশেদ হযরত থানবীর (রহঃ) নির্দেশে পবিত্র কোরআনের ফেকাহ্‌ভিত্তিক আরবী তফসীর 'আহ্‌কামুল কোরআন' রচনার মাধ্যমে তফসীর রচনার ময়দানে তাঁর আগমন। হযরত থানবীর (রহঃ) প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান এবং অন্য এক মহান তফসীরবিদ হযরত আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানীর (রহঃ) নিকট সান্নিধ্যে মুফ্‌তী মুহাম্মদ শফীর তফসীর চর্চার সুযোগ লাভ তাঁকে এ ময়দানের [illegible] বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বে পরিণত করে দিয়েছিল।

www.pathagar.com

তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন মুফ্‌তী সাহেবের পরিণত বয়সের রচনা। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের দেশ বিভাগের পর করাচীতে হিজরত করার পর নতুন জাতির সামনে প্রত্যাশিত একটি ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকগণের পক্ষে কোরআনের আদর্শে জীবন গঠন করার মত জ্ঞান আহরণের প্রয়োজনীয়তার কথা লক্ষ্য করে যুগোপযোগী এ তফসীর গ্রন্থটি রচনা করেছেন।

মুফ্‌তী মুহাম্মদ শফী (রহঃ) ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ ফেকাহ্‌বিদ। তফসীর রচনার মধ্যেও সাধারণের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য করে কোরআনের যেসব আয়াতে কোন না কোন আহ্‌কামের ইঙ্গিত রয়েছে, সেগুলির আনুষঙ্গিক হুকুমগুলি ব্যাখা করেছেন। ফলে এ বিরাট তফসীরগ্রন্থের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যাবলীর সাথে 'ফেক্‌হী' বৈশিষ্ট্যটা অসাধারণ। প্রাচীন তফসীরগ্রন্থগুলির মধ্যে 'কুরতুবী' এবং আমাদের এ উপমহাদেশে রচিত বিশ্ববিখ্যাত আর এক তফসীরগ্রন্থ 'মাযহারী'তেই কেবলমাত্র দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় মাস্‌আলা মাসায়েলের প্রাধান্য দেখা যায়।

তফসীরে মা'আরেফুল কোরআনের আটটি বৃহৎ খণ্ড মন্থন করে ফেকাহ্‌ শাস্ত্রের ক্রম অনুসারে মাসআলাগুলি সংকলিত করেছেন পাকিস্তানের ছুফী মুহাম্মদ ইকবাল কুরাইশী নামক একজন বিজ্ঞ সংকলক। সদ্য প্রকাশিত এ কিতাবখানার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য করে দ্রুত এটি বাংলাভাষাভাষী পাঠকগণের হাতে তুলে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন বিজ্ঞ আলেম, মুফ্‌তী ও সফল অনুবাদক জনাব মাওলানা উবাইদুল্লাহ্‌ সাহেব। তাঁর অনূদিত একাধিক মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে ইতিমধ্যেই পাঠক সমাজে সমাদৃত হয়েছে। আমি 'মাসায়েলে মা'আরিফুল কুরআন' পুস্তকটিরও পাণ্ডুলিপি এবং পরে মুদ্রিত ফর্মাগুলি দেখার সুযোগ পেয়েছি। অতি প্রয়োজনীয় এ কিতাবখানা বাংলায় অনুবাদ করে দ্রুত পাঠকগণের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য আমি অনুবাদককে আন্তরিক মোবারকবাদ দিচ্ছি। এতদসঙ্গে দোয়া করি, আল্লাহ্‌ পাক যেন তাঁকে আরও বৃহত্তর খেদতম করার তওফীক দান করেন। (আমীন)

বিনীত

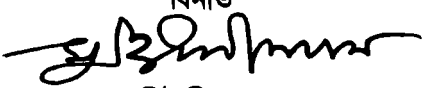

(মুহিউদ্দীন খান)
মাসিক মদীনা কার্য্যালয়
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

তাং- ৩রা রবিউস্‌সানী
১৪১২ হিজরী।

www.pathagar.com

সূচীপত্র

অধ্যায় ঃ ঈমান ও আকায়েদ

আহ্‌লে সুন্নত-ওয়াল জামাআতের আকীদা ১৭

আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করা জায়েয নয় ১৭

সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সিজদা করা ইসলামে নিষিদ্ধ ১৮

আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যকে সিজদা করা হারাম ১৮

আল্লাহ্‌ ছাড়া অপর কাউকে রব্ব বলা জায়েয নয় ১৯

আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারও সাথে সৃষ্টিগুণকে সম্পৃক্ত করা জায়েয নয় ১৯

আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কাউকে সাহায্য পাওয়ার জন্য ডাকা নিরর্থক ১৯

গায়রুল্লাহ্‌র নামে উৎসর্গ করা নিষেধ ২০

আল্লাহ্‌র নামের বিকৃতি ও অপব্যাখ্যা ২০

আল্লাহ্‌র জন্য যে নাম নির্ধারিত তা দ্বারা অন্য কারও নাম রাখা বা কাউকে সম্বোধন করা জায়েয নয় ২১

'ইয়াসীন' নাম রাখা ২২

রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) -এর ফয়সালাকে অস্বীকার করা কুফ্‌র ২২

মুরতাদ সম্পর্কে কয়েকটি মাসআলা ২৩

কুফ্‌রের একটি বিশেষ প্রকার 'ইল্‌হাদ' -এর সংজ্ঞা, বিভিন্ন প্রকার ও বিধান ২৪

একটি ভ্রান্তির অপনোদন ২৫

হযরত ঈসা (আঃ)-এর শেষ যুগে অবতরণকে অস্বীকারকারী ব্যক্তি কাফের ২৬

রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-কে কোনরূপ কষ্ট দেওয়া কুফ্‌র ২৬

আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারও সাথে সর্বপ্রকার গায়েবের ইল্‌ম সম্পৃক্ত করা স্পষ্ট শির্‌ক ২৭

বাধ্য-বাধকতা অবস্থায় কুফ্‌রী কথা উচ্চারণ করা ২৭

মহাকালকে মন্দ বলা ঠিক নয় ২৮

মৃত্যু ও তক্‌দীর প্রসঙ্গ ২৮

মৃত্যুর কারণাদি থেকে পলায়নের বিধান ২৯

নবীর হুকুম অমান্য করা গোমরাহী ২৯

রিসালতের অস্বীকারকারী মূলতঃ আল্লাহ্‌কে অস্বীকার কারী ৩০

রওযা পাকের সামনে উচ্চ আওয়াযে সালাম ও কালাম করা নিষিদ্ধ ৩০

সাহাবায়ে কেরামকে দোষারূপ করা,

www.pathagar.com

তাদের ভুলভ্রান্তি নিয়ে সমালোচনা ও বিতর্ক করা দুর্ভাগ্যের কারণ ৩১
সাহাবায়ে-কেরাম সম্পর্কে সমগ্র উম্মতের সর্বসম্মত আকীদা ৩১
মুশাজারাতে-সাহাবা বা সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক বাদানুবাদ ৩১

অধ্যায় ঃ ইল্‌ম

ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরয ৩৩
ইলমে তাসাউফও ফর্‌যে-আইন বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত ৩৩
ফরযে-কেফায়াহ্ ৩৪
দ্বীনি ইল্‌মের পাঠ্যক্রম ৩৪
ইল্‌মে দ্বীন প্রকাশ ও প্রসার করা ওয়াজিব গোপন করা হারাম ৩৪
ছাত্রের জন্য উস্তাদের অনুসরণ জরুরী ৩৫
আলেম ও মুফ্‌তীর দায়িত্বে সকল প্রশ্নের জওয়াব দেওয়া যরূরী নয় ৩৫
জ্যোর্তিবিদ্যা সম্বন্ধে শরীয়তের হুকুম ৩৬
আলেম সমাজের জন্য একটি যরূরী বিষয় ৩৬
আলেমের দায়িত্ব ৩৭
মুজ্‌তাহিদ ইমামগণের শাখাগত মতবিরোধ নিষিদ্ধ মতভেদের অন্তর্ভুক্ত নয় ৩৭
ইজ্‌তিহাদী মতবিরোধে কোন পক্ষের নিন্দাবাদ করা জায়েয নয় ৩৮
অজ্ঞ লোকদের জন্য আলেমদের অনুসরণ করা ওয়াজিব ৩৯

অধ্যায় ঃ কুরআনের আদব

কুরআন পাক স্পর্শ করার জন্য পবিত্রতা শর্ত ৪০
কুরআনের আয়াত সম্বলিত কোন লেখা কাফের বা মুশরিকের হাতে দেওয়া জায়েয কিনা ৪১
কুরআন পাক তরতীলের সাথে তিলাওয়াত করার অর্থ ৪১
তা'আওউয্ সম্পর্কিত মাসায়েল ৪২
তা'আওউয্ সম্পর্কিত আরও কয়েকটি মাসআলা ৪৩
কুরআন তিলাওয়াতের সময় ক্রন্দন করা তথা অশ্রুসিক্ত হওয়া আম্বিয়া কিরামের সুন্নত ৪৪
কুরআন তিলাওয়াতের সময় নিরবতার সাথে শ্রবণ করা ওয়াজিব এবং নিরবতা অবলম্বন না করা কাফেরদের অভ্যাস ৪৫
কুরআন তিলাওয়াত ও ঈসালে সওয়াব ৪৫
কুরআন তিলাওয়াতের সময় নিরবে শ্রবণ করা সম্পর্কে কয়েকটি যরূরী মাসআলা ৪৫
সূরা হজ্জের সিজদায়ে তিলাওয়াত ৪৭
সূরা আ'লা তিলাওয়াতের সময় যা পড়া সুন্নত ৪৮

www.pathagar.com

সূরা ওয়াত্তীন তিলাওয়াতের সময় যা পড়া সুন্নত ৪৯
কুরআন অনুযায়ী আমল না করাও মহাপাপ ৪৯
ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে কুরআন খতম করে পারিশ্রমিক নেওয়া না জায়েয ৪৯
পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ইবাদত ৫০
দাবী ও দাওয়াত-এর মধ্যে পার্থক্য ৫১
দাওয়াত ও তবলীগের কতিপয় আদব ৫২
তবলীগ ও দাওয়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি ৫৩
ইসলামের সত্যতা প্রমাণিত করা উলামায়ে কেরামের উপর ফরয ৫৩
দুনিয়াতে কোন ঘরের নাম দারুস্-সালাম রাখা নিষেধ ৫৩
তা'লীম ও তবলীগের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেওয়ার বিধান ৫৩

অধ্যায় ঃ তাসাওউফ বা আত্মশুদ্ধির মাসায়েল

আত্মপ্রশংসা ও ত্রুটি মুক্ততার দাবী করা জায়েয নয় ৫৪
কোন মুসলমানকে ঠাট্টা-উপহাস করা, দোষারোপ করা বা মন্দ নামে ডাকা নিষেধ ৫৫
অমুসলিম ব্যক্তির সৎ গুণাবলীর প্রশংসা করা জায়েয ৫৬
মধ্যম চাল-চলন অবলম্বন করা ৫৬
কারও দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করা হারাম ৫৬
কোন মুসলমানের অপ্রকাশ্য দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করা জায়েয নয় ৫৬
'ধারণা'-এর প্রকারভেদ ও বিধান ৫৭
'যন' শব্দের বিভিন্ন অর্থ ৫৮
গীবত বা অপরের দোষচর্চার বিধান ৫৯
মজলিসের কাফ্ফারাহ্ ৬০
মজলিসের আদব ৬০
মন্দ মজলিস বর্জন করার নির্দেশ ৬১
অসৎ লোকদের সংশ্রব অপেক্ষা একাকীত্ব ভাল ৬১
অশ্লীল ও বাজে নভেল-নাটক দেখা নিষেধ এবং বাতিলপন্থীদের বই-পুস্তক পাঠ করা নাজায়েয ৬২
আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকর করা আদিষ্ট বিষয় এবং ইবাদত ৬২
ইনশা-আল্লাহ্ বলার হুকুম ৬৩
বিজ্ঞ আলেমগণের প্রতি আদব ৬৩
সফরের একটি আদব ৬৩
কোন ওলী বা বুযুর্গের পক্ষে শরীয়তের বাহ্যিক হুকুম অমান্য করা জায়েয নয় ৬৪
'তওরিয়া'র শরীয়ত সম্মত বিধান ৬৪
স্বপ্ন প্রত্যেকের কাছে বর্ণনা করা ঠিক নয় ৬৫
দুশ্চরিত্র লোকের অনিষ্ট হতে কাউকে বাঁচানোর জন্যে তার মন্দ অভ্যাস

www.pathagar.com

বর্ণনা করা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয় ৬৬
তাৎক্ষণিকভাবে স্বপ্ন ফলে যাওয়া যরূরী নয় ৬৭
অভিসম্পাত বা ভর্ৎসনার বিধান ৬৭

অধ্যায় ঃ তাবীজাত সংক্রান্ত বিধানাবলী

জাদু সম্পর্কে শরীয়তের বিধান ৬৯
জ্বিন অধীন করা ৭০

অধ্যায়ঃ নামাযের মাসায়েল

দূরবর্তী এলাকায় বসবাসকারী লোকদের জন্য নামায আদায়কালে বাইতুল্লাহ্ যেদিকে অবস্থিত সেদিকে মুখ করাই যথেষ্ট ৭১
নামাযে ছুতর ঢাকা শর্ত ; ছুতর ঢাকা ব্যতিরেকে নামায সহীহ্ হবেনা ৭১
নামাযে লেবাস সংক্রান্ত কয়েকটি মাসআলা ৭২
নামাযে কুরআনের তরজমা পাঠ করা সমগ্র উম্মতের ঐক্যমতে নাজায়েয ৭৩
কুরআনের উর্দূ তরজমাকে উর্দূ কুরআন বলা জায়েয নয় ৭৩
তিলাওয়াতের সিজদার কয়েকটি যরূরী মাসআলা ৭৪
রুকূর মাধ্যমে তিলাওয়াতের সিজদা আদায় হয়ে যায় ৭৪
সফর ও কসরের বিধান ৭৫
সফর সম্পর্কিত আরও কয়েকটি মাসআলা ৭৬
খুতবার আদব ৭৭
জুমু'আর আযানের পর জুম'আর প্রস্তুতি ছাড়া অন্য সকল কাজ নিষিদ্ধ ৭৭
এক ইবাদতের সময় অন্য ইবাদতে মগ্ন হওয়া ঠিক নয় ৭৮
জুমু'আর নামায জামাআত ব্যতীত আদায় হয় না ৭৮
সম্মানীয় স্থানে প্রবেশের সময় জুতা খুলে নেওয়াই আদব ৭৮
তাহাজ্জুদের নামায নফল কি সুন্নতে মুআক্কাদাহ্ ৭৯
তাহাজ্জুদ নামাযের আহ্কাম ও মাসায়েল ৮০
লাউড স্পীকারে নামায পড়ানোর বৈধতা ৮৩
দোআ সম্বন্ধীয় কয়েকটি মাসআলা ৮০
দোআ কবুলের শর্তসমূহ ৮১
দোআর দুইটি বাতেনী আদব ৮২
নফল নামাযের সিজদায় দোআ করা জায়েয ৮২
নামায, রোযা ও নিজের অন্যান্য আমল নষ্ট করা নিষেধ ৮২
নামাযে শিথিলতা ৮৩

www.pathagar.com

অধ্যায় ঃ আহ্কামুল -মাইয়্যেত

মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা ওয়াজিব ৮৪
কাফের ব্যক্তিকে মুসলমানদের কবরে দাফন করা জায়েয নয় ৮৪
কাফেরের সমাধিতে দাঁড়ানো ৮৪

অধ্যায়ঃ যাকাত

যাকাতের পরিমাণে কম বা বেশী করার অধিকার কারও নাই ৮৫
যাকাত আদায় সম্পর্কিত কয়েকটি যরূরী মাসআলা ৮৫
সদকার মাল কাফেরকে দেওয়া জায়েয কিনা ৮৮
উশরের বিধান ৮৯
মালিকানা স্বত্ব প্রদান প্রসঙ্গ ৮৯
যাকাতের সম্পদ তাৎক্ষণিকভাবে হকদারের মালিকানায় হস্তান্তর করা যরূরী ৯১
শরীয়তের দৃষ্টিতে হিলা-কৌশল অবলম্বন ৯১
অসমীচীন কাজের উপর কসম খাওয়া ৯২
যাকাত ছাড়া আরও বহু ক্ষেত্রে সম্পদ ব্যয় করা ফরয ৯২
সম্পদ জমা করার উপর ইসলামী আইনের কঠোর নিষেধাজ্ঞা ৯২

অধ্যায় ঃ রোযার মাসায়েল

রমযান মাসের রোযা সম্পর্কিত আহকাম ৯৬
মৌনতার রোযা জায়েয নয় ৯৭
সেহ্রীর কতিপয় যরূরী বিধান ৯৮
রোযার ফিদ্ইয়া সম্পর্কিত মাসায়েল ৯৮
ইতিকাফ সম্পর্কিত মাসায়েল ৯৯
শবে ক্বদরের বিধান ১০০
ঈদের চাঁদ সংক্রান্ত একটি মাসআলা ১০০

অধ্যায় ঃ হজ্জের মাসায়েল

হজ্জের আনুষঙ্গিক মাসায়েল ১০১
হজ্জের আমল সমূহে ক্রমের গুরুত্ব ১০২
এহ্রাম বাঁধার পর হজ্জ ও উম্রাহ আদায়ে অপারগ হলে এহ্রাম খোলার উপায় কি ১০৩
এহ্রাম অবস্থায় মাথা মুণ্ডন করতে বাধ্য হলে কি করবে ১০৩
হজ্জের সফরে ব্যবসা বা মজ্দুরী করা কেমন ১০৪
তাওয়াফের পর দুই রাক্আত নামায আদায় করা ওয়াজিব ১০৪

অধ্যায় ঃ বিবাহ

বিবাহ সম্পর্কিত মাসায়েল ১০৫
বিবাহ সম্পর্কে যরূরী বিধান ১১১

www.pathagar.com

স্বামী-স্ত্রীর বয়সের সামঞ্জস্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা উত্তম ১১১
বিবাহ সম্পর্কিত আরও কতিপয় বিধান ১১২
চার জনের অধিক নারীকে এক সাথে বিবাহে রাখা হারাম ১১৩
নারী জিনের সাথে মানুষের বিবাহ ১১৩
মুতা' সম্পর্কিত মাসায়েল ১১৩
কাফেরের স্ত্রী মুসলমান হয়ে যাওয়ার বিধান ১১৪
স্ত্রীর প্রয়োজনীয় খরচাদি স্বামীর দায়িত্বে ১১৫
স্ত্রীর খরচাদি স্বামীর অবস্থা অনুপাতে হবে না স্ত্রীর অবস্থা অনুপাতে ১১৫
বসবাসের ব্যাপারে স্ত্রী স্বামীর অধীন ১১৫
স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া-কলহে অযথা অন্যের দখল দেওয়া অনুচিত ১১৬
গুনাহ্গার স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখা অনুচিত ১১৬
কন্যা সন্তান জন্ম হওয়া কোন অপমান নয় ১১৬
স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয ১১৭
সন্তান ভুল-ত্রুটি করলে তার সাথে কি আচরণ করা চাই ১১৭
নির্দিষ্ট করে স্ত্রীর আলোচনা সাধারণ মজলিসে না করা বরং ইশারা-ইঙ্গিতে কাজ নেওয়া উত্তম ১১৮
স্ত্রীর সাথেও অস্বাভাবিক কর্মে লিপ্ত হওয়া হারাম ১১৮
অস্বাভাবিক পন্থায় যৌন অভিলাষ চরিতার্থ করার বিধান ১১৯
হস্তমৈথুন করা হারাম ১১৯
হায়েয বা ঋতুকালে স্ত্রী সহবাস নিষিদ্ধ ১২০

অধ্যায় ঃ তালাক

এক সাথে তিন তালাক প্রদান ১২১

অধ্যায় ঃ শিশুকে দুধ পান করানো

শিশুকে দুধ পান করানো মায়ের উপর ওয়াজিব ১২৩
দুধ পান করানোর পূর্ণ সময়কাল ১২৩
শিশুকে দুধ পান করানো মায়ের দায়িত্ব এবং মায়ের খোর-পোষ ও প্রয়োজনীয় খরচাদির ব্যবস্থা করা পিতার দায়িত্ব ১২৩
স্ত্রী যতদিন বিবাহাধীন থাকবে সন্তানকে দুধ পান করানোর বিনিময়ে পারিশ্রমিক দাবী করতে পারবে না, তালাকের পর ইদ্দত পালনান্তে তা দাবী করতে পারে ১২৪
এতীম শিশুকে দুধ পান করানোর দায়িত্ব কার ১২৪

www.pathagar.com

গর্ভধারণ ও দুধ পান করানোর সর্বোচ্চ সময়সীমার ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের মতভেদ ১২৫
গর্ভধারণের চার মাস পর গর্ভপাত করা হত্যার শামিল ১২৬

অধ্যায়ঃ ইদ্দত

ইদ্দত সম্পর্কিত আহকাম ও মাসায়েল ১২৮

অধ্যায় ঃ ছতর ও পর্দার বিধানাবলী

অলংকারাদির আওয়ায বেগানা পুরুষকে শোনান জায়েয নয় ১২৯
নারীর আওয়ায ১৩০
খোশবু লাগিয়ে বাইরে যাওয়া ১৩০
কারুকার্যখচিত বোরকা পরিধান করে বাইরে যাওয়াও নাজায়েয ১৩০
নারীর কণ্ঠস্বর সম্পর্কে বিধান ১৩১
গোপন অঙ্গসমূহ আবৃত করার বিধান ও নারীর পর্দার মধ্যে পার্থক্য ১৩১
পর্দার কয়েকটি ব্যতিক্রমী বিধান ১৩৪

অধ্যায় ঃ কসম ও মান্নত

কাউকে কসম দিয়ে বাধ্য করা ১৩৭
নযর ও মান্নতের কতিপয় বিধান ১৩৭
ধোঁকা দেওয়ার জন্য কসম খেলে ঈমান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে ১৩৮
কসম খাওয়ার কয়েকটি পন্থা এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিধান ১৩৯

অধ্যায় ঃ আহ্কামুল-মাসাজিদ

মসজিদ সংক্রান্ত মাসায়েল ১৪০
মসজিদের পনেরটি আদব ১৪১
মসজিদের মেহ্রাবের বিধান ১৪২
কাফের ব্যক্তিকে ইসলামী ওয়াক্ফ-সম্পত্তির ব্যবস্থাপক ও মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করা দুরুস্ত নয় ১৪২
অমুসলিম ব্যক্তির মসজিদ নির্মাণ-সম্পর্কিত বিধান ১৪৩
ওলী ও বুযুর্গ ব্যক্তির কবরের পার্শ্বে মসজিদ নির্মাণের বিধান ১৪৩

অধ্যায় ঃ বেচা-কেনা

ধার কর্জ ও বাকী লেন-দেনের বিধানাবলী ১৪৪
শরীকানাধীন মালের দ্বারা তেজারত ১৪৪
তেজারতের কয়েকটি বিধান ১৪৫
সুদের নিষিদ্ধতা ও তার আহ্কাম, সুদের সংজ্ঞা ১৪৫
জুয়ার নিষিদ্ধতা ও বিভিন্ন প্রকার ১৪৬

www.pathagar.com

অধ্যায় ঃ রাজনীতি ও নেতৃত্ব

খলীফা বা বাদশাহ্‌র পারিশ্রমিক ১৪৭
শরীয়ত-বিরোধী কাজে শাসন-কর্তৃপক্ষের আনুগত্য জায়েয নয় ১৪৭
সরকারী কোন পদ নিজের জন্য তলব করা ১৪৮
কোন নারীর পক্ষে বাদশাহ্ হওয়া বা কোন সম্প্রদায়ের নেত্রী বা শাসক হওয়া জায়েয কিনা ১৪৮
মুশরিকদের নিকট পত্র লেখা এবং তাদের নামে তা প্রেরণ করা জায়েয ১৪৯
সব মজলিসে এমনকি কাফেরদের মজলিসেও মানবীয় চরিত্র প্রদর্শন করা উচিত ১৪৯
দ্বিজাতিক মতবাদ ১৪৯
খাদ্য-সামগ্রীর উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ ১৫০
রাষ্ট্রীয় সংবিধানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা ১৫০
পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র ও ইসলামের শূরানীতির পার্থক্য ১৫১
ইসলামী রাষ্ট্র একটি পরামর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র ১৫১
পরামর্শে মতবিরোধ হলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পন্থা কি হবে ১৫৪
একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ১৫৬
প্রত্যেক কাজে চেষ্টা-তদবীর করার পর আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করা চাই ১৫৬

অধ্যায় ঃ জেহাদ ও কেতাল

জেহাদ সম্পর্কিত মাসায়েল ১৫৮
জেহাদ ও কেতালের আহ্‌কাম ১৫৮
হিজরত সম্পর্কিত মাসায়েল ১৫৯
যুদ্ধবন্দী সম্পর্কিত মাসায়েল ১৫৯
নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে অভিশাপ দেওয়া ১৬০
কোন মুসলমান কাফেরদের হাতে বন্দী হলে ১৬০
গণীমতের মাল ও ওয়াক্‌ফ-সম্পদ চুরি করার শাস্তি ১৬১
গণীমতের মাল ও ফায়-এর মালের ব্যয়খাত ১৬২
বন্দীদের কাছ থেকে মুক্তিপণ গ্রহণের বিধান ১৬৩
দ্বীনি বিষয়ে কাফেরদের পরামর্শ নেওয়া ১৬৩
কাফেরদের সাথে সন্ধির বিধান ১৬৪
কাফেরদের সাথে শান্তিচুক্তির কয়েকটি প্রকার ১৬৪
দ্বীনের ব্যাপারে নমনীয়তা বা শৈথিল্য ১৬৪
কাফেরের সাথে কোন মুসলমানের আন্তরিক বন্ধুত্ব হতে পারে না ১৬৫
মুসলমানদের ধন-সম্পদের উপর কাফেরদের দখলের বিধান ১৬৫
যুদ্ধাবস্থায় বৃক্ষ ইত্যাদিতে অগ্নিসংযোগ করার বিধান ১৬৬

www.pathagar.com

অধ্যায় ঃ সাক্ষ্য

সাক্ষ্যের জন্য দু'জন অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা হওয়া যরূরী ১৬৭
সাক্ষীদের শর্তাবলী ১৬৭
শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতীত সাক্ষ্য প্রদানে অস্বীকার করা গুনাহ ১৬৭
ফাসেক ব্যক্তির সংবাদ ও সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় ১৬৮
গুজব ছড়ানো হারাম ১৬৮
মিথ্যা অপবাদের প্রতিবাদে নিজের সাফাই পেশ করা আম্বিয়া -কেরামের সুন্নত ১৬৯

অধ্যায় ঃ দণ্ডবিধি

অপরাধ ও শাস্তির বিধি-বিধানে ইসলামী আইনের প্রজ্ঞাভিত্তিক নীতি ১৭১
হত্যা সম্পর্কিত কয়েকটি বিধান ১৭১
বিশেষ অবস্থা দৃষ্টে হেরেমের অভ্যন্তরে কেসাসের বৈধতা ১৭৩
হত্যা সম্পর্কিত আরও বিধান ১৭৩
শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত তিন প্রকার শাস্তি ১৭৫
জেনা সম্পর্কিত বিধান ১৭৬
হদ্দ জারী করা সংক্রান্ত কয়েকটি বিধান ১৭৬
লে'আন সম্পর্কিত বিধান ১৭৮
জামানতের বিধান ১৮১

অধ্যায় ঃ বিচার-মীমাংসা

কারও জন্তু অপর ব্যক্তির জান অথবা মালের ক্ষতি করলে ফয়সালা কি হওয়া উচিত ১৮২
রায় দানের পর বিচারকের ফয়সালা বাতিল অথবা পরিবর্তন করা যায় কি? ১৮৩

অধ্যায় ঃ শিকার

শিকার করা জন্তু হালাল হওয়ার জন্যে চারটি শর্ত ১৮৪
শিকার সম্পর্কিত মাসায়েল ১৮৫

অধ্যায় ঃ জায়েয-নাজায়েয ও হালাল-হারামের বিবিধ মাসায়েল

শাসনের উদ্দেশ্যে নিজের জন্য বহু বচন পদ ব্যবহার করার বিধান ১৮৮
কাজে অলসতা করে এমন জন্তুকে সুষম শাস্তি দেওয়া জায়েয ১৮৮
চন্দ্রের হিসাব রক্ষা করা ওয়াজিব ১৮৯
বিনা প্রয়োজনে অট্টালিকা বানানো দূষনীয় ১৮৯
উপকারী পেশাকে গুনাহের কাজে ব্যবহার করা নাজায়েয ১৮৯
কোন কাফেরের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা নিষিদ্ধ ১৮৯

www.pathagar.com

রক্ত সম্পর্কিত কয়েকটি বিধান ১৮৯
মৃত জন্তু সম্পর্কিত বিধান ১৯৩
ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য জাতীয় ও ধর্মীয় খেদমতের বিনিময় ১৯২

অধ্যায় ঃ পানাহার সংক্রান্ত

প্রয়োজন পরিমাণ পানাহার করা ফরয ১৯৪
জগতের সব বস্তু মৌলিকভাবে মুবাহ ও বৈধ ; যতক্ষণ পর্যন্ত কোন প্রমাণের দ্বারা হারাম ও নিষিদ্ধতা প্রমাণিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন বস্তু হারাম হবে না ১৯৪
একটি আয়াত থেকে শরীয়তের আটটি মাস্‌আলা ১৯৫
পানাহারে সুন্নত ও আহকাম ১৯৫
খানার দাওয়াত ও মেহমানের আদব ১৯৭
মেহমানদারীর কিছু আদব ১৯৭
যে সব শহরে অধিকাংশ হারাম খাদ্য সেখানে করণীয় কি ১৯৮
আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর নামে যবেহ্‌কৃত পশু হারাম ১৯৮
আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে মান্নত ১৯৯
ক্ষুধার আধিক্যে নিরুপায় ও বাধ্যতামূলক অবস্থার বিধান ২০০
অনন্যোপায় অবস্থায় ঔষধ হিসাবে হারাম বস্তুর ব্যবহার ২০০
সাধারণ চিকিৎসা ও রোগের ক্ষেত্রে হারাম বস্তুর ব্যবহার ২০০
শূকর হারাম ২০১

অধ্যায় ঃ পোষাক-পরিচ্ছদ

রেশমী বস্ত্র পুরুষদের জন্য হারাম ২০২

অধ্যায় ঃ সামাজিক আদান-প্রদান ও পারস্পরিক অধিকার

মুসলমানদের পরস্পর একে অপরকে সালাম দেওয়া ২০৩
সুপারিশের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা হারাম ২০৪
সুপারিশের স্বরূপ, বিধান ও বিভিন্ন প্রকার ২০৪
ঘুষ নেওয়া কঠোর হারাম ২০৪
চাপ প্রয়োগ করে চাঁদা অথবা হাদিয়া চাওয়া লুণ্ঠনের শামিল ২০৫
হাদিয়া দেওয়া ও গ্রহণ করার বিধান ২০৫
কাফেরের উপঢৌকন গ্রহণ করা জায়েয কিনা ২০৬
মাতা-পিতার জন্য রহমতের দো'আ ২০৭
পিতা-মাতার আনুগত্য ফরয, কিন্তু আল্লাহ্‌র হুকুমের বিরোধী হলে জায়েয নয় ২০৭
হাতে লাঠি রাখা ২০৭
অপরের হক ও অধিকারের ব্যাপারে

www.pathagar.com

সকলের মতামত জানার জন্য সাধারণ জনসভার কণ্ঠ সমর্থন যথেষ্ট নয় ২০৮
পারস্পরিক-সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট শরীয়তী বিধান পালন করা ওয়াজিব ২০৮
অন্যের হক সম্পর্কিত যরূরী হেদায়েত ২০৯
পত্র লেখার বিবরণ ২০৯
পত্রের জওয়াব দেওয়া আম্বিয়া-কেরামের সুন্নত ২০৯
চিঠি-পত্রে বিস্‌মিল্লাহ্ লেখা ২১০
পত্র সংক্ষিপ্ত এবং যথাযথ ভাবপূর্ণ হওয়া চাই ২১০
দরূদ ও সালাম পাঠের নিয়ম ২১০

অধ্যায় ঃ আধুনিক বিষয়াবলী সম্পর্কিত মাসায়েল

পরীক্ষার নম্বর, সনদ ও সার্টিফিকেট ও ভোট ২১৩
পরস্পর প্রতিযোগিতা ও ঘোড়দৌড়ের বিধান ২১৪
খেলা-ধুলার সরঞ্জামাদি বেচা-কেনার বিধান ২১৪
মুবাহ্ ও জায়েয খেলা ২১৪
বিলাতী ঔষধ পত্রের বিধান ২১৫
ফটো ও চিত্র ২১৫
বাদ্যযন্ত্র ছাড়া সুললিত কণ্ঠে তথ্যপূর্ণ কবিতা পাঠ করা ২১৫
লটারী সম্পর্কিত মাসায়েল ২১৬
লটারীর বিধান ২১৬
কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের কর্তব্যকর্মে ত্রুটি করা ২১৭
অর্পিত দায়িত্বে ত্রুটি করা এবং নির্ধারিত সময়ের চাইতে কম কাজ করা ২১৭
মাপ ও ওযনে কম করার নিষেধাজ্ঞা ২১৮
কারও গৃহে প্রবেশের অনুমতি গ্রহণ ২১৮
অনুমতি চাওয়া সম্পর্কিত আরও কয়েকটি মাসআলা, টেলিফোন সম্পর্কিত মাসায়েল ২২৪
রোগীর গায়ে অন্যের রক্ত দেওয়ার কতিপয় শর্ত ২২৬
নৌকা, সামুদ্রিক জাহাজ ও অন্যান্য সওয়ারীতে আরোহণের আদব ২২৬

অধ্যায় ঃ ওসীয়ত

ওসীয়ত সংক্রান্ত মাসায়েল ২২৭
ওসীয়ত সম্পর্কে আরও বিধান ২২৮
কাফেরের সাক্ষ্য কাফেরের ব্যাপারে গ্রহণ যোগ্য ২২৯

অধ্যায় ঃ উত্তরাধিকার

স্বামী ও স্ত্রীর অংশ ২৩০
ওসীয়ত ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কয়েকটি বিধান ২৩১

www.pathagar.com

অধ্যায় ঃ উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধানাবলীর পরিশিষ্ট

মুসলমান কাফেরের ওয়ারিস হতে পারে না ২৩৩

হত্যাকারীর ওয়ারিসী স্বত্ব ২৩৪

গর্ভস্থ সন্তানের ওয়ারিসী স্বত্ব ২৩৪

ইদ্দত পালনরত স্ত্রীর স্বত্ব ২৩৪

আসাবা'দের ওয়ারিসী স্বত্ব ২৩৫

এতীমের মাল সম্পর্কিত কতিপয় মাসায়েল

এতীমের ওলী এতীমের মাল থেকে নিতান্ত প্রয়োজনে কিছু নিতে পারে ২৩৬

সম্পদ প্রত্যার্পণের সময় সাক্ষী রাখা ২৩৭

এতীম পৌত্রের ওয়ারিসী স্বত্ব প্রসঙ্গ ২৩৭

মৃত ব্যক্তির মালিকানাভুক্ত সব কিছুতে ওয়ারিসদের হক রয়েছে ২৩৭

পালকপুত্র সম্পর্কিত বিধান ২৩৯

প্রত্যেক নেআমতের শোকর আদায় করা ওয়াজিব ২৩৯

অবৈধ কাজে এক দেরহাম খরচ করাও অপচয় ২৪০

সত্যের প্রতি আহ্বানকারীর জন্যে শিক্ষা ২৪০

www.pathagar.com

অধ্যায় ৪

ঈমান ও আকায়েদ

আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল-জামা'আতের আকীদা

মাসআলা ঃ আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল-জামা'আতের আকীদা এই যে, দুনিয়াতে যে কোন ভাল বা মন্দ কাজ ঈমান অথবা কুফ্‌র আল্লাহ্‌ তা'আলার ইচ্ছা ও অভিপ্রায় ব্যতীত অস্তিত্ব লাভ করতে পারেনা। তাই প্রত্যেক জিনিসের অস্তিত্ব লাভের জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলার ইচ্ছা ও অভিপ্রায় শর্ত। অবশ্য আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও পসন্দ কেবল ঈমান ও সৎকাজের সাথে সম্পৃক্ত। কুফ্‌র, শির্‌ক ও পাপাচার তিনি পসন্দ করেন না। (মাঃ কুরআন, ৭ম খণ্ড ; সূরা যুমার, আয়াত ঃ ৭)

আল্‌লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করা জায়েয নয়

মাসআলা ঃ সিজদা একমাত্র বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তার হক। ইবাদত-উপাসনার উদ্দেশ্যে হোক বা নিছক সম্মান প্রদর্শন ও শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে হোক; একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ব্যতীত কোন নক্ষত্র বা মানব প্রভৃতিকে সিজদা করা সমগ্র উম্মতের ঐক্যমতে হারাম। পার্থক্য শুধু এই যে, ইবাদতের উদ্দেশ্যে সিজদাকারী কাফের হয়ে যায় আর নিছক সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সিজদাকারীকে কাফের বলা যাবেনা; কিন্তু হারাম কার্যে লিপ্ত হওয়ার দরুন জঘন্য অপরাধী ও ফাসেক বলে আখ্যায়িত হবে। আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপর কাউকে সিজদা করা পূর্ববর্তী কোন উম্মত বা শরীয়তে হালাল ছিলনা। কারণ, এইরূপ সিজদা শির্‌কের অন্তর্ভুক্ত। আর শির্‌ক প্রত্যেক নবীর শরীয়তেই হারাম। অবশ্য সম্মান ও শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে কৃত সিজদা পূর্ববর্তী আম্বিয়া-কিরামের শরীয়তসমূহে বৈধ ছিল। দুনিয়াতে আগমনের পূর্বে

www.pathagar.com

হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাগণকে হুকুম করা হয়েছে। এমনিভাবে হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামকে তাঁর পিতামাতা ও ভ্রাতাগণ সিজদা করেছেন। কুরআন মজীদে এসব ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু সমগ্র উম্মত এ ব্যাপারে একমত যে, এই নীতি কেবল পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহেই ছিল ; ইসলামে এই বিধান রহিত করা হয়েছে। সুতরাং ইসলামী শরীয়তে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করা সর্বাবস্থায় হারাম। (মাঃ কুরআন, ৭ম খণ্ড ; সূরা হা-মীম সিজদা, আয়াত ঃ ৩৭)

মাসআলা ঃ ইব্‌লীসের কাফের হয়ে যাওয়া কেবল তার আমল ও কার্যগত নাফরমানীর ফল ছিলনা। কেননা, কোন ফরয আমল কেউ কার্যতঃ পরিত্যাগ করলে ইসলামী বিধান অনুযায়ী সে কাফের হয়না ; ফাসেক ও পাপী হয়। বস্তুতঃ ইব্‌লীসের কাফের হওয়ার কারণ ছিল আল্লাহ্‌র হুকুমের বিরোধিতা ও মোকাবিলা করা অর্থাৎ "যাকে সিজদা করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে হুকুম করেছেন, সে এমন যোগ্য নয় যে আমি তাকে সিজদা করবো" — এই হঠকারিতা নিঃসন্দেহে কুফ্‌র। (মাঃ কুরআন, ১ম খণ্ড ; সূরা বাক্বারা, আয়াত ঃ ৩৪)

সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সিজদা করা ইসলামে নিষিদ্ধ

ইমাম জাস্‌সাস (রহঃ) ' আহ্‌কামুল-কুরআন' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "পূর্ববর্তী আম্বিয়া-কিরামের শরীয়তে বড়দের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সিজদা করা বৈধ ছিল ; কিন্তু হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়তে উপরোক্ত হুকুম রহিত করা হয় এবং সম্মানপ্রদর্শন ও শ্রদ্ধাপ্রকাশের জন্য শুধু সালাম ও মুসাফাহার বিধান দেওয়া হয়। কাউকে সম্মান করতে গিয়ে রুকু, সিজদা বা নামাযের ন্যায় হাত বেঁধে দাঁড়ানো ইসলামী শরীয়তে নাজায়েয। (মাঃ কুরআন, ১ম খণ্ড ; সূরা বাক্বারা, আয়াত ঃ ১৮৮)

আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে সিজদা করা হারাম

মাসআলা ঃ উম্মতের ইজ্‌মা ও ঐক্যমতে একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অপর কারও জন্যে সিজদা হারাম, কোন কোন আলেমের মতে কুফ্‌র। (মাঃ কুরআন ৮ম খণ্ড ; সূরা জিন, আয়াত ঃ ১৮)

www.pathagar.com

আল্লাহ্ ছাড়া অপর কাউকে 'রব্ব' বলা জায়েয নয়

'রব্ব' শব্দটি আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা জায়েয নয়। এ ধরণের শব্দাবলী যেমন শির্কের ধারণা সৃষ্টি করে, তেমনি মুশ্‌রিকদের সাথে সাদৃশ্যেরও কারণ হয়। ইসলামী শরীয়তে এরূপ শব্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। সহীহ্ মুসলিম শরীফের এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "কোন গোলাম (কৃতদাস) যেন তার মনিবকে 'রব্ব' না বলে এবং কোন মনিব যেন তার গোলামকে 'বান্দা' না বলে।" (মাঃ কুরআন ৫ম খণ্ড ; সূরা ইউসুফ, আয়াত ঃ ২৩)

আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও সাথে সৃষ্টিগুণকে সম্পৃক্ত করা জায়েয নয়

মাসআলা ঃ খাল্‌ক (خَلْقٌ) অর্থ সৃষ্টি করা। অর্থাৎ কোন বস্তুকে নিজস্ব ক্ষমতাবলে অনস্তিত্ব হতে অস্তিত্বে আনয়ন করা। এগুণটি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্যেই খাছ, অন্য কারও সাথে এই গুণ সম্পৃক্ত করা জায়েয নয়। বর্তমান যুগে লেখকদের লেখা, কবিদের কবিতা এবং চিত্রশিল্পীদের চিত্রকর্মকে সৃষ্টি নামে আখ্যায়িত করার যে প্রথা রয়েছে, তা সম্পূর্ণ শরীয়তবিরোধী। অনুরূপভাবে, লেখক বা অন্যান্যদেরকে এসব কাজের খালেক বা 'স্রষ্টা' বলা জায়েয নয়। বস্তুতঃ খালেক বা সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই হতে পারেন। লেখকদের লেখাকে 'চিন্তা' বা 'গবেষণার ফসল' বলা যেতে পারে ; সৃষ্টি নয়। (মাঃ কুরআন, ৭ম খণ্ড ; সূরা সাফ্‌ফাত, আয়াত ঃ ১২৫)

আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে সাহায্য পাওয়ার জন্য ডাকা নিরর্থক

মাসআলা ঃ মূর্তি, কোন কোন নবী, ফেরেশ্‌তা, যাদেরকে তোমরা খোদা মনে কর এবং যাদের তোমরা পূঁজা করে থাক, বিপদের সময় যদি তোমরা তাদেরকে আহ্‌বান কর, তবে তারা তোমাদের আহ্‌বানে সাড়া দেওয়া তো দূরের কথা ; তোমাদের কথাই তারা শুনতে পারবেনা। কেননা, মূর্তির মধ্যে (সৃষ্টিগতভাবে) শ্রবনের যোগ্যতাই নাই, আর নবীগণের যোগ্যতা থাকলেও তাঁরা না সর্বত্র বিদ্যমান

www.pathagar.com

এবং না প্রত্যেকেরই কথা তাঁরা শুনেন। যদি ধরে নেওয়া হয় যে, আম্বিয়া ও ফেরেশতাগণ তোমাদের কথা শুনবেন, তবুও তারা তোমাদের আবেদন পূরণ করবেন না। কেননা, প্রকৃত ক্ষমতা তাঁদের নাই। আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁরা কারও জন্যে সুপারিশ করতে পারেন না। (মাঃ কুরআন, ৭ম খণ্ড; সূরা ফাতির, আয়াত ঃ ১৪)

গায়রুল্লাহ্র (আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও) নামে উৎসর্গ করা নিষেধ

মাসআলা ঃ বুত-প্রতিমার নামে ষাড় প্রভৃতি ছেড়ে দেওয়া অথবা অন্য কোন জীব-জন্তু যেমন মোরগ, ছাগল প্রভৃতি কোন পীর-বুযুর্গের নামে উৎসর্গ করার প্রথা কোন কোন স্থানে দেখা যায়। বস্তুতঃ এ ধরনের কাজ করা তথা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও নৈকট্য লাভের মানসে জীব-জন্তু উৎসর্গ করা, এহেন কাজকে বরকতময় এবং নৈকট্য লাভের উপায় বলে বিশ্বাস করা, এগুলোকে নিজের জন্য হারাম করে নেওয়া এবং চিরকাল এরূপ অঙ্গীকারে আবদ্ধ থাকা ইত্যাকার সকল কাজ নাজায়েয ও হারাম।

মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি অজ্ঞতাবশতঃ কিংবা অসতর্কতার দরুন কোন পশু আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও নামে উৎসর্গ করে থাকে, তবে তার প্রতিকার এই যে, এহেন হারাম ধ্যান-ধারণা সমূলে পরিত্যাগ করতঃ চিরতরে এ কাজ বর্জন করতে হবে এবং অতীতের কৃতকর্মের উপর লজ্জিত হয়ে তওবা করতে হবে। তবেই তার জন্য এই পশুর গোশ্ত হালাল হবে। (মাঃ কুরআন ১ম খণ্ড ; সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ১৬৮)

আল্লাহ্র নামের বিকৃতি ও অপব্যাখ্যা

'আস্মায়ে ইলাহিয়া' বা আল্লাহ্ তা'আলার নামসমূহের অপব্যাখ্যা ও বিকৃতি সাধনের কয়েকটি পন্থা দেখা যায়। প্রথমতঃ আল্লাহ্ তা'আলার জন্য এমন নাম ব্যবহার করা যেগুলোর পক্ষে কুরআন ও হাদীসে কোনই প্রমাণ নাই। সত্যপন্থী আলেমগণ একমত যে, আল্লাহ্ তা'আলার নাম ও গুণাবলীর ব্যাপারে এই অধিকার কারও নাই যে, যা-ইচ্ছা তা দিয়ে আল্লাহ্র নাম রাখবে বা যেগুণে ইচ্ছা সে গুণে আল্লাহ্র প্রশংসা করবে। বরং আল্লাহ্ তা'আলার নাম ও গুণাবলীর জন্য কেবল ওইসব শব্দই প্রয়োগ করতে হবে, যেগুলো কুরআন ও হাদীসে তাঁর নাম

www.pathagar.com

ও গুণাবলী হিসাবেই উল্লিখিত হয়েছে। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলাকে 'কারীম' (সম্মানী) 'নূর', 'শাফী' (আরোগ্য দানকারী) বলা যেতে পারে ; কিন্তু এতদস্থলে এগুলোরই অনুরূপ অর্থবিশিষ্ট শব্দ যথাক্রমে সখী, আব্ইয়াজ (জ্যোতি) ও তবীব (চিকিৎসক) প্রভৃতি আল্লাহ্ তা'আলার জন্যে ব্যবহার করা দুরুস্ত হবে না। কেননা, এরূপ শব্দাবলী আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে কুরআন-হাদীসে উল্লিখিত হয় নাই।

আল্লাহ্ তা'আলার নামে বিকৃতির দ্বিতীয় পন্থা এই দেখা যায় যে, কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত থাকা সত্ত্বেও কোন কোন নামকে অশোভন বিবেচনা করে বর্জন করা হয়—এহেন আচরণ যে কত বড় বেআদবী বা অবজ্ঞা প্রদর্শন, তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

আল্লাহ্র জন্য যে নাম নির্ধারিত, তা দ্বারা অন্য কারও নাম রাখা বা কাউকে সম্বোধন করা জায়েয নয়

আল্লাহ্ তা'আলার নাম বিকৃতির তৃতীয় পন্থা এই যে, তাঁর জন্য নির্ধারিত নামসমূহ অন্যের জন্য ব্যবহার করা হয়। তবে এ ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা রয়েছে যে, আস্মায়ে হুস্না তথা আল্লাহ্র নামসমূহের মধ্যে কতক এমন রয়েছে, যে গুলো কুরআন-হাদীসেই অন্যের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং যে সমস্ত নাম আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলোর মাধ্যমে কাউকে সম্বোধন করা বা নাম রাখা দুরুস্ত আছে। যেমন, রহীম, রশীদ, আলী, আযীয প্রভৃতি। পক্ষান্তরে, যেসব নাম অন্যের জন্য ব্যবহারের কোন প্রমাণ কুরআন হাদীসে নাই, সেগুলো একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্যেই নির্ধারিত রাখতে হবে ; অন্য কারও জন্যে সেগুলো ব্যবহার করা উপরোক্ত বিকৃতি সাধনের অন্তর্ভূক্ত এবং নাজায়েয ও হারাম বলে বিবেচিত হবে। যেমন, রাহ্মান, সুবহান, রায্যাক, খালেক, গাফ্ফার, কুদ্দুস প্রভৃতি

আলোচ্য ক্ষেত্রে এ কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, আল্লাহ্র জন্যে নির্ধারিত নামসমূহকে অন্যের জন্য যদি ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে ব্যবহার করা হয়, অর্থাৎ অন্যকেই খালেক (সৃষ্টিকারী) রাযেক(রিযিকদাতা) জ্ঞান করা হয়, তবে এ প্রয়োগ হবে সম্পূর্ণ কুফ্র। আর যদি আকীদা (বিশ্বাস) ভ্রান্ত না হয় বরং অমনোযোগিতা বা না বুঝার দরুন এমন হয়, তবে এরূপ করা যদিও কুফ্র হবে না ; কিন্তু শির্কসুলভ প্রয়োগের কারণে কঠিন গুনাহ্ হবে।

www.pathagar.com

পরিতাপের বিষয় যে, বর্তমান যুগের সাধারণ মুসলমান এ হেন ভুলে নিপতিত রয়েছে। এমনও কিছু লোক রয়েছে, যারা ইসলামী নাম রাখাই বর্জন করেছে, চেহারা-সূরত ও স্বভাব-চরিত্রের দ্বারা পূর্বেও তাদেরকে মুসলমান বুঝা মুশ্‌কিল ছিল; শুধু নামের দ্বারাই বুঝা যেতো যে তারা মুসলমান। অধুনা নব্য ইংরেজী কায়দায় নাম রাখা আরম্ভ হয়েছে। আদর্শ মুসলিম রমণীগণের নামানুসারে খাদীজা, আয়েশা, ফাতেমা প্রভৃতি নাম না রেখে নাসীম, শামীম, শাহ্‌নাজ, নাজমা, পারভীন ইত্যাদি নাম রাখা হচ্ছে। আরও পরিতাপের বিষয় এই যে, আব্দুর রহমান, আব্দুল খালেক, আব্দুর রায্‌যাক, আব্দুল গাফ্‌ফার, আব্দুল কুদ্দুস প্রভৃতি নাম সংক্ষেপ করে শুধু শেষাংশটুকু উচ্চারণ করা হয় এবং এভাবে লোকদেরকে ডাকা হয়। এর চেয়ে আরও মারাত্মক এই যে, কুদরতুল্লাহ্‌কে আল্লাহ্ সাহেব কুদরতে খোদাকে খোদা সাহেব বলে সম্বোধন করা হয়। বস্তুতঃ এসব রীতি-নীতি না জায়েয, হারাম এবং কবীরা গুনাহ্। যতবার এসব নামে ডাকা হবে, ততবার কবীরা গুনাহ্ হতে থাকবে। যারা শুনবে, তারাও এ থেকে পরিত্রান পাবেনা। (মাঃ কুরআন, ৪র্থ খণ্ড ; সূরা আ'রাফ, আয়াতঃ ১৮০)

'ইয়াসীন' নাম রাখা

ইমাম মালেক (রহঃ) 'ইয়াসীন' নাম রাখা পসন্দ করতেন না। তাঁর মতে 'ইয়াসীন' আল্লাহ্ তা'আলার নাম। আর যেহেতু এর সহীহ্ অর্থ জানা নাই, তাই এ শব্দটির এমন কোন অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যা কেবল আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই খাস, যেমন খালেক, রায্‌যাক প্রভৃতি। অবশ্য ইয়াসীন শব্দটি يٰسين এর লিপি-পদ্ধতি অনুসারে না লিখে যদি يٰاسِيْن পদ্ধতিতে লিখা হয়, তবে এ দ্বারা কারও নাম রাখা জায়েয হবে। কেননা, কুরআনে করীমে এভাবে অন্যের নাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে ঃ سَلٰمٌ عَلٰى اٰلِ يٰاسِيْن (ইব্‌নে আরাবী) (মাঃ কুরআন, ৭ম খণ্ড ; সূরা ইয়াসীন, আয়াতঃ ১)

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ফয়সালাকে অস্বীকার করা কুফ্‌র

মাসআলা ঃ ইসলামী শরীয়তের যে কোন ফয়সালা খোদ হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়সালারই নামান্তর। কেবল তাঁর

www.pathagar.com

জীবৎকাল পর্যন্ত তা শেষ হয়ে যায় নাই।

মাসআলা ঃ প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয যে, কোন বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক মতবিরোধ দেখা দিলে ঝগড়া-বিবাদ পরিহার করে উভয় পক্ষ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রবর্তিত শরীয়তের দিকে রুজু করবে এবং শরীয়তের মধ্যেই এর মীমাংসা অন্বেষণ করবে।

মাসআলা ঃ যে কোন কাজ বা আমল, যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন কথা বা কাজের মাধ্যমে প্রমাণিত থাকে, তা সম্পাদন করতে অন্তরে কোন রকম সংকীর্ণতা অনুভব করা ঈমানের দুর্বলতার লক্ষণ। যেমন, যে সব ক্ষেত্রে শরীয়ত তায়াম্মুম করে নামায আদায় করার বিধান দিয়েছে, সেইসব ক্ষেত্রে তায়াম্মুম করতে যদি কারও মন সম্মত না হয়, তবে তা 'তাক্ওয়া' বা পরহেযগারী নয় ; বরং এটা তার মনের রোগ। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা অধিক মুত্তাকী-পরহেযগার কে ছিল ; যে ক্ষেত্রে তিনি বসে নামায আদায় করার অনুমতি দিয়েছেন এবং নিজেও বসে নামায পড়েছেন, এতদসত্ত্বেও যদি কারও মন সম্মত না হয় এবং অসহনীয় পরিশ্রম ও কষ্ট-ক্লেশ করে দাঁড়িয়ে নামায পড়ে, তবে তার বুঝে নেওয়া উচিত যে, তার অন্তরেই রোগ রয়েছে। অবশ্য সাধারণ প্রয়োজন ও কষ্টের ক্ষেত্রে যদি শরীয়তের দেওয়া অব্যাহতি ত্যাগ করে কষ্টের উপরেই আমল করে, তবে তা-ও দুরুস্ত আছে এবং এটাও হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই শিক্ষা। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে শরীয়তপ্রদত্ত রুখসত্ বা অব্যাহতি গ্রহণে সংকীর্ণতা অনুভব করা কোন তাক্ওয়া নয়। (মা ঃ কুরআন, ২য় খণ্ড ; সূরা নিসা, আয়াতঃ ৬৫)

মাসআলা ঃ পবিত্র কুরআনের হুকুম ও নির্দেশনাবলীর উপর আমল করা যেমন যরূরী ও ওয়াজিব, তেমনি হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুমের উপর আমল করাও ওয়াজিব ও অপরিহার্য। (মা ঃ কুরআন, ৮ম খণ্ড; সূরা হাশ্র, আয়াত ঃ ১০)

মুরতাদ সম্পর্কে কয়েকটি মাসআলা

মাসআলা ঃ দুনিয়াতে মুরতাদ (ইসলাম ধর্ম ত্যাগকারী) ব্যক্তির আমল বরবাদ হওয়ার অর্থ এই যে, তার স্ত্রীর সাথে স্থাপিত বিবাহ বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তার নিকটাত্মীয় কোন মুসলমানের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্তব্য অংশ থেকে সে বঞ্চিত হয়। মুসলমান অবস্থায় নামায-রোযা যা করেছিল সব বাতিল হয়ে

www.pathagar.com

যায়। মৃত্যুর পর তার জানাযার নামায পড়া হবে না। মুসলমানদের কবরস্তানে তাকে দাফন করা হবে না। পরকালে বরবাদ হওয়ার অর্থ এই যে, ইবাদতসমূহের কোনই সওয়ার পাবে না এবং চিরকালের জন্য জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

মাসআলা ঃ যদি মুরতাদ ব্যক্তি পুনরায় মুসলমান হয়ে যায়, তবে পরকালে দোযখ থেকে রেহাই পাওয়া এবং দুনিয়াতে পুনরায় তার উপর ইসলামী বিধান সমূহ জারী হওয়ার বিষয় নিশ্চিত ; কিন্তু পূর্বে যদি হজ্জ করে থাকে তবে সামর্থবান হয়ে থাকলে পুনরায় তার উপর হজ্জ ফরয হবে কিনা এবং অতীত জীবনে আদায়কৃত নামায-রোযার সওয়াব পরকালে প্রাপ্ত হবে কিনা—এ বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে পুনরায় হজ্জ করা ফরয এবং অতীতে কৃত নামায-রোযার সওয়াবও সে পাবেনা। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) উপরোক্ত দু'বিষয়েই ভিন্ন মত পোষণ করেন।

মাসআলা ঃ কিন্তু যে ব্যক্তি প্রথম থেকেই কাফের এবং এ অবস্থায় যদি কোন সৎকাজ করে, তবে এর সওয়াব পূর্বকৃত সৎকাজ হিসাবে রক্ষিত থাকে; পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে সেই সওয়াব প্রদান করা হয়। আর যদি কুফর অবস্থায়ই তার মৃত্যু হয়, তবে সব বরবাদ হয়ে যায়। হাদীস শরীফে اَسْلَمْتَ عَلٰى مَا اَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ বাক্যটি এই অর্থেই ইরশাদ করা হয়েছে।

মাসআলা ঃ মোটকথা, মুরতাদের অবস্থা কাফেরের চেয়েও নিকৃষ্টতর। এ জন্যেই কাফেরের নিকট হতে জিযিয়া কর গ্রহণ করা যেতে পারে ; কিন্তু মুরতাদ যদি পুনরায় ইসলাম গ্রহণ না করে, তবে পুরুষ হলে তার বিধান হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড আর স্ত্রীলোক হলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। কেননা, এদের দ্বারা সরাসরি ইসলামের অবমাননা হয়েছে। আর সরকার অবমাননার দরুণ এরা মৃত্যুদণ্ডেরই উপযুক্ত। (মাঃ কুরআন, ১ম খণ্ড; সূরা বাক্বারা, আয়াত ঃ ২১৭)

কুফর-এর একটি বিশেষ প্রকার 'ইলহাদ' -এর সংজ্ঞা, বিভিন্ন প্রকার ও বিধান

মাসআলা ঃ কুরআনী আয়াতের প্রকৃত মর্ম ও অর্থের প্রতি বিমুখতা প্রর্দশন করতঃ পাশ কাটিয়ে যাওয়াকে কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় 'ইলহাদ" বলা হয়। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে যদিও 'স্পষ্ট অস্বীকৃতি ও বিমুখতা' এবং '(ভ্রান্ত) অর্থ উদ্ভাবনের অজুহাতে বিমুখতা' এ উভয় অর্থেই 'ইলহাদ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়;

www.pathagar.com

কিন্তু সাধারণতঃ 'ইলহাদ' বলতে যা বুঝায়, তা হচ্ছে—বাহ্যতঃ কুরআন ও কুরআনী আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান ও সত্যতার দাবী করা সত্ত্বেও নিজের পক্ষ থেকে আয়াতসমূহের এমন মনগড়া অর্থ বর্ণনা করা, যা কুরআন ও সুন্নাহ্র অন্যান্য বর্ণনা এবং উম্মতের সর্বসম্মত ব্যাখ্যাসমূহের বিপরীত হয় ; ফলতঃ কুরআনের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়ে যায়।

একটি ভ্রান্তির অপনোদন ঃ

এ জন্যেই উলমায়ে কেরাম ও ফেকাহ্বিদগণ বলেছেন ঃ কুফ্র থেকে মুক্ত-পবিত্র অন্তর নিয়ে কুরআনী আয়াতের অর্থ উদ্ভাবন ও ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য শর্ত হলো—দ্বীনের যরূরী বিষয়াবলীর সাথে কোনরূপ বিরোধ ও বৈপরীত্য না হওয়া। 'যরূরী বিষয়াবলী' বলতে দ্বীনের সব আহকাম ও মাসায়েলকে বুঝায়, যা ইসলাম ও মুসলমানদের মধ্যে এমন সুবিদিত ও প্রসিদ্ধ যে, সাধারণ অশিক্ষিত মূর্খ লোকগণও সে সম্পর্কে ওয়াকিফ্হাল। যেমন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়া, ফজরের দুই রাক্আত ও যোহরের চার রাক্আত ফরয হওয়া, রমযানের রোযা ফরয হওয়া, সূদ, শরাব,শূকর হারাম হওয়া প্রভৃতি। এসব বিধান ও মাসায়েলের সাথে সম্পর্কিত আয়াতসমূহে যদি কেউ এমন অর্থ ও ব্যাখ্যার উদ্ভাবন ঘটায়, যা মুসলমানদের মধ্যে ব্যক্তি পরম্পরায় বর্ণিত সুবিদিত ও সুপ্রসিদ্ধ অর্থের বিপরীত হয়, তবে সে ব্যক্তি সর্বসম্মতভাবে নিশ্চিত কাফের। কেননা, এরূপ ব্যাখ্যা প্রদান মূলতঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা ও তালীমকে অস্বীকার করার নামান্তর। কেননা, উম্মতের প্রায় সকলেই একমত যে, ঈমানের সংজ্ঞা হলো, এমন সব বিষয়কে সত্য বলে বিশ্বাস করা যেগুলোর বর্ণনা ও নির্দেশনা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে জাজ্জল্যমানরূপে প্রমাণিত রয়েছে। অর্থাৎ উলামায়ে কেরাম ছাড়া সাধারণ মুসলমানগণও সেসব বিষয় সম্পর্কে অবগত রয়েছে। ঈমানের এই সংজ্ঞার অনিবার্য ফলশ্রুতিতে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, উপরোক্ত রূপে প্রমাণিত যে কোন বিষয়কে অস্বীকার করা কুফ্র। সুতরাং যে ব্যক্তি দ্বীনের উক্তরূপ বিষয়াবলীর মধ্যে অর্থের উদ্ভাবন ঘটিয়ে হুকুমের বিকৃতি বা পরিবর্তন সাধন করে, সে প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনীত শিক্ষাকেই অস্বীকার করছে। (মাঃ কুরআন, ৭ম খণ্ড; সূরা হা-মীম সিজ্দা, আয়াতঃ ৪০)

www.pathagar.com

হযরত ঈসা (আঃ)-এর শেষ যুগে অবতরণকে অস্বীকারকারী ব্যক্তি কাফের

মাসআলা ঃ মুসলমানদের আকীদা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামকে ইহুদীদের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য জীবিতাবস্থায় আস্‌মানে তুলে নিয়েছেন। ইহুদীরা তাঁকে হত্যাও করতে পারে নাই শূলীতেও চড়াতে পারে নাই। তিনি আসমানে জীবিতাবস্থায় বিদ্যমান রয়েছেন এবং কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে আসমান থেকে অবতরণ করে ইহুদীদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবেন। অবশেষে তিনি স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু বরণ করবেন। এই আকীদা-বিশ্বাসের ব্যাপারে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্ একমত ; এতে কারও কোনো দ্বিমত নাই। (মাঃ কুরআন ২য় খণ্ড; সূরা আলি-ইম্‌রান, আয়াতঃ ৫৫)

শেষ যমানায় হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের অবতরণবিষয়ক আকীদা অকাট্য ও সর্বসম্মত ; এ বিষয়ের অস্বীকৃতিকারী কাফের। (মাঃ কুরআন, ২য় খণ্ড; সূরা নিসা, আয়াতঃ ১৫৫-১৫৯)

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোনরূপ কষ্ট দেওয়া কুফ্‌র

মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোনরূপ কষ্ট দেয় তাঁর সত্তা বা গুণাবলীতে প্রকাশ্যে বা ইঙ্গিতে কোনরূপ দোষ বের করে, সে কাফের হয়ে যায়। উল্লিখিত আয়াতের দৃষ্টিতে সেই ব্যক্তির উপর দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই আল্লাহ্ তা'আলার অভিসম্পাত হয়।

(তফ্‌সীরে মায্‌হারী)

মাসআলাঃ যে কোন মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া, তার উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হারাম হওয়ার বিষয়টি আলোচ্য আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে শরীয়তের আইন অনুযায়ী যদি কোন মুসলমান কষ্ট বা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হয়, তবে তা ভিন্ন কথা। এমতাবস্থায় তার কৃতকর্মের প্রতিফলস্বরূপ তাকে শাস্তি দেওয়া জায়েয। (মাঃ কুরআন, ৭ম খণ্ড ; সূরা আহ্‌যাব , আয়াত ঃ ৫৮)

* * *

www.pathagar.com

আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও সাথে সর্ব প্রকার গায়েবের ইল্‌ম সম্পৃক্ত করা স্পষ্ট শির্‌ক

মাসআলা ঃ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জ্ঞান আল্লাহ্ তা'আলার মত সমস্ত সৃষ্টিজগতের উপর পরিব্যাপ্ত ছিলনা, যেমন কতিপয় মূর্খ ও জাহেল লোক তা বলে থাকে। বরং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে যে পরিমাণ ইল্‌ম দান করতেন, তিনি তাই পেতেন। তবে এ ব্যাপারে বিতর্কের কোন অবকাশ নাই যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে ইল্‌ম দেওয়া হয়েছে, তা সমস্ত সৃষ্টজীবের ইল্‌ম অপেক্ষা অনেক বেশী। (মাঃ কুরআন, ২য় খণ্ড ; সূরা নিসা, আয়াত ঃ ১১৩)

মাসআলা ঃ কোন কোন অজ্ঞ লোক 'গায়েব' এবং 'গায়েবের খবরাদি'-এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারেনা। ফলে, তারা নবীগনের জন্য বিশেষতঃ খাতামুল-আম্বিয়া হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য সর্ব প্রকার 'ইল্‌মে গায়েব' প্রমাণ করার চেষ্টা করে এবং আল্লাহ্ তা'আলার অনুরূপ তাঁকেও 'আলেমুল-গায়েব' তথা সৃষ্টির প্রতিটি অণু-পরমাণু সম্পর্কে জ্ঞানবান বলে উক্তি করে, যা স্পষ্ট শির্‌ক। কারণ এতে রাসূলকে খোদায়ী মর্যাদায় সমাসীন করা হয়-নাউযু বিল্লাহ্। কোন ব্যক্তি যদি তার বন্ধুকে নিজের গোপন ভেদ জানিয়ে দেয়, তবে দুনিয়ার কেউ তাকে 'আলেমুল-গায়েব' আখ্যা দিবেনা। অনুরূপ ভাবে, নবীগণকে ওহীর মাধ্যমে প্রচুর গায়েবের খবর জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ; এতে তাঁদেরকে 'আলেমুল-গায়েব' বলে অভিহিত করা যেতে পারে না। বিষয়টি খুব ভালরূপে বুঝে নেওয়া উচিত। (মাঃ কুরআন, ৮ম খণ্ড; সূরা জিন, আয়াত ঃ ২৭)

বাধ্য-বাধকতা অবস্থায় কুফ্‌রী কথা উচ্চারণ করা

মাসআলা ঃ হত্যার হুম্‌কি দিয়ে যদি কাউকে কুফ্‌রী কথা উচ্চারণ করতে বাধ্য করা হয় এবং হুম্‌কিদাতা হত্যাকার্য বাস্তবে পরিণত করার ক্ষমতা রাখে বলে প্রবল ধারণা হয়, তবে এরূপ যবরদস্তির ক্ষেত্রে শুধু মুখে কুফ্‌রী কালাম উচ্চারণ করতে পারে। তবে শর্ত হলো, অন্তরে অটল ঈমান থাকতে হবে এবং কুফ্‌রী কালামকে মিথ্যা ও মন্দ বলে বিশ্বাস রাখতে হবে। এরূপ অপারগ অবস্থায় কুফ্‌রী

www.pathagar.com

কালাম উচ্চারণকারী ব্যক্তির কোন গুনাহ্ হবেনা এবং তার স্ত্রী ও তার জন্য হারাম হবেনা। (কুরতুবী, মায্হারী) (মাঃ কুরআন, ৫ম খণ্ড; সুরা নাহ্ল, আয়াত ঃ ১০৬)

মহাকালকে মন্দ বলা ঠিক নয়

মাসআলা ঃ কাফের ও মুশরিকরা মহাকালের চক্রকে সমগ্র সৃষ্টিজগত ও তার সমস্ত অবস্থার কারণ বলে সাব্যস্ত করতো এবং সবকিছু মহাকালেরই ক্রিয়াকর্ম বলে বিশ্বাস করতো, যেমন আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে এগুলো সব আল্লাহ্ তা'আলার কুদরত ও ইচ্ছায় সম্পন্ন হয়ে থাকে। এজন্যেই সহীহ্ হাদীসসমূহে দহ্র তথা মহাকালকে মন্দ বলতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, কাফেররা যে শক্তিকে দহ্র শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে, প্রকৃতপক্ষে সেই শক্তি ও কুদরত একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই। তাই দহ্রকে মন্দ বলার ফল আল্লাহ্ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "দহ্রকে মন্দ বলোনা, কেননা দহ্র প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলাই।" তাৎপর্য এই যে, মূর্খ লোকেরা যে কাজকে দহ্রের কাজ বলে আখ্যায়িত করে, তা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার শক্তি ও কুদরতেরই কাজ; দহ্র কোনকিছু নয়। এতে একথা যরূরী হয়না যে, দহ্র আল্লাহ্ তা'আলার কোন নাম । কেননা, এখানে রূপক অর্থে আল্লাহ্ তা'আলাকে দহ্র বলা হয়েছে। (মাঃ কুরআন, ৭ম খণ্ড ; সুরা জাসিয়া, আয়াত ঃ ২৪)

মৃত্যু ও তক্দীর প্রসঙ্গ

মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি মৃত্যুর ভয়ে নয় বরং আপন কোন প্রয়োজনে অন্যত্র চলে যায়, তবে সে আলোচ্য আয়াতের নিষেধাজ্ঞায় পড়বেনা। অনুরূপভাবে, যদি কারও দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, এখান থেকে অন্যত্র চলে গেলেই আমি মৃত্যু থেকে রক্ষা পাবোনা ; বরং মৃত্যুর সময় যদি আমার এসে গিয়ে থাকে, তবে আমি যেখানেই যাবো মৃত্যু আমাকে পাবেই, আর যদি আমার মৃত্যুর সময় না এসে থাকে, তবে এখানে অবস্থান করলেও আমার মৃত্যু হবেনা—এই আকীদা অটল রেখে শুধু আব-হাওয়া পরিবর্তনের লক্ষ্যে অন্যত্র গমন করাও উপরোক্ত নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত নয়। এমনিভাবে যদি কেউ রোগাক্রান্ত এলাকায় প্রবেশ করে এবং তার বিশ্বাস থাকে যে, কেবল এখানে আগমন করেছি বলে আমার মৃত্যু

www.pathagar.com

হয়ে যাবে, এমন নয় ; বরং মৃত্যু আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছার অধীন, তবে এমন লোকের জন্যে এতদঞ্চলে প্রবেশ করাও জায়েয। মৃত্যুর ভয়ে জিহাদ হতে পলায়ন করা হারাম। (মাঃ কুরআন ১ম খণ্ড ; সূরা বাক্বারা, আয়াত ঃ ২৪৩)

মৃত্যুর কারণাদি থেকে পলায়নের বিধান

যে সমস্ত বিষয় স্বভাবতঃ মৃত্যুর কারণ হয় সেগুলো থেকে দূরে থাকা বা পলায়ন করা যেমন জ্ঞান-বুদ্ধির পরিচায়ক তেমনি তা শরীয়তেরও তাকীদ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা নুয়ে থাকা একটি দেয়ালের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দ্রুত পার হয়ে গেছেন। এমনিভাবে, কোথাও অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হলে সেখান থেকে সরে না যাওয়া বিবেক ও শরীয়ত উভয়েরই পরিপন্থী। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে (قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ) মৃত্যুর ভয়ে যে পলায়নের নিন্দা করা হয়েছে, উপরোক্ত বিষয়ালীর দরুণ পলায়ন করা হলে তা সেই নিন্দার আওতাভুক্ত হবেনা। তবে শর্ত হলো, আকীদা অক্ষুন্ন থাকতে হবে এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে, মৃত্যু যে মুহূর্তে আসবে, তখন পলায়ন করেও আমি রক্ষা পাবোনা। আর যেহেতু তার জানা নাই যে, অগ্নি, বিষ বা অন্য কোন ধংসাত্মক পদার্থের মধ্যে নির্দিষ্টভাবে তার মৃত্যু লিখা রয়েছে, তাই উক্তরূপ পলায়ন নিন্দিত পলায়নের অন্তর্ভূক্ত নয়। (মাঃ কুরআন ৮ম খণ্ড ; সূরা জুমু'আ, আয়াত ঃ ৮)

নবীর হুকুম অমান্য করা গুমরাহী

মাসআলা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে কোন কাজের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে নির্দেশ প্রদান করলে সেই কাজ করা তার উপর ওয়াজিব হয়ে যায় ; শরীয়তের বিধানে এ কাজটি না করার অধিকার তার থাকেনা। এমনকি শরীয়তের দৃষ্টিতে সে কাজটি মূলতঃ ওয়াজিব বা যরূরী না হলেও কেবল নবীর হুকুমের দরুণ তা ওয়াজিব ও অপরিহার্য হয়ে যায়। এরূপ না করা স্পষ্ট গুমরাহী বলে (কুরআনে) আখ্যায়িত হয়েছে। (মাঃ কুরআন ৭ম খণ্ড ; সূরা আহ্যাব, আয়াত ঃ ৩৬)

* * *

www.pathagar.com

রিসালতের অস্বীকারকারী মূলতঃ আল্লাহ্‌কে অস্বীকারকারী

মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালতকে (অর্থাৎ রাসূল হওয়া-কে) বা পবিত্র কুরআন আল্লাহ্‌র কালাম হওয়ার বিষয়কে অস্বীকার করে, সে প্রকাশ্যে আল্লাহ্‌র মহত্ব ও অস্তিত্বকে অস্বীকার না করলেও আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব অস্বীকারকারীদের তালিকাভুক্ত। (মাঃ কুরআন ১ম খণ্ড ; সূরা বাক্বারা, আয়াত ঃ ২৮)

মাসআলা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কেবল অনুসরণ করাই যথেষ্ট নয়; বরং সেইসঙ্গে তাঁর প্রতি আদব, ভক্তি- শ্রদ্ধা ও ভালবাসা রাখাও ফরয। (মাঃ কুরআন ৪র্থ খণ্ড ; সূরা আরাফ, আয়াত ঃ ১৫৭)

রওযা পাকের সামনে উচ্চ আওয়াযে সালাম ও কালাম করা নিষিদ্ধ

মাসআলা ঃ কাযী আবূ বকর ইব্‌নে আরাবী (রহঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মান ও আদব প্রদর্শন করা তাঁর জীবদ্দশায় যেমন ওয়াজিব, তাঁর ওফাতের পরও তেমনি ওয়াজিব। তাই কোন কোন আলেম বলেছেন, তাঁর রওযা পাকের সামনে উচ্চস্বরে সালাম-কালাম করা আদবের খেলাফ। এমনিভাবে যে মজলিসে হাদীস পাঠ বা বর্ণনা করা হয়, সেখানে শোরগোল করাও বেআদবী। কেননা, সরাসরি পবিত্র মুখ থেকে হাদীস নিঃসরণের সময় চুপ করে তা শ্রবণ করা ওয়াজিব ও যরূরী ছিল, তাই ওফাতের পর যে মজলিসে হাদীস শুনানো হয়, সেখানে কোনরূপ হট্টগোল করা বেআদবী বলে গণ্য হবে। (মাঃ কুরআন, ৮ম খণ্ড ; সূরা হুজুরাত, আয়াত ঃ ২)

মাসআলা ঃ যে সব বিষয়কে ইসলামী শরীয়ত যরূরী এবং ইবাদত বলে অখ্যায়িত করে নাই, নিজের পক্ষ থেকে মনগড়াভাবে এসব বিষয়কে যরূরী ও ইবাদত বলে মনে করা জায়েয নয়। এমনিভাবে যে কাজ শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয, সে কাজকে গুনাহ্ মনে করা গুনাহ্। (মাঃ কুরআন ১ম খণ্ড ; সূরা বাক্বারা, আয়াত ঃ ১৮৯)

* * *

www.pathagar.com

সাহাবায়ে কেরামকে দোষারোপ করা, তাঁদের ভুল-ভ্রান্তি নিয়ে সমালোচনা ও বিতর্ক করা দুর্ভাগ্যের কারণ

মাসআলা ঃ 'তফসীরে মাযহারী' গ্রন্থে রয়েছে, উম্মতের যে সমস্ত সম্মানিত ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা ও মাগফেরাতের ঘোষণা করে দিয়েছেন, তাঁদের কোন ভুল-ত্রুটি বা গুনাহ হয়ে থাকলেও আলোচ্য আয়াত (لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ـ الاٰية) তাঁদের সেইসব গুনাহ্ ও ভুল-ভ্রান্তির ক্ষমা ও মাগফেরাত ঘোষণা করে দিয়েছে। এতদসত্ত্বেও তাঁদের অশুভনীয় কোন কাজকে সমালোচনা ও বিতর্কের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা নিতান্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় এবং আয়াত-উল্লিখিত দাবীর পরিপন্থীও বটে। বস্তুতঃ এ আয়াত রাফেযীদের সেই উক্তির স্পষ্ট খণ্ডণ, যাতে তারা হযরত আবূ বকর ও উমর (রাযিঃ)-এর প্রতি কুফর ও নেফাকের দোষ আরোপ করেছে। (মাঃ কুরআন, ৮ম খণ্ড ; সূরা ফাত্হ, আয়াত ঃ ১৮)

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে সমগ্র উম্মতের সর্বসম্মত আকীদা

সাহাবায়ে কেরামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, তাঁদের ভালবাসা, তাঁদের গুণ-প্রশংসা এবং ছানা-সিফাত বয়ান করা ওয়াজিব। তাঁদের পারস্পারিক মতবিরোধ, বাদানুবাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের বিষয়ে নিশ্চুপ থাকা এবং তাঁদের কাউকেও দোষী সাব্যস্ত করার চেষ্টা না করা যরূরী ও অপরিহার্য।

সর্ববাদী সম্মত এ আকীদাটি ইসলামী আকায়েদের সকল গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। (মা ঃ কুরআন, ৮ম খণ্ড ; সূরা হাদীদ, আয়াত ঃ ১১)

মুশাজারাতে সাহাবা বা সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক বাদানুবাদ

কোন সাহাবীর প্রতি অকাট্য ও নিশ্চিতভাবে কোন ভুল বা ভ্রান্ত কথা সম্পৃক্ত করা জায়েয নয়। কেননা, তাঁরা নিজ নিজ কর্মপন্থা ইজ্তিহাদের মাধ্যমে নির্ধারণ করেছেন। তাঁদের সকলেরই লক্ষ্য ছিল একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ। বস্তুতঃ তাঁরা অগ্রণী ও অনুসরণযোগ্য। আমাদেরকে হুকুম করা হয়েছে তাঁদের

www.pathagar.com

পারস্পরিক বিরোধের বিষয়াবলী সম্পর্কে কোনরূপ মন্তব্য করা হতে বিরত থাকতে। আরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—সর্বদা উত্তম পন্থায় তাঁদের আলোচনা করতে। কারণ, সাহাবী হওয়া অনেক বড় মর্যাদার বিষয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে কোনরূপ মন্দ বলতে নিষেধ করেছেন এবং তাঁদের সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট আছেন। (মাঃ কুরআন, ৮ম খণ্ড ; সূরা হুজুরাত, আয়াত ঃ ৯)

www.pathagar.com

অধ্যায় ঃ

ইল্‌ম

ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমান নরনারীর উপর ফরয

ইসলামের বিশুদ্ধ আকীদাসমূহ শিক্ষা করা, পাকী-নাপাকীর আহ্‌কাম ও মাসায়েল জানা রোযা নামায ও অন্যান্য ইবাদত যেগুলোকে শরীয়ত ফরয ও ওয়াজিব করেছে সেসব সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং শরীয়ত কর্তৃক হারাম ও নিষিদ্ধ বা মাকরূহ বিষয়াবলী কি কি, তা জানা প্রত্যেক মুসলমান নরনারীর উপর ফরয। অনুরূপভাবে, যে ব্যক্তি নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক তার পক্ষে যাকাতের আহ্‌কাম ও মাসআলা-মাসায়েল জানা, যে ব্যক্তি হজ্জ পালনে সক্ষম তার জন্য হজ্জের মাসায়েল শিক্ষা করা, যে ব্যক্তি বেচা-কেনা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-কারখানায় নিয়োজিত, ওসিয়ৎ, শ্রম, মজুরী ও ইত্যাকার কাজের সাথে সম্পর্কিত সে ব্যক্তির উপর সংশ্লিষ্ট সমুদয় মাসায়েল ও হুকুম-আহ্‌কামের জ্ঞান অর্জন করা ফরযে আইন। এমনিভাবে যে বিবাহ-শাদীর উদ্যোগ নিয়েছে, তার বিবাহ-শাদী ও তালাকের মাসায়েল সম্পর্কে অবগত হওয়া ফরয ও অপরিহার্য। এক কথায়, শরীয়ত যে যে কাজ প্রত্যেকের উপর ফরয বা ওয়াজিব করে দিয়েছে, সেগুলোর বিধান ও আহ্‌কাম সম্পর্কিত জ্ঞান হাসিল করা প্রত্যেক মুসলমান নরনারীর উপর ফরয।

ইল্‌মে তাসাউফও ফরযে আইন বিদ্যার অন্তর্ভূক্ত

কাযী সানাউল্লাহ্ পানিপথী (রহঃ) তফ্‌সীরে মায্‌হারী গ্রন্থে লিখেছেন ঃ করণীয় ও বর্জণীয় বাতেনী (আধ্যাত্মিক) আমলসমূহ যেগুলোকে ইল্‌মে তাসাউফ বলা হয়, সে সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করাও প্রত্যেকের দায়িত্বে ফরযে আইন। অধুনা ইল্‌মে তাসাউফ বহুবিধ তত্ত্বজ্ঞান, কাশ্‌ফ, আত্মোপলব্ধি জনিত প্রচুর জ্ঞানসম্ভারের সম্মিলিত রূপ পরিগ্রহ করেছে। তবে এই ক্ষেত্রে ফরযে আইন বলতে কেবল ঐ

www.pathagar.com

অংশকে বুঝায়, যে অংশে ফরয ও ওয়াজিব পর্যায়ে বাতেনী আমলের বিবরণ রয়েছে। যেমন বিশুদ্ধ আকায়েদ, সবর, শোকর, কানা'আত ইত্যাদি এক বিশেষ স্তর পর্যন্ত ফরযে আইন। পক্ষান্তরে গর্ব-অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ, কৃপণতা, দুনিয়ার মোহ ইত্যাদি কুরআন ও সুন্নাহ্‌র দৃষ্টিতে হারাম। এসব বিষয়ের স্বরূপ ও গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে ওয়াকিফ্‌হাল হওয়া, বরণীয় বৃত্তিসমূহ অর্জন করা, হারাম ও বর্জনীয় বিষয়াবলী বর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নরনারীর উপর ফরয। এসকল বিষয়ের উপরই হলো ইল্‌মে তাসাউফের মূলভিত্তি যা ফরযে আইন।

ফরযে কেফায়াহ্

কুরআন পাকের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ অর্থ এবং কুরআনে বিধৃত সকল বিষয়াদি অনুধাবন করা, সমুদয় হাদীসের মর্মোপলব্ধি করা, সহীহ্, যয়ীফ (দুর্বল) প্রভৃতি হাদীসের পরিচয় লাভ করা, কুরআন ও সুন্নাহ্ থেকে নির্গত বিধানাবলীর জ্ঞান লাভ করা এবং এতদ্‌সম্পর্কিত সাহাবায়ে কেরামের মূল্যবান উক্তি ও আমল সম্বন্ধে ওয়াকিফ্‌হাল হওয়া এতো ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ যে, গোটা জীবনের সর্ব মুহূর্ত ব্যয় করেও এতে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা সহজ নয়। তাই ইসলামী শরীয়ত একে ফরযে কেফায়াহ্ রূপে সাব্যস্ত করেছে। অর্থাৎ কিছু সংখ্যক লোক এই সকল জ্ঞান অর্জন করে নিলেই অন্যান্যরা দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে।

দ্বীনি ইল্‌মের পাঠ্যক্রম

যে সকল বিষয় মানুষের অবশ্য করণীয় এবং যে সকল বিষয় তাদের অবশ্য বর্জণীয়, সেগুলো সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা কিতাবের মাধ্যমে বা উলামায়ে কেরামের সাহচর্যের দ্বারা যে কোন উপায়েই হোক, সবই একই পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত। (মাঃ কুরআন, ৪র্থ খণ্ড ; সূরা তওবা, আয়াত ঃ ১২২)

ইল্‌মে দ্বীন প্রকাশ ও প্রসার করা ওয়াজিব
গোপন করা হারাম

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যদি কারও নিকট দ্বীনের কোন বিষয় জানার জন্য প্রশ্ন করা হয়, অতঃপর জানা সত্ত্বেও সে তা গোপন করে, তবে কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেওয়া হবে। (কুরতুবী)

www.pathagar.com

ফুক্বাহায়ে কেরাম বলেছেন, এ অভিসম্পাত তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ মাসআলা বর্ণনাকারী সেখানে উপস্থিত না থাকে। অন্যান্য আলেম লোক যদি থাকেন, তবে তাদের নিকট জেনে নেওয়ার জন্য পথনির্দেশ করা যেতে পারে। (কুরতুবী, জাস্‌সাস)

দ্বিতীয়ত ঃ উক্ত হাদীসে এ কথা জানা যায় যে, যে ব্যক্তি নিজে যথাযথ ও বিশুদ্ধ জ্ঞান রাখেনা, তার পক্ষে মাসাআলা-মাসায়েল ও হুকুম-আহ্‌কাম বাত্‌লিয়ে দেওয়ার দুঃসাহস করা উচিত নয়।

তৃতীয়তঃ এ কথা জানা যায় যে, ইল্‌ম গোপন করার উপরোক্ত অভিসম্পাত ঐসব জ্ঞান ও মাসায়েলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেগুলো কুরআন ও হাদীসে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং যেগুলো প্রকাশ ও প্রসার করা যরূরী। সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়াদি যেগুলো সাধারণ লোকের বোধগম্য নয় ; বরং বিভ্রান্তিতে পড়ার আশংকা রয়েছে, সেইসব মাসায়েল ও হুকুম-আহ্‌কাম সাধারণ লোকের সম্মুখে বর্ণনা না করাই উত্তম এবং তা ইল্‌ম গোপন করার আওতায়ও পড়বেনা। (মাঃ কুরআন ১ম খণ্ড ; সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ১৫৯)

ছাত্রের জন্য উস্তাদের অনুসরণ যরূরী

জ্ঞানার্জনের আদব এই যে, ছাত্র উস্তাদের অনুসরণ করবে। এমনকি ছাত্র উস্তাদের তুলনায় অধিক উন্নত হলেও তা করবে। (মাঃ কুরআন, ৫ম খণ্ড ; সূরা কাহ্‌ফ, আয়াত ঃ ৭০)

আলেম বা মুফ্‌তীর দায়িত্বে সকল প্রশ্নের জওয়াব দেওয়া যরূরী নয়

ইমাম জাস্‌সাস (রহঃ) বলেন, মুফ্‌তী বা আলেমের জন্য প্রশ্নকারীর প্রতিটি প্রশ্নের বা প্রশ্নের প্রতিটি অংশের জওয়াব দেওয়া যরূরী নয়। বরং দ্বীন ও শরীয়তের প্রকৃত কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে জওয়াব দেওয়া উচিত। যে বিষয় প্রশ্নকারীর বোধ ও উপলব্ধি র উর্ধ্বের অথবা যে বিষয়ের অবতারণা করলে প্রশ্নকারীর বিভ্রান্তিতে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে, সেই জওয়াব না দেওয়াই উচিত। অনুরূপভাবে অপ্রয়োজনীয় ও অহেতুক প্রশ্নাদিরও জওয়াব দেওয়া উচিত নয়। অবশ্য উপস্থিত ঘটনা সম্পর্কে কোন ব্যক্তির যদি কোন আমল করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে এবং সে নিজে আলেম নয়, এমতাবস্থায় মুফ্‌তি ও আলেমের দায়িত্বে নিজ জ্ঞান অনুযায়ী

www.pathagar.com

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জওয়াব প্রদান করা যরূরী। (মাঃ কুরআন ৫ম খণ্ড ; সূরা বনী ইস্‌রাঈল, আয়াত ঃ ৮৫)

জোর্তিবিদ্যা সম্বন্ধে শরীয়তের হুকুম

শরীয়তের দৃষ্টিতে জোর্তিবিদ্যা নিষিদ্ধ ও নিন্দিত। এর প্রথম কারণ এই যে, যখন এতে মানুষের মনোযোগ বৃদ্ধি পায় তখন অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে- ক্রমান্বয়ে মানুষ তারকারাজিকেই সবকিছুর উৎস জ্ঞান করে এবং এ থেকে ক্রমে ক্রমে তারকারাজিকেই প্রকৃত ক্ষমতার আধার বলে বিশ্বাস করে, যা নিঃসন্দেহে শির্‌কপ্রসূত ভ্রান্ত আকীদা বৈ কিছু নয়। মোট কথা, এ বিদ্যা পরিশেষে মানুষকে শির্‌ক পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, বস্তুতঃই যদি আল্লাহ্ পাক তারকারাজির কিছু বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব রেখে থাকেন, তবে সে সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করার কোন পথ একমাত্র ওহী ছাড়া আমাদের কাছে আর কিছু নাই। হাদীস শরীফে আছে, হযরত ইদ্‌রীস আলাইহিস্ সালামকে আল্লাহ্ তা'আলা এ জাতীয় কোন বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন, যার ভিত্তি ছিল ওহীর উপর ; কিন্তু বর্তমানে সেই ইল্‌ম দুনিয়া থেকে মিটে গেছে। জোতির্বিদ্যাবিশারদগণের কাছে এখন যা কিছু আছে, সবই নিছক আন্দায ও অনুমান মাত্র ; এ দ্বারা কোন নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা যায় না। এজন্যেই তাদের অসংখ্য ভবিষ্যৎবাণী প্রায়ই ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়।

তৃতীয় কারণ এই যে, জোতির্বিদ্যার পিছনে পড়া প্রকৃতপক্ষে নিজের মূল্যবান জীবনকে একটি নিস্ফল কাজের মধ্যে ব্যয় করে দেওয়ার নামান্তর। এই বিদ্যার নিশ্চিত কোন ফলাফল যেহেতু পাওয়া যায় না, সুতরাং দুনিয়াবী কাজে যে এ দ্বারা কোন ফায়দা হবেনা —এ কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা। তাই এক নিস্ফল ও অহেতুক বিষয়ের পিছনে পড়া ইসলামী শরীয়তের মর্ম ও মেযাজের পরিপন্থী। এজন্যেই শরীয়তে জোর্তিবিদ্যাচর্চাকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। (মাঃ কুরআন, ৭ম খণ্ড ; সূরা সাফ্‌ফাত, আয়াত ঃ ৮৮)

আলেম সমাজের জন্য একটি যরূরী বিষয়

মাসআলা ঃ অনুসরণযোগ্য আলেমের এ দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত যে, তাঁদের প্রতি সাধারণ লোকদের মনে কখনও যেন কোনরূপ কুধারণা সৃষ্টি না হয়। এমনকি

www.pathagar.com

সেই কুধারণা ভ্রান্ত ও অবাস্তব হলেও নয়। কেননা, এই কুধারণা মূর্খতাপ্রসূত হোক বা জ্ঞান-বুদ্ধির অভাবেই হোক আলেম সমাজের দাওয়াত ও দ্বীনি খেদমতের কাজে খুবই বিঘ্ন সৃষ্টি করে; মানুষের নিকট তখন তাদের কথার ওযন থাকেনা।(কুরতুবী)

আলেমের দায়িত্ব

ইল্‌মে দ্বীন হাসিল করার পর আলেমের দায়িত্ব হলো إِنْذَار অর্থাৎ লোকদেরকে আল্লাহ্‌র ভয়-প্রদর্শন করা। যা প্রকৃতপক্ষে নুবুওয়তেরই আংশিক মীরাস। কিন্তু এই ভয়-প্রদর্শনে যে ভাব ও বর্ণনাভঙ্গি অবলম্বন করা হবে, তা এমন হওয়া চাই, যা থেকে শ্রোতার প্রতি দয়া, সম্প্রীতি ও হিতকামনা পরিস্ফুট হয় এবং শ্রোতার অন্তরে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে যে, এই ওয়াজ-নসীহতের উদ্দেশ্য আমাকে নিন্দা করা বা হেয় করা নয় এবং বক্তার মনের রোষ মিটানোও নয়; বরং আমার জন্য তিনি যে বিষয় আবশ্যকীয় ও কল্যাণকর মনে করেছেন, পরম স্নেহভরে তিনি তা উপদেশ দিচ্ছেন। (মাঃ কুরআন, ৪র্থ খণ্ড ; সূরা তওবা, আয়াত ঃ ১২১)

মুজ্‌তাহিদ ইমামগণের শাখাগত মতবিরোধ নিষিদ্ধ মতভেদের অন্তর্ভুক্ত নয়

মাসআলা ঃ শাখাগত হুকুম-আহ্‌কাম ও মাসায়েলের মধ্যে যে ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট কোন বিধান নাই অথবা আয়াত ও হাদীসে বৈপরীত্য রয়েছে, এইসব ক্ষেত্রে মুজ্‌তাহিদ ইমামগণ নিজ নিজ ইজ্‌তিহাদ দ্বারা হুকুম নির্ধারণ করেছেন, এতে চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গীগত বিভিন্নতার কারণে তাদের পরস্পরে যে মতভেদ দেখা দিয়েছে, তার সাথে শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ মতভেদের[১] কোনই সম্পর্ক নাই। এইরূপ ইখ্‌তিলাফ বা মতবিরোধ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমল থেকে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও হয়ে আসছে এবং এ ধরণের ইখ্‌তিলাফ যে উম্মতের জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলার রহমত স্বরূপ; এতে কারও কোন দ্বিমত নাই। (মাঃ কুরআন ৭ম খণ্ড ; সূরা শূরা, আয়াত ঃ ১৪)

---

(১) 'নিষিদ্ধ মতভেদ' বলতে এক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ তা'আলার ঐ সকল হুকুম-আহ্‌কামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যেগুলো সমস্ত আম্বিয়া কিরামের শরীয়তে এক ও অভিন্ন রূপে চলে এসেছে। যেমন তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান, যা মৌলিক আকীদাগত (পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

www.pathagar.com

ইজ্‌তিহাদী মতবিরোধে কোন পক্ষের নিন্দাবাদ করা জায়েয নয়

শরীয়তসম্মত ইজ্‌তিহাদী মতবিরোধে ইমামগণের নিজ নিজ ইজ্‌তিহাদের মাধ্যমে অবলম্বিত অভিমতসমূহের মধ্যে আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট এক পক্ষ সঠিক অপর পক্ষ ভুল হলেও তা মীমাংসা করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা ছাড়া অন্য কারও নাই। হাশরের ময়দানে তিনি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী মুজ্‌তাহিদকে দ্বিগুণ সওয়াব এবং ভুল সিদ্ধান্তকারীকে একটি সওয়াব দান করবেন। এক পক্ষ সঠিক অপর পক্ষ ভ্রান্ত—একথা নিশ্চিতরূপে বলার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারও নাই। তবে কোন ব্যক্তি যদি স্বীয় তীক্ষ্ণ জ্ঞান-বুদ্ধির আলোকে এক পক্ষকে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র অধিক নিকটবর্তী বলে উপলব্ধি করে, তাহলে সে এরূপ বলতে পারে যে, আমার মতে এ পক্ষটি সঠিক কিন্তু ভুল হওয়ার সম্ভাবনাও আছে এবং অপর পক্ষ ভুল কিন্তু সঠিক হওয়ার সম্ভাবনাও আছে। এ নীতিবাক্যটি সকল ইমাম ও ফেক্বাহ্‌বিদগণের নিকট স্বীকৃত। এতে আরও বুঝা যায় যে, ইজ্‌তিহাদী বিরোধের ক্ষেত্রে কোন পক্ষ নিন্দনীয় নয় যে, 'সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ'-এর নীতি অনুযায়ী তাদের নিন্দা করা যেতে পারে। সুতরাং এ বিষয়ে নিন্দাবাদ করাটাই নিন্দনীয় কাজ। তাই এ থেকে বিরত থাকা অবশ্য যরূরী। এ ব্যাপারে আজকাল বহু জ্ঞানী লোককেও অসতর্ক থাকতে দেখা যায়। এমনকি তারা প্রতিপক্ষকে গালি-গালাজ করতেও দ্বিধাবোধ করে না। যার ফলে বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ, বিচ্ছিন্নতা ও মতানৈক্য লেগেই আছে।

পূর্ববর্তী বুযুর্গানে দ্বীন ও ইমামগণ ইজ্‌তিহাদী মতবিরোধ নিয়ে বিপক্ষ দলের সাথে উক্তরূপ আচরণ করেছেন বলে কখনও শুনা যায় নাই। উদাহরণতঃ ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ও অন্যান্য কয়েকজন ইমামের মতে জামাআতের নামাযে

বিষয়। এমনিভাবে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত প্রভৃতি পালন করা, যা মৌলিক ইবাদতের বিষয়।অনুরূপভাবে চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, মিথ্যা, প্রতারণা, অপরকে অনর্থক কষ্ট দেওয়া, উৎপীড়ন করা, ওয়াদা ভঙ্গ করা প্রভৃতি বিষয়ের নিষিদ্ধতা। এ সমুদয় বিষয় সকল নবীর শরীয়তে এক, অভিন্ন ও সর্বসম্মতরূপে চলে এসেছে। এসব বিষয়ে মতভেদ ও ভিন্নতা সৃষ্টি করা হারাম ও সমগ্র উম্মতের ধ্বংসের কারণ। (মাঃ কুরআন ৭ম খণ্ড)

www.pathagar.com

(ইমামের পিছনে) মুক্তাদীর জন্য সূরা ফাতেহা পড়া ফরয, সুতরাং যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়বেনা তার নামায সহীহ্ হবেনা। এর বিপরীতে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে জামাআতের নামাযে ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়া জায়েয নয়, তাই তাঁর অনুসারীগণ সূরা ফাতেহা পাঠ করেন না। এতদসত্ত্বেও মুসলিম ইতিহাসের কোথাও শুনা যায় নাই যে, শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীগণ হানাফীগণকে বেনামাযী বলে আখ্যা দিয়েছে বা শরীয়তবিরোধী কার্যকলাপের ন্যায় উক্ত অভিমতকে অন্যায় বলে অভিহিত করেছে।

অজ্ঞ লোকদের জন্য আলেমদের অনুসরণ করা ওয়াজিব

মাসআলা ঃ তফসীরে কুরতুবী গ্রন্থে আছে, আলোচ্য আয়াত (সূরা আম্বিয়া, আয়াত ঃ ৭) থেকে এ কথা জানা যায় যে, শরীয়তের হুকুম-আহ্কাম সম্পর্কে যারা অজ্ঞ তাদের উচিত আলেমদের নিকট মাসআলা-মাসায়েল জিজ্ঞাসা করা এবং তদনুযায়ী আমল করা। (মাঃ কুরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড)

মাসআলা ঃ অযোগ্য লোকদের অনুসরণ করা নিজকে নিজে ধ্বংস করার শামিল। এখানে ইল্ম-এর অর্থ হচ্ছে, মন্যিলে মকসূদ এবং সে পর্যন্ত পৌঁছার পথ সম্পর্কে ওয়াকিফ্হাল হওয়া। আর ইত্তিবা-এর অর্থ হচ্ছে লক্ষ্যপথে চলা অর্থাৎ সঠিক ইল্ম অনুযায়ী সরল ও নির্ভুল আমল করা। (মাঃ কুরআন ৩য় খণ্ড, সূরা মায়েদা, আয়াত ঃ ১০৫)

মাসআলা ঃ হক কথা গোপন করা এবং তাতে অসত্যের সংমিশ্রন ঘটানো হারাম। (وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ) আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সত্য কথাকে বাতিলের সাথে মিশ্রিত করে শ্রোতাকে বিভ্রান্তিতে ফেলা জায়েয নয়। অনুরূপভাবে কোন ভয় বা লোভের বশবর্তী হয়ে হক কথা গোপন করাও হারাম। (মাঃ কুরআন ১ম খণ্ড ; সূরা বাক্বারা আয়াত ঃ ৪২)

www.pathagar.com

অধ্যায়ঃ

কুরআনের আদব

কুরআন পাক স্পর্শ করার জন্য পবিত্রতা শর্ত

মাসআলা ঃ উম্মতের অধিকাংশ ইমাম এবং ইমাম চতুষ্টয় এ ব্যাপারে একমত যে, কুরআন পাক স্পর্শ করার জন্য পবিত্রতা শর্ত; এর খেলাফ করা গুনাহ্। প্রকাশ্য নাপাকী থেকে হাত পবিত্র হওয়া, বা-ওযূ হওয়া, জানাবাতের (বীর্যস্খলনের পরবর্তী) হালতে না থাকা —এ সমুদয় বিষয় পবিত্রতার অন্তর্ভূক্ত।

মাসআলা ঃ কুরআন পাকের গেলাফ যা মলাটের সাথে সেলাই করা থাকে, তা স্পর্শ করার জন্যেও পবিত্রতা শর্ত; এ ব্যাপারে ইমাম চতুষ্টয় একমত। তবে যে গেলাফ কাপড় দ্বারা প্রস্তুত করা হয়, তাতে যদি কুরআন শরীফ রাখা হয়, তবে এরূপ গেলাফ সহকারে কুরআন স্পর্শ করার জন্য ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে ওযূ শর্ত নয়। ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (রহঃ)-এর মতে এভাবে স্পর্শ করার জন্যেও ওযূ শর্ত; এর বিপরীত করা নাজায়েয।

মাসআলা ঃ আলেমগণ বলেছেন, এ আয়াত (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) দ্বারা এ বিষয়ও প্রমাণিত হয় যে, বীর্যস্খলনের পরবর্তী অবস্থায় বা হায়েয-নেফাসের হালতে কুরআন পাক স্পর্শ না করে শুধু মৌখিক তিলাওয়াত করাও জায়েয নয়; অবশ্য পাক হওয়ার পর তা জায়েয হবে। এ মাসআলার দৃষ্টিকোণে বে-ওযূ ব্যক্তির জন্যেও কুরআন পাক মৌখিক তিলাওয়াত করা নাজায়েয হওয়া বাহ্যতঃ স্বাভাবিক ছিল; কিন্তু হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ)-সূত্রে বুখারী ও মুসলিম শরীফে এবং হযরত আলী (রাযিঃ) -সূত্রে 'মুসনাদে আহমদে' বর্ণিত হাদীসে প্রমাণ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযূ ব্যতীত কুরআন তিলাওয়াত করেছেন। তাই ফেক্বাহ্‌বিদগণ বে-ওযূ অবস্থায় কুরআন স্পর্শ না করে শুধু মৌখিক তিলাওয়াতের অনুমতি দিয়েছেন। (মাঃ কুরআন ৮ম খণ্ড; সূরা ওয়াক্বিয়াহ্, আয়াতঃ ৭৯)

www.pathagar.com

কুরআনের আয়াতসম্বলিত কোন লেখা কাফের বা মুশ্‌রিকের হাতে দেওয়া জায়েয কিনা

মাসআলা ঃ হযরত সুলাইমান আলাইহিস্ সালাম বিল্‌কীসের নামে যখন চিঠি পাঠিয়েছিলেন, তখন সে মুসলমান ছিলনা ; অথচ সেই চিঠিতে 'বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম' লিখিত ছিল। এতে জানা গেল যে, এরূপ করা জায়েয। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনারব মুশ্‌রিক শাসকবর্গের নামে যেসব পত্র লিখেছেন, তাতে কুরআনের কোন কোন আয়াত লিখিত থাকেতা। কারণ এই যে, কোন কাফেরের হাতে কুরআন পাক দেওয়া জায়েয নয় ; কিন্তু কোন গ্রন্থ বা কাগজে যদি বিষয়বস্তুর প্রসঙ্গে কোন আয়াত লিখিত হয়, তবে সাধারণ পরিভাষায় তাকে কুরআন বলা হয়না, তাই এর বিধান কুরআনের অনুরূপ নয়। সুতরাং এ ধরণের কোন লেখা কাফেরের হাতে দেওয়া জায়েয এবং বে-ওযূ অবস্থায় তা স্পর্শ করাও জায়েয। (মাঃ কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড ; সূরা নাম্‌ল, আয়াতঃ ৩০)

কুরআন পাক তর্‌তীলের সাথে তিলাওয়াত করার অর্থ

মাসআলা ঃ কুরআন পাক কেবল পাঠ করাই কাম্য নয় ; বরং প্রতিটি হরফ স্পষ্টভাবে আদায় করে সহজ ও সঠিকভাবে তিলাওয়াত করা উদ্দেশ্য। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবেই তিলাওয়াত করতেন। হযরত উম্মে সালামাহ্ (রাযিঃ)-এর নিকট কতক লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিলাওয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তা অনুকরণ করে দেখিয়েছিলেন, তাতে প্রতিটি হরফের আদায় স্পষ্ট ছিল। (তির্‌মিযী) তফসীরে মায্‌হারী — আবূ দাউদ ও নাসায়ী-এর বরাতে)

মাসআলা ঃ যথাসাধ্য সুমধুর কণ্ঠে কুরআন পাক তিলাওয়াত করাও তর্‌তীলের শামিল। হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা এমনভাবে কারও ক্বিরাআত ও তিলাওয়াত শুনেন না যেমনভাবে ঐ নবীর ক্বেরাআত তিলাওয়াত শুনেন, যিনি সুমধুর কণ্ঠে স্পষ্টস্বরে তিলাওয়াত করেন।" (মায্‌হারী)

হরফ ও শব্দাবলীর আদায় সঠিক ও স্পষ্ট হওয়ার সাথে কুরআনের অন্তর্নিহিত

www.pathagar.com

অর্থের গভীরে চিন্তা করে তিলাওয়াত করাই আসল তর্তীল। হযরত হাসান বস্রী (রহঃ) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন, লোকটি কুরআনের একখানি আয়াত তিলাওয়াত করছিল আর কাঁদছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে বল্লেন, আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে যে তরতীলের হুকুম করেছেন, তা এ-ই। (মাঃ কুরআন ৮ম খণ্ড ; সূরা মুয্যাম্মিল, আয়াত ঃ ৪)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

তা'আওউয্ সম্পর্কিত মাসায়েল

তা'আওউয্-এর অর্থ, 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ্ শায়তানির রাজীম' পড়া। কুরআন পাকে ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - الاية

অর্থ ঃ যখন কুরআন পাঠ কর, তখন শয়তানের প্রতারণা হতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর।

নামাযে বা নামাযের বাইরে কুরআন তিলাওয়াতের পূর্বে তা'আওউয্ পড়া সুন্নত, এ ব্যাপারে উম্মতের সকলেই একমত। কুরআন তিলাওয়াত ছাড়া অন্য কোন কাজের শুরুতে তা'আওউয্ পড়ার (সুন্নত) বিধান নাই। অন্য কাজের শুরুতে বিস্মিল্লাহ্ পড়বে। তা'আওউয্ কেবল কুরআন তিলাওয়াতের সাথেই সম্পর্কিত। (আলমগীরি)

কুরআন তিলাওয়াতের প্রারম্ভে আউযুবিল্লাহ ও বিস্মিল্লাহ্ উভয়ই পড়ে নিবে। তিলাওয়াতের মাঝখানে যখন এক সূরা শেষ হয়ে অপর সূরা আসে, তখন শুধুমাত্র সূরা তওবাহ্ ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে পুনরায় বিস্মিল্লাহ্ পড়ে নিবে ' আউযু বিল্লাহ' পড়বেনা। এ অবস্থায় (অর্থাৎ তিলাওয়াতের মাঝখানে) সূরা তওবার পূর্বে বিস্মিল্লাহ্ পড়বেনা। আর যদি তিলাওয়াত শুরুই করা হয় সূরা তওবা থেকে, তবে এই ক্ষেত্রে আউযুবিল্লাহ্ এবং বিস্মিল্লাহ্ উভয়টিও পড়ে নিবে। (আলমগীরি ব-হাওয়ালা মুহীত)

মাসআলা ঃ নামাযে প্রথম রাক্আতের শুরুতে আউযুবিল্লাহ্র পর বিস্মিল্লাহ্ পড়া সুন্নত। অবশ্য এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, সশব্দে পড়া হবে

www.pathagar.com

কি নিশব্দে। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এবং আরও অনেকেই নিশব্দে পাঠ করাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রথম রাক্আতের পরবর্তী রাক্আতসমূহের শুরুতেও বিস্মিল্লাহ্ পাঠ করা চাই। কেননা, এ-ও সর্বসম্মত সুন্নত। কোন কোন রেওয়ায়াতে প্রত্যেক রাক্আতের শুরুতে বিস্মিল্লাহ্ পড়া ওয়াজিব বলে বর্ণিত হয়েছে। (শর্হে মুন্ইয়াহ্) (মাঃ কুরআন ১ম খণ্ড)

মাসআলা ঃ কুরআন তিলাওয়াতের পুর্বে প্রথমে 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শায়তানির রাজীম' পড়া, তারপর 'বিস্মিল্লাহির্ রাহ্মানির রাহিম পড়া' সুন্নত। (মাঃ কুরআন ১ম খণ্ড)

মাসআলা ঃ নামাযে সূরা ফাতেহা পড়া শেষ হওয়ার পর অন্য সূরা মিলানোর পূর্বে বিস্মিল্লাহ্ পড়া চাই না। জাহ্রী (সূরা-কেরাআত সশব্দে পড়া) ও সির্রী (সূরা-কেরাআত নিশব্দে পড়া) উভয় প্রকার নামাযে এই হুকুম প্রযোজ্য। কেননা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীন থেকে এ উভয় ক্ষেত্রে বিস্মিল্লাহ্ পড়ার কোন প্রমাণ নাই। শর্হে মুন্ইয়া গ্রন্থে একে ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (রহঃ)-এর অভিমত বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং শর্হে মুন্ইয়া, দুর্রুল-মুখ্তার, বুর্হান প্রভৃতি গ্রন্থে এ অভিমতটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, সির্রী নামাযে বিস্মিল্লাহ্ পড়া উত্তম। কোন কোন রেওয়ায়াতে সির্রী নামাযে বিস্মিল্লাহ্ পড়া উত্তম হওয়ার কথাটি ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর সাথেও সম্পৃক্ত করা হয়েছে। আল্লামা শামী (রহঃ) কোন কোন ফেক্বাহ্বিদ থেকে উক্ত কথাটির প্রাধান্য নকল করেছেন। বেহেশতী যেওর কিতাবেও এটিকে গ্রহণ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, কেউ (সির্রী নামাযে সূরা ফাতেহার পর সূরা মিলানোর পূর্বে) বিস্মিল্লাহ্ পড়ে নিলে মাকরূহ হবেনা। (শামী) (মাঃ কুরআন, ১ম খণ্ড ; সূরা ফাতেহা, আয়াত ঃ ২)

তা'আওউয্ সম্পর্কিত আরও কয়েকটি মাসআলা

মাসআলা ঃ আয়াতে উল্লিখিত নির্দেশ পালনার্থে কুরআন তিলাওয়াতের পূর্বে 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শায়তানির রাজীম' পাঠ করার নীতি হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত আছে। আবার কখনও কখনও তিনি তা পাঠ করতেন না—এ কথাও বর্ণিত রয়েছে। তাই উম্মতের অধিকাংশ

www.pathagar.com

আলেম আউযু বিল্লাহ্ পাঠ করাকে ওয়াজিব না বলে সুন্নত হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন। ইব্নে জারীর তব্রী (রহঃ) বিষয়টির উপর উম্মতের ইজ্মা (ঐক্যমত) নকল করেছেন। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত সর্বপ্রকার হাদীস ইব্নে কাসীর (রহঃ) তাঁর তফসীর গ্রন্থে একত্রে সন্নিবেশিত করেছেন।

মাসআলা ঃ নামাযের মধ্যে আউযু বিল্লাহ কি শুধু প্রথম রাক্আতের শুরুতে পড়া হবে, না প্রত্যেক রাক্আতের শুরুতেই ? এ ব্যাপারে ইমাম ও ফিকাহ্বিদগনের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে শুধু প্রথম রাক্আতের শুরুতে পড়া চাই। আর ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) প্রত্যেক রাক্আতের শুরুতে আউযু বিল্লাহ পড়া মুস্তাহাব বলে অভিহিত করেছেন।

মাসআলা ঃ নামাযের ভিতরে কি বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই তিলাওয়াতের পূর্বে আউযু বিল্লাহ্ পড়ে নেওয়া সুন্নত এবং একবার পড়ে নিলে সামনে যতটুকু তিলাওয়াত করা হবে সবটুকুর জন্য তা যথেষ্ট হবে। অবশ্য তিলাওয়াতের মাঝখানে দুনিয়াবী কোন কাজে মশগুল হয়ে গেলে পুনরায় শুরুতে আউযু বিল্লাহ্ ও বিসমিল্লাহ্ পড়ে নিতে হবে।

মাসআলা ঃ কুরআন তিলাওয়াত ছাড়া অন্য কোন বিষয় বা গ্রন্থ পাঠের পূর্বে আউযু বিল্লাহ পড়া সুন্নত নয়, সেসব ক্ষেত্রে শুধু বিস্মিল্লাহ্ পড়ে নেওয়া চাই। অবশ্য বিভিন্ন অবস্থা ও কাজের প্রেক্ষিতে আউযু বিল্লাহ্ পড়ার তা'লীম হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। যেমন কারও প্রতি অধিক ক্রোধান্বিত হলে 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শায়তানির রাজীম' পড়া চাই ; এতে ক্রোধ প্রশমিত হয়। আরও বর্ণিত হয়েছে, শৌচাগারে (পায়খানায়) প্রবেশের পূর্বে اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ পড়ে নেওয়া চাই। (মাঃ কুরআন, ৫ম খণ্ড ; সূরা নাহ্ল, আয়াত ঃ ৯৮)

কুরআন তিলাওয়াতের সময় ক্রন্দন করা তথা অশ্রুসিক্ত হওয়া আম্বিয়া কিরামের সুন্নত

কুরআন তিলাওয়াতের সময় কান্নার অবস্থা সৃষ্টি হওয়া প্রশংসনীয় এবং আম্বিয়া কিরাম আলাইহিমুস্ সালামের সুন্নত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবা, তাবেয়ীন ও অন্যান্য বুযুর্গানে দ্বীন সম্পর্কে এ ধরণের বহু ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। (মাঃ কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড ; সূরা মার্ইয়াম, আয়াত ঃ ৫৮)

www.pathagar.com

কুরআন তিলাওয়াতের সময় নিরবতার সাথে শ্রবণ করা ওয়াজিব এবং নিরবতা অবলম্বন না করা কাফেরদের অভ্যাস

মাসআলা ঃ কুরআন তিলাওয়াতে বিঘ্নতা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে হট্টগোল করা কুফ্‌রের লক্ষণ। এতে বুঝা যায় যে, চুপ হয়ে কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ করা ওয়াজিব এবং ঈমানদারীর লক্ষণ। অধুনা রেডিওতে কুরআন তিলাওয়াত করা হয়- এসময় হোটেল ও লোকসমাগমে এমনভাবে রেডিও ছেড়ে দেওয়া হয় যে, তাতে কুরআন তিলাওয়াত হতে থাকে আর লোকজন নিজ নিজ কাজকর্মে ও পানাহারে লিপ্ত থাকে। এতে দৃশ্যতঃ এমন পরিবেশের সৃষ্টি হয়, যা কাফেরদের পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রাখে। আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের হিদায়াত করুন—এরূপ পরিবেশে রেডিও না খোলাই উচিত। আর যদি তিলাওয়াতের বরকত হাসিল করতে হয়, তবে কিছুক্ষণের জন্য সকল কাজ বন্ধ রেখে নিজেরাও কুরআন শ্রবণে মনোযোগী হওয়া চাই এবং অন্যদেরকেও সুযোগ করে দেওয়া চাই। (মাঃ কুরআন, ৭ম খণ্ড ; সূরা হা-মীম সিজ্‌দাহ্, আয়াত ঃ ২৬)

কুরআন তিলাওয়াত ও ঈসালে সওয়াব

অধিকাংশ ইমাম এবং ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে দো'আ ও দান-খয়রাতের সওয়াব যেমন অন্যকে পৌঁছানো যায়, তেমনি কুরআন তিলাওয়াত ও অন্যান্য নফল ইবাদতের সওয়াবও অন্যকে বখ্‌শানো জায়েয আছে। (কেবল ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন) আল্লামা কুরতবী (রহঃ) স্বীয় তফসীর গ্রন্থে লিখেছেন, মুমিনের জন্য অন্যের পক্ষ থেকে পাঠানো নেক আমলের সওয়াব পৌঁছার সপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ বহু হাদীস রয়েছে। তফসীরে মায্‌হারী গ্রন্থে এসব হাদীস একত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে। (মাঃ কুরআন ৮ম খণ্ড ; সূরা নাজ্‌ম, আয়াত ঃ ৩৯)

কুরআন তিলাওয়াতের সময় নিরবে শ্রবণ করা সম্পর্কে কয়েকটি যরূরী মাসআলা

নামাযের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি কান লাগানো এবং নিশ্চুপ শ্রবণ করার বিষয় সকলেরই জানা রয়েছে ; কার্যতঃ যদিও অমনোযোগিতা দেখা যায়। এমনকি অনেকেই বলতে পারেনা যে, ইমাম নামাযে কোন্ সূরা পড়েছেন। এমন

www.pathagar.com

লোকদের কুরআনের মাহাত্ম সম্পর্কে অবগত হওয়া উচিত এবং কুরআন শ্রবণের প্রতি মনোনিবেশ করা উচিত। কুরআন শ্রবণের ন্যায়, জুমুআ, ঈদ প্রভৃতির খুত্‌বারও একই বিধান রয়েছে। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষতঃ খুতবা সম্পর্কে ইরশাদ করেছেনঃ

إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَلَا صَلٰوةَ وَلَا كَلَامَ -

অর্থাৎ, ইমাম যখন খুতবার উদ্দেশ্যে বের হোন, তখন কোনরূপ নামায ও কথাবার্তা নাই।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, "খুতবার সময় অপরকে নসীহতের উদ্দেশ্যে মুখে এতটুকুও বলোনা যে, " চুপ থাক।" (অগত্যা হাতে ইশারা করা যেতে পারে) মোট কথা, খুতবা চলাকালে সর্বপ্রকার কথাবার্তা, তস্‌বীহ-তাহ্‌লীল, দোআ-দরূদ, নামায ইত্যাদি দুরুস্ত নয়।

ফেক্বাহ্‌বিদগণ বলেছেন, জুমু'আর খুতবার ন্যায় ঈদ, বিবাহ প্রভৃতির খুতবারও একই বিধান। সুতরাং এসব ক্ষেত্রেও নিরবতা সহকারে কান লাগিয়ে খুত্‌বা শ্রবণ করা ওয়াজিব।

অবশ্য নামায ও খুত্‌বা ব্যতীত সাধারণ অবস্থায় যদি কেউ আপন মনে কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকে, তবে নিশ্চুপ থেকে মনোযোগ সহকারে তা শুনা ওয়াজিব কিনা—এ ব্যাপারে ফক্বীহ্‌গণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। অনেকেই ওয়াজিব বলেছেন এবং বিপরীত করাকে গুনাহ্ বলে সাব্যস্ত করেছেন। তাই যেসব স্থানে লোকজন নিজ নিজ কাজকর্মে নিয়োজিত থাকে কিংবা বিশ্রাম করতে থাকে, সেসব স্থানে সরবে কুরআন তিলাওয়াত করা কারও জন্যে জায়েয হবে না ; এরূপ স্থানে সরবে তিলাওয়াতকারী ব্যক্তি গুনাহ্‌গার হবে।' 'খুলাসাতুল-ফাতাওয়া' প্রভৃতি গ্রন্থে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

কিন্তু অনান্য ফিক্বাহ্‌বিদগণ আরও ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে , মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা কেবল ঐসব ক্ষেত্রেই ওয়াজিব যেখানে শুনানোর উদ্দেশ্যে কুরআন তিলাওয়াত করা হয়। যেমন নামায, খুত্‌বা প্রভৃতি। পক্ষান্তরে, যদি কয়েকজন এক জায়গায় নিজ নিজ তিলাওয়াতে মগ্ন থাকে, তবে নিশ্চুপ কান লাগিয়ে শুনা ওয়াজিব নয়। কেননা, সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের নামাযে সরবে তিলাওয়াত করতেন এবং তাঁর বিবিগণ তখন ঘুমন্ত, এ সময় ঘরের বাহির থেকেও হুযূর সাল্লাল্লাহু

www.pathagar.com

আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিলাওয়াতের আওয়ায শুনা যেতো।

কোন কোন বর্ণনার ভিত্তিতে ফক্বীহ্গণ নামাযের বাইরের তিলাওয়াতের বিষয়ে অবকাশ দিয়েছেন। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রেও মনোযোগ সহকারে নিশ্চুপ কুরআন শ্রবণ করা উত্তম হওয়ার ব্যাপারে কারও দ্বিমত নাই। তাই যেসব স্থানে লোকজন নিদ্রায় বা নিজ নিজ কাজে মগ্ন থাকে, সেসব স্থানে উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করা সমীচীন নয়।

এমনিভাবে, রাতে লাউড্স্পীকারের মাধ্যমে মসজিদে এমনভাবে তিলাওয়াত করা দুরুস্ত নয়, যার ফলে বাইরের লোকজনের নিদ্রা বা কাজ-কর্মে ব্যাঘাত ঘটে।

(মাঃ কুরআন, ৪র্থ খণ্ড;
সূরা আ'রাফ আয়াতঃ ২০৪)

সূরা হজ্জের সিজ্দায়ে তিলাওয়াত

মাসআলা ঃ সূরা হজ্জের যে আয়াতে সর্ব সম্মতভাবে সিজদা ওয়াজিব,তা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূহানীফা, ইমাম মালেক ও সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ)-এর মতে এ আয়াতে সিজ্দায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব নয়। কেননা, এখানে সিজদার উল্লেখ রুকূ'র সাথে হওয়াতে এ কথা স্পষ্ট যে, এই সিজদা দ্বারা নামাযের সিজদাই উদ্দেশ্য। যেমন وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ আয়াতে নামাযের সিজ্দা উদ্দেশ্য হওয়ার বিষয়ে সকলেই একমত এবং এ আয়াত তিলাওয়াত করলে সিজদা ওয়াজিব হয় না। অনুরূপভাবে আলোচ্য আয়াতেও সিজ্দা ওয়াজিব নয়। পক্ষান্তরে, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহ্মদ (রহঃ)-এর মতে সিজ্দা ওয়াজিব। প্রমাণস্বরূপ তাঁরা যে হাদীস পেশ করেন তাতে বলা হয়েছে ঃ "অন্যান্য সূরার উপর সূরা হজ্জে'র ফযীলত ও মাহাত্ম এই যে, এতে দু'খানি সিজ্দা রয়েছে।" ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে এই হাদীসখানি প্রামাণ্য নয়। বিস্তারিত আলোচনার জন্য হাদীস ও ফেক্বাহ্র গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য।

(মাঃ কুরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড ;
সূরা হজ্জ, আয়াতঃ ৭৭)

www.pathagar.com

সূরা আ'লা তিলাওয়াতের সময় যা পড়া সুন্নত

মাসআলা ঃ আলেমগণ বলেছেন, যখন سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى তিলাওয়াত করা হয়, তখন سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى বলা মুস্তাহাব। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্নে আব্বাস, ইব্নে উমর, ইব্নে যুবাইর, আবূ মূসা ও আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) তাই করতেন। (কুরতুবী) (অর্থাৎ নামাযের বাইরে তিলাওয়াত করা হলে .উপরোক্ত তস্বীহ্ পড়া মুস্তাহাব)

মাসআলা ঃ হযরত উক্বা ইবনে আমের জুহানী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, যখন سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى নাযিল হলো, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, اِجْعَلُوْهَا فِيْ سُجُوْدِكُمْ অর্থাৎ এ তস্বীহটি سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى তোমরা সিজ্দার মধ্যে পাঠ কর।

মাসআলা ঃ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (আপন প্রভুর নাম পবিত্র রাখ) এই আয়াতের হুকুমের মধ্যে এ কথাও শামিল যে, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ঐসব নামে ডাক,যা তিনি নিজের জন্য বর্ণনা করেছেন বা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লামকে অবগত করেছেন। এছাড়া অন্য কোন নামে আল্লাহ্কে ডাকা জায়েয নয়।

মাসআলা ঃ উক্ত আয়াতের হুকুমে একথাও শামিল যে, যেসব নাম আল্লাহ্ তাআলার জন্য নির্দিষ্ট সেইগুলো কোন মাখলূকের (সৃষ্টি) জন্য ব্যবহার করা আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতার পরিপন্থী ; তাই জায়েয নয়। (কুরতবী) যেমন রাহ্মান,রায্যাক, গাফ্ফার, কুদ্দুস প্রভৃতি। বর্তমানে এ ব্যাপারে অবহেলা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে যে, লোকেরা অতি আগ্রহ সহকারে নাম সংক্ষিপ্ত করে নিসংকোচে আব্দুর রহ্মান-এর স্থলে রহ্মান, আব্দুর রায্যাক-এর স্থলে রায্যাক,আব্দুল গাফ্ফার এর স্থলে গাফ্ফার বলে থাকে। তারা একথা চিন্তা করেনা যে,সম্বোধনকারী ও শ্রোতা উভয়ই এ ক্ষেত্রে গুনাহ্গার হচ্ছে এবং রাত দিন বে-ফায়দা এই গুনাহে তাদের লিপ্ত থাকা হচ্ছে। (মাঃ কুরআন ৮ম খণ্ড; সূরা আ'লা, আয়াতঃ ১)

মাসআলা ঃ সূরা যোহা থেকে কুরআনের শেষ সূরা (নাস) পর্যন্ত প্রত্যেক সূরাতে তকবীর বলা সুন্নত। শায়খ সালেহ্ মিস্রীর মতে এই তকবীর হলো,

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ (মায্হারী)

আল্লামা ইব্নে কাসীর (রহঃ) প্রত্যেক সূরার শেষে এবং আল্লামা বগভী

www.pathagar.com

(রহঃ) প্রত্যেক সূরার শুরুতে একবার তকবীর বলা সুন্নত বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। (মায্হারী) উক্ত দুই নিয়মের যে কোনটি অবলম্বন করা হবে, তাতে সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। (মাঃ কুরআন ৮ম খণ্ড; সূরা যোহা, আয়াতঃ ১)

সূরা ওয়াত্বীন তিলাওয়াতের সময় যা পড়া সুন্নত

মাসআলা ঃ হযরত আবু হুরাইরাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ যে কেউ সূরা ওয়াত্বীন তিলাওয়াতের সময় اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ আয়াতে পৌছবে, তার উচিত নিম্নোক্ত এই কালেমা পাঠ করাঃ

بَلٰى وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ -

এ হাদীসের প্রেক্ষিতেই ফকীহ্গণ উক্ত কালেমা পড়া মুস্তাহাব বলেছেন। (মাঃ কুরআন ৮ম খণ্ড ; সূরা ওয়াত্বীন, আয়াতঃ ৮)

কুরআন অনুযায়ী আমল না করাও মহাপাপ

কুরআনকে পরিহার করা ও ত্যাগ করার অর্থ কুরআনকে অস্বীকার করা, যা কাফেরদেরই কাজ। কিন্তু কোন কোন রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে , যে মুসলমান কুরাআনের প্রতি ঈমান রাখা সত্ত্বেও নিয়মিত তিলাওয়াত ও কুরআন অনুযায়ী আমল না করে, সে-ও উক্ত হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। (মাঃ কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড ; সূরা ফুরক্বান, আয়াত ঃ ৩০)

ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে কুরআন খতম করে পারিশ্রমিক নেওয়া না জায়েয

মাসআলা ঃ আল্লামা শামী (রহঃ) 'দুররে মুখ্তার'- এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে এবং নিজ রচিত 'শিফাউল-আলীল' কিতাবে বলিষ্ঠ প্রমাণাদিসহ সবিস্তারে আলোচনার মাধ্যমে এ বিষয় স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, কুরআন শিক্ষাদান ও অনুরূপ অন্যান্য কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণের বৈধতা সম্পর্কিত যে বিষয়টি পরবর্তী যুগের ফকীহ্গণ সাব্যস্ত করেছেন, তার বিশেষ কারণ রয়েছে। আর তা হচ্ছে, এমন ধর্মীয়

www.pathagar.com

প্রয়োজন যাতে বিচ্যুতি দেখা দিলে গোটা দ্বীনের বিধান-ব্যবস্থার মূলে আঘাত আসে। কাজেই বিষয়টিকে কেবল দ্বীনি যরূরতের ক্ষেত্রেই সীমিত রাখা অত্যাবশ্যক। তাই মৃতব্যক্তির ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কুরআন খতম বা অন্য কোন দো'আ-কালাম ও ওজীফা পড়ানো হারাম। কেননা, এর উপর দ্বীনের কোন মৌলিক যরূরত নির্ভরশীল নয়। সুতরাং পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কুরআন খতম হারাম হওয়ার কারণে যে পাঠ করবে এবং যে পাঠ করাবে উভয়ই গুনাহ্গার হবে। যে ক্ষেত্রে স্বয়ং কুরাআন পাঠকারী সওয়াবের ভাগী হচ্ছেনা, সেখানে মৃতব্যক্তির পক্ষে সওয়াবের ভাগী হওয়ার প্রশ্নই উঠেনা।

আল্লামা শামী (রহঃ) উপরোক্ত প্রসঙ্গে তাজুশ-শরীয়াহ্, আইনী শরহে হেদায়াহ্ হাশিয়া খাইরুদ্দীন (বাহ্রুর্-রায়েক কিতাবের উপর টীকা) প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে ফেকাহ্বিদগণের প্রচুর সংখ্যক উক্তি নকল করেছেন। তন্মধ্যে খাইরুদ্দীন রমলীর এ উক্তিটিও নকল করেছেন যে, ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে কবরের পার্শ্বে কুরআন খানি করানো কিংবা পারিশ্রমিক দিয়ে কুরআন খতম করানো সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন এবং উম্মতের আদর্শ পূর্বসূরীগণের কারও থেকে কোথাও বর্ণিত নাই। কাজেই এরূপ করা বিদ'আত। (শামী ১ম খণ্ড, ৪৭ পৃষ্ঠা মাঃ কুরআন ১ম খণ্ড ; সূরা বাকারা, আয়াতঃ ৪১)

পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ইবাদত

কুরআনুল-করীমের ইশারা-ইঙ্গিত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রচুর হাদীসের স্পষ্ট উক্তি দ্বারা এ কথা প্রমাণিত যে, যে কোন ইবাদতের উপর বিনিময় বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করা হারাম। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে শিব্ল (রাযিঃ)-সূত্রে মুসনাদে আহমদে উদ্ধৃত এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اقْرَأُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ۔

অর্থাৎ, কুরআন পাঠ কর ; কিন্তু এ-কে উপার্জনের উপায় বানিওনা।

কোন কোন রেওয়ায়াতে কুরআন দ্বারা উপার্জিত বস্তুকে জাহান্নামের অংশ বলা হয়েছে। এ সবের ভিত্তিতে উম্মতের ফকীহ্গণ একমত যে, ইবাদত-বন্দেগীর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয নয়। আর এ কথাও স্পষ্ট যে ; যাকাত-সাদাকাত উসূল করা একটি দ্বীনি খেদমত ও ইবাদত। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু

www.pathagar.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ-কে এক প্রকার জিহাদ বলে অভিহিত করেছেন। এ প্রেক্ষিতে পারিশ্রমিক নিয়ে যাকাত-সাদকা ওসূল করা হারাম সাব্যস্ত হয় ; কিন্তু কুরআনের আলোচ্য আয়াত বিষয়টিকে জায়েয সাব্যস্ত করেছে এবং এ-কে যাকাতের আট খাতের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবী (রহঃ) তদীয় তফ্সীরগ্রন্থে বলেছেন, বস্তুতঃ ফরযে -আইন বা ওয়াজিবে-আইন ইবাদতের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা সর্বাবস্থায় হারাম। কিন্তু ফরযে কেফায়াহ্ ইবাদতের হুকুম তা নয় ; বরং এরূপ ইবাদতের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা উক্ত আয়াত মতেই জায়েয। ফরযে কেফায়াহ্ বলতে এমন কাজকে বুঝায়, যা উম্মতের সকলের উপর বা শহরের সকল বাসিন্দার উপর ফরয করা হয়েছে ; কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে সকলের জন্য সে কাজ করা যরূরী নয়, কিছু লোক কাজ আঞ্জাম দিলে সকলেই দায়িত্বমুক্ত হয়ে যায়। অবশ্য একজনও দায়িত্ব পালন না করলে সকলেই গুনাহ্গার হয়।

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, উক্ত আয়াত দ্বারা এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, ইমামত ও ওয়াজ-নসীহত করে বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয। কারণ, ওয়াজ-নসীহত ইত্যাদি ওয়াজিবে-আইন নয় বরং ওয়াজিবে-কেফায়াহ্।

এমনিভাবে কুরআন, হাদীস ও অপরাপর দ্বীন ইল্ম শিক্ষা দেওয়ার বিষয়েও একই হুকুম। কারণ এসব দায়িত্ব পূরা উম্মতের উপর ফরযে-কেফায়াহ্ তথা কতিপয় লোক কর্তব্য পালন করলে সকলেই দায়িত্বমুক্ত হয়ে যায়। কাজেই এর বিনিময়স্বরূপ কেউ ওজীফাহ্ (বেতন) গ্রহণ করলে তা জায়েয হবে।

অনেকেই অজ্ঞতাবশতঃ দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দকে যাকাত-সদ্কা ও সূলকারীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করে যাকাতের অর্থ তাদেরকে বেতন স্বরূপ দিয়ে থাকে।এরূপ করা দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের জন্যেই না জায়েয। (মাঃ কুরআন ৪র্থ খণ্ড; সূরা তওবা, আয়াত ঃ ৬০)

দাবী ও দাওয়াত-এর মধ্যে পার্থক্য

মাসআলা ঃ যে কাজ করার ইচ্ছা না থাকে সে কাজ করার দাবী করা কবীরা গুনাহ্ এবং আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তুষ্টির কারণ। كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ - এর মর্ম তা-ই। আর যে কাজ করার ইচ্ছা থাকে, সেটির ব্যাপারেও নিজের শক্তি ও ক্ষমতার উপর ভরসা করে দাবী করা নিষিদ্ধ ও মাকরূহ্।

উপরোক্ত তফসীরে জানা গেল যে, এ আয়াতগুলো দাবীর সাথে সম্পৃক্ত ;

www.pathagar.com

অর্থাৎ যে কাজ করার কোনই ইচ্ছা নাই সে কাজের দাবী করা আল্লাহ্ তা'আলার রোষ ও অসন্তোষের কারণ হয়।

ওয়াজ-নসীহত ও তবলীগ-দাওয়াতের ক্ষেত্রে অপরকে এমন কোন আমলের উপদেশ দেওয়া কিংবা সেই আমলের প্রতি আহ্বান করার বিষয় এই আয়াতের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নয়। এর বিধি-বিধান অন্যান্য আয়াত ও হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে। উদাহরণতঃ কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ

অর্থাৎ, তোমরা লোকদেরকে সৎকাজের আদেশ করে থাক অথচ নিজেদেরকে ভুলে যাও—সে অনুযায়ী নিজেরা আমল করনা। এ আয়াত সৎকাজে আদেশদাতা এবং ওয়াজ-নসীহতকারীগণকে এই মর্মে লজ্জা দিয়েছে যে, নিজেরা আমল করনা অথচ সেই আমলের প্রতি অন্যকে দাওয়াত দিয়ে থাক বরং তোমাদের উচিত অপরকে যেহেতু নসীহত করছ, তাই অগ্রে নিজে নিজেকে নসীহত কর এবং নসীহত অনুযায়ী পূর্বেই নিজে আমল করে নাও। আয়াতে এ কথা বলা হয় নাই যে, নিজে আমল করছনা বলে অপরকে নসীহত করার কাজ পরিত্যাগ কর। এতে জানা গেল যে, যে নেক আমলটি নিজে করার সাহস ও তওফীক না হয়, সেটির প্রতি অন্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করা ও উপদেশ প্রদান অব্যাহত রাখা চাই। তাতে আশা করা যায় যে, উক্ত ওয়াজ ও নসীহতের বরকতে কখনও সেই অনুযায়ী আমল করার তওফীক নিজেরও হয়ে যাবে, যেমন অনেক ক্ষেত্রে এরূপ হতে দেখা গেছে। অবশ্য যদি সেই আমলটি ওয়াজিব বা সুন্নতে মুআক্কাদাহ্ পর্যায়ের হয়, তবে উপরোক্ত আয়াতের তাকীদে নিজে আমল না করা পর্যন্ত লজ্জা ও অনুতাপ অব্যাহত রাখা ওয়াজিব। আর যদি মুস্তাহাব পর্যায়ের আমল হয়, তবে লজ্জা ও অনুতাপ মুস্তাহাব। (মাঃ কুরআন ৮ম খণ্ড ; সূরা সফ্ফ্, আয়াত ঃ ২)

দাওয়াত ও তবলীগের কতিপয় আদব

আম্বিয়া কিরাম আলাইহিমুস্ সালামের দ্বীন-প্রচার কার্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল এই যে, তারা সত্য ও হক বিষয়ের দাওয়াত উপর্যুপরি দিতে থাকতেন; লোকদের অস্বীকার ও মিথ্যারোপ তাদের দাওয়াতকার্যে কোন রকম বাধা সৃষ্টি করতে পারতোনা। বর্তমান যুগে দাওয়াত ও তবলীগের কাজে মেহ্নত কারীদেরও এ থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। (মাঃ কুরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড ; সূরা কাসাস্, আয়াত ঃ ৫১)

www.pathagar.com

তবলীগ ও দাওয়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি

ভিন্ন চিন্তাধারা ও আকীদা পোষণকারী লোকদেরকে যদি কেউ দাওয়াত দিতে মনস্থ করে, তবে তাদেরকে এমন একটি বিষয়ের উপর দাওয়াত দেওয়া উচিত, যে বিষয়ে তাদের কারও বা কোন পক্ষের দ্বিমত নাই। তবেই একটি বিষয়ের উপর সকলের একমত হওয়া সম্ভব হবে। (মাঃ কুরআন ২য় খণ্ড; সূরা আলি ইমরান, আয়াতঃ ৬৪)

ইসলামের সত্যতা প্রমাণিত করা উলামায়ে কেরামের উপর ফরয

যদি কোন বিধর্মী দ্বীন-ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করার জন্য মুসলমানদের নিকট দাবী জানায় ,তবে তার দাবী পূরণ করা মুসলমানদের কর্তব্য—উলামায়ে দ্বীন ইসলামের সত্যতার প্রমাণাদি সহকারে বিধর্মীর সম্মুখে উপস্থাপন করবেন ; এ দায়িত্ব পালন করা তাঁদের উপর ফরয। (মাঃ কুরআন ৪র্থ খণ্ড; সূরা তওবাহ্ আয়াতঃ ১১)

দুনিয়াতে কোন ঘরের নাম দারুস্-সালাম রাখা নিষেধ

দুনিয়াতে কোন ঘরের নাম দারুস্ সালাম রাখা সমীচীন নয়, যেমন জান্নাত, ফেরদাউস প্রভৃতি নাম রাখাও দুরুস্ত নয়। (মাঃ কুরআন ৪র্থ খণ্ড; সূরা ইউনুস, আয়াতঃ ২৫)

তা'লীম ও তবলীগের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেওয়ার বিধান

মাসআলা ঃ দ্বীনি ইল্‌ম শিক্ষাদান বা দ্বীন-প্রচার কার্যে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা দুরুস্ত নয়। তাই পূর্ববর্তী ইমামগণ এ-কে হারাম বলেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালের ফেকাহ্‌বিদগণ অপারগ অবস্থায় এ-কে বৈধ সাব্যস্ত করেছেন। (মাঃ কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড ; সূরা শু'আরা, আয়াতঃ ১০৯)

ধর্মীয় সংস্কারকাজ আপন পরিবার-পরিজনদের থেকে শুরু করা সংস্কারকের উপর ফরয। (মাঃ কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড; সূরা মার্‌ইয়াম, আয়াতঃ ৫৫)

www.pathagar.com

অধ্যায়ঃ

তাসাওউফ বা আত্মশুদ্ধির মাসায়েল

আত্মপ্রশংসা ও ত্রুটিমুক্ততার দাবী করা জায়েয নয়

মাসআলা ঃ উপরোক্ত কারণসমূহ যদি বিদ্যমান না থাকে, তবে আল্লাহ্ প্রদত্ত নে'আমত প্রকাশ করণার্থে নিজের গুণ বর্ণনার অনুমতি আছে। (বয়ানুল-কুরআন)

নিজের বা অন্য কারও পবিত্রতা বর্ণনা করা জায়েয নাই। এই নিষিদ্ধতার তিনটি কারণ রয়েছে ঃ

এক—অধিকাংশ ক্ষেত্রে অহমিকা বা আত্মগর্বের কারণেই আত্মপ্রশংসার সূত্রপাত হয়। কাজেই উক্ত নিষেধাজ্ঞা মূলতঃ কিব্‌র তথা অহমিকা ও আত্মগর্বের সাথেই সম্পৃক্ত।

দুই—শেষ পরিণতি সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই অবগত। মৃত্যুর সময় তাক্‌ওয়া ও পবিত্রতার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা হবে কিনা, তা কেউ বলতে পারেনা। কাজেই নিজেকে পবিত্র বলে আখ্যায়িত করা তাক্‌ওয়া ও খোদাভীতির পরিপন্থী। হযরত যয়নব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, একদা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন। তখন আমার নাম ছিল 'বার্‌রাহ্' (পাপমুক্ত)। আমি আমার নাম বলার পর তিনি বল্‌লেন ঃ

لَا تُزَكُّوا اَنْفُسَكُمْ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ سَمُّوْهَا زَيْنَبَ ـ

অর্থাৎ "তোমরা নিজেদেরকে পাপমুক্ত বলে আখ্যায়িত করোনা, কেননা এ বিষয় একমাত্র আল্লাহ্ পাকই ভাল জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কে পবিত্র।" অতঃপর 'বার্‌রাহ' নামটির স্থলে আমার নাম রাখলেন 'যয়নব'। (মায্‌হারী)

www.pathagar.com

তিন—নিষিদ্ধতার তৃতীয় কারণ এই যে, অনেক সময় উক্তরূপ দাবীর কারণে লোকদের ধারণা হয় যে, এই লোকটি যাবতীয় দোষ-ত্রুটি মুক্ত হওয়ার কারণে আল্লাহ্‌র কাছে প্রিয়। অথচ বিষয়টি অবাস্তব ও মিথ্যা। কেননা বান্দার মধ্যে অসংখ্য ত্রুটি-বিচ্যুতি বিদ্যমান থাকেই। (মাঃ কুরআন ২য় খণ্ড ; সূরা নিসা, আয়াতঃ ৫০)

কোন মুসলমানকে ঠাট্টা-উপহাস করা, দোষারোপ করা বা মন্দ নামে ডাকা নিষেধ

মাসআলা ঃ সূরা হুজুরাতের একাদশ আয়াতে তিনটি বিষয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে ঃ এক, কোন মুসলমানের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা। দ্বিতীয়, কাউকে উপহাস ও ভর্ৎসনা করা। তৃতীয়, কাউকে পীড়াদায়ক ও অপমানকর নামে ডাকা বা উল্লেখ করা। যেমন অন্ধ, লুলা, খোঁড়া, কানা ইত্যাদি নামে সম্বোধন করা বা কারও উপর এমন শব্দ প্রয়োগ করা যা অপর কোন ব্যক্তির অপমানের জন্য ব্যবহৃত হয়। অথবা তওবা করার পর কাউকে চোর, শরাবী, ব্যভিচারী বলে সম্বোধন করা, অতীত কৃতকর্মের দ্বারা তাকে লজ্জা দেওয়া ও হেয় করা হারাম।

অবশ্য অনেকেই এমন নামে খ্যাত হয়ে যায়, যা আসলে মন্দ এবং সেই নাম ছাড়া কেউ তাকে চিনেনা। এইরূপ ক্ষেত্রে তাকে সেই নামে ডাকার অনুমতি রয়েছে ; এ ব্যাপারে আলেমগণ একমত। তবে শর্ত হলো, তাকে হেয় ও লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্যে না হয়। যেমন কোন কোন মুহাদ্দিসের নামের সাথে اَعْرَجُ (খঞ্জ) বা اَحْدَبُ (কুঁজ) পদবী রূপে প্রসিদ্ধ। খোদ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম অপেক্ষাকৃত লম্বা হাতবিশিষ্ট এক সাহাবীকে যুল-ইয়াদাইন (ذُوالْيَدَيْنِ) নামে পরিচিত করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মুবারক (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, হাদীসের সনদ পরম্পরায় এমন পদবীযুক্ত কিছু নাম আসে যেমন حُمَيْدُ الطَّوِيْلُ (দীর্ঘকায়া হুমাইদ), سُلَيْمَانُ الْاَعْمَشُ (ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন আ'মাশ) مَرْوَانُ الْاَصْفَرُ (হলদেটে মারওয়ান) এসব পদবী সহকারে তাদের নাম উল্লেখ করা জায়েয হবে কি ? তিনি বলেছেন, তোমাদের উদ্দেশ্য যদি দোষ বর্ণনা করা না হয় ; বরং পরিচয় পূর্ণ করা উদ্দেশ্য হয়, তবে জায়েয হবে। (মাঃ কুরআন ৮ম খণ্ড ; সূরা হুজুরাত, আয়াত ঃ ১১)

www.pathagar.com

অমুসলিম ব্যক্তির সৎগুণাবলীর প্রশংসা করা জায়েয

মাসআলা ঃ কোন অমুসলিম ব্যক্তির সৎগুণাবলীর যদি প্রশংসা করা হয়, তবে শরীয়ত মতে তা জায়েয। (মাঃ কুরআন, ২য় খণ্ড ; সূরা আলি-ইমরান, আয়াত ঃ ৭৫)

মধ্যম চাল-চলন অবলম্বন করা

মাসআলা ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)-কে ইহুদীদের ন্যায় দৌড়িয়ে চলা থেকে নিষেধ করা হতো এবং নাসারাদের ন্যায় ধীর গতিতে চলা থেকেও বারণ করা হতো। তাঁদের প্রতি এতদোভয়ের মাঝামাঝি চালচলন অবলম্বন করার নির্দেশ ছিল। (মাঃ কুরআন ৭ম খণ্ড ; সূরা লুক্মান,আয়াত ঃ ১৯)

কারও দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করা হারাম

মাসআলা ঃ তাজাস্সুস تَجَسُّسْ অর্থাৎ, দোষ অন্বেষণ করা এবং তার খোঁজ লাগানো হারাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "মুসলমানদের গীবত (অগোচরে দোষচর্চা) করোনা, তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতির অনুসন্ধান করোনা। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা নিজে এরূপ লোকের দোষ অনুসন্ধান করেন। আর যে ব্যক্তির দোষ আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং অনুসন্ধান করেন , তাকে স্বগৃহে লাঞ্ছিত করে দেন।"

কোন মুসলমানের অপ্রকাশ্য দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করা জায়েয নয়

তফসীরে বয়ানুল-কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গোপনে বা নিদ্রার ভান ধরে কারও কথা শুনা 'তাজাস্সুস'-এর অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য যদি কারও দ্বারা ক্ষতির আশংকা থাকে, তবে নিজেকে অথবা অপর কোন মুসলমানকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে ক্ষতিকারী ব্যক্তির গোপন ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধির তত্ত্ব-তল্লাশী করা জায়েয। (মাঃ কুরআন ৮ম খণ্ড ; সূরা হুজুরাত, আয়াত ঃ ১২)

www.pathagar.com

'ধারণা'-এর প্রকারভেদ ও বিধান

মাসআলা ঃ ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস (রহঃ) তৎরচিত আহ্‌কামুল-কুরআন গ্রন্থে এ সম্পর্কিত একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, ধারণা চার প্রকার। প্রথম প্রকার হারাম। দ্বিতীয় প্রকার ওয়াজিব, যার আদেশ করা হয়েছে। তৃতীয় প্রকার মুস্তাহাব বা প্রশংসনীয় এবং চতুর্থ প্রকার মুবাহ্ বা জায়েয।

হারাম ধারণা হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে এরূপ কুধারণা রাখা যে, তিনি আমাকে শাস্তি দিবেনই অথবা আমাকে বিপদেই রাখবেন ; যেন আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহ থেকে পূর্ণ নিরাশ। হযরত জাবের (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ্‌র প্রতি সুধারণা ব্যতীত তোমাদের কারও মৃত্যু না হওয়া চাই। অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِيْ -

অর্থাৎ, "আমি আমার বান্দার সাথে তেমনি ব্যবহার করি, যেমন সে আমার সম্পর্কে ধারণা রাখে। এখন তার ইচ্ছা, আমার প্রতি যেমনই ধারণা রাখুক। এ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্‌র প্রতি সুধারণা পোষণ করা ফরয এবং কুধারণা পোষণ করা হারাম।

এমনিভাবে যেসব মুসলমান বাহ্যিক অবস্থায় সৎকর্মপরায়ণ দৃষ্টিগোচর হয়, তাদের সম্পর্কে কোন বলিষ্ঠ প্রমাণ ব্যতিরেকে কুধারণা পোষণ করা হারাম। হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ)-সূত্রে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ

অর্থাৎ, "তোমরা ধারণা থেকে বেঁচে থাক, কেননা ধারণা মিথ্যা কথার নামান্তর।" এখানে 'ধারণা' -এর অর্থ কোন মুসলমান সম্মন্ধে বলিষ্ঠ প্রমাণ ব্যতীত কুধারণা পোষণ করা।

যে সব কাজের কোন একটি দিক কার্যে পরিণত করা শরীয়তের আইনে যরূরী এবং সে সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ নাই, সে ক্ষেত্রে প্রবল ধারণার অনুসরণে আমল করা ওয়াজিব। যেমন পারস্পরিক বিবাদ - বিসম্বাদঘটিত মামলা-মোকদ্দমায় নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্যদাতাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী

www.pathagar.com

ফয়সালা করা হয়। যে হাকেম বা বিচারকের আদালতে মোকাদ্দমা দায়ের করা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ের নিষ্পত্তি প্রদান করা তার উপর ওয়াজিব ও যরূরী। কিন্তু বিশেষ এই ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে সুস্পষ্ট কোন হুকুম নাই বিধায় নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্যদাতাদের সাক্ষী অনুযায়ী আমল করা বিচারকের জন্য ওয়াজিব। যদিও এক্ষেত্রে সম্ভাবনা থাকে যে, হয়তো কোন নির্ভরযোগ্য সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে। তাই সাক্ষ্যদাতার সত্যবাদী হওয়া প্রবল ধারণা মাত্র। সেমতে এরূপ সাক্ষ্য অনুযায়ীই আমল করতে হবে এবং তা ওয়াজিব। এমনিভাবে যদি কারও ক্বিব্লার দিক অজ্ঞাত থাকে এবং নিকটে এমন লোক নাই যাকে জিজ্ঞাসা করে ক্বিব্লার দিক জানা যেতে পারে, এমতাবস্থায় প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। যদি কারও উপর কোন বস্তুর ক্ষতিপূরণ দেওয়া ওয়াজিব হয়ে থাকে, তবে সেই বস্তুর মূল্য নির্ধারণের জন্যে প্রবল ধারণা অনুযায়ীই আমল করা ওয়াজিব।

জায়েয বা মুবাহ্ ধারণা বলতে বুঝায়—যেমন নামাযের রাক্আতে সন্দেহ দেখা দিল যে, তিন রাক্আত পড়া হয়েছে কি চার রাক্আত— এমতাবস্থায় প্রবল ধারণার উপর আমল করা জায়েয। আর যদি প্রবল ধারণা বাদ দিয়ে নিশ্চিত সংখ্যা অর্থাৎ তিন রাক্আত পড়া হয়েছে বলে ধরে নেয় এবং চতুর্থ রাক্আত আদায় করে নেয়, তবে তাও জায়েয।

মুস্তাহাব ধারণা এই যে, প্রত্যেক মুসলমান সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করবে। এতে সওয়াব হাসিল হয়। (মাঃ কুরআন ৮ম খণ্ড ; সূরা হুজুরাত, আয়াতঃ ১২)

মাসআলা ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত শরীয়তসম্মত বিপরীত কোন দলীল না পাওয়া যাবে, প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর প্রতি সুধারণা পোষণ করা ওয়াজিব। দলীল-প্রমাণ ব্যতিরেকে যদি কেউ কারও বিরুদ্ধে অভিযোগে আনয়ন করে, তবে মিথ্যা সাব্যস্ত করা এবং নাকচ করে দেওয়া ওয়াজিব। কেননা, এরূপ করা গীবত বা মুসলমানের দোষ বর্ণনা এবং অযথা তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার নামান্তর। (মায্হারী) (মাঃ কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড ; সূরা নূর, আয়াত ঃ ১২)

যন (ظن) শব্দের বিভিন্ন অর্থ

إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

আরবী ভাষায় ظن শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক অর্থে অমূলক

www.pathagar.com

ও ভিত্তিহীন কল্পনাকেও ظن বলা হয়। উপরোক্ত আয়াতেও এ অর্থ বুঝানো হয়েছে। মক্কার মুশরিকদের মূর্তিপূজার পিছনেও মূল কারণ ছিল এই ভিত্তিহীন ও অমূলক কল্পনাই। এই ভ্রান্ত ধারণা নাকচ করার জন্যেই উপরোক্ত আয়াতের অবতারণা। দ্বিতীয়তঃ ظن শব্দটি একীন বা দৃঢ় বিশ্বাসেরও বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়। একীন বলতে বাস্তবসম্মত ও অকাট্য জ্ঞানকে বুঝায়, যাতে শুবা-সন্দেহের কোনই অবকাশ থাকে না। যেমন, কুরআন ও মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা অর্জিত জ্ঞান। উপরোক্ত বিপরীত অর্থে ظن বলতে ঐ জ্ঞানকে বুঝায় যা ভিত্তিহীন কল্পনা প্রসূত নয় বরং দলীল-প্রমাণ দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত, তবে এ ক্ষেত্রের দলীল প্রমাণাদি পূর্বোল্লিখিত পর্যায়ের ন্যায় শুবা-সন্দেহমুক্ত ও অকাট্য নয়। যেমন সাধারণ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত বিধি-বিধান। এই তারতম্যের কারণেই প্রথম প্রকার আহ্কাম ও মাসায়েলকে 'ইয়াকীনিয়াত' (দৃঢ় বিশ্বাসপ্রসূত) এবং দ্বিতীয় প্রকার আহকাম ও মসায়েলকে 'যন্নিয়াত' (প্রবল ধারণাপ্রসূত) বলা হয়। এরূপ 'যন' শরীয়তসম্মত ; কুরআন-হাদীসে এর পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে। সকলের মতে এরূপ আহ্কাম ও মাসায়েলের উপর আমল করা ওয়াজিব। উপরোক্ত আয়াতে যে ধারণাকে নাকচ করা হয়েছে, তা দ্বারা অমূলক ও ভিত্তিহীন (কল্পনা প্রসূত) ধারণাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কাজেই কোন খট্কা নাই। (মাঃ কুরআন ৮ম খণ্ড ; সূরা নাজ্‌ম, আয়াতঃ ২৮)

গীবত বা অপরের দোষচর্চার বিধান

মাসআলা ঃ শিশু, উম্মাদ ও যিম্মী কাফেরের গীবত করাও হারাম। কেননা, তাদেরকে পীড়া দেওয়াও হারাম। হর্‌বী কাফেরকে যদিও পীড়া দেওয়া হারাম নয় কিন্তু সময় অপচয়ের কারণে এদেরও গীবত করা মাকরূহ।

মাসআলা ঃ গীবত যেমন কথার দ্বারা হয়, তেমনি কর্ম ও ইশারা-ইঙ্গিতেও হয়। যেমন কাউকে হেয় করার উদ্দেশ্যে খঞ্জ চাল বানিয়ে চলা।

মাসআলা ঃ কোন কোন রেওয়ায়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا আয়াতে যে বিধান দেওয়া হয়েছে, তা সব ক্ষেত্রের জন্য নয় ; বরং কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম রয়েছে অর্থাৎ কতক গীবতের অনুমতি আছে। উদাহরণতঃ শরীয়ত সমর্থিত কোন প্রয়োজনে বা বৃহত্তর কল্যাণের লক্ষ্যে যদি কারও গীবত করতে হয়, তবে তা নিষিদ্ধ গীবতের আওতায় পড়বে না। যেমন কোন অত্যাচারীর কাহিনী এমন ব্যক্তির নিকট বর্ণনা করা যে প্রতিকারের ক্ষমতা রাখে,

www.pathagar.com

পিতার নিকট সন্তানের এবং স্বামীর নিকট স্ত্রীর মন্দাচার বর্ণনা করা যারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সংশোধনের ক্ষমতা রাখে, কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে ফতওয়া গ্রহণের জন্য ঘটনার বিবরণ অপরিহার্য হলে তা প্রকাশ করা, কোন ব্যক্তি কর্তৃক মুসলমানদেরকে ধর্মীয় বা পার্থিব অনিষ্ট হলে তাদেরকে বাচানোর জন্যে কারও প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করা,কোন ব্যাপারে পরামর্শের জন্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অবস্থা উল্লেখ করা, যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে সকলের সামনে অন্যায়-অপরাধে লিপ্ত হয় এবং নিজের পাপাচার নিজেই প্রকাশ করে এমন ব্যক্তির দুস্কর্ম বর্ণনা করা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে বিনা প্রয়োজনে সময় অপচয়ের দরুণ মাকরূহ হয়।(রূহুল মাআনী'র বরাতে— বয়ানুল-কুরআন)

উপরোক্ত ক্ষেত্রসমূহে একটি অভিন্ন বিষয় এই যে, মন্দাচার বা দোষ বর্ণনার দ্বারা কাউকে হেয় করা উদ্দেশ্য না হয়; বরং প্রয়োজন বশতঃ অপারগ অবস্থায় বর্ণনা করা হয়। (মাঃ কুরআন ৮ম খণ্ড ; সূরা হুজুরাত, আয়াত ঃ ১২)

মজলিসের কাফ্ফারাহ্

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "যে ব্যক্তি কোন মজলিসে বসে যেখানে ভালমন্দ কথাবার্তা হয়, সেখান থেকে উঠার পূর্বে যদি সে এই বাক্যগুলো পড়ে নেয়, তবে মজলিসে কৃত তার সমস্ত পাপ আল্লাহ্ তা'আলা মাফ করে দিবেন ঃ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ -

অর্থঃ "হে আল্লাহ্, আপনি পবিত্র, সকল প্রশংসা আপনার। আমি সাক্ষ্য প্রদান করি যে, আপনি ছাড়া আর কোন মাবূদ নাই, আপনার কাছে আমি ক্ষমা চাই; তওবা করি।" (তিরমিযী) (মাঃ কুরআন ৮ম খণ্ড ; সূরা তূর, আয়াতঃ ৪৮)

মজলিসের আদব

মাসআলা ঃ মজলিসের একটি আদব এই যে, দুইজন উপবিষ্ট ব্যক্তির মাঝখানে তাদের অনুমতি ব্যতীত বসা উচিত নয়। কেননা তাদের একত্রে বসার মধ্যে উপযুক্ত কোন কারণ থাকতে পারে। হয়রত উসামাহ্ ইবনে যায়েদ লাইসী (রাযিঃ)-সূত্রে আবূ দাউদ ও তিরমিযী শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে আছে,

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ اَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ اِلَّا بِاِذْنِهِمَا ـ

"অনুমতি ব্যতিরেকে দুই ব্যক্তির মাঝখানে ব্যবধান সৃষ্টি করা তৃতীয় ব্যক্তির জন্য হালাল নয়।" (মাঃ কুরআন ৮ম খণ্ড ; সূরা মুজাদালাহ্, আয়াতঃ ১১)

মন্দ মজলিস বর্জন করার নির্দেশ

যে মজলিসে আল্লাহ্, আল্লাহ্র রাসূল এবং শরীয়তের বিপক্ষে কথাবার্তা হয় এবং নিজে সরাসরি তা বন্ধ করা বা কারও মাধ্যমে বন্ধ করানো, অন্ততঃপক্ষে হক কথা প্রকাশ করার যদি ক্ষমতা না থাকে, এরূপ মজলিসকে পাশ কাটিয়ে[১] চলা মুসলমানদের উচিত। তবে সংশোধনের উদ্দেশ্যে যোগদান করা এবং সত্য কথা প্রকাশ করা দোষের কিছু নয়। (মাঃ কুরআন ৩য় খণ্ড ; সূরা আন্'আম, আয়াতঃ ৬৯)

অসৎ লোকদের সংশ্রব অপেক্ষা একাকীত্ব ভাল

বাতিলপন্থীদের মজলিসে যোগদান করা, উপস্থিত হওয়া বা তাদের সাথে উঠা-বসা করা ইত্যাদির হুকুম কয়েক প্রকারঃ

এক— তাদের কুফ্রী চিন্তাধারা ও কার্য-কলাপের প্রতি সমর্থন ও সন্তুষ্টি সহকারে তাদের মজলিসে শরীক হওয়া মারাত্মক অপরাধ ও কুফ্র।

দুই— মজলিসে কুফরী আলোচনা বা কার্যাবলী চলাকালে সেগুলোর প্রতি অপসন্দ ও অসন্তুষ্টি সহকারে বসা। কোনরূপ প্রয়োজন বা কারণ ব্যতীত (বাতিলপন্থীদের মজলিসে) এরূপ উপস্থিতি অন্যায় ও ফাসেকী।

তিন— দুনিয়াবী কোন প্রয়োজনে তাদের মজলিসে বসা জায়েয।

চার— শরীয়তের হুকুম-আহ্কাম পৌঁছানো এবং তাদেরকে দ্বীনের প্রতি আহ্বানের উদ্দেশ্যে তাদের মজলিসে শরীক হওয়া ইবাদত ; সওয়াবের কাজ।

---

(১) এইরূপ ক্ষেত্রে মজলিস বর্জন করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু এতে যদি জান-মাল বা ইয্যত-সম্মানের ক্ষতির আশংকা থাকে, তবে অন্য কোন কাজে মশগুল হয়ে যাবে এবং তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবেনা।

www.pathagar.com

পাঁচ— বাধ্য-বাধকতার কারণে অনিচ্ছাকৃতভাবে শরীক হওয়া উযরের মধ্যে গণ্য, সুতরাং তা মাফ।

ইমাম আবূ বকর জাস্‌সাস (রহঃ) আহ্‌কামুল-কুরআন গ্রন্থে লিখেছেন ঃ কোন মজলিসে পাপকার্য হতে থাকলে মুসলমানের উচিত, নহী আনিল-মুনকার (অসৎ কাজে নিষেধ)-এর বিধি অনুযায়ী তা প্রতিহত করার জন্য ক্ষমতা প্রয়োগ করা। যদি ক্ষমতা প্রয়োগের সামর্থ না থাকে, তবে অন্ততঃপক্ষে মৌখিক প্রতিবাদ ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা চাই। অসন্তুষ্টি প্রকাশের নিম্নতম পর্যায় হলো, মজলিস বর্জন করা।

এমনিভাবে কুরআনের মনগড়া তফসীরকারী ব্যক্তির মজলিসে শরীক হওয়াও জায়েয নয় ; বরং গুনাহ্। তফসীরে বাহ্‌রে মুহীত গ্রন্থে আবূ হাইয়্যান (রহঃ) লিখেছেন, যে কথা মুখে উচ্চারণ করা গুনাহ্, সে কথা ইচ্ছাকৃতভাবে শ্রবণ করাও গুনাহ্। (মাঃ কুরআন ২য় খণ্ড ; সূরা নিসা, আয়াত ঃ ১৪০)

অশ্লীল ও বাজে নভেল -নাটক দেখা নিষেধ বাতিলপন্থীদের বই-পুস্তক পাঠ করা নাজায়েয

বর্তমান যুগে অনেক উঠ্‌তি বয়সের ছেলে পেলে ও যুবকরা অশ্লীল নভেল ও পেশাদার অপরাধীর কাল্পনিক গল্প সম্বলিত বই-পুস্তক পাঠে মনোযোগী। এসবকিছু উপরোক্ত হারাম কার্যসমূহেরই অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে বাতিলপন্থীদের ভাবধারা অধ্যয়ণ করাও সাধারণ লোকদের ভ্রষ্টতার কারণ হয় বিধায় তা নাজায়েয। গভীর ও পরিপক্ক জ্ঞানের আলেমগণ যদি জওয়াব দানের উদ্দেশ্যে সে সব বই-পুস্তক দেখেন, তবে আপত্তির কিছু নাই। (মাঃ কুরআন ৭ম খণ্ড ; সূরা লুক্বমান, আয়াত ঃ ৬)

আল্‌লাহ্ আল্‌লাহ্ যিকর করা আদিষ্ট বিষয় এবং ইবাদত

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ আয়াতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, রব্ব্-এর নাম অর্থাৎ বার বার আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা আদিষ্ট বিষয় ও কাম্য। (মাযহারী)

www.pathagar.com

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, কোন কোন আলেম শুধু আল্লাহ্ নামটি বার বার উচ্চারণ করে যিক্‌র করা যে বিদ'আত বলেছেন, তা ঠিক নয়। (মাঃ কুরআন ৮ম খণ্ড ; সূরা মুয্‌যাম্মিল, আয়াত ঃ ১৮)

ইনশা-আল্লাহ্ বলার হুকুম

ভবিষ্যতে কোন কাজ করার কথা বলা হলে ইনশাআল্লাহ বলে এ কথার স্বীকারোক্তি করে নেওয়া চাই যে, প্রত্যেক কাজ আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ও এরাদার উপর নির্ভরশীল। আয়াতের দ্বারা প্রথমতঃ এ কথা জানা গেল যে, ইনশা-আল্লাহ্ বলা মুস্তাহাব। দ্বিতীয়তঃ জানা গেল যে, ভুলক্রমে যদি ইনশাআল্লাহ্ বলা না হয়, তবে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে বলে নেওয়া চাই। এতে একথা যরূরী হয় না যে, বেচা-কেনা ও পারস্পরিক চুক্তির যেসব ক্ষেত্রে শর্ত আরোপ করা হয় এবং যার উপর উভয় পক্ষের চুক্তি নির্ভর করে, সেইসব ক্ষেত্রেও চুক্তির সময় শর্ত আরোপ করা ভুলে গেলে স্মরণ হওয়ার পর পুনরায় শর্ত আরোপ করতে পারবে। এই মাসআলায় কোন কোন ফক্বীহ্ ভিন্নমতও পোষণ করেন। বিস্তারিত বিবরণ ফিক্বাহ্‌গ্রন্থসমূহে রয়েছে। (মাঃ কুরআন ৫ম খণ্ড ; সূরা কাহ্‌ফ, আয়াত ঃ ২৪)

বিজ্ঞ আলেমগণের প্রতি আদব

মাসআলা ঃ আলেমগণ যেহেতু আম্বিয়াকিরামের উত্তরাধিকারী, তাই আম্বিয়া কিরামের উপর অগ্রণী হওয়া যেমন নিষেধ, তেমনি আলেমগণের উপরেও অগ্রণী হওয়া নিষেধ। একই কারণে আম্বিয়া কিরামের ন্যায় আলেমগণের মজলিসে উচ্চ আওয়াযে কথা বলাও নিষেধ। অর্থাৎ বড় ও বিজ্ঞ আলেমগণের মজলিসে এমন উচ্চ আওয়াযে কথা বলবেনা, যার ফলে তাদের আওয়ায চাপা পড়ে যায়। (মাঃ কুরআন ৮ম খণ্ড ; সূরা হুজুরাত, আয়াত ঃ ২)

সফরের একটি আদব

সফরের একটি শিষ্টাচার এই যে, সফরের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সম্পর্কে নিজের সাথী ও খাদেমকে পূর্বেই জ্ঞাত করে রাখা চাই। অহংকারী লোকেরা নিজেদের খাদেম ও পরিচারকদেরকে সম্বোধনের যোগ্য বলেও মনে করেনা এবং

www.pathagar.com

নিজেদের সফর সম্পর্কেও তাদের নিকট কিছু বলে না। (মাঃ কুরআন ৫ম খণ্ড ; সূরা কাহ্‌ফ, আয়াত ঃ ৬০)

কোন ওলী বা বুযুর্গের পক্ষে শরীয়তের বাহ্যিক হুকুম অমান্য করা জায়েয নয়

অনেক মূর্খ ও পথভ্রষ্ট লোক তাসাওউফ (সূফীবাদ)-কে বদনাম করার জন্য বলে থাকে যে, "শরীয়ত ভিন্ন জিনিস আর তরীকত ভিন্ন জিনিস ; অনেক জিনিস শরীয়তে হারাম, কিন্তু তরীকতে তা হারাম নয়, কাজেই কোন ওলী বা বুযুর্গ ব্যক্তিকে প্রকাশ্য কবীরা গুনাহে লিপ্ত দেখা গেলেও আপত্তি করা ঠিক নয়।" এহেন কথাবার্তা পরিস্কার ধর্মদ্রোহিতা ও বাতিল। (মাঃ কুরআন ৫ম খণ্ড ; সূরা কাহ্‌ফ আয়াত ঃ ৬৫)

'তওরিয়া'র শরীয়তসম্মত বিধান

মাসআলা ঃ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তওরিয়া করা জায়েয। তওরিয়া দুই প্রকার ঃ এক, উক্তিগত, দ্বিতীয়, কর্মগত। উক্তিগত তওরিয়া বলতে বুঝায় — এমন কথা বলা, যার বাহ্যিক অর্থ বাস্তব ঘটনার বিপরীত হয়, কিন্তু অন্তর্নিহিত অর্থ ঘটনার অনুকূলেই থাকে। আর কর্মগত তওরিয়া বলতে এমন কাজ করাকে বুঝায়, যার উদ্দেশ্য দর্শক ব্যক্তি বাহ্যতঃ এক প্রকার বুঝে, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য হয় অন্যরূপ। এ-কে 'ঈহাম'ও বলা হয়। হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর তারকারাজির প্রতি দৃষ্টিপাত করা (অধিকাংশ মুফাস্‌সেরীনের উক্তি অনুযায়ী) ঈহাম-এরই অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং নিজেকে অসুস্থ বলা 'তওরিয়া' ছিল। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তওরিয়ার উভয় প্রকারের প্রয়োগ খোদ রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত রয়েছে। হিজরতের উদ্দেশ্যে তিনি রওনা হওয়ার পর মুশরিকগণ তার তালাশে ব্যাপৃত ছিল। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলো, ইনি কে ? তখন হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযিঃ) জওয়াব দিয়েছেন ঃ هُوَ هَادٍ يَهْدِيْنِيْ 'তিনি আমার পথপ্রদর্শক ; আমাকে পথ দেখান।' শ্রোতা এর অর্থ সাধারণ পথপ্রদর্শক মনে করে তাদেরকে ছেড়ে চলে গেছে। অথচ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)-এর উদ্দেশ্য ছিল, তিনি

www.pathagar.com

আমার দ্বীনি ও রূহানী পথপ্রদর্শক। (রূহুল-মা'আনী)

এমনিভাবে, হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রাযিঃ) বলেন, জিহাদের উদ্দেশ্যে যে দিকে গমন করা স্বাভাবিক হতো, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা থেকে বের হওয়ার সময় সেদিকে রওনা না হয়ে অন্য কোন দিকে পথ চলা আরম্ভ করতেন, ফলে আসল গন্তব্যস্থল লোকদের অজ্ঞাত থাকতো। (সহীহ্ মুসলিম প্রভৃতি) বস্তুতঃ এ ছিল কার্যগত তওরিয়া অর্থাৎ 'ঈহাম।' হাস্য-রসিকতার ক্ষেত্রেও হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উক্তরূপ তওরিয়া প্রমাণিত রয়েছে। 'শামায়েলে তিরমিযী' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বৃদ্ধা মহিলাকে কৌতুকচ্ছলে বলেছিলেন, কোন বৃদ্ধা বেহেশ্‌তে যাবে না। বৃদ্ধা এ কথা শুনে হায় আফসূস করতে লাগলো। তখন তিনি আসল কথা খুলে বললেন—"বৃদ্ধা অবস্থায় বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবেনা, বরং বেহেশ্‌তে প্রবেশের পূর্বেই তারা ষোড়শী হয়ে যাবে।" (মাঃ কুরআন ৭ম খণ্ড; সূরা সাফ্‌ফাত, আয়াতঃ ৮৫—৯৮)

স্বপ্ন প্রত্যেকের কাছে বর্ণনা করা ঠিক নয়

মাসআলা ঃ হযরত ইয়াকুব (আঃ) হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে স্বীয় স্বপ্ন ভাইদের কাছে বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন। এতে জানা যায় যে, এমন ব্যক্তির নিকট স্বপ্নের কথা বলেত নাই, যে স্বপ্নদ্রষ্টার প্রতি সহানুভূতিশীল ও তার হিতাকাংখী নয়। এমনিভাবে স্বপ্নের ব্যাখ্যা দানে পারদর্শী নয় এমন ব্যক্তির কাছেও স্বপ্ন ব্যক্ত করা উচিত নয়।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "সত্য স্বপ্ন নুবুওয়াতের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। যতক্ষণ পর্যন্ত তা কারো কাছে ব্যক্ত না করা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তা ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে, আর যখন কারও কাছে ব্যক্ত করে ফেলা হয় এবং শ্রোতা এর কোন ব্যাখ্যা দিয়ে দেয়, তখন সে ব্যাখ্যা অনুযায়ী তা বাস্তবে প্রতিফলিত হয়ে যায়। কাজেই জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যতীত অথবা অন্ততঃপক্ষে বন্ধু ও হিতাকাংখী ছাড়া অন্য কারো নিকট স্বপ্নের বিষয় ব্যক্ত করোনা।"

তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্ শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ স্বপ্ন তিন প্রকার, এক,

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সুসংবাদ, দ্বিতীয় কুপ্রবৃত্তিগত কল্পনা, তৃতীয় শয়তানের কুমন্ত্রণা। তাই যদি কেউ সুস্বপ্ন দেখে, তবে ইচ্ছা হলে অন্যের কাছে ব্যক্ত করতে পারে। পক্ষান্তরে দুঃস্বপ্ন দেখলে তা কারো কাছে বর্ণনা না করে শয্যা ত্যাগ করতঃ নামায পড়ে নিবে। মুসলিম শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে, "দুঃস্বপ্ন দেখলে বাম দিকে তিনবার ফুঁ দিবে, আল্লাহ্‌র কাছে এর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং কারও কাছে তা ব্যক্ত করবেনা। তাহলে এ স্বপ্নের ফলে তার কোনরূপ ক্ষতি হবেনা।" কারণ, কোন কোন স্বপ্ন যেগুলো শয়তানী কুমন্ত্রণার প্রতিফলন, উপরোক্ত আমলের ওসীলায় তা বিদূরীত হয়ে যায়। আর যদি সত্যস্বপ্ন হয়ে থাকে, তবে উক্ত নিয়ম পালনের দ্বারা এর অনিষ্টতা দূর হয়ে যাওয়ার আশা করা যায়।

মাসআলা ঃ স্বপ্নে কোনরূপ কষ্টদায়ক ও বিপজ্জনক বিষয় দৃষ্ট হলে কারও কাছে তা বর্ণনা করতে নাই। বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে, উক্ত নিষেধাজ্ঞা শরীয়তের কোন আইনগত বিষয় নয়, বরং দয়া ও সহানুভূতিস্বরূপ তা করা হয়েছে। তাই, স্বপ্নের বিষয় কারও কাছে ব্যক্ত করলে গুনাহ্ হবেনা। বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, উহুদ যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি আমার যুলফিক্কার তরবারীখানি ভেঙ্গে গেছে, আরও দেখেছি কয়েকটি গাভী যবেহ্ করা হচ্ছে। এর তাবীর বা ব্যাখ্যা ছিল হযরত হাম্‌যাহ্ ও অন্যান্য অনেক সাহাবীর শাহাদত বরণ, যা একটি আশু মারাত্মক বিপর্যয়ের বিষয় ছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত স্বপ্ন সাহাবায়ে কেরামের নিকট ব্যক্ত করেছিলেন। (কুরতুবী)

দুশ্চরিত্র লোকের অনিষ্ট হতে কাউকে বাঁচানোর জন্যে তার মন্দ অভ্যাস বর্ণনা করা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়

মাসআলা ঃ মুসলমানকে অপরের অনিষ্ট হতে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে সেই অপর ব্যক্তির মন্দ অভ্যাস বা তার অসৎ উদ্দেশ্য প্রকাশ করে দেওয়া জায়েয, তা গীবত বা অসাক্ষাতে দোষচর্চার অন্তর্ভুক্ত নয়। উদাহরণতঃ যদি কেউ জানতে পারে যে, কোন ব্যক্তি অপর একজনের বাড়ীতে চুরি করার অথবা তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে। এমতাবস্থায় তাকে এ সম্পর্কে অবহিত করা কর্তব্য। এটা গীবত বলে গণ্য হবেনা। যেমন হযরত ইয়াকুব (আঃ) হযরত ইউসুফ আলাইহিস্

www.pathagar.com

সালামকে তার ভাইদের পক্ষ থেকে তার প্রাণনাশের আশংকার কথা বলে দিয়েছেন।

মাসআলা ঃ যদি কারও সম্পর্কে অনুমান হয় যে, একজনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও নে'আমতের কথা শুনলে সে ঈর্ষান্বিত হবে এবং ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করবে, তবে তার সম্মুখে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, ধন-সম্পদ ও মান-সম্মানের কথা আলোচনা করতে নাই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "আপন অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সফলতায় উপনীত হওয়ার জন্য গোপনীয়তা রক্ষা করে চল। কেননা দুনিয়াতে প্রত্যেক সুখী ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষা করা হয়ে থাকে।"

তাৎক্ষণিকভাবে স্বপ্ন ফলে যাওয়া যরূরী নয়

মাসআলা ঃ তফসীরে কুরতবী গ্রন্থে আছে, ইউসুফ ইবনুল-হাদ (রহঃ) বলেন, ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের স্বপ্ন চল্লিশ বৎসর পর বাস্তবে প্রতিফলিত হয়েছে। এতে জানা গেল যে, স্বপ্ন তাৎক্ষণিকভাবে ফলে যাওয়া যরূরী নয়। (মাঃ কুরআন ৫ম খণ্ড ; সূরা ইউসুফ, আয়াত ঃ ৫)

অভিসম্পাত বা ভর্ৎসনার বিধান

মাসআলা ঃ কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে যদি নিশ্চিতভাবে একথা জানা না যায় যে, কুফ্‌রী অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে, তবে সেই ব্যক্তির উপর লানত বা অভিসম্পাত করা জায়েয নয়। এমনকি যদি সে ফাসেক হয়, তবুও তার প্রতি অভিশাপ করা জায়েয হবেনা। এই মূলনীতির ভিত্তিতেই আল্লামা শামী (রহঃ) ইয়াযীদের প্রতি অভিসম্পাত করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু নির্দিষ্ট এমন কোন কাফেরের প্রতি অভিসম্পাত করা জায়েয, যার কুফ্‌রের উপর মৃত্যু বরণ করার বিষয় নিশ্চিত, যেমন আবূ জাহ্‌ল, আবূ লাহাব ; এদের প্রতি অভিসম্পাত করা জায়েয।

মাসআলা ঃ কারও নাম উল্লেখ না করে এভাবে অভিসম্পাত করা জায়েয —জালেম অত্যাচারীদের উপর বা মিথ্যুকদের উপর আল্লাহ্‌র লানত।

মাসআলা ঃ 'লানত' শব্দের আভিধানিক অর্থ আল্লাহ্‌র রহমত হতে দূর

www.pathagar.com

হওয়া। শরীয়তের পরিভাষায় এ অর্থ কাফেরদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মুমিনদের ক্ষেত্রে এর অর্থ হচ্ছে, নেক বা সৎলোকদের স্তর হতে নীচে পড়ে যাওয়া। (কাহিস্তানী থেকে উদ্ধৃত ঃ শামী ২য় খণ্ড ; পৃষ্ঠা ঃ ৮৩৬) তাই কোন মুসলমানের জন্য তার নেক আমল কমে যাওয়ার বদ্‌দোআ করা জায়েয নয়। (মাঃ কুরআন ২য় খণ্ড ; সূরা নিসা, আয়াত ঃ ৫২)

মাসআলা ঃ কারো প্রতি লানত বা অভিসম্পাত করার বিষয়টি এতোই কঠিন ও নাযুক যে, কোন কাফের সম্পর্কে যে পর্যন্ত নিশ্চিতরূপে জানা না যাবে যে, তার মৃত্যু কুফ্‌রের উপরেই হবে, সে পর্যন্ত তার প্রতি অভিসম্পাত করা জায়েয নয়। সুতরাং কোন মুসলমান বা জীব-জন্তুর উপর অভিসম্পাত করা কিভাবে জায়েয হতে পারে ? অথচ অনেকেই এ ব্যাপারে উদাসীনতায় পড়ে রয়েছে। বিশেষকরে মহিলারা কথায় কথায় আপনজনদের প্রতি অভিসম্পাতসূচক বাক্যাবলী ব্যবহার করে থাকে। লানত বা অভিসম্পাত শুধু এ দুটো শব্দ প্রয়োগ পর্যন্তই সীমিত নয়, বরং এর সমার্থবোধক সকল শব্দই লানতের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুতঃ লানত শব্দটি আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দূর হওয়ার অর্থ বহন করে বিধায় মর্‌দূদ, বিতাড়িত, গযবপ্রাপ্ত ইত্যাদি শব্দাবলীও লানতের অর্থে শামিল। (মাঃ কুরআন ১ম খণ্ড ; সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ১৬১)

www.pathagar.com

অধ্যায় ঃ

তাবীজাত সংক্রান্ত বিধানাবলী

জাদু সম্পর্কে শরীয়তের বিধান

মাসআলা ঃ যেসব জাদু আকীদাগত বা কার্যগত কুফ্‌র থেকে মুক্ত নয়, সেসব জাদু শিক্ষা করা, শিক্ষা দেওয়া এবং সে অনুযায়ী আমল করা হারাম। অবশ্য মুসলমানদেরকে ক্ষতি থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে প্রয়োজন অনুপাতে জাদু শিক্ষা করার কোন কোন ফেক্বাহ্‌বিদের মতে অনুমতি রয়েছে। (শামী, আলমগীরী)

মাসআলা ঃ আমেলগণ যেসব তাবীজ-গণ্ডার কাজ করে থাকে, সেগুলোতে জিন ও শয়তানের সাহায্য নেওয়া হলে, তা জাদুর মতই হারাম। আর তাতে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অস্পষ্টতার দরুন যদি অর্থ বোধগম্য না হয় এবং এতে শয়তান ও জিনের সাহায্য নেওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে তা-ও হারাম।

মাসআলা ঃ কুরআন ও সুন্নাহ্‌র পরিভাষায় জাদু বলা হয়েছে বাবেল শহরের জাদুকে — এ জাদুকে পবিত্র কুরআন কুফ্‌র বলে অভিহিত করেছে। এগুলো ছাড়া অন্যান্য জাদুর মধ্যেও যদি কুফ্‌র ও শির্‌ক অবলম্বন করা হয়, তবে সেগুলোও হারাম।

মাসআলা ঃ আর যদি অনুমোদিত ও বৈধ বিষয়াদির সাহায্যে জাদুকর্ম করা হয়, তবে কোনরূপ নাজায়েয উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করার শর্তে জায়েয।

মাসআলা ঃ কুরআন ও হাদীসের শব্দাবলী বা বাক্যের সাহায্যে যদি জাদু করা হয়, তবে জায়েয উদ্দেশ্যে হলেও তা জায়েয নয়। উদাহরণতঃ কারো ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে তাবীজ করা অথবা ওজীফা পড়া—যদি আল্লাহ্‌র নামসমূহ বা কুরআনের আয়াতসমূহ পাঠ করেও তা হয়ে থাকে, তবুও হারাম (ফাতাওয়া ক্বাযী খান, শামী) (মাঃ কুরআন ১ম খণ্ড ; সূরা বাক্বারা আয়াত ঃ ১০২)

www.pathagar.com

জিন অধীন করা

মাসআলা ঃ জিন বশীভূত করার জন্য যারা আমল করে থাকে, তারা সাধারণতঃ শয়তানরচিত কুফ্‌রী বাক্যাবলী ও জাদুর সাহায্য নিয়ে থাকে। কাফের জিন ও শয়তান এদের এহেন কার্যকলাপের দরুন খুবই খুশী হয়। জিন ও শয়তান আমেলদের বশীভূত হওয়ার পিছনে একমাত্র রহস্য এই যে, তাদের কুফ্‌রী ও শির্‌কী কার্যকলাপে সন্তুষ্ট হয়ে ঘুষ স্বরূপ তাদের কিছু কাজও করে দেয়। এজন্যেই আমেলগণ অনেক সময় আমলিয়াতের কাজ করতে গিয়ে কুরআনের আয়াতসমূহ নাপাকী মিশ্রিত কালি অথবা রক্তের দ্বারা লিখে থাকে। ফলে কাফের জিন ও শয়তান স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের কাজ করে। অবশ্য ইব্‌নুল-ইমাম নামক এক ব্যক্তি সম্পর্কে জানা যায় যে, খলীফা মু'তাযিদ বিল্লাহ্‌র যুগে তিনি আল্লাহ্‌র নামসমূহের সাহায্যে জিনদেরকে বশীভূত করেছিলেন। এতে শরীয়তবিরোধী কোন বিষয় ছিলনা। (আ'কামুল-মারজান, পৃষ্ঠা ঃ ১০০) সারকথা এই যে, ইচ্ছা ও আমল ব্যতীত খালেস আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জিন প্রভৃতি যদি কারও বশীভূত হয়ে যায়, যেমন হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম ও কোন কোন সাহাবী সম্পর্কে এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে তা মু'জিযা বা কারামত বলে পরিগণিত হবে। আর যে বশীকরণ আমলিয়াতের মাধ্যমে হয়, তাতে কুফ্‌রী শব্দাবলী বা কুফ্‌রী কার্য থাকলে কুফ্‌র ; এবং পাপকার্য থাকলে কাবীরা গুনাহ্‌ বলে গণ্য হবে। যে আমলিয়াতের মধ্যে অবোধ্য শব্দাবলী ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ জানা যায় না, সেসব আমলিয়া তকেও ফেক্বাহ্‌বিদগণ এজন্যে নাজায়েয বলেছেন যে, এতে কুফ্‌র, শির্‌ক বা গুনাহের শব্দাবলী সংযুক্ত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। ক্বাযী বদ্‌রুদ্দীন (রহঃ)-এ ধরনের অবোধগম্য শব্দাবলী ব্যবহার করাকেও নাজায়েয বলেছেন। (আ'কামুল-মারজান) জিন বশীকরণের উক্ত আমল যদি আল্লাহ্‌ তা'আলার নাম ও পবিত্র কুরআনের আয়াতের সাহায্যে করা হয় এবং এতে কোন নাপাক জিনিস ব্যবহার বা অন্য কোন কার্য না করা হয়, তবে তা এই শর্তে জায়েয যে, এতে উদ্দেশ্য হতে হবে জিনের ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষা করা অথবা অন্যান্য মুসলমানদেরকে জিনের অনিষ্ট থেকে বাঁচানো। অর্থাৎ ক্ষতি দূর করা উদ্দেশ্য হওয়া চাই, কোনরূপ ফায়দা বা উপকার হাসিল করা যেন উদ্দেশ্য না হয়। কেননা এ কাজকে যদি অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে পেশা বানিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় اِسْتِرْقَاقُ الْحُرِّ অর্থাৎ স্বাধীনকে গোলামে পরিণত করা এবং শরীয়তসম্মত কারণ ব্যতীত তাকে বেগার খাটানো, যা হারাম।

www.pathagar.com

অধ্যায়ঃ

নামাযের মাসায়েল

দূরবর্তী এলাকায় বসবাসকারী লোকদের জন্য নামায আদায়কালে বাইতুল্লাহ্ যেদিকে অবস্থিত সেদিকে মুখ করাই যথেষ্ট

দূরবর্তী এলাকাসমূহে বসবাসকারী লোকদের পক্ষে হুবহু বাতইুল্লাহ্ শরীফের বরাবর মুখ করে দাঁড়ানো যরূরী নয় ; বরং বাইতুল্লাহ্ শরীফ যে দিকটিতে অবস্থিত সেদিকে মুখ করে দাঁড়ানোই তাদের জন্য যথেষ্ট। অবশ্য যে ব্যক্তি মসজিদুল-হারামে উপস্থিত থাকে বা নিকটস্থ কোন স্থান বা পাহাড় হতে বাইতুল্লাহ্ দেখতে পায়, তার পক্ষে বাইতুল্লাহ্র সোজাসোজি মুখ করে দাঁড়ানো যরূরী। এমতাবস্থায় নামায পড়াকালে বাইতুল্লাহ্র কোন অংশ যদি মুসল্লীর চেহারা বরাবর না পড়ে, তবে তার নামায দুরুস্ত হবেনা। (মা ঃ কুরআন ১ম খণ্ড; সূরা বাক্বারা, আয়াত ঃ ১৪২)

নামাযে ছুতর ঢাকা শর্ত—ছুতর ঢাকা ব্যতিরেকে নামায সহীহ্ হবেনা

উলঙ্গ অবস্থায় যেমন তওয়াফ করা নিষিদ্ধ, তেমনি নামায পড়াও হারাম ও বাতিল। কেননা, হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلٰوةٌ

"বাইতুল্লাহ্র তওয়াফ নামাযেরই অনুরূপ।"

www.pathagar.com

নামাযে ছতর ঢাকার বিষয়টি বিভিন্ন হাদীসে আরও স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে ঃ "দোপাট্টা (উড়না) ব্যতীত কোন সাবালিকা মেয়েলোকের নামায দুরুস্ত হবেনা।" (তিরমিযী)

নামাযে লেবাস সংক্রান্ত কয়েকটি মাসআলা

মানুষের শরীরের কতটুকু অংশ সর্বাবস্থায় এবং বিশেষতঃ নামায ও তওয়াফ আদায়কালে আবৃত করা ফরয-এর নির্ধারিত সীমা কতটুকু? পবিত্র কুরআন কেবল ছতর ঢাকার মূল হুকুমটি প্রদান করে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণের বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অর্পন করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "পুরুষের ছতর নাভী হতে হাঁটু পর্যন্ত এবং স্ত্রীলোকের ছতর আপাদ-মস্তক সম্পূর্ণ শরীর — কেবল চেহারা, দুই হাতের তালু এবং দুই পা ছাড়া"। এই তফসীল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত বহু হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে। যেসব পোষাক পরিধান করার পর নাভীর নীচের কোন অংশ বা হাঁটু অনাবৃত থেকে যায়, পুরুষের পক্ষে এইরূপ পোষাক পরিধান করা যেমন গুনাহের কাজ, তেমনি এ দ্বারা নামাযও আদায় হবেনা। এমনিভাবে যে পোষাকে স্ত্রীলোকের মাথা, ঘাড়, বাহু বা পায়ের গোছা খোলা থাকে, তা নাজায়েয এবং এ দ্বারা নামাযও আদায় হয়না। এক হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "যে গৃহে মহিলারা উলঙ্গ মাথায় অবস্থান করে সে গৃহে রহমতের ফেরেশ্‌তা প্রবেশ করেনা।" 'চেহারা, হাতের তালু এবং পা মহিলাদের ছতর নয়'— কথাটির অর্থ হচ্ছে, নামাযে এগুলো খোলা থাকলে তাদের নামায নষ্ট হবেনা। পক্ষান্তরে, পর্দার ক্ষেত্রে এগুলো মহিলাদের জন্য অবশ্যই ছতর।সুতরাং না-মাহরাম পুরুষের সামনে বিনা উযরে এগুলো খোলা রেখে আগমন করা মোটেই বৈধ হবেনা। এমনিভাবে নামাযে যেহেতু কেবল ছতর ঢাকাই উদ্দেশ্য নয়; বরং উত্তম পোষাক পরিধান করার নির্দেশ রয়েছে, তাই পুরুষের পক্ষে মাথা খোলা রেখে বা কাঁধ বা কনুই খোলা রেখে নামায পড়া মাকরূহ।অর্ধেক হাতা জামা পরে বা পূর্ণহাতা জামার অর্ধাংশ গুটিয়ে রেখে নামায পড়াও মাকরূহ। অনুরূপভাবে, যে পোষাক পরিধান করে বন্ধু-বান্ধব বা সাধারণ লোকজনের সম্মুখে যেতে লজ্জা বা সংকোচ বোধ হয়, সেরূপ পোষাক পরে নামায আদায় করাও মাকরূহ। যেমন, শুধু গেঞ্জী গায় দিয়ে নামায পড়া। গেঞ্জী যদি পূর্ণ-

www.pathagar.com

হাতা হয়, তবুও নামায মাকরূহ হবে। এমনিভাবে, মাথায় টুপি না পরে ছোট হাত-রোমাল বেঁধে নামায পড়া মাকরূহ। কেননা, এইরূপ অবস্থায় কোন রুচিশীল ব্যক্তি বন্ধু-বান্ধব বা সাধারণ লোকের সম্মুখে যেতে পছন্দ করেনা। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলার মহান দরবারে উক্ত অবস্থায় হাজির হওয়া কিভাবে পছন্দনীয় হতে পারে? মাথা, কাঁধ ও কনুই খোলা রেখে নামায পড়া মাকরূহ্ হওয়ার বিষয়টি যেমন কুরআনে উল্লিখিত زِيْنَتَ শব্দটি দ্বারা প্রতীয়মান হয়, তেমনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন হাদীস দ্বারাও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

নামাযে কুরআনের তরজমা পাঠ করা সমগ্র উম্মতের ঐক্যমতে নাজায়েয

উম্মতের সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, চরম অপারগতা ব্যতীত সাধারণ অবস্থায় নামাযের মধ্যে ফরয তেলাওয়াতের স্থলে কুরাআনের শব্দাবলীর ফার্সী, উর্দূ, ইংরেজী বা যে কোন ভাষায় অর্থ পাঠ করা যথেষ্ট নয়। কোন কোন ইমাম থেকে অবকাশের যে উক্তি বর্ণিত রয়েছে, পরবর্তীতে তাঁরা তা প্রত্যাহার করেছেন।

কুরআনের উর্দূ তরজমাকে উর্দূ কুরআন বলা জায়েয নয়

মাসআলা ঃ কুরআনের আরবী আয়াত লিপিবদ্ধ আকারে উল্লেখ করন ব্যতিরেকে শুধু উর্দূ বা অন্য যে কোন ভষায় কুরআনের অনুবাদকে সেই ভাষার কুরআন (যেমন বাংলা কুরআন শরীফ) বলা জায়েয নয়। যেমন, বর্তমান যুগে অনেকেই এরূপ অনুবাদকে উর্দূ কুরআন শরীফ বলে থাকে। এরূপ বলা নাজায়েয এবং কুরআনের সাথে বেআদবী। আরবী মতন (আয়াতসমূহ) উল্লেখ না করে শুধু অনুবাদের ভাষায় কুরাআন ছাপানো, প্রকাশ করা এবং তা বেচা-কেনা করা সব নাজায়েয। (মাঃ কুরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড ; সূরা শুআরা, আয়াত ঃ ১৯৫)

মাস্আলা ঃ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় যেমন নামায পড়া হারাম,তেমনি কোন কোন মুফাস্সির বলেছেন, নিদ্রাভাব যখন প্রবল হয়—জিহ্বার উপর কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ চলেনা, তখন এই অবস্থায় নামায পড়া দুরুস্ত নয়। যেমন এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে ঃ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلٰوةِ فَلْيَرْقُدْ حَتّٰى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ

www.pathagar.com

فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ .

"তোমাদের মধ্যে কারও যখন নামাযে তন্দ্রা আসে, তখন কিছুক্ষণের জন্যে ঘুমিয়ে নেওয়া উচিত, যাতে ঘুমের ভাব দূর হয়ে যায়। তা'নাহলে ঘুমের ঘোরে নিজের অজ্ঞাতে সে দো'আ ও ইস্‌তেগ্‌ফারের স্থলে হয়তঃ নিজেকে গালমন্দ করতে থাকবে।"

তিলাওয়াতের সিজদার কয়েকটি যরূরী মাসআলা

রুকূর মাধ্যমে তিলাওয়াতের সেজদা আদায় হয়ে যায় ঃ

মাসআলা ঃ নামাযের মধ্যে যদি সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করা হয়, তবে রুকূতে সেই সিজদা আদায়ের নিয়ত করে নিলে তা' আদায় হয়ে যাবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা এ ক্ষেত্রে সিজদার জন্য 'রুকূ' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন, যা এ কথা প্রমাণ করে যে, রুকূ সিজদার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে।

মাসআলা ঃ নামাযের মধ্যে ফরয রুকূর মাধ্যমে তিলাওয়াতের সিজদা কেবল সেই ক্ষেত্রে আদায় হবে, যখন সিজদার আয়াত নামাযের ভিতরে তিলাওয়াত করা হয় ; নামাযের বাহিরে তিলাওয়াতকৃত আয়াতের সিজদা রুকূর মাধ্যমে আদায় হবে না। কেননা, রুকূ কেবল নামাযের মধ্যেই ইবাদত ; নামাযের বাহিরে রকূ করার বিধান শরীয়তে দেওয়া হয় নাই। (বাদায়ে')

মাসআলা ঃ রুকূর মাধ্যমে তিলাওয়াতের সিজদা আদায় হওয়ার জন্যে শর্ত হলো, সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করার পর দেরী না করে সাথে সাথে রুকূতে চলে যাওয়া অথবা অনূর্ধ দুই বা তিন আয়াত তিলাওয়াত করেই রুকূ করে ফেলা। অন্যথায় রুকূর মাধ্যমে তিলাওয়াতের সেজদা আদায় হবেনা।

মাসআলা ঃ রুকূর মাধ্যমে তিলাওয়াতের সেজদা আদায় করতে হলে পূর্বাহ্নেই নিয়ত করে নিতে হবে। নতুবা সেজদা আদায় হবেনা। অবশ্য রুকূর পর যখন সেজদা করবে, তখন নিয়ত ব্যতীতই তা' আদায় হয়ে যাবে।

মাসআলা ঃ উত্তম হলো, তিলাওয়াতের সিজদা নামাযের ফরয রুকূর মাধ্যমে আদায় না করে ভিন্ন একটি সেজদার মাধ্যমে আদায় করা। এই অতিরিক্ত সেজদা হতে উঠার পর এক দুইটি আয়াত তিলাওয়াত করে যথারীতি

www.pathagar.com

রুকূ-সেজদা করে নামায সমাধা করা। (মা ঃ কুরআন ৭ম খণ্ড ; সূরা সোয়াদ, আয়াত ঃ ২৫)

সফর ও কসরের বিধান

মাসআলা ঃ যে সফর তিন মন্‌যিল[১] অপেক্ষা কম হয়, তাতে পূর্ণ নামায পড়তে হয়।

মাসআলা ঃ সফর শেষ করে গন্তব্যস্থলে পৌঁছার পর সেখানে যদি পনের দিনের কম অবস্থান করার ইচ্ছা থাকে, তবে সেখানেও সফরের বিধান অব্যাহত থাকেব। সুতরাং চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামাযসমূহ অর্ধেক অর্থাৎ দুই রাক্‌আত পড়বে—এরূপ করা কে 'কসর' বলে । আর যদি পনের দিন বা আরও অধিক সময় একই এলাকায় থাকার ইচ্ছা হয়, তবে তা 'ওত্‌নে ইক্বামত' হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে বিধান হলো, নিজস্ব স্থায়ী আবাসে যেমন কসর নাই, তেমনি সেখানেও কসর পড়া যাবেনা ; বরং নামায পূর্ণ চার রাক্‌আত পড়তে হবে।

মাসআলা ঃ কসরের বিধান কেবল তিন ওয়াক্ত ফরয নামাযের জন্যে রয়েছে ; মাগরিব, ফজর এবং সুন্নত ও বেত্‌র নামাযে কসর নাই।

মাসআলা ঃ সফরে কোনরূপ ভয়-ভীতি না থাকলেও কসরের বিধান বলবৎ থাকবে।

মাসআলা ঃ অনেকের মনে সফরের হালতে চার রাক্‌আত ফরযের স্থলে দুই রাক্‌আত পড়ার বিষয়ে গুনাহের ধারণা হয়ে থাকে, তা ঠিক নয়। কেননা, সফরের ক্ষেত্রে কসর পড়া শরীয়তেরই হুকুম। সুতরাং এতে গুনাহ্ হয়না ; বরং সওয়াব হয়।

মাসআলা ঃ (আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে, হে নবী ! যখন আপনি তাদের মাঝে বিদ্যমান থাকেন) উক্ত আয়াত দ্বারা যেন এ কথা না বোঝা হয় যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে বর্তমান না থাকার কারণে 'সালাতুল-খওফ' বা ভয়ের নামাযের বিধান বর্তমানে বাকী নাই—কেননা, এ ধারণা ঠিক নয়। বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্তমান থাকার শর্তটি তখনকার সময়ে প্রজোয্য ছিল। কারণ নবী স্বয়ং উপস্থিত থাকলে বিনা উযরে অন্য কেউ ইমাম হতে পারেনা। পরবর্তী সময়ে হুযূরের অবর্তমানে যিনি ইমাম হবেন তিনিই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন এবং সালাতুল-

(১) তিন মন্‌যিলের পরিমাণ— প্রচলিত হিসাব অনুযায়ী ৪৮ মাইল।

www.pathagar.com

খওফের ইমামত করবেন। সকল মাযহাবের ইমামগণ একমত যে, সালাতুল-খওফের বিধান হুযূরের পরেও বলবৎ রয়েছে; রহিত হয় নাই।

মাসআলা ঃ মানুষের পক্ষ থেকে বিপদাশঙ্কার কারণে সালাতুল-খওফ পড়া যেমন জায়েয, তেমনিভাবে বাঘ-ভালুক কিংবা অজগর ইত্যাদির যদি ভয় থাকে এবং নামাযের ওয়াক্তও সংকীর্ণ হয়, তখনও সালাতুল-খওফ পড়া জায়েয।

মাসআলা ঃ আয়াতে উভয় দলের এক এক রাক্আত পড়ার নিয়ম বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় রাক্আতের নিয়ম হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'রাক্আত শেষে সালাম ফিরানোর পর উভয় দল তাদের ছুটে যাওয়া এক এক রাকআত নিজেরা পড়ে নিয়েছেন। (বিস্তারিত বিবরণ হাদীসের কিতাবে দ্রষ্টব্য) (মা ঃ কুরআন ২য় খণ্ড, সূরা নিসা, আয়াত ঃ ১০১ — ১০৪)

সফর সম্পর্কিত আরও কয়েকটি মাসআলা

মাসআলা ঃ যদি কেউ পনের দিন অবস্থানের নিয়ত এক স্থানে না করে বরং বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন শহরে বা জনপদে পনের দিন থাকার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে সে রীতিমত মুসাফিরই থাকবে এবং সফর জনিত রুখ্সত পাওয়ার অধিকারী হবে।

মাসআলা ঃ মুসাফির ব্যক্তির সফরের সিল্সিলা যতক্ষণ অব্যাহত থাকবে, কেবল ততক্ষণই সে সফরজনিত রুখ্সত ভোগ করতে পারবে। সফররত অবস্থায় স্বাভাবিক বিশ্রাম বা কোন কাজের জন্য কোন স্থানে যাত্রাবিরতি করলে সফর বাতিল হয়না।তবে সফর বাতিল হওয়ার জন্য পনের দিনের অবস্থানকে হাদীস শরীফে নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন স্থানে পনের দিন অবস্থানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, সে (عَلٰى سَفَرٍ) সফররত অবস্থায় থাকবে না। ফলে, সফরজনিত রুখসত সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

মাসআলা ঃ عَلٰى سَفَرٍ শব্দের মর্মার্থ হচ্ছে, যে সফরে রত থাকে। এতে বুঝা যায় যে, বাড়ী-ঘর থেকে পাঁচ-দশ মাইল দূরে গেলে তা সফর বলে গণ্য হবেনা। তবে সফর কতটুকু দীর্ঘ হতে হবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

www.pathagar.com

আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামের আমলের উপর ভিত্তি করে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এবং অন্যান্য কিছু সংখ্যক ফেক্বাহ্‌বিদ এর পরিমাণ কমপক্ষে তিন মন্‌যিল নির্ধারণ করেছেন। অর্থাৎ, একজন লোক স্বাভাবিকভাবে পায়ে হেঁটে তিনদিনে যতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে, ততটুকু দূরত্বকে সফর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী যুগের ফক্বীহ্‌গণ মাইলের হিসাবে ৪৮ মাইল নির্ধারণ করেছেন। (মা ঃ কুরআন ১ম খণ্ড ; সূরা বাক্বারা, আয়াত ঃ ১৮৪)

খুতবার আদব

মাসআলা ঃ খুতবার আদবসমূহের মধ্যে একটি আদব এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা এবং আম্বিয়া কেরাম আলাইহিমুস্ সালামের প্রতি দুরূদ ও সালামের মাধ্যমে খুতবা আরম্ভ হওয়া চাই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের সকল খুতবা এভাবেই শুরু হয়েছে। বরং প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের শুরুতে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরূদ ও সালাম পাঠ করে নেওয়া সুন্নত ও মুস্তাহাব। (রূহুল মাআনী) (মাঃ কুঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড ; সূরা নামল, আয়াত ঃ ৫৯)

জুমু'আর আযানের পর জুমু'আর প্রস্তুতি ছাড়া অন্য সকল কাজ নিষিদ্ধ

জুমু'আর আযানের পর সর্বপ্রকার ব্যস্ততা ও কাজ-কর্ম থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করাই উদ্দেশ্য ছিল, —কৃষিকাজ ব্যবসা-বাণিজ্য, শ্রম ইত্যাদিও সেসব কাজের অন্তর্ভুক্ত ; কিন্তু কুরআন করীমে এক্ষেত্রে শুধু ক্রয়-বিক্রয়কেই নিষেধ করেছে— এতে এদিকে ইঙ্গিত হতে পারে যে, জুমু'আর নামাযের আদেশ ছোট ও বড় শহরের অধিবাসীদের দেওয়া হয়েছে, আর ছোট ছোট গ্রাম ও অনাবাদ জায়গায় জুমু'আ হবেনা। তাই, শহরবাসীদের সাধারণ কর্মব্যস্ততা ও ক্রয়-বিক্রয়কেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে, কৃষিকাজ, জমীচাষ প্রভৃতি গ্রামবাসীদের সাথে সম্পর্কিত। ফেক্বাহ্‌বিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, এখানে বেচা-কেনা বলে এমন প্রত্যেক কাজকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা জুমু'আর নামাযের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার বিষয়ে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। অতএব, আযানের পর পানাহার করা, নিদ্রা যাওয়া, কারও সাথে কথা বলা এমনকি পড়াশুনা করা

www.pathagar.com

ইত্যাদি সব নিষিদ্ধ। কেবল জুমু'আর প্রস্তুতি সম্পর্কিত কাজকর্ম করা যেতে পারে — প্রথম আযানের পর ইত্যাকার সর্ববিধ কর্মকাণ্ড হারাম।

এক ইবাদতের সময়ে অন্য ইবাদতে মগ্ন হওয়া ঠিক নয়

মাসআলা ঃ এক ইবাদতের জন্য নির্ধারিত সময়ে অন্য কোন ইবাদতে মশগুল হওয়া উচিত নয়। জিহাদের জন্য রক্ষিত ঘোড়া পরিদর্শন নিঃসন্দেহে বড় ইবাদত; কিন্তু সে সময়টি যেহেতু নামাযের জন্য নির্ধারিত ছিল, তাই হযরত সুলাইমান আলাইহিস্ সালাম তাঁর এ কাজটিকে ভ্রান্ত বিবেচনা করে এর ক্ষতিপূরণ করেছেন। এজন্যেই আমাদের ফেক্বাহ্‌বিদগণ লিখেছেন, জুমু'আর আযানের পর যেমন বেচা-কেনায় মগ্ন হওয়া বৈধ নয়, তেমনি জুমু'আর নামাযের প্রস্তুতি ছাড়া অন্য কোন কাজে মগ্ন হওয়াও দুরুস্ত নয়। এমনকি, কুরআন তিলাওয়াত বা অন্য কোন নফল নামায পড়াও দুরুস্ত নয়। (মাঃ কুরআন ৭ম খণ্ড ; সূরা সোয়াদ, আয়াত ঃ ৩৩)

জুমু'আর নামায জামাআত ব্যতীত আদায় হয়না

মহিলা, রোগী এবং মুসাফিরের উপর জুমু'আর নামায ফরয নয়। তারা জুমু'আর স্থলে যোহরের নামায পড়বে। ছোট ছোট গ্রামবাসীদের জন্যেও এই একই হুকুম রয়েছে। (মা ঃ কুরআন ৮ম খণ্ড)

সম্মানীয় স্থানে প্রবেশের পূর্বে জুতা খুলে নেওয়াই আদব

জুতা যদি অপবিত্র না থাকে, তবে জুতা পায়ে রেখে নামায পড়া দুরুস্ত আছে সমস্ত ফুক্বাহায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামও পাক জুতা পরিহিত অবস্থায় নামায পড়েছেন বলে সহীহ্ রেওয়ায়াতসমূহে বর্ণিত আছে। তবে সাধারণ প্রচলন ও সুন্নত নিয়ম তখন জুতা খুলে নামায পড়ারই ছিল বলে জানা যায়। এছাড়া জুতা খুলে নামায পড়া বিনম্র স্বভাবেরও অধিক নিকটবর্তী। (মা ঃ কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড; সূরা তোয়াহা, আয়াত ঃ ১১)

* * *

www.pathagar.com

তাহাজ্জুদ নামায
নফল কি সুন্নতে মুআক্কাদাহ্

মাসআলা ঃ সুন্নতে মুআক্কাদার যে সাধারণ সংজ্ঞা রয়েছে— অর্থাৎ, যে কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিতভাবে করেছেন এবং বিনা উযরে কখনও ত্যাগ করেন নাই, একে সুন্নতে মুআক্কাদাহ্ বলে ; তবে শরীয়তসম্মত কোন প্রমাণের দ্বারা যদি কাজটি সাধারণ উম্মতের সাথে সম্পর্কিত না হয়ে কেবল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য বলে সাব্যস্ত হয়, তাহলে ভিন্ন কথা—এই সংজ্ঞার বাহ্যিক তাকীদে প্রমাণিত হয় যে, তাহাজ্জুদ নামায কেবল নফল নয় ; বরং সকলের জন্য সুন্নতে মুআক্কাদাহ্। কেননা, একদিকে যেমন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাহাজ্জুদ নামায নিয়মিত পড়ার বিষয়টি মুতাওয়াতির (সুবিদিত ও সুপ্রসিদ্ধ) রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত, তেমনি এই নামায তাঁর বৈশিষ্ট্য হওয়ার বিষয়েও কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং তাহাজ্জুদ নামায সাধারণ উম্মতের জন্য সুন্নতে মুআক্কাদাহ্ হওয়া বাঞ্ছনীয়। তফসীরে মায্হারী গ্রন্থকার এ অভিমতকে পছন্দনীয় ও অগ্রগণ্য উক্তি বলে সাব্যস্ত করেছেন। মুআক্কাদাহ্ হওয়ার সপক্ষে তিনি প্রমাণ স্বরূপ হযরত ইব্নে মাস্উদ (রাযিঃ) বর্ণিত এ হাদীসখানিও পেশ করেছেন—একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে, যে পূর্বে তাহাজ্জুদ নামায পড়তো কিন্তু পরে ত্যাগ করে দিয়েছে—বলেছিলেনঃ "শয়তান তার কর্ণকুহরে পেশাব করে দিয়েছে"। এইরূপ মন্তব্য ও হুঁশিয়ারী কেবল নফল নামায সম্পর্কে হতে পারেনা। এতে বুঝা যায়, তাহাজ্জুদ নামায সুন্নতে মুআক্কাদাহ্।

পক্ষান্তরে, যারা তাহাজ্জুদকে নফল বলেছেন, তারা নিয়মিত ও স্থায়ীভাবে পড়ার বিষয়টিকে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য বলে সাব্যস্ত করেন। তাহাজ্জুদ পড়ার পর পরিত্যাগকারী ব্যক্তিদের সম্পর্কে যে কঠোর বাক্য উচ্চারণ করা হয়েছে, তা ঐসব লোকের জন্য যারা তাহাজ্জুদে অভ্যস্থ হওয়ার পর তা পরিত্যাগ করে। কেননা, কোন নফল ইবাদতে অভ্যস্থ হওয়ার পর তা কখনও পরিত্যাগ করা উচিত নয়, এ ব্যাপারে উম্মতের ফিক্বাহ্বিদগণ একমত। অন্যথায় এমন ব্যক্তি ভৎর্সনার উপযুক্ত বলে গণ্য হবে। বস্তুতঃ অভ্যাসে পরিণত হওয়ার পর বিনা উযরে তা পরিত্যাগ করা এক প্রকার

www.pathagar.com

বিমুখতার লক্ষণ। আর যে ব্যক্তি মোটে অভ্যস্থ নয়, তার পক্ষে তিরস্কারের কিছু নয়। (মাঃ কুরআন ৫ম খণ্ড; সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ঃ ৭৯)

তাহাজ্জুদ নামাযের আহ্কাম ও মাসায়েল

'হুজূদ' (هجود) ধাতু হতে উদ্ভূত 'তাহাজ্জুদ' শব্দটি 'নিদ্রা যাওয়া' ও 'জাগ্রত হওয়া' পরস্পরবিরোধী এ দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। শরীয়তের পরিভাষায় কিছু সময় নিদ্রা যাওয়ার পর জাগ্রত হয়ে যে নামায পড়া হয়, তাকে তাহাজ্জুদ নামায বলে।

তফসীরে মায্হারী গ্রন্থে আছে, কিছুক্ষণ নিদ্রা যাওয়ার পর জাগ্রত হয়ে যে নামায পড়া হয়,তাকে যেমন তাহাজ্জুদ বলা হয়, শুরু থেকে নিদ্রা না গিয়ে নিদ্রাকে কিছু সময় পিছিয়ে দিয়ে যে নামায পড়া হয়, তাকেও তাহাজ্জুদ নামায বলে অভিহিত করা হয়। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ ইশার নামাযের পর পঠিত যে কোন নফল নামাযকে তাহাজ্জুদ নামায বলা যেতে পারে, তবে সর্ব প্রচলিত সাধারণ পদ্ধতির কারণে কিছুক্ষণ নিদ্রা যাওয়ার পর জাগ্রত হয়ে যে নামায পড়া হয়, তাকেই তাহাজ্জুদ বুঝা দরকার। সাধারণতঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম তাহাজ্জুদ নামায রাতের শেষ ভাগে পড়তে অভ্যস্থ ছিলেন; এজন্যে এটিই উৎকৃষ্ট সময়। (সূরা বনী ইস্রাঈল, আয়াত ঃ ৭৯) আরও অধিক বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ মাঃ কুরআন ৫ম খণ্ড

লাউডস্পীকারে নামায পড়ানোর বৈধতা

বিশেষজ্ঞদের অভিমত এই যে, লাউডস্পীকারের আওয়ায হুবহু ইমামেরই আওয়ায। এমতাবস্থায় লাউডস্পীকারের মাধ্যমে নামায জায়েয হওয়ার বিষয়ে কোনরূপ সংশয়ের অবকাশ নাই। এই মাসআলার উপর অধমের (মুফ্তী মুহাম্মদ শফী রহঃ)-লিখিত একটি তথ্যপূর্ণ পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে, তা দেখা যেতে পারে।(মা ঃ কুরআন ১ম খণ্ড ; সূরা বাক্বারা, আয়াত ঃ ১৪৩)

দো'আ সম্বন্ধীয় কয়েকটি মাস্আলা

মাসআলা ঃ কোন পাপ কাজ বা আত্মীয়তা ছেদন বিষয়ক দো'আ করা হারাম। এরূপ দো'আ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কখনই কবুল হয়না।

www.pathagar.com

হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রাযিঃ)-সূত্রে বর্ণিত হাদীস শরীফে এরূপ উল্লিখিত হয়েছে।

দোআ কবূলের শর্তসমূহ

উপরোক্ত আয়াতসমূহে দো'আ কবূলের জন্য বাহ্যতঃ কোন শর্ত-শারায়েত উল্লিখিত হয় নাই। এমনকি দো'আ কবূলের জন্য মুসলমান হওয়াও শর্ত নয়; কাফেরের দো'আও আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করে থাকেন। কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকার জন্য অভিশপ্ত ইবলীস দো'আ করেছিল, আল্লাহ্ তা'আলা তা কবূল করেছেন। দো'আর জন্য নির্দিষ্ট কোন সময়, পবিত্রতা বা উযূ শর্ত নয়। তবে নির্ভরযোগ্য কিছু সংখ্যক হাদীসে কোন কোন বিষয় দো'আ কবূলিয়তের জন্য প্রতিবন্ধক হয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব বিষয় থেকে পরহেয্ করা একান্ত উচিত। যেমন, এক হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিঃ)-সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "কেউ কেউ এমন আছে, যারা দূর-দুরান্ত সফর করে, আকাশ পানে হাতে উঠিয়ে দো'আ করে — ইয়া রব্ব! ইয়া রব্ব! এভাবে স্বীয় মনো বাঞ্ছা পূরণের জন্য মিনতি করতে থাকে, অথচ তাদের খাওয়া-দাওয়া হারাম, লেবাস-পোষাক হারাম, হারাম খাদ্য খেয়েই তারা জীবন যাপন করে — এহেন লোকদের দো'আ কিরূপে কবূল হবে?"

এমনিভাবে অবহেলা, বেপরওয়া ও অন্যমনস্কভাবে দো'আর বাক্যাবলী উচ্চারণ করলে দো'আ কবূল হয়না বলে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। তিরমিযী (সূরা মু'মিন, আয়াত ঃ ৬০)

মাসআলা ঃ দো'আ নিরবে এবং গোপনে করা উচিত; উচ্চ আওয়াযে দো'আ করা পছন্দনীয় নয়। (মা ঃ কুরআন ১ম খণ্ড; সূরা বাক্বারা ঃ ১৮৬)

উলামায়ে কেরাম বলেছেন ঃ দো'আর প্রারম্ভে আল্লাহ্ তা'আলার অজস্র নেআমত এবং স্বীয় মুখাপেক্ষিতার বিষয় উল্লেখ করা চাই। (মাঃ কুরআন ৫ম খণ্ড; সূরা মারয়াম)

মাসআলা ঃ দো'আকারী ব্যক্তির উচিত, প্রথমে একথা চিন্তা করে নেওয়া যে, যে মকসূদের জন্য দো'আ করতে উদ্যত হয়েছি, তা জায়েয ও হালাল কিনা; সন্দেহযুক্ত বিষয়ের জন্য বা দ্বিধাগ্রস্ত মন নিয়ে দো'আ করতে নিষেধ করা হয়েছে। (মাঃ কুরআন ৪র্থ খণ্ড; সূরা হূদ ঃ আয়াতঃ ৪৫)

www.pathagar.com

দোআর দুইটি বাতেনী আদব

অন্তরের সাথে সম্পর্কিত দো'আর দুইটি আদব এই যে, দো'আকারী ব্যক্তির মনে ভয় থাকা উচিত যে, আমার দো'আ কবুল না-ও হতে পারে। আবার পাশাপাশি এই আশাও থাকা উচিত যে, আমার দো'আ অবশ্যই কবুল হবে। কেননা, স্বীয় পাপাচারের ব্যাপারে বান্দার নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া যেমন ঈমানী হালতের পরিপন্থী, তেমনি আল্লাহ্ তা'আলার অপার করুণা ও রহমত থেকে নিরাশ হওয়াও কুফ্‌রী। বরং এতদোভয়ের (ভয় ও আশা) মাঝামাঝি থাকাই প্রকৃত কাম্য।তা'হলেই দো'আ কবুল হওয়ার দৃঢ় আশা করা যায়। (মাঃ কুরআন ৩য় খণ্ড ; সূরা আরাফ ঃ ৫৫)

নফল নামাযের সেজদায় দো'আ করা জায়েয

মাসআলা ঃ নফল নামাযের সেজদার মধ্যে দো'আ করা জায়েয এবং স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সময় নামাযে সেজদারত অবস্থায় দো'আ করেছেন। এরূপ অবস্থায় তিনি যে শব্দাবলী ব্যবহার করেছেন, কোন কোন হাদীসে তা বর্ণিত হয়েছে। তাই উত্তম হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত শব্দাবলীর মাধ্যমে দো'আ করা। ফরয নামাযের ক্ষেত্রে এরূপ দো'আর প্রমাণ নাই। এছাড়া ফরয ইবাদত সংক্ষিপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

মাসআলা ঃ এই আয়াত (সূরা আলাক্ব ঃ ১০) তিলাওয়াতকারী এবং শ্রবণকারী ব্যক্তির উপর সিজদা ওয়াজিব। সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ)-সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ আয়াতে সেজদা প্রমাণিত আছে। (মাঃ কুরআন ৮ম খণ্ড ; সূরা আলাক্ব ঃ আয়াত ঃ ১০)

নামায, রোযা ও নিজের অন্যান্য আমল নষ্ট করা নিষেধ

মাসআলা ঃ আমল বাতিল করার একটি সূরত হচ্ছে কোন নেক আমল যেমন নফল নামায, নফল রোযা শুরু করে বিনা উযরে স্বেচ্ছায় ভেঙ্গে ফেলা। বস্তুতঃ এভাবে কোন আমল নষ্ট করা নিষেধ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

www.pathagar.com

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

"হে ঈমানদার ব্যক্তিগণ! আল্লাহ্ও রাসূলের আনুগত্য কর এবং নিজেদের আমলসমূহ নষ্ট করোনা।" ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মায্হাব অনুযায়ী- যদি কেউ এমন কোন নেক আমল আরম্ভ করল, যা মূলতঃ ফরয বা ওয়াজিব নয়, তবুও তা' পূর্ণ করা উপরোক্ত আয়াতের প্রেক্ষিতে ওয়াজিব হয়ে যায়। কেননা, অন্যথায় সে আমল বিনষ্ট করার গুনাহে লিপ্ত হয়। ইচ্ছাপূর্বক যদি কেউ এমন করে, তবে সে গুনাহ্গারও হবে এবং পুনরায় তা' ক্বাযা করাও যরূরী হবে। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর মতে সে গুনাহ্গারও হবেনা এবং ক্বাযা করাও তার জন্য যরূরী হবেনা। কেননা এ আমল পূর্বে ফরয বা ওয়াজিব ছিল না বিধায় পরেও ফরয বা ওয়াজিব হবেনা। কিন্তু হানাফী ফেক্বাহ্বিদগণের মতে উপরোক্ত আয়াতের অর্থের ব্যাপকতার মধ্যে নফল আরম্ভ করার পর নষ্ট করার নিষিদ্ধতাও শামিল রয়েছে। 'তাফসীরে মায্হারী' গ্রন্থে এ বিষয় সম্পর্কিত বহু হাদীসের উদ্ধৃতি সম্বলিত সবিস্তার আলোচনা স্থান পেয়েছে। (মাঃ কুরআন ৮ম খণ্ড ; সূরা মুহাম্মদ, আয়াত ঃ ৩২)

নামাযে শিথিলতা

মাসআলা ঃ উক্ত আয়াতে (قَامُوا كُسَالَىٰ) নামাযে যে শিথিলতার নিন্দা করা হয়েছে, তা দ্বারা আকীদা-বিশ্বাসের শিথিলতা উদ্দেশ্য। বিশ্বাস সুদৃঢ় থাকা সত্ত্বেও আমলে শৈথিল্য দেখা দেওয়ার বিষয়টি এখানে উদ্দেশ্য নয়। রোগ, কষ্ট, নিদ্রালুতা প্রভৃতি কারণে যদি শিথিলতা দেখা দেয়, তবে তা মাফ। আর বিনা কারণে এরূপ হলে তা অবশ্য নিন্দনীয়।—বয়ানুল কুরআন। (মা ঃ কুরআন ২য় খণ্ড ; সূরা নিসা, আয়াত ঃ ১৪২)

www.pathagar.com

অধ্যায়ঃ

আহ্‌কামুল-মাইয়্যেত

মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা ওয়াজিব

মাসআলা ঃ উপরোক্ত আয়াতের (ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ) দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা ওয়াজিব। (মাঃ কুরআন, ৮ম খণ্ড ;সূরা আবাসা, আয়াত ঃ ২১)

কাফের ব্যক্তিকে মুসলমানদের কবরে দাফন করা জায়েয নয়

মাসআলা ঃ যদি কোন মুর্দা ব্যক্তি পৈতা লাগানো অবস্থায় পাওয়া যায় এবং খত্‌না করা না থাকে, তবে মুসলমানদের কবরস্থানে তাকে দাফন করা যাবেনা। কুরতুবী — (মাঃ কুরআন, ১ম খণ্ড ; সূরা বাক্বারা, আয়াত ঃ ২৭৩)

মাসআলা ঃ কাফের ব্যক্তির জানাযার নামায পড়া এবং তার মাগফেরাতের জন্য দো'আ করা জায়েয নয়।

কাফেরের সমাধিতে দাঁড়ানো

মাসআলা ঃ কাফের ব্যক্তির সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তার সমাধিতে দাঁড়ানো কিংবা কাফেরের সমাধি যিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাওয়া হারাম। শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে বা কোন বাধ্য-বাধকতার কারণে যাওয়া এ হুকুমের অর্ন্তভুক্ত নয়। যেমন 'হেদায়া' গ্রন্থে আছে, যদি কোন মুসলমান ব্যক্তির কাফের আত্মীয় মারা যায় এবং তার কোন ওলী ওয়ারিশ না থাকে, তবে মুসলমান আত্মীয় তাকে সুন্নত নিয়মের প্রতি লক্ষ্য না করে সাধারণভাবে মাটীতে পুঁতে রাখতে পারে। (সূরা তওবা ঃ ৮৪)

www.pathagar.com

অধ্যায়ঃ

যাকাত

যাকাতের পরিমাণে কম বা বেশী করার অধিকার কারও নাই

وَالَّذِينَ هُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ -

উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যাকাতের পরিমাণ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত, যার বিস্তারিত বিবরণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহীহ্ হাদীসসমূহে রয়েছে। যাকাতের পরিমাণ বলতে যেহেতু নেসাব (যে পরিমাণ সম্পদ হলে যাকাত ফরয হয়) এবং আদায়ের পরিমাণ—এ উভয়টিকেই বুঝায়, তাই উপরোক্ত আয়াত দ্বারা এ দু'বিষয়েরই পরিমণ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্ধারিত হওয়া সাব্যস্ত হয়। সুতরাং স্থান-কাল বা অবস্থার পরিবর্তনে যাকাতের পরিমাণ পরিবর্তিত হবেনা। (মাঃ কুরআন ৮ম খণ্ড ; সূরা মা'আরিজ, আয়াত ঃ ২৪)

যাকাত আদায় সম্পর্কিত কয়েকটি যরূরী মাসআলা

মাসআলা ঃ সহীহ্ হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মু'আয (রাযিঃ) -কে সাদকা ওসূল করার বিষয়ে হেদায়াত দিয়েছিলেন ঃ

خُذْهَا مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَ رُدَّهَا اِلٰى فُقَرَائِهِمْ-

"ধনী লোকদের নিকট থেকে সদকা সংগ্রহ করে তাদেরই ফকীর -মিসকীনদের মধ্যে ব্যয় কর।" এ হাদীসের ভিত্তিতে ফেক্বাহ্বিদগণ বলেছেন, প্রয়োজন ব্যতীত এক শহর ও জনপদের যাকাত অন্যত্র বিতরণ করা উচিত নয়।বরং সেই শহর ও

www.pathagar.com

জনপদের ফকীর-মিসকীনই এর বেশী হকদার। তবে কোন যাকাতদাতার গরীব নিকটাত্মীয় যদি অন্যত্র বসবাস করে, তা'হলে সেখানে যাকাত পাঠাতে পারে। রাসুলুল্লাহ্ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইরূপ ক্ষেত্রে যাকাত প্রদানকারীদের জন্য দ্বিগুণ সওয়াবের সুসংবাদ দিয়েছেন। এমনিভাবে অন্য জনপদের লোকদের অনাহার ক্লিষ্টতা বা তাদের তীব্র প্রয়োজনীয়তা নিজের এলাকার লোকজন অপেক্ষা যদি অধিক হয়, তবে যাকাতের মাল সেখানে পাঠানো যেতে পারে। কারণ, যাকাত প্রদানের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে গরীব-অভাবী লোকদের অভাব দূর করা। এ জন্যেই হযরত মু'আয (রাযি ঃ) ইয়ামান দেশের বিত্তবান লোকদের যাকাত বাবত বেশীর ভাগই কাপড় ওসূল করতেন এবং মদীনার গরীব মুহাজির্দের জন্যে তা পাঠিয়ে দিতেন।(কুরতুবী ; দারা-কুত্নী'র বরাতে)

যদি কোন ব্যক্তি এক শহরে বাস করে কিন্তু তার সম্পদ থাকে অন্য শহরে, এমতাবস্থায় সে যে শহরে বাস করে, সে শহরেই যাকাত বন্টিত হবে। কারণ, যাকাত আদায়ের হুকুম ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য ; সম্পদের উপর নয়। (কুরতুবী)

মাসআলা ঃ যে সম্পদের কারণে যাকাত ওয়াজিব হয়েছে, যদি কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট সেই সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ পৃথক করে হকদারদেরকে দিয়ে দেয়, তবে এইরূপ করা জায়েয আছে এবং এ দ্বারা যাকাত আদায় হয়ে যাবে। যেমন, ব্যবসার কাপড়, বাসন-কোসন, আসবাবপত্র প্রভৃতি। এমনিভাবে যাকাতের নির্ধারিত সম্পদের মূল্য গরীবদের মধ্যে বিতরণ করলেও যাকাত আদায় হবে। সহীহ্ হাদীসসমূহে এরূপ করার প্রমাণ রয়েছে।

কোন কোন ফেক্বাহ্বিদ বলেছেন, বর্তমান যুগে নগদ অর্থ প্রদান করা অধিকতর উত্তম। কেননা, অভাবী লোকদের প্রয়োজনীয়তা প্রচুর ও বিভিন্নমুখী। নগদ অর্থের সাহায্যে তারা নিজেদের সব ধরণের সমস্যা ও প্রয়োজনীয়তা মিটাতে পারবে।

মাসআলা ঃ নিজের নিকটাত্মীয় গরীব লোকজন যদি যাকাত পাওয়ার যোগ্য হয়, তবে তাদেরকে যাকাত ও অন্যান্য দান-খয়রাত প্রদান করা অধিকতর উত্তম ; এতে দ্বিগুন সওয়াব হাসিল হবে—এক সদকার ; দ্বিতীয় আত্মীয় বৎসলতার। এ ক্ষেত্রে গ্রহীতা ব্যক্তিকে যাকাত বা সদকার কথা উল্লেখ করে দান করা জরুরী নয় ; হাদিয়া বা উপঢৌকন স্বরূপও দেওয়া যেতে পারে। যাতে গ্রহীতা এ দান গ্রহণ করতে কোনরূপ সংকোচ বা হীনতা অনুভব না করে।

মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি নিজের কথা ও কার্যকলাপের দ্বারা নিজেকে যাকাতের যোগ্য ও অভাবী বলে প্রকাশ করে এবং লোকদের নিকট যাকাত সদ্কা চায়, এমন

www.pathagar.com

ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়ার পূর্বে তার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে যাচাই করে নেওয়া যাকাতদাতার পক্ষে যরূরী কিনা ? এ ব্যাপারে হাদীসের উক্তি এবং ফেক্বাহ্‌বিদ্‌গণের বক্তব্য অনুযায়ী উক্তরূপে তত্ত্ব-তল্লাশী নেওয়া যরূরী নয় ; বরং যাকাতপ্রার্থীর বাহ্যিক অবস্থা দৃষ্টে যদি তার ফকীর ও অভাবী হওয়ার দিকটি প্রবল হয়, তবে তাকে যাকাত দেওয়া যেতে পারে। যেমন, হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে কয়েকজন লোক চরম দূরাবস্থায় উপস্থিত হলে তিনি তাদের জন্য যাকাত সংগ্রহ করার নির্দেশ দেন। ফলে, যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ জমা হয়, যা তাদেরকে প্রদান করা হয়। এ ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রকৃত অবস্থা যাচাই করার কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই। (কুরতুবী)

তবে আল্লামা কুরতুবী (রহ ঃ) 'আহ্‌কামুল-কুরআন' গ্রন্থে বলেছেন ঃ যাকাতের ব্যয়খাতসমূহের মধ্যে একটি খাত 'ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি' ও রয়েছে; যদি কেউ বলে যে, "আমার উপর এত টাকা ঋণ রয়েছে, অতএব আমাকে যাকাতের টাকা দেওয়া হোক," তবে সে প্রকৃতই ঋণগ্রস্থ কিনা, যাচাই করার জন্য তার নিকট প্রমাণ দাবী করা হবে। (কুরতুবী)

আর এ কথা বলাই বাহুল্য যে, ঋণগ্রস্থ, মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ, মুসাফির এবং অন্যান্যের ব্যাপারেও উক্তরূপে যাচাই করে নেওয়া কঠিন কিছু নয়। সুতরাং এরূপ যাকাত-সদকার ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধামত যাচাই করে নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

মাসআলা ঃ যাকাতের সম্পদ নিজের আত্মীয়-স্বজনকে দান করা অধিক সওয়াবের বিষয় ; কিন্তু স্বামী-স্ত্রী এবং পিতামাতা ও সন্তান-সন্ততি পরস্পর কাউকে যাকাত দেওয়ার অর্থ প্রকারান্তরে যাকাতের মাল নিজের কাছেই রেখে দেওয়ার নামান্তর। কেননা, তাদের খরচাদি সাধারণতঃ যৌথ হয়ে থাকে। স্বামী স্ত্রীকে কিংবা স্ত্রী স্বামীকে যদি যাকাত প্রদান করে, তবে প্রকৃতপক্ষে তা নিজের ব্যবহারেই থেকে যায়।

অনুরূপভাবে, পিতা-মাতা ও সন্তানাদির ব্যাপারেও তাই। সন্তানের সন্তান এবং দাদা-পরদাদার ক্ষেত্রেও এই একই হুকুম প্রযোজ্য—অর্থাৎ তাদেরকেও যাকাত দেওয়া জায়েয নয়।

মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি কাউকে যাকাতের যোগ্য ও সঠিক ব্যয়খাত মনে করে যাকাত প্রদান করে এবং পরে জানতে পারে যে, যাকাতগ্রহীতা তারই কৃতদাস বা কাফের ছিল, তবে যাকাত আদায় হবেনা ; দ্বিতীয়বার সঠিক পাত্রে

www.pathagar.com

যাকাত আদায় করতে হবে। কেননা কৃতদাসের মালিকানা মূলতঃ মনিবেরই মালিকানা। তাই, প্রদত্ত সম্পদ যাকাতদাতার মালিকানা হতে পৃথকই হয় নাই। ফলে যাকাত আদায় হয় নাই। আর কাফের ব্যক্তি যাকাতের ব্যয়খাত নয়।

এছাড়া যাকাত আদায়ের পর যদি জানা যায় যে, যাকাতগ্রহীতা ধনী বা হাশেমী বংশভূত বা নিজের পিতা, পুত্র, স্ত্রী বা স্বামী ছিল, তবে পুনরায় যাকাত আদায়ের প্রয়োজন নাই। কেননা যাকাতের অর্থ দাতার মালিকানা হতে পৃথক হয়ে সওয়াবের স্থানে পৌঁছে গেছে। আর সঠিক ব্যয়খাত নির্ধারণে যে ভুল হয়ে গেছে তা মাফ। (দুর্‌রে মুখ্‌তার) (সূরা তওবা, আয়াত ঃ ৬০)

সদকার মাল কাফেরকে দেওয়া জায়েয কিনা

সদকার সম্পদ হতে মুনাফেকদেরকেও অংশ দেওয়া হতো । কিন্তু মনমত না পাওয়ার দরুণ তারা ক্ষুব্ধ হতো এবং নানা রকম কটূক্তি ও উস্কানিমূলক মন্তব্য করতো। আলোচ্য ক্ষেত্রে যদি 'সাদাকাত' শব্দের সাধারণ অর্থ নেওয়া হয়; যে অর্থে ওয়াজিব, নফল সব ধরণের সদকা শামিল থাকে, তবে কোন প্রশ্ন থাকেনা। কেননা, নফল সদকা অমুসলিমদেরকে প্রদান করা ইমামগণের ঐক্যমতে জায়েয এবং হাদীস দ্বারাও এর বৈধতা প্রমাণিত আছে। আর যদি 'সাদাকাত' দ্বারা এখানে ফরয সাদকাত অর্থাৎ যাকাত, উশ্‌র প্রভৃতি উদ্দেশ্য হয়, তবে মুনাফেকদেরকে এ ক্ষেত্রে অংশ দেওয়ার কারণ হচ্ছে, তারা নিজেদেরকে বাহ্যতঃ মুসলমানরূপে প্রকাশ করতো। এছাড়া তাদের কাফের হওয়ার পক্ষে প্রকাশ্য কোন প্রমাণও পাওয়া যায় নাই। আল্লাহ্ তা 'আলাও মুসলমানদের বিশেষ উপকারার্থে মুনাফেকদের সাথে মুসলমানদের ন্যায় আচার-ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন। (বয়ানুল-কুরআন থেকে সংক্ষেপিত) (সূরা তওবাহ্, আয়াত ঃ ৫৯)

মাসআলা ঃ নফল দান-খয়রাত যিম্মী এবং চুক্তিবদ্ধ কাফেরকে দেওয়া জায়েয। কেবল শত্রুদেশের কাফেরকে দেওয়া নিষিদ্ধ। (সূরা মুমতাহিনাহ্, আয়াত ঃ ৮)

মাসআলা ঃ দারুল-হরবের কাফেরদেরকে কোন প্রকার সদকা প্রভৃতি দেওয়া জায়েয নয়।

মাসআলা ঃ যিম্মী কাফের অর্থাৎ, যে দারুল-হরবের নয়, তাকে কেবল

www.pathagar.com

যাকাত ও উশ্‌র দেওয়া জায়েয নয়; অন্যান্য সব নফল ও ওয়াজিব সদকা জায়েয। (সূরা বাক্বারা, আয়াত ঃ ২৭১)

মাসআলা ঃ কোন ফকীর অভাবী ব্যক্তি যদি মূল্যবান পোষাক পরিহিত অবস্থায় থাকে, তবে শুধু এজন্যে তাকে ধনী বলা যাবেনা; বরং সে প্রকৃতই ফকীর হিসাবে গন্য হবে এবং এইরূপ লোককে যাকাত দেওয়া দুরুস্ত হবে। (কুরতুবী) সূরা বাক্বারা, আয়াত ঃ ২৭৩)

উশরের বিধান

মাসআলা ঃ উশরী যমীনে উশর (এক দশমাংশ ফসল) দান করা ওয়াজিব। উশরী যমীনের ফসল কম হোক বা বেশী হোক উৎপন্ন শস্যের এক দশমাংশ দান করতে হবে। 'উশর' ও 'খেরাজ' ইসলামী শরীয়তের দু'টি পারিভাষিক শব্দ। ইসলামী হুকুমতের পক্ষ থেকে ভূমির উপর আরোপিত কর হিসাবে উভয়টি অভিন্ন; পার্থক্য শুধু এই যে, উশর শুধু কর নয়, বরং যাকাতের মত এতে আর্থিক ইবাদতের দিকটি সর্বপেক্ষা গুরুত্বপূর্ন। তাই, উশরকে ভূমির যাকাত (زَكٰوةُ الْاَرْضِ) বলা হয়। পক্ষান্তরে, 'খেরাজ' নিছক কর এতে ইবাদতের কোন দিক নাই। মুসলমানগণ যেহেতু ইবাদত করার যোগ্য ও অনুসারী, তাই যমীনের উৎপন্ন শস্য বাবত তাদের নিকট হতে যে অংশ নেওয়া হয়, তাকে উশর বলে। আর অমুসলিমগণ যেহেতু ইবাদত করার যোগ্যতা রাখেনা, তাদের ভূমির উপর যে কর আরোপ করা হয়, তাকে খেরাজ বলে। যাকাত ও উশরের মধ্যে কার্যগতভাবে একটি পার্থক্য এই যে, সোনা- রূপা ও পণ্যদ্রব্যের উপর যাকাত বছরান্তে ওয়াজিব হয়। কিন্ত উশর ওয়াজিব হয় যমীনের উৎপন্ন ফসল হস্তগত হওয়ার সাথে সাথেই।

মাসআলা ঃ যমীনে যদি ফসল উৎপন্ন না হয়, তবে উশর ওয়াজিব হয় না। পক্ষান্তরে, পণ্যদব্য এবং সোনা-রূপাতে যদি কোনরূপ লাভ বা মুনাফা নাহয়, তবুও বছর পূর্ণ হওয়ার পর এগুলোর যাকাত প্রদান করা ফরয হয়।

(সূরা বাক্বারা, আয়াতঃ ২৬৭)

মালিকানা স্বত্ব প্রদান প্রসঙ্গ

অধিকাংশ ফুক্বাহায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, নির্ধারিত আটটি ব্যয় খাতেই যাকাত আদায় শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত এই যে, যে কোন খাতের যে কোন

www.pathagar.com

যোগ্য ব্যক্তিকে যাকাতের মালের উপর মালিকানাস্বত্ব দিয়ে দিতে হবে। মালিকানা অধিকারে না দিয়ে তাদেরই উপকারের জন্য যদি যাকাতের মাল ব্যয় করা হয়, তবে যাকাত আদায় হবে না। এজন্যেই চার ইমাম সহ উম্মতের ফেক্বাহ্‌বিদগণ একমত যে, যাকাতের অর্থ মসজিদ, মাদ্‌রাসা, হাসপাতাল, এতীমখানা নির্মাণে অথবা এসবের কোন প্রয়োজনে খরচ করা জায়েয নয়; যদিও এসব বিষয়ের উপকারিতা গরীব মিসকীন ও অন্যান্যদেরই লাভ হয়ে থাকে, যারা যাকাতের খাত হিসাবে গণ্য। শুধু মালিকানা দখল প্রদানের বিষয়টি অনুপস্থিত থাকার কারণে এরূপে যাকাত আদায় হয় না। অবশ্য, এতীমখানা সমূহে খাওয়া-পরা ইত্যাদি যদি এতীমদের মালিকানা সত্বে দেওয়া হয়, তবে এই কাজে ব্যয়ের জন্য নির্ধারিত পরিমাণ যাকাতের অর্থ খরচ করা যেতে পারে। এমনিভাবে হাসপাতালসমূহে অভাবী রোগীদেরক যদি তাদের মালিকানা অধিকার মুতাবেক ঔষধপত্র সরবরাহ করা হয়, তবে এর মূল্য যাকাতের টাকায় পরিশোধ হতে পারে। এমনিভাবে উম্মতের ফেক্বাহ্‌বিদগণ উল্লেখ করেছেন যে, লাওয়ারিস লাশের কাফনে যাকাতের টাকা ব্যবহার করা যাবে না। কারণ, মৃতব্যক্তি কোন কিছুর মালিক হতে পারে না। তবে এক্ষেত্রে এইরূপ করা যেতে পারে যে, যাকাতের অর্থ যাকাতযোগ্য কোন গরীব ব্যক্তিকে দান করে দিবে, অতঃপর সে নিজ ইচ্ছায় সে টাকা লা-ওয়ারিস লাশের কাফন-কার্যে খরচ করবে। এমনিভাবে মৃত ব্যক্তির উপর যদি ঋণ থাকে, তবে যাকাতের টাকা দিয়ে সরাসরি সে ঋণ আদায় করা যাবে না; তবে হাঁ, মৃত ব্যক্তির যাকাত যোগ্য গরীব কোন ওয়ারিস যদি থাকে, তাকে মালিকানা ভিত্তিতে যাকাতের টাকা দেওয়া যেতে পারে, অতঃপর সে নিজ ইচ্ছায় সেই টাকা দিয়ে মৃতের ঋণ পরিশোধ করতে পারে। অনুরূপভাবে, জনকল্যাণমূলক সর্বপ্রকার কাজ যেমন, কূপ খনন, পুল অথবা সড়ক তৈরী প্রভৃতি নির্মান কাজ -যদিও এগুলোর দ্বারা যাকাতযোগ্য গরীব লোকেরাও উপকৃত হয়; কিন্তু তাদের মালিকানা অধিকার না থাকার দরুণ এতে যাকাতের অর্থ ব্যয়িত হলে যাকাত আদায় হবে না। উপরোক্ত সব মাসায়েলে চার ইমাম—আবূ হানীফা, শাফেয়ী, মালেক, আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) সহ উম্মতের অধিকাংশ মুজ্‌তাহিদ ও ফেক্বাহ্‌বিদগণ একমত।

শামসুল-আইম্মাহ্ সরখ্‌সী (রহঃ) এ বিষয়টি ইমাম মুহাম্মদ রচিত গ্রন্থাবলীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'মাব্‌সূতে' এবং 'শরহে সগীর' গ্রন্থে পূর্ণ গবেষণা সহ সবিস্তার আলোচনা করেছেন এবং শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের

www.pathagar.com

ফেক্বাহ্‌বিদগণের সাধারণ কিতাব সমূহেও এ বিষয়ে বহু স্পষ্ট উক্তি রয়েছে।

যাকাতের সম্পদ তাৎক্ষণিকভাবে হকদারের মালিকানায় হস্তান্তর করা যরূরী

বহু প্রতিষ্ঠান যাকাতের সম্পদ ওসূল করে বছরের পর বছর জমা রেখে দেয়। আর যাকাতদাতাগণ মনে করে যে, তাদের যাকাত আদায় হয়ে গেছে। অথচ যাকাতের সম্পদ যে পর্যন্ত যোগ্য খাতে ব্যয়িত না হবে, সে পর্যন্ত যাকাত আদায় হবে না। সুতরাং যাকাতের সম্পদ তাৎক্ষণিকভাবে উপযুক্ত হকদারের মালিকানায় হস্তান্তর করা যরূরী। (মাঃ কুরআন ৪র্থ খণ্ড ;সূরা তওবা, আয়াত ঃ ৬০

মাসআলা ঃ যাকাত বের করার পর যে সম্পদ অবশিষ্ট থাকে, তা জমা রাখা কোন গুনাহ্ নয়। (মাঃ কুরআন ৪র্থ খণ্ড ; সূরা তওবা,আয়াতঃ ৩৫)

শরীয়তের দৃষ্টিতে
হিলা-কৌশল অবলম্বন

মাসআলা ঃ কোন অসমীচীন বা অপসন্দনীয় বিষয় থেকে বাঁচার জন্য যদি শরীয়ত সম্মত কোন হিলা বা কৌশল অবলম্বন করা হয়, তবে তা জায়েয। হযরত আইয়ুব আলাইহিস্ সালামের কসমের আসল উদ্দেশ্য ছিল তাঁর স্ত্রীকে পূর্ণ একশত বেত্রাঘাত করা। কিন্তু তাঁর স্ত্রী যেহেতু নিরপরাধ ছিলেন এবং স্বামীর মজীরবিহীন সেবা শুশ্রূষা করেছিলেন, তাই স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আইয়ুব আলাইহিস্ সালামকে একটি হিলা (কৌশল) শিক্ষা দিয়েছেন এবং স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, এই হিলা অবলম্বনে তোমার কসম ভঙ্গ হবেনা। এ ক্ষেত্রে স্মরণ রাখা চাই যে, এধরণের হিলা তখনই জায়েয হবে, যখন এ গুলোকে শরীয়তের উদ্দেশ্যাবলী বান্‌চাল করার উপায় হিসাবে অবলম্বন না করা হয়। পক্ষান্তরে, যদি কোন হকদারের হক নষ্ট করা হয় বা মূল প্রাণ বজায় রেখে কোন হারাম কাজকে নিজের জন্য হালাল করা হয়, তবে এরূপ হিলা করা সম্পূর্ণ নাজায়েয । যেমন যাকাত থেকে বাঁচার জন্য কেউ কেউ বছর পূর্তি হওয়ার কিছু পূর্বে নিজের সম্পদ স্ত্রীর মালিকানায় দিয়ে দেয় ; কিছুদিন পর স্ত্রী পুনরায় স্বামীর মালিকানায় হস্তান্তর করে। পরবর্তী বছর অবারো এরূপ করে। ফলে, সম্পদের উপর পূর্ণ বছর অতিক্রান্ত না হওয়ার কারণে কারও উপর যাকাত ওয়াজিব হয় না। এরূপ কৌশল অবলম্বন করা যেহেতু শরীয়তের উদ্দেশ্য

www.pathagar.com

বান্‌চাল করার অপচেষ্টা, তাই হারাম। বরং এই অপরাধ সম্ভবতঃ মোটেও যাকাত না দেওয়ার চেয়ে আরও গুরুতর। (মাবসূত-এ সারাখ্‌সী-এর বরাতে তফসীরে রূহুল মা'আনী)

অসমীচীন কাজের উপর কসম খাওয়া

মাসআলা ঃ যদি কেউ কোন অসমীচীন, ভুল বা নাজায়েয কাজের উপর কসম খেয়ে বসে, তবে তা কসম হয়ে যাবে এবং এ কসম ভঙ্গ করলে কাফ্‌ফারাও দিতে হবে। তাই যদি না হতো, তবে হযরত আইয়ূব আলাহিস্ সাল্লামকে উক্তরূপ হিলা শিখানো হতো না। তবে এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, কোন অসমীচীন কাজের উপর কসম খেয়ে বসলে শরীয়তের হুকুম হলো, কসম ভঙ্গ করে কাফ্‌ফারাহ্ আদায় করতে হবে। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ 'যদি কোন ব্যক্তি কসম খায় এবং পরে তার খেয়াল হয় যে, কসমের বিপরীত কাজ করাই শ্রেয়ঃ তবে তার উচিত শ্রেয়ঃ কাজই করা এবং কসমের কাফ্‌ফারা আদায় করে দেওয়া। (সূরা সোয়াদ, আয়াতঃ ৪৪)

যাকাত ছাড়া আরও বহু ক্ষেত্রে সম্পদ ব্যয় করা ফরয

মাসআলা ঃ ধন-সম্পদের ফরয শুধু যাকাত আদায়ের দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায় না। (জাস্‌সাস,কুরতুবী) যেমন, আত্মীয় স্বজনের জন্য খরচ করা, যখন তারা উপার্জনে অক্ষম হয় তখন তাদের খরচাদি বহন করা ওয়াজিব। কোন মিসকীন বা গরীব লোক মুমূর্ষু অবস্থায় আছে, পূর্বে যাকাত আদায় করা হয়ে গেলেও এই ব্যক্তির জীবন রক্ষার জন্য সম্পদ ব্যয় করা ওয়াজিব। এমনিভাবে, প্রয়োজনের স্থানে মসজিদ তৈরী করা, দ্বীনি শিক্ষার জন্য মাদ্‌রাসা-মক্তব তৈরী করা এসবই ধন-সম্পদের ফরযের অর্ন্তভুক্ত। পার্থক্য শুধু এই যে, যাকাতের জন্য একটি বিশেষ বিধান রয়েছে ; সে অনুযায়ী সর্বাবস্থায় যাকাত দেওয়া যরূরী এবং এইসব ব্যয়খাতসমূহ প্রয়োজন ও অভাবের উপর নির্ভর করে যেখানে প্রয়োজন দেখা দিবে,সেখানে ব্যয় করা ফরয হবে আর যেখানে প্রয়োজন দেখা দিবে না, সেখানে ফরয হবে না। (সূরা বাক্বারা আয়াত ঃ ১৭৭)

সম্পদ জমা করার উপর ইসলামী আইনের কঠোর নিষেধাজ্ঞা

আল্লাহ্ তা'আলা সারা জাহানের রব্ব। তাঁরই সৃষ্টি হিসাবে মুসলিম অমুসলিম

www.pathagar.com

নির্বিশেষে দুনিয়ার সম্পদরাজিতে সকলের সমান অধিকার রয়েছে। অতএব বংশগত, শ্রেণীগত এবং ধনী-গরীবের পার্থক্যের প্রশ্নই উঠে না। আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার সম্পদরাজির বৃহদাংশ, যা মানুষের স্বভাবগত ও মৌলিক প্রয়োজনে ব্যবহার্য, তা স্বীয় কুদরতের হস্তে এমনভাবে বন্টন করে দিয়েছেন যে, সবল দুর্বল নির্বিশেষে সকল স্তর ও ভূখণ্ডের মানুষ সমভাবে এ থেকে উপকার হাসিল করতে পারে। এসব দ্রব্য-সামগ্রীকে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনন্ত প্রজ্ঞাবলে মানুষের একচ্ছত্র ক্ষমতা ও অধিকার হতে উর্ধ্বে রেখেছেন। ফলে, এগুলোর উপর ব্যক্তিগত দখল প্রতিষ্ঠা করার সাধ্য কারও নাই। বায়ু, শূন্য মণ্ডল, সূর্য, চন্দ্র, বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহের আলো, শূন্য মণ্ডলে সৃষ্ট মেঘমালা, বৃষ্টি ইত্যাদি দ্রব্য-সামগ্রী মানুষের সহজাত সম্পদ, যেগুলো ছাড়া মানুষ সামান্য ক্ষণও বেঁচে থাকতে পারবে না। এগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা এমন ব্যাপকভাবে ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছেন যে, কোন বৃহত্তর সরকার ও পরাশক্তিও এগুলোকে কুক্ষিগত করতে পারবেনা ; বরং সকল মাখলূক সর্বস্থানে এগুলো দ্বারা সমভাবে উপকৃত হবে।

প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর দ্বিতীয় কিস্তি হচ্ছে, ভূগর্ভ থেকে উদ্‌গত পানি ও আহার্য বস্তু। এগুলো যদিও এতো ব্যাপক ও সাধারণভাবে ওয়াক্‌ফ নয় ; তবুও ইসলামী বিধানে পাহাড়-পর্বত, আনাবাদ জঙ্গল এবং প্রাকৃতিক জলস্রোতকে সাধারণভাবে ওয়াক্‌ফ রেখে বিশেষ আইনের অধীনে বিশিষ্ট লোকদেরকে যমীনের কতকাংশের উপর বৈধ মালিকানাও দেওয়া হয়েছে। অপরদিকে অবৈধভাবে দখলকারীরাও কতকাংশের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নেয়। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই দুনিয়ার বৃহত্তর কোন পুঁজিপতিও গরীব, কৃষক ও শ্রমিকদের সহযোগিতা ছাড়া যমীন থেকে ফায়দা হাসিল করতে পারে না। ফলে, এক প্রকার দখল সত্ত্বেও নিঃস্ব গরীবদেরকে অংশদানে তারা বাধ্য থাকে।

তৃতীয় কিস্তি সোনা-রূপা, টাকা-পয়সা।এগুলো মানুষের আসল ও সহজাত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অর্ন্তভুক্ত নয় ; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লাভের মাধ্যম হিসাবে এগুলোকে রেখেছেন। খনি থেকে উত্তোলনের পর নির্ধারিত বিধানের অধীনে উত্তোলনকারীদের মালিকানাধীন হয়ে যায় এবং বিভিন্ন পন্থায় এই মালিকানা অন্যদের মধ্যে স্থানান্তরিত হতে থাকে। যদি এই আবর্তন যথাযথ প্রক্রিয়ায় হতে থাকে, তবে একটি মানুষও অভুক্ত-উলঙ্গ থাকতে পারে না। কিন্তু অপরকে বঞ্চিত রেখে কেবল নিজে ফায়দা লুটার হীন লালসা ও কার্পণ্য

www.pathagar.com

পৃথিবীতে সম্পদ আহরণ ও কুক্ষিগত করার নানাবিধ নতুন পুরাতন প্রক্রিয়া প্রনালীর জন্ম দিয়েছে। ফলতঃ সম্পদের আবর্তন কেবল পুঁজিপতি ও বিত্তশালী লোকদের মধ্যে সীমিত হয়ে গেছে এবং নিঃস্ব দরিদ্র সাধারণ লোকজন বঞ্চিত রয়েছে। যার অশুভ প্রতিক্রিয়ায় দুনিয়াতে কমিউনিজ্‌ম ও সোশ্যালিজ্‌মের ন্যায় অযৌক্তিক মতবাদ জন্ম নিয়েছে। ইসলামী আইন একদিকে ব্যক্তিমালিকানার প্রতি এভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছে যে, ব্যক্তিসম্পদকে তার প্রাণের সমমর্যাদা দান করেছে এবং প্রাণকে বাইতুল্লাহ্‌র সমান গুরুত্ব প্রদান করেছে —অপরের অবৈধ হস্তক্ষেপকে কঠোরভাবে বারণ করেছে। অপরদিকে অবৈধভাবে হস্তক্ষেপকারীর হাত কেটে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। তৃতীয়তঃ প্রাকৃতিক লব্ধ সকল দ্রব্য-সামগ্রীর উপর ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত অধিকারের এবং গরীবদেরকে বঞ্চিত রাখার সর্বপ্রকার প্রক্রিয়া-পন্থার দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। অর্থ উপার্জনের প্রচলিত পদ্ধতি সমূহের মধ্যে সূদ, সট্টা, জুয়া ইত্যাদি এমন কিছু গর্হিত পন্থা রয়েছে , যেগুলোর কারণে সম্পদ সংকুচিত হয়ে সমাজের গুটি কয়েক লোকের হাতে সীমিত হয়ে থাকে। ইসলামী শরীয়ত এসবকিছুকে হারাম ঘোষণা করে লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, ইজারাদারী ইত্যাদিতে এগুলোর শিকড় কেটে দিয়েছে। অপরদিকে বৈধ উপায়ে সঞ্চিত ধন-সম্পদের উপর যাকাত, উশর, সদকায়ে ফিত্‌র কাফ্‌ফারা প্রভৃতি ফরযমূলক আকারে এবং আরও অধিকতর স্বেচ্ছামূলক আকারে বিধিবদ্ধ করে গরীবের হক প্রতিষ্ঠিত করেছে। এতোসব ব্যয় বহনের পরও মানুষের মৃত্যুর সময় যে সম্পদ থেকে যায়, তা এমন প্রজ্ঞাভিত্তিক নীতিমালা অনুযায়ী বন্টন করার নির্দেশ দিয়েছে, যাতে সেই ত্যাজ্য সম্পদ নিকটতম স্বজনদের কাছে পৌঁছে যায়।সাধারণ দরিদ্রদের মাঝে এই সম্পদ বন্টনের বিধান দেওয়া হয় নাই —এর কারণ হচ্ছে , এমন হলে স্বাভাবগত কারণেই মৃত্যুর পূর্বে সে নিজের ধন-সম্পদ অযথা ব্যয় করে নিঃশেষ করার মনোবৃত্তি রাখতো। কিন্তু ইসলামী বিধান অনুযায়ী মৃত্যুর পর যেহেতু তারই আপন জন ত্যাজ্য সম্পত্তির অধিকারী হবে,এ দেখে অযথা ব্যয় করার মনোবৃত্তি তার অন্তরে লালিত হয় না।

উপরোক্ত পদ্ধতি তো সাধারণ প্রচলিত পদ্ধতি সমূহের দ্বারা সম্পদ কুক্ষিগত হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য প্রদত্ত হয়েছে। সম্পদ আহরণের আরেক পন্থা যুদ্ধ ও জিহাদ। যুদ্ধলব্ধ মাল-দওলত বন্টনের জন্য ইসলামী শরীয়ত নির্ধারিত বিধান দিয়েছে। যার কিয়দাংশ 'সূরা আন্‌ফালে' এবং কিছু অংশ অত্র সূরায় বর্ণিত হয়েছে। কত অদূরদর্শী ঐসব জ্ঞানপাপী, যারা ইসলামের এই ন্যায়ানুগ ও

www.pathagar.com

প্রজ্ঞাভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যাবস্থাকে পরিহার করে নতূন নতূন ইজ্‌ম ও মতবাদ গ্রহণ করে বিশ্ব শান্তির মূলে কুঠারাঘাত করছে।

مَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ـ الاٰيَة

এআয়াত গনীমতের সম্পদ বন্টন প্রসঙ্গে এসেছে। সুতরাং এর সঙ্গতিপূর্ণ মর্ম এই যে, গনীমতের সম্পদের হকদার কারা শ্রেনী বিভক্ত করে আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করে দিয়েছেন ; কিন্তু কে কতটুকু পাবে—এর পরিমাণ নির্ধারণের বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ ওয়ালাইহি ওয়াসাল্লামের সুবিবেচনার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। তাই, মুসলমানদেরকে এই আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যাকে যে পরিমাণ তিনি প্রদান করেন, সন্তুস্টচিত্তে তাই গ্রহণ করে নিবে আর যা তিনি না দেন তা পেতে চেস্টা করবেনা। অতঃপর اِتَّقُوا اللّٰهَ তাকওয়া অবলম্বনের হুকুম দিয়ে বিষয়টিকে আরও জোরদার করে দিয়েছেন। অর্থাৎ, এ ব্যাপারে কোনরূপ ভ্রান্ত ছল-চাতুরী করে যদি অতিরিক্ত ওসূল করে নাও, তবে জেনে রাখ, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ ; তিনি এর শাস্তি প্রদান করবেন।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৪

রোযার মাসায়েল

রমযান মাসের রোযা সম্পর্কিত আহ্‌কাম

মাসআলা ঃ কারও উপর রমযানের রোযা ফরয হওয়ার জন্য শর্ত হলো, রোযা রাখার যোগ্য অবস্থায় রমযান মাস পাওয়া। সুতরাং যে ব্যক্তি পূর্ণ রমযান মাস পাবে, তার উপর পূর্ণ মাসের রোযা ফরয। আর যে ব্যক্তি রমযান মাসের আংশিক যে কয়দিন পাবে তার উপর সেই কয়দিনেরই রোযা ফরয হবে। এ জন্যেই রমযানের মাঝে কোন কাফের মুসলমান হলে কিংবা কোন নাবালেগ বালেগ হলে, তার উপর কেবল পরবর্তী দিনগুলোর রোযা রাখা যরূরী হবে এবং বিগত দিনগুলোর রোযা কাযা করতে হবে না। অবশ্য উন্মাদের ক্ষেত্রে মাসআলা ভিন্ন অর্থাৎ উন্মাদ হওয়া সত্ত্বেও মুসলমান ও বালেগ হওয়ার কারণে যেহেতু তার ব্যক্তিগত যোগ্যতা রয়েছে, তাই রমযানের কোন অংশে সে সুস্থ হয়ে উঠলে মাসের বিগত দিনগুলোর রোযা কাযা করা তার উপর যরূরী হবে। এমনিভাবে হায়েয বা নিফাসগ্রস্ত স্ত্রীলোক রমযানের মাঝে পাক হলে কিংবা অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হলে অথবা মুসাফির মুকীম হলে সংশ্লিষ্ট মাসের বিগত দিনগুলোর রোযা কাযা করা তাদের পক্ষে লাযেম অর্থাৎ যরূরী হবে।

মাসআলা ঃ রমযান মাসের উপস্থিতি তিন পন্থায় প্রমাণিত হয়। এক -নিজে রমযানের চাঁদ দেখা। দ্বিতীয় -- বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য-প্রমাণের মাধ্যমে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হওয়া। তৃতীয় -- উপরোক্ত উভয় পন্থা পাওয়া না গেলে রমযানের পূর্ববর্তী শাবান মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ হলেই মাহে রমযান শুরু হয়ে যাবে।

মাসআলা ঃ মেঘ ইত্যাদির দরুণ যদি শাবান মাসের উনত্রিশ তারিখের সন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ দেখা না যায় এবং শরীয়তসম্মত সাক্ষ্য-প্রমাণেও সেদিন চাঁদ দেখা প্রতীয়মান না হয় তবে এ দিনের পরবর্তী দিনটি يَوْمُ الشَّكِّ বা সন্দেহজনক

www.pathagar.com

দিন বলে অভিহিত হয়। কেননা, এখানে দুদিকেরই সম্ভাবনা থাকে— প্রকৃতপক্ষে চাঁদ উঠা সত্ত্বেও মেঘাচ্ছন্নতার দরুন আকাশে চাঁদ উঠার স্থানটি পরিস্কার না থাকায় চাঁদ দেখা যায় নাই অথবা আজকে প্রকৃতই চাঁদ উদয় হয় নাই। এমতাবস্থায় যেহেতু চন্দ্রোদয় তথা রমযানের উপস্থিতির বিষয়টি অবিদ্যমান, তাই সেদিনের (২৯শে শাবানের পরদিন) রোযা রাখা ওয়াজিব নয় বরং মাকরূহ। হাদীস শরীফে এ দিনটিতে রোযা রাখার নিষেধাজ্ঞা এসেছে, যাতে ফরয ও নফলের মধ্যে কোনরূপ সংমিশ্রণের সৃষ্টি না হয়। (জাস্‌সাস)

মাসআলা ঃ যে সকল দেশে রাত্র ও দিন কয়েক মাস দীর্ঘ হয়, সে সকল দেশে বাহ্যতঃ রমযান মাস প্রত্যক্ষ করা তথা রমযানের উপস্থিতি হয় না। এ কারণে সেখানকার অধিবাসীদের উপর রোযা ফরযই হয় না। হানাফী ফেক্বাহ্‌বিদগণের মধ্যে হুল্‌ওয়ানী ও কাবালী প্রমুখ নামাযের ব্যাপারেও এই ফতওয়াই দিয়েছেন। অর্থাৎ তাদের উপর সেখানকার রাত-দিন হিসাবেই নামাযের হুকুম আরোপিত হবে। উদাহরণতঃ যেসব দেশে মাগরিবের পর সাথে সাথে সুবহে সাদেক হয়ে যায়, সেখানে ইশার নামায ফরযই হয় না। (শামী) এই ফয়সালার প্রেক্ষিতে যেসব দেশে ছয় মাসে এক দিন হয়, সেখানে কেবল পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই ফরয হবে। আর রমযান মাস সেখানে উপস্থিতই হবে না। তাদের উপর রোযা ফরযই হবেনা। হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) তদীয় 'ইমদাদুল-ফাতাওয়া' গ্রন্থে রোযা সম্পর্কে এ অভিমতই গ্রহণ করেছেন। (মাঃ কুরআন, ১ম খণ্ড ; সূরা বাক্বারা, আয়াত ঃ ১৮৫)

মৌনতার রোযা জায়েয নয়

মাসআলা ঃ ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে মৌনতার রোযা ইবাদত বলে গণ্য হতো। সকাল থেকে রাত্র পর্যন্ত কথাবার্তা বন্ধ রাখাকেই তৎকালীন লোকেরা রোযা বলে আখ্যায়িত করেছিল। দ্বীন-ইসলাম তাদের এই প্রথা রহিত করে এই বিধান দিয়েছে যে, রোযা অবস্থায় গালি-গালাজ, মিথ্যা, পরনিন্দা প্রভৃতি হতে পরহেয করবে; সাধারণ কথাবার্তা পরিত্যাগ করা ইসলামে কোন ইবাদত নয়। কাজেই মৌনতার রোযার মান্নত করাও ইসলামে জায়েয নয়। (মাঃ কুরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড ; সূরা মারইয়াম, আয়াত ঃ ২৬)

www.pathagar.com

সেহ্‌রীর কতিপয় যরূরী বিধান

মাসআলা ঃ যারা এরূপ স্থানে বাস করে, যেখান থেকে নিজ চোখে সুবহে সাদেক প্রত্যক্ষ করে একীন অর্থাৎ নিশ্চয়তা হাসিল করতে পারে এবং আকাশ পরিষ্কার থাকে, সুবহে-সাদেকের উদয়কালীন প্রাথমিক রশ্মি সম্পর্কেও তারা সম্যক ধারণা রাখে, তাদের পক্ষে সুবহে-সাদেকের উদয় প্রত্যক্ষ করে সেহ্‌রীর সময় নির্ধারণ করতঃ আমল করা যরূরী। পক্ষান্তরে, যেখানে উক্তরূপ অবস্থা ও সুযোগ বিদ্যমান নাই, অর্থাৎ খোলা আসমান সম্মুখে নাই কিংবা আকাশ পরিষ্কার নয় অথবা সুবহে-সাদেক ও তার উদয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনভিজ্ঞ —এইরূপ ক্ষেত্রে অন্যান্য লক্ষণ বা জ্যোতির্বিদ্যার সাহায্যে সেহ্‌রী ও ইফ্‌তারের সময় নির্ধারণ করতে হয়। এসব পন্থায় সমস্যা থাকে যে, এগুলোর মাধ্যমে সেহ্‌রী বা ইফ্‌তারের সময় সম্পর্কে সন্দেহ থেকে যায়—পুরাপুরি একীন বা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় না। এমতাবস্থায় কি করা উচিত ? ইমাম জাস্‌সাস (রহঃ) এ সম্পর্কে 'আহ্‌কামুল-কুরআন' গ্রন্থে লিখেছেনঃ এরূপ ক্ষেত্রে খাওয়া-দাওয়া না করাই আসল নীতি। তবে সুবহে-সাদেকের একীন হওয়ার পূর্বে সন্দেহজনক সময়ের মধ্যে যদি কেউ খাওয়া-দাওয়া করে নেয় তবে সে গুনাহ্‌গার হবে না, কিন্তু পরে যদি নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে, খাওয়া-দাওয়া যখন হয়েছে তখন সুবহে-সাদেক হয়ে গিয়েছিল, তাহলে সেদিনের রোযা কাযা করা যরূরী। যেমন রমযানের প্রারম্ভিক দিনে চাঁদ না দেখার দরুন লোকজন রোযা রাখে নাই কিন্তু পরবর্তীতে যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা ২৯শে শাবানের চাঁদ প্রমাণিত হয়, তবে যারা শাবানের ত্রিশ তারিখ মনে করে সেই দিনটিতে রোযা রাখে নাই, তারা গুনাহ্‌গার হবেনা সত্য, কিন্তু সকলের মতে সেদিনের রোযা কাযা করতে হবে। এমনিভাবে মেঘলা দিনে সূর্য অস্তমিত হয়েছে ধারণা করে ইফ্‌তার করে ফেলার পর যদি সূর্য দেখা যায়, তবে ইফ্‌তারকারী গুনাহ্‌গার হবেনা ঠিক ; কিন্তু এই রোযা তার অবশ্য কাযা করতে হবে। (মাঃ কুরআন, ১ম খণ্ড ; সূরা বাক্বারা, আয়াত ঃ ১৮৭)

রোযার ফিদ্‌ইয়া সম্পর্কিত মাসায়েল

মাসআলা ঃ একটি রোযার ফিদ্‌ইয়ার পরিমাণ অর্ধেক সা'গম অথবা তার মূল্য। আমাদের দেশে প্রচলিত আশি তোলার সের হিসাবে প্রায় পৌণে দুই সেরে

www.pathagar.com

অর্ধেক সা' হয়। প্রচলিত বাজার দর জেনে উপরোক্ত পরিমাণ গমের মূল্য গরীব-মিসকীনকে দান করলে একটি রোযার ফিদ্‌ইয়া আদায় হবে। মসজিদ মাদ্‌রাসার খেদমতের বিনিময়ে প্রদান করলে ফিদ্‌ইয়া আদায় হবেনা।

মাসআলা ঃ একটি রোযার ফিদ্‌ইয়া একাধিক লোককে দান করা কিংবা একাধিক রোযার ফিদ্‌ইয়া একজনকে একই দিনে দান করা দুরুস্ত নয়। আল্লামা শামী (রহঃ) কিন্নিয়া থেকে বাহ্‌রুর্‌-রায়েক গ্রন্থে উদ্ধৃত উক্তির বরাত দিয়ে এরূপ নকল করেছেন। কিন্তু হযরত থানবী (রহঃ) 'ইম্‌দাদুল-ফাতাওয়া' গ্রন্থে উপরোক্ত উভয় পন্থা জায়েয আছে বলে ফতওয়া নকল করেছেন। আল্লামা শামী (রহঃ) -এর ফতওয়াও তা-ই।

অবশ্য 'ইমদাদুল ফাতাওয়া' গ্রন্থে একথাও আছে যে, এ ক্ষেত্রে সতর্কতামূলক পন্থা হলো, একাধিক রোযার ফিদ্‌ইয়া একই দিনে একজনকে দিবেনা। কিন্তু দেওয়ার অবকাশও রয়েছে। ১৩৫৩ হিজরী সনে লিখিত এই ফত্‌ওয়া 'ইম্‌দাদুল-ফাতাওয়া' দ্বিতীয় খণ্ডের ১২৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

মাসআলা ঃ যদি কারও ফিদ্‌ইয়া আদায় করার ক্ষমতা না থাকে, তবে সে ইস্তেগ্‌ফার করবে এবং মনে মনে দৃঢ় ইচ্ছা রাখবে যে, যখন সামর্থ হবে তখন ফিদ্‌ইয়া আদায় করে দিবো। (মাঃ কুরআন, ১ম খণ্ড ; সূরা বাক্বারা, আয়াত ঃ ১৮৪)

ই'তিকাফ সম্পর্কিত মাসায়েল

মাসআলা ঃ রোযার রাতে খানা-পিনা ও স্ত্রী সহবাস জায়েয, যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। ই'তিকাফ অবস্থায় খানা-পিনার জন্য সেই হুকুমই প্রযোজ্য যা সাধারণ রোযাদারদের প্রতি প্রযোজ্য ; কিন্তু স্ত্রী-সহবাসের ব্যাপারে হুকুম ভিন্ন, অর্থাৎ ই'তিফাফ অবস্থায় তা রাতেও জায়েয নয়।

মাসআলা ঃ ই'তিকাফের অন্যান্য মাসায়েল যথা ইতিকাফের জন্য রোযা শর্ত হওয়া, প্রকৃতগত (পায়খানা-প্রস্রাব ইত্যাদি) অথবা শরীয়তসম্মত প্রয়োজন ব্যতিরেকে মসজিদের বাইরে যাওয়া জায়েয না হওয়া ইত্যাদি অনেকটা আলোচ্য ইতিকাফ (اِعْتِكَاف) শব্দ হতে নির্গত হয়েছে। অবশিষ্ট বিধি-বিধান রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি ও আমল দ্বারা নির্ণয় করা হয়েছে। (মাঃ কুরআন, ১ম খণ্ড ; সূরা বাক্বারা আয়াত ঃ ১৮৭)

www.pathagar.com

শবে ক্বদরের বিধান

মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি ক্বদরের রাত্রে ইশা ও ফজরের নামায জামাআতের সাথে আদায় করে নেয়, সে শবে ক্বদরের সওয়াবের ভাগী হয়ে যায়। আরও অধিক ইবাদতকারী অধিক সওয়াবের ভাগী হয়। সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত ওসমান (রাযিঃ)-সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি ইশার নামায জামাআতে আদায় করে, সে অর্ধ রাত জাগ্রত থেকে ইবাদত করার সওয়াব লাভ করে আর যে ব্যক্তি ফজরের নামাযও জামাআতের সাথে আদায় করে সে পূর্ণরাত্রি ইবাদত করার সওয়াব লাভ করে।" (মাঃ কুরআন, ৮ম খণ্ড ; সূরা কদর, আয়াতঃ ৫)

ঈদের চাঁদ সংক্রান্ত একটি মাসআলা

রমযান ও ঈদের চাঁদের প্রশ্নে ফেক্বাহ্‌বিদগণ একথাই বলেছেন যে, শরীয়তসম্মত সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা বিচারপতির নির্দেশে যদি এক শহরে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হয়, তবে পার্শ্ববর্তী জনপদসমূহের অধিবাসীদের উপরেও সে অনুযায়ী আমল করা যরূরী। কিন্তু অন্যান্য শহরবাসীদের উপর ততক্ষণ পর্যন্ত আমল করা যরূরী হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সেই শহরের বিচারপতি স্বয়ং সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে নির্দেশ প্রদান না করবে। (মাঃ কুরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড ; সূরা কাসাস, আয়াতঃ ৫৯)

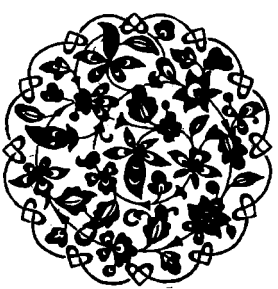

www.pathagar.com

অধ্যায় ৪

হজ্জের মাসায়েল

হজ্জের আনুষঙ্গিক মাসায়েল

মাসআলা ঃ চতুষ্পদ জন্তু দ্বারা দুধ, সওয়ারী, মাল পরিবহন ইত্যাদি যাবতীয় উপকার লাভ করা তোমাদের জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত হালাল, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সেগুলোকে মক্কার হেরেম শরীফে যবেহ্ করার মাধ্যমে উৎসর্গ করার জন্যে হাদি রূপে নির্ধারিত না কর। হাদি বলতে ঐ পশুকে বুঝায়, যে পশুকে হজ্জকারী অথবা উমরাকারী ব্যক্তি হেরেম শরীফে যবেহ্ করার উদ্দেশ্যে সাথে নিয়ে যায়। যে মুহূর্তে হাদি নির্ধারিত করা হয়, তারপর সেই হাদি দ্বারা একান্ত অপারগতা ব্যতীত কোনরূপ উপকার লাভ করা জায়েয নয়। উদাহরণতঃ উটকে হাদি স্বরূপ সাথে নিয়ে কেউ পায়ে হেঁটে চলেছে, সওয়ারীর জন্যে সঙ্গে অন্য কোন পশু নাই এবং পায়ে হেঁটে চলা তার জন্য কঠিন ও কষ্টকর হয়ে পড়ে—এমতাবস্থায় একান্ত অপারগতা ও প্রয়োজনের খাতিরে হাদির পশুকে সওয়ারী রূপে ব্যবহার করার অনুমতি রয়েছে।

মাসআলা ঃ এখানে (الْبَيْتُ الْعَتِيْقِ) 'বাইতুল-আতীক' দ্বারা সম্পূর্ণ হেরেম শরীফ উদ্দেশ্য, প্রকৃতপক্ষে যা বাইতুল্লাহ্ শরীফেরই বিশেষ আঙ্গিনা। পূর্ববর্তী আয়াতে যেমন মসজিদুল-হারাম শব্দের দ্বারা সম্পূর্ণ হেরেম শরীফকে বুঝানো হয়েছে, তেমনিভাবে এখানেও বাইতুল-আতীক দ্বারা সম্পূর্ণ হেরেম শরীফকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। হাদির পশু যবেহ্ করার স্থান বাইতুল-আতীক অর্থাৎ সম্পূর্ণ হেরেম শরীফ, যা বাইতুল আতীকেরই অন্তর্ভুক্ত। এতে জানা গেল যে, হাদির পশু হেরেম শরীফের ভিতরে যবেহ্ করা যরূরী, বাহিরে যবেহ্ করা জায়েয নয়। হেরেমের অভ্যন্তরে মিনা অথবা মক্কার অন্য যে কোন স্থানে যবেহ্ করা জায়েয। (মাঃ কুরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড ; সূরা হজ্জ, আয়াত ঃ ৩৩)

www.pathagar.com

মাসআলা ঃ হজ্জের আমলে কোনরূপ ত্রুটি বা অপরাধের কারণে (যেমন হেরেম শরীফে শিকার করা) শাস্তিস্বরূপ যে পশু যবেহ্ করা ওয়াজিব হয় সেই পশুর গোশ্ত খাওয়া অপরাধী ব্যক্তির জন্য জায়েয নয়। এই গোশত্ কেবল ফকীর-মিসকীনদেরই হক। এমনকি অন্য কোন ধনী ব্যক্তির পক্ষেও সেই গোশ্ত খাওয়া জায়েয নয়। এ ছাড়া অন্যান্য ওয়াজিব বা নফল কুরবানীর গোশ্ত স্বয়ং কুরবানীকারী, তার বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন ধনী হলেও খেতে পারে। হানাফী ও মালেকী মায্হাব মতে তামাত্তু ও ক্বেরান হজ্জের কুরবানীও ওয়াজিব কুরবানীর অন্তর্ভুক্ত। (মাঃ কুরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড ; সূরা হজ্জ আয়াত ঃ ২৯)

হজ্জের আমলসমূহে ক্রমের গুরুত্ব

মাসআলা ঃ হজ্জের আমলসমূহের যে তরতীব বা ক্রম কুরআন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে এবং ফেক্বাহবিদগণ বিন্যস্ত করেছেন, সে অনুযায়ী হজ্জের ক্রিয়া-কর্ম আদায় করা অন্ততঃপক্ষে সুন্নত হওয়ার ব্যাপারে কারও দ্বিমত নাই। তবে ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালেক (রহঃ)-এর মতে হজ্জের কার্যক্রম রক্ষা করা ওয়াজিব। এর বিপরীত করলে ত্রুটিজনিত কুরবানী যরূরী হবে। পক্ষান্তরে, ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর মতে সুন্নত, যার বিপরীত করলে সওয়াব কম হবে, কিন্তু কুরবানী যরূরী হবে না। হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) -এর হাদীসে আছে ঃ

مَنْ قَدَّمَ شَيْئًا مِنْ نُسُكِهِ اَوْ اَخَّرَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا (رَوَاهُ اِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ مَوْقُوْفًا وَهُوَ فِيْ حُكْمِ الْمَرْفُوْعِ)

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি হজ্জের কোন আমল তার নির্ধারিত সময়ের আগে বা পরে আদায় করে, তার উপর একটি কুরবানী করা যরূরী।" (হাদীসখানি রেওয়ায়াত করেছেন ইবনে আবী শায়বাহ্ মওকূফ সনদে, কিন্তু তা মারফূ'-এর হুকুম রাখে) এ রেওয়ায়াতটি ইমাম তাহাবী (রহঃ) ভিন্ন সনদে বর্ণনা করেছেন। হযরত সাঈদ ইব্নে জুবাইর, কাতাদাহ্, নাখ্য়ী ও হাসান বসরী (রহঃ)-ও হজ্জের কার্যক্রমের বিপরীতকারীর উপর কুরবানী যরূরী বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন এবং এটাই তাদের মায্হাব।

মাসআলা ঃ মক্কার হেরেম শরীফে কোন মানুষ হত্যা তো দূরের কথা

www.pathagar.com

কোন পশুহত্যাও জায়েয নয়। তবে আলোচ্য আয়াতের (সূরা বাক্বারা, আয়াতঃ ১৯১) দ্বারা জানা যায় যে, হেরেম শরীফে যদি এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে কতল করতে উদ্যত হয়, তবে প্রতিরোধকল্পে কতলের মোকাবিলা করতে গিয়ে কতল করা জায়েয। এ মর্মে সকল ফেক্বাহ্‌বিদ একমত।

মাসআলা ঃ উক্ত আয়াত থেকে একথাও জানা যায় যে, জিহাদ অথবা আক্রমণ আরম্ভ করা কেবলমাত্র মসজিদুল হারামের পার্শ্ববর্তী এলাকায় তথা মক্কার হেরেমেই নিষিদ্ধ। অন্যান্য এলাকায় যেমন প্রতিরোধমূলক জিহাদ যরূরী, তেমনি জিহাদ ও আক্রমণ আরম্ভ করাও জায়েয। (মাঃ কুরআন ১ম খণ্ড ; সূরা বাক্বারা, আয়াত ঃ ১৯১)

এহ্‌রাম বাঁধার পর হজ্জ ও উম্‌রা আদায়ে অপারগ হলে এহ্‌রাম খোলার উপায় কি

এহ্‌রাম বাঁধার পর হজ্জ বা উমরা আদায়ে কোন কারণে অপারগ হলে কুরবানী করে এহ্‌রাম খুলে নেওয়া জায়েয। তবে পরবর্তীতে ক্বাযা করা ওয়াজিব। ছাগল, গাভী, উট প্রভৃতির যে কোন একটি কুরবানী করে এহ্‌রাম খোলা যায়। এহ্‌রাম খোলার শরীয়তসম্মত পন্থা হলো, মাথা মুণ্ডানো বা মাথার চুল কাটা। যতক্ষণ পর্যন্ত কুরবানীর পশু যথাস্থানে পৌঁছে যবেহ্‌কৃত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মুহ্‌রিম (এহ্‌রামকারী) – এর জন্য এহ্‌রাম খোলা জায়েয নয়। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে কুরবানীর স্থান বলতে হেরেমের সম্পূর্ণ সীমানাকেই বুঝায়। নিজে যবেহ্‌ করতে না পারলে অন্যের দ্বারা যবেহ্‌ করিয়ে নিবে। আলোচ্য আয়াতে শত্রু কর্তৃক বাঁধাপ্রাপ্ত হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) ও অপরাপর কয়েকজন ইমাম রোগ-পীড়াজনিত অপারগতাকেও উক্ত হুকুমের অন্তর্ভুক্ত বলে সাব্যস্ত করেছেন। কারণ, আয়াতে উল্লিখিত বিষয়ের সাথে মৌলিকভাবে এর যথেষ্ট সামঞ্জস্য রয়েছে।

এহ্‌রাম অবস্থায় মাথা মুণ্ডন করতে বাধ্য হলে কি করবে

রোগ বা পীড়ার কারণে যদি কেউ মাথা অথবা শরীরের অন্য কোন স্থানের চুল কাটতে বাধ্য হয় কিংবা মাথায় উকুন দেখা দেওয়ার দরুন বিশেষ কষ্ট হয়, তবে এমতাবস্থায় প্রয়োজন অনুপাতে চুল কাটা জায়েয। তবে রোযা, সাদ্‌কা বা

www.pathagar.com

কুরবানী দ্বারা এর ফিদ্‌ইয়া অর্থাৎ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। (সূরা বাক্বরা, আয়াতঃ ১৯৬) কুরবানীর জন্য হেরেমের সীমারেখা নির্ধারিত রয়েছে, সেখানে যবেহ্ করবে অথবা তিনটি রোযা রাখবে কিংবা ছয়জন মিসকীনকে অর্ধ সা' (পৌণে দু'সের) গম বা এর মূল্য সাদকা করবে। (মাঃ কুরআন, ১ম খণ্ড)

হজ্জের সফরে ব্যবসা বা মজ্‌দূরী করা কেমন

বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে নিয়ত ও উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে। হজ্জের সফরে পার্থিব মুনাফা অর্জন করাই যদি কারও মুখ্য উদ্দেশ্য হয় অর্থাৎ হজ্জের ইবাদত যদি প্রাসঙ্গিক ও গৌণ বিষয় হয় অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য ও হজ্জ উভয়কেই যদি সমান পর্যায়ের উদ্দেশ্য করে নেওয়া হয়, তবে তা ইখ্‌লাসের সম্পূর্ণ বিপরীত হবে। ফলে হজ্জের সওয়াবও বহুলাংশে কমে যাবে এবং হজ্জের স্বাভাবিক বরকত ও কল্যাণ থেকে এরূপ ব্যক্তি বঞ্চিত হবে। পক্ষান্তরে, হজ্জ আদায় করাই যদি আসল নিয়ত ও উদ্দেশ্য হয় অর্থাৎ বাড়ী থেকে এ উদ্দেশ্যেই বের হয়ে থাকে, অতঃপর হজ্জের খরচাদি ও গৃহস্থালী প্রয়োজনে সামান্য ব্যবসা বা মজদূরী করে, তবে তা ইখ্‌লাসের পরিপন্থী নয়। অবশ্য, এক্ষেত্রেও যে পাঁচ দিন একান্তভাবে হজ্জের জন্য নির্ধারিত, সেই দিনগুলোতে কোনরূপ ব্যবসা-বাণিজ্য বা মেহ্‌নত-মাজ্‌দূরীর কাজ না করা উত্তম। বরং এই দিনগুলোতে খালেসভাবে ইবাদত -বন্দেগী ও যিকর-আয্‌কারের মধ্যে অতিবাহিত করাই উচিত। এ পাঁচ দিনের বিশেষ গুরুত্বের কারণেই কোন কোন আলেম এ সময় ব্যবসা বা মজদূরী করতে নিষেধ করেছেন। (মাঃ কুরআন, ১ম খণ্ড; সূরা বাক্বারা, আয়াতঃ ১৯৮)

তওয়াফের পর দুই রাক্‌আত নামায আদায় করা ওয়াজিব

তওয়াফের পর দুই রাক্‌আত নামায পড়া ওয়াজিব এবং তা মাকামে ইব্‌রাহীম-এর পিছনে আদায় করা সুন্নত। যদি কোন কারণে এই নামায মাকামে ইব্‌রাহীম-এর পিছনে আদায় করা সম্ভব না হয়, তবে হেরেম শরীফে বা হেরেম শরীফের বাইরে যে কোন স্থানে আদায় করে নিলে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। (মাঃ কুরআন, ১ম খণ্ড ; সূরা বাক্বারা, আয়াত ঃ ১২৫)

www.pathagar.com

অধ্যায় ৪

বিবাহ

বিবাহ সম্পর্কিত মাসায়েল

মাসআলা ঃ পিতার বিবাহিতা স্ত্রীলোককে বিবাহ করা পুত্রের জন্য হারাম করা হয়েছে। এতে এরূপ কোন কথা নাই, যদ্দারা সেই স্ত্রীলোকের সাথে পিতার সহবাস হতে হবে বলে বুঝা যায়। অতএব, যে কোন স্ত্রীলোকের সাথে পিতার বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হলেই পুত্রের জন্য সেই স্ত্রীলোক কখনও হালাল হবেনা। অনুরূপভাবে, পিতার জন্য পুত্রের স্ত্রীকে শুধুমাত্র বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হলে বিবাহ করা দুরুস্ত নয়। আল্লামা শামী (রহঃ) বলেন ঃ

تَحْرُمُ زَوْجَةُ الْاَصْلِ وَالْفَرْعِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ دَخَلَ بِهَا اَوْ لَا

অর্থাৎ — পিতা, দাদা, পরদাদা, নানা, পরনানা ইত্যাদি যতই উর্ধে যাক না কেন এবং পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, দৌহিত্র, প্রদৌহিত্র ইত্যাদি যতই নীচের দিকে যাক না কেন তাদের স্ত্রীগণকে কেবল আক্‌দ (বিবাহ বন্ধন) হলেই বিবাহ করা হারাম, সহবাস হোক বা না হোক।

মাসআলা ঃ পিতা যদি কোন স্ত্রীলোকের সাথে ব্যভিচার করে, তাহলেও পুত্রের জন্য সেই স্ত্রীলোককে বিবাহ করা হালাল নয়।

নিজের মাকে বিবাহ করা হারাম। দাদী, নানী সকলেই উক্ত বিধানের ব্যাপকতায় হারাম হওয়ার হুকুমে শামিল রয়েছে।

নিজের ঔরসজাত কন্যাকে বিবাহ করা হারাম। কন্যার কন্যাকে এবং পুত্রের কন্যাকেও বিবাহ করা হারাম।

সারকথা এই যে, কন্যা, পৌত্রী, প্রপৌত্রী, দৌহিত্রী, প্রদৌহিত্রী — এদেরকে বিবাহ করা হারাম। নিজের স্ত্রীর অন্য স্বামীর ঔরসজাত কন্যাকে বিবাহ করা

www.pathagar.com

জায়েয কিনা, সে সম্পর্কে পরে বর্ণনা করা হবে। যে পুত্র-কন্যা ঔরসজাত নয় বরং পালিত, তাদেরকে এবং তাদের সন্তানদেরকে বিবাহ করা জায়েয- যদি অন্য কোনরূপে অবৈধতা এসে না থাকে। এমনিভাবে ব্যভিচারের মাধ্যমে যে কন্যা জন্মগ্রহণ করে, সে-ও কন্যারই পর্যায়ভুক্ত। তাই, এদেরকে বিবাহ করাও দুরুস্ত নয়। সহোদরা বোনকে বিবাহ করা হারাম। বৈমাত্রেয়ী ও বৈপিত্রেয়ী বোনকেও বিবাহ করা হারাম। পিতার সহোদরা, বৈমাত্রেয়ী ও বৈপিত্রেয়ী বোনদেরকে অর্থাৎ তিন প্রকার ফুফুকেই বিবাহ করা হারাম।

আপন মার সহোদরা, বৈমাত্রেয়ী ও বৈপিত্রেয়ী তিন প্রকার বোনকেই বিবাহ করা হারাম।

ভাইয়ের কন্যাদেরকে অর্থাৎ ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিবাহ করা হারাম ; এখানে ভাই আপন হোক, বৈমাত্রেয় হোক বা বৈপিত্রেয় হোক সর্বক্ষেত্রেই এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য।

বোনের কন্যাদেরকে অর্থাৎ ভাগ্নেয়ীদেরকে বিবাহ করা হারাম। এখানে বোন বলতে ব্যাপক অর্থে আপন, বৈমাত্রেয়ী ও বৈপিত্রেয়ী বোনকে বুঝতে হবে।

যে সব স্ত্রীলোকের দুধ পান করা হয়, তারা আপন মা না হলেও বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে তারা আপন মার পর্যায়ভুক্ত, অর্থাৎ তাদেরকেও বিবাহ করা হারাম। অল্প দুধ পান করা হোক বা বেশী, একবার পান করা হোক বা কয়েকবার— সর্বাবস্থায় বিবাহ হারাম হয়ে যায়। ফেক্বাহ্‌বিদগণের পরিভাষায় এ নিষিদ্ধতাকে 'হুরমতে রাযাআত' বলা হয়। তবে এতটুকু স্মরণ রাখা যরূরী যে, এই হুরমতে রাযাআত কার্যকরী হওয়ার জন্য যরূরী হলো, দুধ পানের বয়সে দুধ পান করা। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ -

"দুধ পানের কারণে যে অবৈধতা প্রমাণিত হয়, তা সে সময়ে দুধ পান করলে হবে, যখন দুধ পান করলে শিশুর শরীর বর্ধিত হয়।" (বুখারী, মুসলিম)

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এর মতে দুগ্ধপানের সময়কাল হচ্ছে, শিশুর জন্মের পর থেকে আড়াই বছর পর্যন্ত। অন্যান্য ফেক্বাহ্‌বিদগণের মতে যাদের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর বিশিষ্ট শাগ্‌রেদ ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ

www.pathagar.com

(রহঃ)-ও রয়েছেন; মাত্র দুই বছর বয়স পর্যন্ত দুধ পান করলে বিবাহের নিষিদ্ধতা প্রমাণিত হবে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এ-অভিমত অনুযায়ী ফত্ওয়াও দিয়েছেন। যদি কোন বালক-বালিকা দুধ পানের বয়স পার হওয়ার পর কোন স্ত্রীলোকের দুধ পান করে, তবে এতে দুধপান জনিত নিষিদ্ধতা প্রমাণিত হবে না।

দুধপানের সাথে সম্পর্কিত বোনদেরকেও বিবাহ করা হারাম। এর বিস্তারিত বিবরণ এই যে, কোন বালক বা বালিকা দুধপানের নির্দিষ্ট সময়কালে যদি কোন নারীর দুধ পান করে, তবে এই নারী তাদের দুধ মা, তার স্বামী তাদের দুধ পিতা এবং তার পুত্র-কন্যারা তাদের দুধ ভাই-বোন হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে, সেই মহিলার বোনেরা তাদের খালা, ভাসুর ও দেবররা তাদের দুধ চাচা এবং তার স্বামীর বোনেরা তাদের ফুফু হয়ে যাবে। ফলে, তাদের মধ্যে পরস্পর দুধপান-জনিত অবৈধতা সাব্যস্ত হয়।

বংশগত সম্পর্কের কারণে যাদের পরস্পর বিবাহ হারাম, দুধপান-জনিত কারণে সৃষ্ট সেইসব সম্পর্কের আত্মীয়দের পরস্পরেও বিবাহ হারাম।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

"বংশগত সম্পর্কে যারা হারাম হয়, দুধ সম্পর্কেও তারা হারাম হয়ে যায়।"

মুসলিম শরীফে বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে আছে ঃ

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ

'আল্লাহ্ তা'আলা বংশগত সম্পর্কে যাদেরকে হারাম করেছেন, দুধ সম্পর্কেও তাদেরকে হারাম করেছেন।"

মাসআলা ঃ কোন বালক-বালিকা যদি কোন মহিলার দুধ পান করে, তবে তাদের পরস্পর বিবাহ হতে পারেনা। এমনিভাবে দুধভাই ও দুধবোনের কন্যাকে বিবাহ করা বৈধ নয়।

মাসআলা ঃ দুধভাই দুধবোনের বংশগত মাকে বিবাহ করা জায়েয এবং বংশগত বোনের দুধমাকেও বিবাহ করা জায়েয। এমনিভাবে দুধবোনের বংশগত

www.pathagar.com

বোনকে এবং বংশগত বোনের দুধবোনকেও বিবাহ করা জায়েয।

মাসআলা ঃ কোন পুরুষের বুকে যদি দুধ হয় এবং কোন শিশু তা পান করে তবে এ দ্বারা পান জনিত অবৈধতা প্রমাণিত হবে না।

মাসআলা ঃ যদি দুধপানে সন্দেহ হয়, তবে এতে দুধপান জনিত অবৈধতা প্রমাণিত হবেনা। কোন মহিলা কোন শিশুর মুখে স্তন দেওয়ার পর যদি দুধ প্রবেশের ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়, তবে এতে অবৈধতা সাব্যস্ত হবেনা এবং বিবাহ হালাল থাকার ব্যাপারে তা কোনরূপ ক্রিয়া করবে না।

মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করার পর যদি অন্য কোন মহিলা দাবী করে যে, আমি তোমাদের উভয়কে দুধ পান করিয়েছি, এক্ষেত্রে তারা উভয়ই যদি উক্ত মহিলার দাবীর সত্যয়ন করে, তবে তাদের বিবাহ ফাসেদ হওয়ার ফয়সালা দেওয়া হবে। আর তারা যদি উক্ত দাবীকে মিথ্যা বলে অভিহিত করে এবং সেই মহিলা দ্বীনদার ও আল্লাহ্ভীরু হয়, তবে বিবাহ ফাসেদ হওয়ার ফয়সালা করা হবেনা; কিন্তু এর পরেও তালাক দিয়ে তাদের পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াই উত্তম।

মাসআলা ঃ দুগ্ধপান জনিত অবৈধতা প্রমাণ করার জন্য দুইজন দ্বীনদার পুরুষের সাক্ষ্য যরূরী; একজন পুরুষ বা একজন মহিলার সাক্ষ্য দ্বারা অবৈধতা প্রমাণিত হবেনা। কিন্তু ব্যাপারটি যেহেতু হালাল হারামের সাথে সম্পর্কিত, তাই সাবধানতা অবলম্বন করা উত্তম। এমনকি কোন কোন ফেক্বাহবিদ লিখেছেন যে, কোন মহিলাকে বিবাহ করার সময় যদি একজন দ্বীনদার পুরুষ সাক্ষ্য দেয় যে, এরা দুজন পরস্পর দুধ ভাই-বোন, তবে এ বিবাহ জায়েয হবেনা। আর যদি বিবাহের পর উক্তরূপ সাক্ষ্য (একজন পুরুষ) প্রদান করে, তবে তাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াই উত্তম। এমনকি একজন মহিলাও যদি উক্তরূপে সাক্ষ্য দেয়, তবুও বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করাই উত্তম।

মাসআলা ঃ মুখ অথবা নাকের পথে দুধ পানের নির্দিষ্ট সময়কালে যদি দুধ ভিতরে প্রবেশ করে, তবে অবৈধতা প্রমাণিত হবে। এছাড়া অন্য যে কোন পথে দুধ ভিতরে প্রবেশ করলে অথবা দুধের ইনজেকশন করলে দুধপান জনিত অবৈধতা প্রমাণিত হবে না।

মাসআলা ঃ স্ত্রীলোকের দুধ ছাড়া অন্য কোন দুধের দ্বারা দুধজনিত অবৈধতা

www.pathagar.com

প্রমাণিত হয় না, যেমন চতুষ্পদ জন্তুর দুধ বা কোন পুরুষের দুধ।

মাসআলা ঃ নারীর দুধ যদি ঔষধের সাথে কিংবা গরু, ছাগল, বা মহিষের দুধের সাথে মিশ্রিত করে দেওয়া হয় এবং তাতে যদি নারীর দুধের পরিমাণ অধিক মিশানো হয় অথবা উভয় প্রকার দুধ সমান হয়, তবে কোন শিশু এ মিশ্রিত দুধ পান করলে, দুধপানজনিত অবৈধতা প্রমাণিত হবে। আর যদি নারীর দুধের পরিমাণ কম থাকে, তবে তাতে অবৈধতা প্রমাণিত হবে না।

মাসআলা ঃ দুইজন দ্বীনদার পুরুষের সাক্ষ্য দ্বারা যেমন দুধপানজনিত অবৈধতা প্রমাণিত হয় তেমনিভাবে একজন দ্বীনদার পুরুষ ও দুইজন মহিলার সাক্ষ্য দ্বারাও তা প্রমাণিত হয়ে যায়। কাজেই সাবধানতা হলো, সাক্ষীর নির্ধারিত সংখ্যা পূর্ণ না হলেও সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকার জন্যে অবৈধতার দিকটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

মাসআলা ঃ স্ত্রীদের মাতাগণও স্বামীদের জন্য হারাম। এখানে স্ত্রীদের নানী, দাদী বংশগত হোক বা দুধগত সবাই শামিল।

মাসআলা ঃ বিবাহিতা স্ত্রীর মা যেমন হারাম, তেমনি ঐ মহিলার মাও হারাম যার সাথে সন্দেহবশতঃ সহবাস করা হয়েছে বা যার সাথে ব্যভিচার করা হয়েছে অথবা যাকে কামভাব সহকারে স্পর্শ করা হয়েছে।

মাসআলা ঃ বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন হওয়া মাত্রই স্ত্রীর মা হারাম হয়ে যায়, এই হুরমত বা হারাম হওয়ার জন্য সহবাস ইত্যাদি যরূরী নয়। যে মহিলার সাথে বিবাহ করার পর স্বামী সহবাস করেছে, সেই মহিলার কন্যা, যে পূর্ব-স্বামীর দ্বারা হয়েছে এমনিভাবে সেই মহিলার পৌত্রী, দৌহিত্রী বর্তমান স্বামীর জন্য হারাম হয়ে গেছে, তাদেরকে বিবাহ করা জায়েয নয়। কিন্তু যদি সহবাস না করে থাকে অর্থাৎ স্ত্রীর সাথে শুধুমাত্র বিবাহ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, তবে এতে উপরোল্লিখিত নারীরা হারাম হবেনা। তবে যদি বিবাহের পর কামভাব সহকারে স্পর্শ করে থাকে অথবা তার গুপ্তাঙ্গের অভ্যন্তরে কামাতুর দৃষ্টি করে থাকে, তবে তা সহবাসেরই পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য হবে। ফলে, এরূপ আচরণের দ্বারাও এই মহিলার কন্যা ও অন্যান্যরা স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যায়।

মাসআলা ঃ যে মহিলার সাথে সন্দেহবশতঃ সহবাস করা হয়েছে অথবা ব্যভিচার করা হয়েছে, সেই মহিলার কন্যা, পৌত্রী, দৌহিত্রী উক্ত সহবাসকারী ও ব্যভিচারীর উপর হারাম হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

পুত্রের স্ত্রী হারাম। পৌত্র ও দৌহিত্রও যেহেতু পুত্রের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত সুতরাং তাদের স্ত্রীদেরকেও বিবাহ করা জায়েয নয়।

পোষ্য পুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ করা হালাল। আর দুধপুত্র যেহেতু বংশগত পুত্রের ন্যায়, তাই দুধপুত্রের স্ত্রীকেও বিবাহ করা হারাম।

দুই বোনকে একত্রে বিয়েতে রাখা হারাম। সহোদরা বোন হোক বা বৈমাত্রেয়ী কিংবা বৈপিত্রেয়ী, অনুরূপভাবে বংশগত হউক বা দুধগত হউক-বিধান সকলের জন্য প্রযোজ্য। অবশ্য এক বোন তালাকপ্রাপ্তা হলে অপর বোনকে বিবাহ করা জায়েয হবে এবং তা ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর। ইদ্দতের সময়ে বিবাহ জায়েয নয়।

মাসআলা ঃ একসাথে দুই বোনকে এক ব্যক্তির বিবাহে একত্রিত করা যেমন হারাম, তেমনি ফুফু, ভ্রাতুষ্পুত্রী ও খালা এবং ভাগ্নেয়ীকে এক ব্যক্তির বিবাহে একত্রিত করা হারাম। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْءَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْءَةِ وَخَالَتِهَا -

"ফুফু-ভাতিজীকে এবং খালা-ভাগ্নেয়ীকে বিবাহে একত্র করা জায়েয নয়।"

মাসআলা ঃ ফেক্বাহ্‌বিদগণ একটি সামগ্রিক নীতি এই লিখেছেন যে, প্রত্যেক দুই মহিলা যাদের যে কোন একজনকে পুরুষ ধরা হলে শরীয়তের আইনে তাদের মধ্যে বিবাহ দুরুস্ত হয় না এমন দুই মহিলা এক ব্যক্তির বিবাহে একত্রিত হতে পারে না। (মাঃ কুরআন, ২য় খণ্ড ; সূরা নিসা, আয়াত ঃ ২৩)

মাসআলা ঃ যদি কোন কাফের স্ত্রীলোক দারুল-হর্‌বে (শত্রু দেশে) মুসলমান হয়ে যায় এবং তার স্বামী কাফের থাকে, তবে তিন হায়েয অতিবাহিত হওয়ার পর কাফের স্বামী উক্ত মহিলার বিবাহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

মাসআলা ঃ কোন কাফের স্ত্রীলোক যদি দারুল ইসলামে মুসলমান হয়ে যায় এবং তার স্বামী কাফের থাকে, তবে হাকেম বা শরীয়ত অনুমোদিত বিচারক স্বামীর সম্মুখে ইসলাম পেশ করবে। এতে মুসলমান হতে যদি সে অস্বীকার করে, তবে বিচারক তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ করে দিবে এবং এ বিচ্ছেদ তালাক হিসাবে

www.pathagar.com

গণ্য হবে। এরপর যথারীতি ইদ্দত পালন করে সেই মহিলা অন্যত্র বিবাহ বসতে পারে। (মাঃ কুরআন, ২য় খণ্ড ; সূরা নিসা, আয়াত ঃ ২৪)

বিবাহ সম্পর্কে যরূরী বিধান

মাসআলা ঃ বিবাহ এমন একটি ব্যাপার, যদি এতে দম্পতির উভয়ের মধ্যে স্বভাবগত সাদৃশ্য না হয়, তবে বিবাহের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়, একে অপরের হক আদায়ে ত্রুটি হয়, পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ ও কলহ-কোন্দল লেগেই থাকে। এজন্যে শরীয়ত এ ক্ষেত্রে কুফু--অর্থাৎ পরস্পর সাদৃশ্য ও সমতার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখার নিমিত্ত নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, উচ্চ বংশের লোক অপেক্ষাকৃত নীচ বংশের লোকদেরকে অপকৃষ্ট ও হীন মনে করবে। বস্তুতঃ ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে মান-মর্যাদার আসল ভিত্তি তাক্ওয়া ও পরহেযগারীর উপর। এতে বংশগত কৌলিন্য যতই থাকুক না কেন আল্লাহ তাআলার নিকট এর বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই।

সারকথা এই যে, বিবাহের ব্যাপারে পরস্পর সমতা ও সাদৃশ্য রক্ষা করা দ্বীন-ইসলামে বিশেষভাবে কাম্য। যাতে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সম্প্রীতি ও মনে মিল বজায় থাকে। তবে এই সমতা ও সাদৃশ্যের উর্ধ্বে আরও অধিক গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় যদি সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহলে কনে এবং তার অভিভাবকদের জন্য সাদৃশ্যের বাইরে অন্যত্র বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা জায়েয হবে। (মাঃ কুরআন, ৭ম খণ্ড; সূরা আহ্যাব, আয়াত ঃ ৩৭)

স্বামী-স্ত্রীর বয়সের সামঞ্জস্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা উত্তম

মাসআলা ঃ স্বামী-স্ত্রী সমবয়স্ক হলে তাদের পরস্পর মনের ও মতের মিল অধিক হবে এবং একে অপরের সুখ ও কৌতূহলের প্রতি অধিক খেয়াল রাখবে। এ থেকে এ কথাও জানা গেল যে, স্বামী-স্ত্রীর বয়সের সামঞ্জস্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা চাই। কেননা, এ দ্বারা পারস্পরিক ভালবাসা ও মহব্বতও জন্মায় এবং বৈবাহিক সম্পর্ক অধিক সুখকর ও স্থায়ী হয়। (মাঃ কুরআন, ৭ম খণ্ড ; সূরা সোয়াদ, আয়াত ঃ ৫২)

www.pathagar.com

বিবাহ সম্পর্কিত আরও কতিপয় বিধান

মাসআলা ঃ বিবাহের পর যথার্থ নির্জনবাস (خلوت صحيحة)-এর পূর্বেই যদি স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হয়, তবে তালাকপ্রাপ্তা এই মহিলার পক্ষে ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব নয় ; সে তালাকের পর পরই অন্যত্র বিবাহ বসতে পারে। আয়াতে উল্লিখিত 'হাতে স্পর্শ করা'র অর্থ সহবাস। সহবাস হাকীকী বা হুক্‌মী হওয়া এবং উভয়টির একই হুকুম হওয়া পূর্বে আলোচিত হয়েছে। শরীয়ত অনুমোদিত সহবাস (صحبت حكمية) যথার্থ নির্জনবাস (خلوت صحيحة) -দ্বারা সংঘটিত হয়ে যায়।

দ্বিতীয় হুকুম এই যে, তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের সাথে সামান-সামগ্রী দিয়ে বিদায় করা চাই। যে কোন প্রকার তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে কিছু সামগ্রী উপঢৌকন দিয়ে বিদায় করা মুস্তাহাব এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ওয়াজিব। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ তফসীরের সার-সংক্ষেপে প্রদত্ত হয়েছে এবং সূরা বাক্বারার لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। কুরআনের এ বাক্যে মাতা' (متاع) শব্দ গ্রহণের কারণ ও তাৎপর্য এই হতে পারে যে, শব্দটি আপন অর্থের দিক দিয়ে ব্যাপক-মানুষের জন্য উপকারী যে কোন বস্তুকে বুঝায়। নারীর অবশ্য প্রাপ্য (حقوق واجبة) মোহরানা হক প্রভৃতিও এর অন্তর্ভুক্ত। যদি মোহরানা প্রদান করা না হয়ে থাকে, তবে তালাকের সময় সানন্দে ও সাগ্রহে তা প্রদান করবে। আর ওয়াজিব বহির্ভূত প্রাপ্য (حقوق غير واجبة) যথা তালাকপ্রাপ্তা নারীকে বিদায়ের সময় পূর্ণ পোষাক প্রদান করা এই বিধানও মাতা' শব্দের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা প্রত্যেক প্রকার তালাক প্রাপ্তাকে প্রদান করা মুস্তাহাব। (মাবসূত, মুহীত, রূহ)। হাদীস শাস্ত্র বিশারদ আবদুবনু হুমাইদ হযরত হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন, মাতা' ও সামান-সামগ্রী প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তাকে প্রদান করতে হয়, তার সাথে যথার্থ নির্জনবাস হোক বা না হোক এবং মোহরানার হক তার প্রাপ্য হোক বা না হোক। (মাঃ কুরআন, ৭ম খণ্ড ; সূরা আহ্‌যাব, আয়াত ঃ ৪৯)

www.pathagar.com

চার জনের অধিক নারীকে এক সাথে বিবাহে রাখা হারাম

মাসআলা ঃ ইসলাম বহুবিবাহের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে এবং চারজনের অধিক নারীকে একসাথে বিবাহে রাখা হারাম সাব্যস্ত করেছে। একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের প্রাপ্য হক ও অধিকার আদায়ে এবং ইনসাফ ও সমতা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ইসলাম জোর-তাকীদ দিয়েছে এবং এই নীতির বিপরীতকারীর জন্য কঠিন শাস্তির ঘোষণা করেছে। (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ মাঃ কুরআন, ২য় খণ্ড; সূরা নিসা, আয়াত ঃ ৩)

নারী জিনের সাথে মানুষের বিবাহ

মাসআলা ঃ এ ব্যাপারে কেউ কেউ এ জন্যে সন্দেহ করেছেন যে, তারা জিন জাতিকে মানবের ন্যায় সন্তান উৎপাদন ও বংশবৃদ্ধির যোগ্য মনে করেন নাই। ইব্নে আরাবী (রহঃ) স্বীয় তফসীর গ্রন্থে এ ধারণাকে ভ্রান্ত বলেছেন। সহীহ্ হাদীসসমূহে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, মানুষের ন্যায় জিনদের মধ্যেও সন্তান উৎপাদন ও বংশবৃদ্ধির যোগ্যতা রয়েছে। দ্বিতীয় প্রশ্ন –মানুষের জন্য নারী জিনকে বিবাহ্ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে হালাল হবে কিনা ? এ ব্যাপারে ফেক্বাহ্বিদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অনেকেই জায়েয সাব্যস্ত করেছেন। কেউ কেউ ভিন্ন জাতি হিসাবে জীব-জানোয়ারের ন্যায় ধরে হারাম বলেছেন। (মাঃ কুরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড ; সূরা নাম্ল, আয়াত ঃ ২৩)

মুতা' সম্পর্কিত মাসায়েল

মাসআলা ঃ মুতা' বিবাহের ন্যায় মুআক্কাত (নির্দিষ্ট সময়ের জন্য) বিবাহও হারাম ও বাতিল। মুআক্কাত বিবাহ বলতে নির্দিষ্ট সময়সীমার জন্য বিবাহকে বুঝায়। মুতা' ও মুআক্কাত বিবাহের মধ্যে পার্থক্য এই যে, মুতা' বিবাহ-বন্ধনে মুতা' শব্দ প্রয়োগ করা হয় আর মুআক্কাত বিবাহ নিকাহ্ (বিবাহ) শব্দের মাধ্যমে হয়। (মাঃ কুরআন, ২য় খণ্ড ; সূরা নিসা, আয়াত ঃ ২৪)

www.pathagar.com

কাফেরের স্ত্রী মুসলমান হয়ে যাওয়ার বিধান

মাসআলা ঃ যে নারী কোন কাফেরের বিবাহাধীন থাকা অবস্থায় মুসলমান হয়ে যায়, তার বিবাহ কাফেরের সঙ্গে আপনা-আপনিই ভঙ্গ হয়ে যায়, তারা একে অপরের জন্য হারাম। এ কারণেই নারীদেরকে সন্ধির শর্তের মধ্যে প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে। কেননা, তারা কাফের স্বামীদের জন্য হালাল থাকে নাই।

কাফের পুরুষের স্ত্রী মুসলমান হয়ে গেলে বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার বিষয় উল্লিখিত আয়াতে (সূরা মুমতাহিনাহ্, আয়াত ঃ ১০) জানা গেছে ; কিন্তু অপর কোন মুসলমানের সাথে বিবাহাবদ্ধ হওয়া কখন জায়েয হবে— এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে আসল নীতি এই যে, যে কাফেরের স্ত্রী মুসলমান হবে, সেই কাফের ব্যক্তিকে ইসলামী শরীয়তের বিচারক আহ্বান করে বলবে- তুমিও যদি মুসলমান হয়ে যাও, তবে তোমাদের বিবাহ বহাল থাকবে, নতুবা বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যাবে। এরপরেও যদি সে ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তবে উভয়ের বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পন্ন হয়ে গেল। এখন সেই নারী অপর কোন মুসলমান পুরুষের বিবাহ বন্ধনে আসতে পারে। এ কথা বলা বাহুল্য যে, ইসলামী বিচারকের পক্ষে কাফের স্বামীকে উপস্থিত করার বিষয়টি ইসলামী হুকুমতেই সম্ভবপর হতে পারে ; দারুল-কুফ্‌র বা শত্রুদেশে উক্তরূপ ঘটনা সংঘটিত হলে কাফের স্বামীকে ইসলাম গ্রহণের জন্য বলা, অতঃপর তার অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করার এমন কোন পন্থা বাস্তবায়িত হওয়ার নয়, যার উপর ভিত্তি করে বিবাহ বিচ্ছেদের ফয়সালা করা যাবে। এমতাবস্থায় স্বামী -স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ তখন সম্পন্ন হবে, যখন স্ত্রী হিজরত করে দারুল -ইসলামে পৌঁছে যাবে, অথবা মুসলমানদের সেনাছাউনীতে এসে যাবে। সেনাছাউনীতে পৌঁছে গেলেও ফেকাহ্‌বিদগণের পরিভাষাগত 'ইখ্‌তিলাফে দারাইন' সংঘটিত হয়ে যায়। মোটকথা, কাফের পুরুষ এবং তার মুসলমান স্ত্রীর মধ্যে যখন দুই দেশের ব্যবধান হয় অর্থাৎ একজন দারুল -ইসলামে অপরজন দারুল-কুফরে থাকে, তখন বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পন্ন হয়ে যায় এবং মহিলা অপর মুসলমান পুরুষের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য স্বাধীন হয়ে যায়। (মা ঃ কুরআন ৮ম খণ্ড; সূরা মুমতাহিনাহ্, আয়াত ঃ ১০)

www.pathagar.com

স্ত্রীর প্রয়োজনীয় খরচাদি স্বামীর দায়িত্বে

স্ত্রীর জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনীয় ব্যয়াদির দায়িত্ব স্বামীর উপরে বর্তায়। সংশ্লিষ্ট সর্ববিধ মেহ্নত-পরিশ্রমের বিষয়ে স্বামী একাই যিম্মাদার। হযরত আদম ও হাউওয়া আলাইহিমাস্ সালাম পৃথিবীতে অবতরণের পর জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনীয় বিষয়াদির উপার্জনের ব্যাপারে একা হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের উপরেই দায়িত্ব বর্তায়। হযরত হাউওয়া আলাইহাস্ সালামের ব্যয়াদি ও প্রয়োজনীয় বিষয়াদির ব্যবস্থা একা হযরত আদমেরই করতে হয়।

আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) বলেন, কেবল চার বিষয়ে স্ত্রীর ব্যয়ভার গ্রহণ করা স্বামীর দায়িত্ব-খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র ও বাসস্থান। এর অধিক যা কিছু খরচ করবে, তা স্বামীর পক্ষ হতে স্ত্রীর জন্য অনুগ্রহ ও এহ্সান হবে ; অপরিহার্য বা ওয়াজিব বলে গণ্য হবে না।

স্ত্রীর খরচাদি স্বামীর অবস্থা অনুপাতে হবে না স্ত্রীর অবস্থা অনুপাতে

এ ব্যাপারে ঐক্যমত রয়েছে যে, স্বামী স্ত্রী উভয়েই ধনী হলে ধনী সুলভ এবং উভয়েই দরিদ্র হলে দরিদ্র সুলভ ব্যয়ভার বহন করা ওয়াজিব হবে। আর যদি উভয়ের অবস্থায় তারতম্য থাকে, তবে এ বিষয়ে ফেক্বাহ্বিদগণের মতভেদ রয়েছে। আল্লামা খাস্সাফের এ উক্তির উপর 'হেদায়া' গ্রন্থকার ফত্ওয়া দিয়েছেন যে, স্ত্রী গরীব আর স্বামী মালদার হলে মধ্যম পর্যায়ের ব্যয়ভার বহন করা স্বামীর কর্তব্য হবে অর্থাৎ গরীবদের তুলনায় অধিক এবং ধনীদের তুলনায় কম। আল্লামা কার্খী (রহঃ)-এর মতে সর্বাবস্থায় স্বামীর অবস্থা অনুপাতে ব্যয় বহন ওয়াজিব হবে। 'ফত্হুল কাদীর' গ্রন্থে অনেক ফুক্বাহা'র ফত্ওয়া এ অনুযায়ীই নকল করা হয়েছে। (মা ঃ কুরআন, ১ম খণ্ড)

বসবাসের ব্যাপারে স্ত্রী স্বামীর অধীন

মাসআলা ঃ اُسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ এ আয়াতে দু'টি মাসআলার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। প্রথমতঃ স্ত্রীর বাসস্থানের ব্যাবস্থা করা স্বামীর দায়িত্ব। দ্বিতীয়ত ঃ বসবাসের ব্যাপারে স্ত্রী স্বামীর অধীন। যে বাড়ীতে স্বামী বসবাস

www.pathagar.com

করবে, সে বাড়ীতেই স্ত্রীর বসবাস করা উচিত। (মাঃ কুরআন, ১ম খণ্ড; সূরা বাক্বারা, আয়াতঃ ৩৫)

স্ত্রী ছাড়া অন্য কারও ভরণ-পোষণ যা শরীয়ত কোন ব্যক্তির দায়িত্বে আরোপ করেছে, তাতেও চারটি বস্তু তার যিম্মায় ওয়াজিব হবে। যেমন পিতামাতা অভাবী ও অপারগ হলে তাদের ব্যয়ভার বহন করা সন্তানের উপর ওয়াজিব। বিস্তারিত বিবরণ ফেক্বাহ্‌র কিতাব সমূহে দ্রষ্টব্য। (মা ঃ কুরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড; সূরা তোয়াহা, আয়াত ঃ ১১৭)

স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া-কলহে অযথা অন্যের দখল দেওয়া অনুচিত

স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া-কলহ ও সন্ধি-সমঝোতার ব্যাপারে উত্তম হলো এই যে, এগুলোর মধ্যে তৃতীয় কোন ব্যক্তি দখল দিবেনা বরং স্বামী -স্ত্রী নিজেরাই কোন সমঝোতায় উপনীত হয়ে যাবে। কেননা, তৃতীয় ব্যক্তি দখল দিলে অনেক সময় সন্ধি-সমঝোতাই অসম্ভব হয়ে পড়ে।। আর যদি সমঝোতা হয়েও যায় তবুও স্বামী-স্ত্রীর দোষ -ত্রুটি অযথা অন্য লোকের গোচরীভূত হয়, যা থেকে বেচেঁ থাকা তাদের উভয়ের জন্যেই মঙ্গলজনক। (মাঃ কুরআন, ২য় খণ্ড; সূরা নিসা, আয়াতঃ ১২৭)

গুনাহ্‌গার স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখা অনুচিত

উলামায়েকেরাম আলোচ্য আয়াত (সূরা তাগাবুন, আয়াতঃ ১৪) দ্বারা প্রমাণ করে বলেছেন যে, আপন পরিবার-পরিজনের কার দ্বারা যদি শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ হয়ে যায়, তবে তাদের প্রতি নারাজী বা অসন্তুষ্টির কারণে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করা , বিদ্বেষ রাখা অথবা তাদের জন্য বদ্‌দো'আ করা অনুচিত।

কন্যা সন্তান জন্ম হওয়া কোন অপমান নয়

মাসআলা ঃ কন্যা সন্তানের জন্ম গ্রহণকে পরিবারের জন্য আপদ ও অপমান মনে করা জায়েয নয়, এটা কাফেরদের কাজ। তফসীরে রূহুল মা'আনীতে

www.pathagar.com

'শির্'আ' কিতাবের বরাতে লিখা হয়েছে যে, কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে মুসলমানদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিত, যাতে জাহেলিয়্যাত যুগের কুপ্রথার খণ্ডন হয়ে যায়। এক হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, "ঐ মহিলা পুণ্যময়ী, যার গর্ভে প্রথম কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করে।" (মা ঃ কুরআন, ৫ম খণ্ড : সূরা নাহ্ল, আয়াত ঃ ৫৯)

স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয

ফেক্বাহ্বিদগণ বলেন, আলোচ্য আয়াত (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا) থেকে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রত্যেক মুসলমানের উপর তার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে শরীয়তের ফরয কার্যসমূহ ও হালাল-হারামের বিধানাবলী শিক্ষা দেওয়া এবং সে অনুযায়ী আমল করানোর চেষ্টা করা ফরয। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্ সেই ব্যক্তির উপর রহমত নাযিল করেন, যে বলে— "হে আমার স্ত্রী-সন্তানগণ! তোমাদের নামায, তোমাদের রোযা, তোমাদের যাকাত, তোমাদের মিসকীন, তোমাদের এতীম এবং তোমাদের প্রতিবেশী, আশা করা যায় আল্লাহ্ তা'আলা সবাইকে সেই ব্যক্তির সাথে জান্নাতে সমবেত করবেন।" 'তোমাদের নামায, তোমাদের রোযা' ইত্যাদি বলার অর্থ এই যে, এগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখ-এতে যেন গাফ্লতি দেখা না দেয়। 'তোমাদের মিসকীন, তোমাদের এতীম' ইত্যাদি বলার অর্থ এই যে, তাদের প্রাপ্য হক ও দায়িত্বাবলী তোমরা সাগ্রহে ও আনন্দচিত্তে আদায় কর। এক বুযুর্গ বলেন, ক্বিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি সর্বাধিক আযাবে থাকবে, যার পরিবার-পরিজন দ্বীনের ব্যাপারে অজ্ঞ ও উদাসীন ছিল। (রূহ) (মা ঃ কুরআন, ৮ম খণ্ড; সূরা তাহ্রীম, আয়াত ঃ ৬)

সন্তান ভুল-ত্রুটি করলে তার সাথে কি আচরণ করা চাই?

মাসআলা ঃ সন্তানের দ্বারা কোন পাপ বা ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে পিতার কর্তব্য হলো, শিক্ষা ও সদুপদেশের মাধ্যমে তার সংশোধনের চিন্তা করা। যতক্ষন পর্যন্ত সংশোধনের আশা থাকে ততক্ষন সম্পর্কচ্ছেদ না করা চাই। অবশ্য যদি

www.pathagar.com

সংশোধনের আশা না থাকে এবং তার সাথে সম্পর্ক রাখলে অন্যান্যদের ধর্মীয় ক্ষতির আশংকা থাকে, তবে সম্পর্কচ্ছেদ করাই শ্রেয়ঃ। (মা ঃ কুরআন, ৫ম খণ্ড; সূরা ইউসুফ,আয়াত ঃ ৬৬)

নির্দিষ্ট করে স্ত্রীর আলোচনা সাধারণ মজলিসে না করা বরং ইশারা-ইঙ্গিতে কাজ নেওয়া উত্তম

মাসআলা ঃ اهل শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। এতে স্ত্রী এবং পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিও শামিল রয়েছে। এ স্থলে যদিও হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের সাথে একমাত্র তার স্ত্রীই ছিলেন; অন্য কেউ ছিলনা, তবু এই ব্যাপক শব্দ প্রয়োগের মধ্যে এদিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সাধারণ মজলিসে কেউ নিজের স্ত্রীর আলোচনা করলে ব্যাপক শব্দাবলীর মাধ্যমে করা উত্তম। যেমন আমাদের সমাজে এভাবে বলার প্রচলন রয়েছে—আমার পরিবারের লোক এ কথা বলে। (মাঃ কুরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড; সূরা নাম্‌ল, আয়াতঃ ৭)

স্ত্রীর সাথেও অস্বাভাবিক কর্মে লিপ্ত হওয়া হারাম

মাসআলা ঃ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ

এ আয়াতে من অব্যয়টি পরিভাষাগতভাবে বর্ণনাবোধক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তখন মর্ম হবে, তোমাদের যৌন অভিলাষ পূরণের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে ছেড়ে তোমরা তোমাদের সহজাত পুরুষদেরকে স্বীয় যৌন অভিলাষ পূরণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করছো, যা তোমাদের অশালীন মনোবৃত্তির পরিচায়ক।

এখানে من অব্যয়টি تبعيض অর্থাৎ অঙ্গবিশেষকে বোঝানোর অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। তখন আয়াতে এদিকে ইঙ্গিত হবে যে, তোমাদের স্ত্রীগণের যে স্থান তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যা স্বাভাবিক, সেই স্থান ছেড়ে তাদের সাথে অস্বাভাবিক কর্মে লিপ্ত হও, যা নিশ্চিত হারাম। মোটকথা, এই দ্বিতীয় অর্থের দৃষ্টিতে এ বিষয়ও প্রমাণিত হয়ে গেল যে, নিজের স্ত্রীর সাথে

www.pathagar.com

অস্বাভাবিক কর্ম করা হারাম। হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ লোকদের প্রতি লা'নত করেছেন। (রূহ)

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ -

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, সমকামীদেরকে প্রাচীর চাপা দিয়ে কিংবা উঁচু স্থান থেকে মাটিতে নিক্ষেপ করে শাস্তি দেওয়া জায়েয। হানাফীগণের মাযহাবও তাই। কেননা, লূত সম্প্রদায়কে এভাবেই ধ্বংস করা হয়েছে--তাদের জনপদগুলোকে উপরে তুলে উল্টো করে মাটিতে নিক্ষেপ করা হয়েছে। (শামী কিতাবুল হুদূদ) (মাঃকুরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড ; সূরা শুআরা, আয়াতঃ ১৬৬)

অস্বাভাবিক পন্থায় যৌন অভিলাষ চরিতার্থ করার বিধান

কাজী সানাউল্লাহ্ পানীপথী (রহঃ) তফসীরে মাযহারীতে লিখেন যে, আমার মতে اَللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا-এর দ্বারা সেইসব লোককে বোঝানো হয়েছে, যারা অস্বাভাবিক পন্থায় যৌন-অভিলাষ চরিতার্থ করে, অর্থাৎ সমকামে প্রবৃত্ত হয়। (মাঃ কুরআন ২য় খণ্ড ; সূরা নিসা, আয়াত ঃ ১৬)

হস্তমৈথুন করা হারাম

অধিকাংশ ফেকাহ্বিদ হস্তমৈথুনকে আলোচ্য আয়াতের (সূরা মাআরিজ, আয়াত ঃ ১১) ব্যাপকতায় শামিল করে হারাম সাব্যস্ত করেছেন। হযরত ইব্নে জুরাইজ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আতা (রহঃ)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি এরূপ করা মাকরূহ্ বলেছেন। আমি শুনেছি — হাশরের ময়দানে এমন কিছু লোক আসবে, যাদের হাত গর্ভধারী হবে, আমার মনে হয় এরাই হস্তমৈথুনকারী। হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এমন এক সম্প্রদায়ের উপর আযাব নাযিল করেছেন, যারা নিজেদের হাতের দ্বারা লজ্জাস্থানের সাথে খেলা করতো। এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

مَلْعُوْنٌ مَنْ نَكَحَ يَدَهُ -

www.pathagar.com

"যে নিজের হাতকে বিবাহ করে, তার উপর অভিসম্পাত।" এ হাদীসের সনদ যয়ীফ অর্থাৎ দুর্বল। (মাযহারী (মাঃ কুরআন, ৮ম খণ্ড ; সূরা মা'আরিজ, আয়াত ঃ৩১)

হায়েয বা ঋতুকালে স্ত্রী সহবাস নিষিদ্ধ

(১) উত্তেজনার আতিশয্যে হায়েয অবস্থায় যদি স্ত্রী সহবাস হয়ে যায়, তবে উত্তমরূপে তওবা করা ওয়াজিব এবং কিছু দান-খয়রাত করা অধিকতর উত্তম

(২) পিছন পথে সহবাস করা নিজের স্ত্রীর সাথেও হারাম।

(৩) কেউ স্ত্রী সহবাস না করার কসম খেলে তার চার অবস্থা রয়েছে ঃ এক--কোন সময়সীমা নির্ধারণ করে নাই। দুই. চার মাস সময়কাল নির্ধারণ করেছে। তিন. চার মাসের বেশী সময় নির্ধারণ করেছে। চার. চার মাসের কম সময় নির্ধারণ করেছে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থাকে শরীয়তে 'ঈলা' বলা হয়। এর বিধান হচ্ছে , চার মাসের মধ্যে কসম ভঙ্গ করে স্ত্রীর কাছে এসে গেলে কসম ভঙ্গের কাফ্ফারা দিবে এবং বিবাহ যথাস্থানে বহাল থাকবে। কিন্তু কসম ভঙ্গ না করা অবস্থায় চার মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলে স্ত্রীর উপর নিশ্চিত তালাক পতিত হবে অর্থাৎ বিবাহ দোহ্রানো ব্যতীত স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়া জায়েয হবে না। ফলকথা, অন্যত্র বিবাহ দিয়ে হালালা করার প্রয়োজন থাকবে না। চতুর্থ অবস্থায় বিধান এই যে, কসম ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা দিতে হবে আর কসম পূর্ণ করে নিলেও বিবাহ যথাযথভাবে বহাল থাকবে। (বয়ানুল-কুরআন)।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৪

তালাক

একসাথে তিন তালাক প্রদান

মাসআলা ঃ শরীয়ত ও সুন্নাহ্‌র দৃষ্টিতে তালাক দেওয়ার আসল নিয়ম এই যে, যদি কেউ তালাক প্রদানে একান্তই বাধ্য হয়, তবে সুস্পষ্ট শব্দে এক তালাক রজ্‌য়ী (প্রত্যাহার যোগ্য এক তালাক) প্রদান করবে যাতে ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তালাক প্রত্যাহারের সুযোগ থাকে। এমন শব্দ উচ্চারণ করবেনা, যাতে তৎক্ষণাৎ বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ; যাকে 'বায়েন তালাক' বলা হয়। আর তিন তালাক পর্যন্ত পৌছবেনা, যার ফলে উভয়ের মধ্যে পূর্ণবিবাহও হারাম হয়ে যায়।

মাসআলা ঃ তিনটি বিষয়ে শরীয়তের বিধান হচ্ছে এই যে, একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক বিবাহের ইচ্ছা ব্যতীতও যদি সাক্ষীগণের সামনে হাসি-ঠাট্টাচ্ছলে ইজাব-কবুল করে নেয়, তবুও বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে। এমনিভাবে ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও হাসি-ঠাট্টাচ্ছলে যদি সুস্পষ্টভাবে তালাক দিয়ে দেয় তবুও তালাক হয়ে যায়, কিংবা যদি অনুরূপভাবে তালাক প্রত্যাহার করে, তবে তালাক প্রত্যাহার হয়ে যাবে। কিংবা যদি দাস-দাসী আযাদ করার ব্যাপারে কেউ অনুরূপ হাসি-ঠাট্টাচ্ছলে কিছু বললো, তাতেও দাস-দাসী আযাদ হয়ে যাবে। এসব ক্ষেত্রে হাসি-ঠাট্টার বিষয়টি কোনরূপ উযর হিসাবে গণ্য হবেনা।

মাসআলা ঃ শরীয়তসম্মত কারণ ব্যতীত তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোককে তার মর্জি মত অন্যত্র বিবাহ বসার ব্যাপারে বাধা দেওয়া হারাম। (মাঃ কুরআন, ১ম খণ্ড ; সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ২৩১, ২৩২) প্রমাণাদির জন্য দ্রষ্টব্যঃ মাঃ কুরআন, (উর্দু) ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৫৭৪-৫৭৮)

www.pathagar.com

মাসআলা ঃ তালাক প্রদান ব্যতীত যদি কোন উপায় না থাকে, তবে তালাক দেওয়ার সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে এই যে, হায়েয ও সহবাসমুক্ত পাক-পবিত্রকালীন সময়ে এক তালাক প্রদান করে ভিন্ন করে দিবে। ইদ্দত খতম হওয়ার সাথে সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক আপনা-আপনিই ছিন্ন হয়ে যাবে। ফেকাহ্‌বিদগণের পরিভাষায় একে আহ্‌সান তালাক বলা হয়। সাহাবায়ে কেরাম তালাকের এ পন্থাকেই উত্তম পন্থা বলে অভিহিত করেছেন।

মাসআলা ঃ উত্তম নয় অথবা শরীয়তসম্মত নয় এমন কোন পন্থায় যদি কেউ স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়, তবে এতে তিন তালাক পতিত হয়ে যাবে ; এ তালাক প্রত্যাহার করার বা তালাক প্রদত্তা নারীকে পুনরায় বিবাহ করার অধিকারও স্বামীর থাকবেনা। (মাঃ কুরআন, ১ম খণ্ড ; সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ২৩৩)

www.pathagar.com

অধ্যায় ৪

শিশুকে দুধপান করানো

শিশুকে দুধ পান করানো মায়ের উপর ওয়াজিব

শিশুকে দুধপান করানো মায়ের দায়িত্বে ওয়াজিব। বিনা উযরে কোনরূপ হঠকারিতা, ক্রোধ বা অসন্তুষ্টির বশবর্তী হয়ে দুধ পান না করালে মা গুনাহ্গার হবে। যতদিন স্ত্রী স্বামীর বিবাহ বন্ধনে থাকবে, সন্তানকে দুধপান করানোর বিনিময়ে কোনরূপ বিনিময় বা পারিশ্রমিক দাবী করতে পারবে না। কেননা সন্তানকে দুধপান করানো মায়ের নিজস্ব ফরয দায়িত্ব।

দুধ পান করানোর পূর্ণ সময়কাল

দুধ পান করানোর পূর্ণ সময়সীমা দু'বছর। পূর্ণ দু'বছর উযর-অসুবিধা প্রতিবন্ধক না হলে এটা শিশুর প্রাপ্য হক ; এরপর মাতৃ স্তনের দুধ পান করানো চলবেনা। অবশ্য কুরআনের কোন কোন আয়াত ও বিভিন্ন হাদীসের আলোকে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে যদি ত্রিশ মাস অর্থাৎ আড়াই বছর পর্যন্ত এ সময়সীমাকে বর্দ্ধন করা হয়, তবে এতেও দুধপানজনিত অবৈধতা প্রমাণিত হবে। শিশুর দুর্বলতা প্রভৃতির কারণে যদি এরূপ করা হয়, তবে গুনাহ্ও হবেনা। আড়াই বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর শিশুকে মাতৃস্তন্যের দুধ পান করানো সকলের ঐক্যমতে হারাম।

শিশুকে দুধ পান করানো মায়ের দায়িত্ব এবং মায়ের খোর-পোষ ও প্রয়োজনীয় খরচাদির ব্যবস্থা করা পিতার দায়িত্ব

শিশুর মা যতদিন শিশুর পিতার বিবাহাধীন অথবা ইদ্দত পালনরত অবস্থায় থাকবে, ততদিন মায়ের ব্যাপারে পিতার উপর উপরোক্ত দায়িত্ব বর্তাবে। শিশুর

www.pathagar.com

মা তালাকপ্রাপ্তা হয়ে ইদ্দত পালন খতম করার পর স্ত্রী হিসাবে তার খোর-পোষ প্রাপ্তির হক নিঃশেষ হয়ে যাবে। কিন্তু শিশুকে দুধ পান করানোর বিনিময় প্রদান করা স্বামীর উপর তারপরেও অপরিহার্য দায়িত্ব হিসাবে কায়েম থাকবে।

(মাযহারী)

স্ত্রী যতদিন বিবাহাধীন থাকবে সন্তানকে দুধ পান করানোর বিনিময়ে পারিশ্রমিক দাবী করতে পারবে না, তালাকের পর ইদ্দতপালনান্তে তা দাবী করতে পারে

মাসআলা ঃ স্বামীর বিবাহাধীন অথবা তালাকের পর ইদ্দত পালনে থাকা কালে স্ত্রী সন্তানকে দুধ পান করানোর বিনিময়ে পারিশ্রমিক দাবী করার হক রাখেনা। এ ক্ষেত্রে সেই খোর-পোষই যথেষ্ট যা পিতার দায়িত্বে রয়েছে। তালাকের ইদ্দত শেষ হওয়ার পর পিতার পক্ষে ভরণ-পোষণের দায়িত্বও শেষ হয়ে যাবে। তখন যদি তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী সন্তানের পিতার নিকট দুধ পান করানোর বিনিময় দাবী করে,তবে তা দিতে হবে। কেননা তা না দিলে মায়ের ক্ষতি হয়। তবে শর্ত হচ্ছে, এ পারিশ্রমিক অন্যান্য স্ত্রীলোক সাধারণতঃ যা পেয়ে থাকে, তাই পাবে। এর চাইতে বেশী দাবী করলে পিতা অন্য ধাত্রী দ্বারা দুধ পান করানোর ব্যবস্থা করতে পারবে।

এতীম শিশুকে দুধ পান করানোর দায়িত্ব কার ?

মাসআলা ঃ শিশুর পিতা যদি জীবিত না থাকে, তবে শিশুর প্রকৃত ওয়ারিস ও মাহ্‌রাম ব্যক্তি তার দুধ পান করানোর দায়িত্ব বহন করবে। অর্থাৎ, দুধ, ধাত্রীমাতা বা ধাত্রীদের খোর-পোষ ও পারিশ্রমিকের দায়িত্বভার পিতৃহীন শিশুর সঠিক উত্তরাধিকারীকেই গ্রহণ করতে হবে। এরূপ উত্তরাধিকারী কয়েকজন হলে মীরাসের অংশ অনুপাতে প্রত্যেককেই সে দায়িত্ব পালন করতে হবে। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বলেন, পিতৃহীন শিশুর দুধ পান করানোর দায়িত্ব ওয়ারিসের উপর ন্যস্ত হওয়ার দ্বারা এ কথাও বোঝা গেল যে, দুধ পান শেষ হওয়ার পরেও নাবালেগ শিশুদের ব্যয়ভার বহন করা তাদেরই দায়িত্ব। কেননা, এখানে দুধের কোন বিশেষত্ব নাই, বরং প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুর ভরণ-পোষণ। উদাহরণতঃ এতীম

www.pathagar.com

শিশুর মা ও দাদা যদি জীবিত থাকে তবে শিশুর সঠিক ওয়ারিস ও মাহ্‌রাম হওয়ার কারণে শিশুর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিজ নিজ মীরাসাংশের অনুপাতে তাদের উপরই ন্যস্ত হবে। অর্থাৎ, এক তৃতীয়াংশ খরচ মা এবং দুই তৃতীয়াংশ খরচ দাদা বহন করবে। এতে একথাও বোঝা গেল যে, দাদার উপর এতীম নাতীর হক নিজের বালেগ সন্তানদের চাইতেও বেশী। কেননা, বালেগ সন্তানদের ভরণ-পোষণ তার উপর ওয়াজিব নয়। পক্ষান্তরে এতীম নাতীর ভরণ-পোষণ তার উপর ওয়াজিব। তবে পুত্রদের জীবিত থাকাকালে সম্পত্তিতে নাতীদেরকে অংশীদার করা মীরাসের আইনের খেলাফ এবং যুক্তিসঙ্গতও নয়। সহীহ্ বুখারী শরীফের হাদীসে রয়েছে ঃ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ অর্থাৎ নিকটবর্তী নর সন্তান মীরাসের অংশ পাবে। অবশ্য প্রয়োজনবোধে এতীম নাতীদের জন্য ওসিয়ৎ করে যাওয়ার অধিকার দাদার রয়েছে এবং এ ওসিয়তে নাতীদের জন্য সম্পত্তির পরিমাণ সন্তানদের মীরাসের অংশের চাইতে বেশীও হতে পারে। এভাবে এতীম নাতীর প্রয়োজনও পূর্ণ হবে এবং নিকটতম ব্যক্তি থাকাকালে দূরবর্তী অংশ না দেওয়ার শরয়ী বিধানটিও রক্ষিত থাকবে। (মাঃ কুরআন, ১ম খণ্ড ; সূরা বাক্বারা, আয়াত ঃ ২৩৩)

গর্ভধারণ ও দুধ পান করানোর সর্বোচ্চ সময়সীমার ব্যাপারে ফুক্বাহায়ে কেরামের মতভেদ

তিন ইমাম এবং হানাফী ইমামগণের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এ ব্যাপারে একমত যে, দুধ পান করানোর সর্বোচ্চ সময়সীমা দু'বছর। একমাত্র ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) থেকে সর্বোচ্চ সময়সীমা আড়াই বছরের কথা বর্ণিত হয়েছে। তাঁর মতে শিশুকে উর্ধে আড়াই বছর পর্যন্ত স্তন্যদান করা যেতে পারে। অধিকাংশ হানাফী ফেক্বাহ্‌বিদগণের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এর অর্থ এই যে, শিশু দূর্বল হলে, মায়ের দুধ ছাড়া অন্য কোন খাদ্য দুবছর পর্যন্ত গ্রহণ না করলে অতিরিক্ত ছমাস স্তন্যদানের অনুমতি রয়েছে। কেননা, এ বিষয়ে সবাই একমত যে, স্তন্যদানের দু'বছর অতিবাহিত হওয়ার পর মায়ের দুধ শিশুকে পান করানো হারাম।

কিন্তু দুগ্ধপানজনিত (বৈবাহিক প্রভৃতি) অবৈধতার বিষয়ে হানাফী

www.pathagar.com

ফেকাহ্‌বিদগণও জমহুর (অধিকাংশ) ইমামগণের মাযহাব অনুযায়ী ফত্‌ওয়া দিয়েছেন। অর্থাৎ, দু'বছরের পর দুধ পান করালে, তাতে দুধপানজনিত অবৈধতার বিধানাবলী প্রমাণিত হবেনা।

হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বয়ানুল-কুরআনে লিখেছেন ঃ ফত্‌ওয়া যদিও জমহুর ইমামগণের কওল (উক্তি) অনুযায়ীই ; কিন্তু যে শিশুকে আড়াই বছর পর্যন্ত দুধ পান করানো হয়েছে, তার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে কার্যতঃ সাবধানতা অবলম্বন করে বিরত থাকাই উত্তম।

গর্ভধারণের চারমাস পর গর্ভপাত করা হত্যার শামিল

মাসআলা ঃ শিশুদেরকে জীবিত দাফন করে দেওয়া অথবা কতল করা মারাত্মক কবীরা গুনাহ্ ও গুরুতর জুলুম এবং গর্ভধারণের চারমাস পর গর্ভপাত করাও একই জুলুমের শামিল। কেননা, চতুর্থ মাসে গর্ভস্থ ভ্রূণে প্রাণের সঞ্চার হয় এবং সে জীবিত মানুষ বলে গণ্য হয়। এমনিভাবে যে ব্যক্তি গর্ভবতী নারীর পেটে আঘাত করে ফলে গর্ভপাত হয়ে যায়, সে ব্যক্তির উপর উম্মতের ঐক্যমতে 'গুর্‌রাহ্' ওয়াজিব হয়। অর্থাৎ, একটি গোলাম অথবা তার মূল্য আদায় করতে হবে। যদি পেট হতে বের হওয়ার সময় জীবিত ছিল ; কিন্তু পরে মারা যায়, তবে একজন বয়স্ক লোকের সমান দিয়াৎ (রক্তপণ) আদায় করা ওয়াজিব হবে। চারমাসের পূর্বে গর্ভপাত করাও একান্ত অপারগতা ব্যতীত হারাম, অবশ্য প্রথমোক্ত হারামের তুলনায় কম। কেননা, এটা কোন জীবিত মানুষের স্পষ্ট কতল নয়।

মাসআলা ঃ এমন কোন পন্থা অবলম্বন করা, যাতে গর্ভসঞ্চার না হয় যেমন আজকাল জন্মশাসনের নামে এর শত শত পদ্ধতি-প্রক্রিয়া আবিস্কৃত ও প্রচলিত হয়ে গেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ-কেও اَلْوَاْدُ الْخَفِيُّ (অপ্রকাশ্য জীবন্ত দাফন) আখ্যা দিয়েছেন—(মুসলিম) অন্য কতক রেওয়ায়াতে আযল তথা প্রত্যাহার পদ্ধতির কথা আছে। এতে এমন পন্থা অবলম্বন করা হয় যার ফলে বীর্য গর্ভাশয়ে না গিয়ে বাইরে থেকে যায়। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নীরবতা ও নিষেধ না করা বর্ণিত আছে।

www.pathagar.com

বস্তুতঃ এ পন্থা অবলম্বন প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই সীমিত। এতেও শর্ত হলো, এমন না হওয়া চাই, যাতে স্থায়ীভাবে বংশবিস্তার রোধ হয়ে যায়। (মাযহারী) বর্তমানে জন্ম নিয়ন্ত্রণের নামে যেসব ঔষধ-পত্র ও ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হয়, তন্মধ্যে কতক এমন রয়েছে, যেগুলো দ্বারা সর্বদার জন্য সন্তান-জন্ম ও বংশবিস্তার বন্ধ হয়ে যায়—ইসলামে এগুলো কোনক্রমেই জায়েয নয়।

www.pathagar.com

অধ্যায় ঃ

ইদ্দত

ইদ্দত সম্পর্কিত আহকাম ও মাসায়েল

মাসআলা ঃ কোন স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গেলে স্বামীর মরনোত্তর যে ইদ্দত পালন করতে হয়, তাতে স্ত্রীর জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করা, সাজ-সজ্জা করা, সুরমা, তৈল ব্যবহার করা, বিনা প্রয়োজনে ঔষধ সেবন করা, রঙ্গীন কাপড় পরা, বিয়ের জন্য আলাপ -আলোচনা করা, অন্যের গৃহে রাত্রিযাপন করা জায়েয নয়। বায়েন তালাক অর্থাৎ যে তালাক প্রত্যাহারযোগ্য নয় এরূপ ব্যতীত দিনের বেলায়ও নিজ গৃহ থেকে বের হওয়া জায়েয নয়।

মাসআলা ঃ চাঁদের প্রথম রাতে যদি স্বামীর মৃত্যু হয়, তবে এ মাসটি ত্রিশ দিনের হোক অথবা ঊনত্রিশ দিনের, চাঁদের হিসাবেই ইদ্দত পালন করতে হবে। আর যদি চাঁদের প্রথম রাতের পর স্বামীর মৃত্যু হয়, তবে ইদ্দতের প্রত্যেক মাস ত্রিশ দিন হিসাবে পূর্ণ করে মোট একশত ত্রিশ দিন ইদ্দত পালন করতে হবে --এ মাসআলাটি অনেকেই অবগত নয়। আর যে সময়টিতে স্বামীর মৃত্য হয়েছে, উপরোক্ত দিনসমূহ ঘুরে যখন সে সময়টি আসবে, তখনই ইদ্দত শেষ হবে। "স্ত্রীলোক নিয়মানুযায়ী কিছু করলে তোমাদের গুনাহ্ নাই" — এ কথাটি দ্বারা বোঝা গেল যে, কেউ শরীয়তবিরোধী কোন কাজ করলে সাধ্যানুযায়ী তাকে বাধা দেওয়া ওয়াজিব, অন্যথায় গুনাহ্গার হতে হবে। 'নিয়মানুযায়ী'-এর অর্থ হলো, প্রস্তাবিত বিবাহ শরীয়ত অনুযায়ী শুদ্ধ ও বৈধ হওয়া ; হালাল হওয়ার যাবতীয় শর্তাবলী উপস্থিত থাকা। (মাঃ কুরআন, ১ম খণ্ড ; সূরা বাক্বারা, আয়াত ঃ ২৩৫) ◆

www.pathagar.com

অধ্যায় ঃ

ছতর ও পর্দার বিধানাবলী

অলংকারাদির আওয়ায বেগানা পুরুষকে শোনানো জায়েয নয়

মাসআলা ঃ আয়াতের শুরুতে নারীদেরকে বেগানা পুরুষদের নিকট আপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। আয়াতের শেষাংশে আরও জোর তাকীদ দেওয়া হচ্ছে যে, মাথা, বক্ষ ইত্যাদি সাজ-সজ্জা প্রকাশের স্থানসমূহ গোপন রাখা তো ওয়াজিব বটেই ; এমনকি যেসব উপায় বা মাধ্যমে গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করা হয়, তা-ও জায়েয নয়। অলংকারাদির অভ্যন্তরে ঝংকার সৃষ্টি করার মত কোন জিনিষ রাখা অথবা পরস্পর ঘর্ষণে ঝংকৃত হওয়া অথবা মাটিতে পা সজোরে স্থাপন করার দরুন অলংকারের শব্দ হওয়া, যা বেগানা পুরুষের কানে পৌঁছে, এসব বিষয় আলোচ্য আয়াতের দৃষ্টে নাজায়েয। এ কারণেই ফেকাহ্‌বিদগণের অনেকেই বলেছেন ঃ যে ক্ষেত্রে অলংকারাদির আওয়ায বেগানা পুরুষকে শোনানো আলোচ্য আয়াত দ্বারা নাজায়েয প্রমাণিত হয়েছে, সে ক্ষেত্রে স্বয়ং নারীর আওয়ায শোনানো অধিকতর কঠিন ও মারাত্মক নাজায়েয প্রমাণিত হয়। এজন্যেই ফকীহ্‌গণ নারীর কণ্ঠস্বরকে ছতর-এর অন্তর্ভুক্ত বলে সাব্যস্ত করেছেন। 'নাওয়াযিল' গ্রন্থে বলা হয়েছে, যথাসম্ভব নারীগণকে কুরআনের শিক্ষাও নারীদের কাছ থেকেই গ্রহণ করা উচিত ; একান্ত নিরুপায় অবস্থায় পুরুষদের কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়া যেতে পারে।

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীসে আছে, নামাযের সম্মুখ দিয়ে কেউ যেতে থাকলে পুরুষ 'সুবহানাল্লাহ' বলে তাকে সতর্ক করবে আর স্ত্রীলোক আওয়ায না করে এক হাতের পিঠে অন্য হাত মেরে তাকে সতর্ক করবে।

www.pathagar.com

নারীর আওয়ায

নারীর আওয়ায কি মূলতঃ ছতর-এর অন্তর্ভূক্ত, বেগানা পুরুষদেরকে নারীর আওয়ায শোনানো কি জায়েয? এ ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর গ্রন্থসমূহে নারীর আওয়াযকে ছতর-এর অন্তর্ভূক্ত করা হয় নাই। হানাফীগণেরও বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। ইব্নে হুমাম (রহঃ) 'নাওয়াযিলে'র বর্ণনার ভিত্তিতে ছতর-এর অন্তর্ভূক্ত করেছেন। সেমতে হানাফীগণের মতে নারীর আযান মাকরূহ্। কিন্তু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণ পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার পরেও পর্দার অন্তরাল থেকে বেগানা পুরুষদের সাথে কথা বলতেন। এসব বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই কথা সহীহ্ ও অধিকতর অগ্রগণ্য বলে বোঝা যায় যে, যেসব ক্ষেত্রে নারীর আওয়াযের কারণে ফেত্না হওয়ার আশংকা থাকে, সেখানে নিষিদ্ধ আর যেখানে আশংকা নাই, সেখানে জায়েয। (জাস্সাস) কিন্তু বিনা প্রয়োজনে পর্দার অন্তরাল থেকেও মহিলাদের বেগানা পুরুষদের সাথে কথাবার্তা না বলাই উচিত, এতেই সাবধানতা ও সতর্কতা নিহিত রয়েছে।

খোশবূ লাগিয়ে বাইরে যাওয়া

মাসআলা ঃ নারী যদি প্রয়োজনবশতঃ বাড়ীর বাইরে যাওয়ার ইচ্ছা করে, তবে খোশবূ লাগিয়ে বের হবেনা — এটাও উপরোক্ত বিধানের অন্তর্ভূক্ত। কেননা, খোশবূও গোপন সাজ-সজ্জা, বেগানা পুরুষের কাছে এর সুগন্ধি পৌঁছার কারণে তা নাজায়েয। তিরমিযী শরীফে হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে সুগন্ধি ব্যবহার করে বাইরে গমনকারিণী নারীদের নিন্দা করা হয়েছে।

কারুকার্যখচিত বোরকা পরিধান করে বাইরে যাওয়া নাজায়েয

ইমাম জাস্সাস (রহঃ) বলেন, পবিত্র কুরআন যে ক্ষেত্রে অলংকারাদির আওয়াযকে সৌন্দর্য প্রকাশ করার অন্তর্ভূক্ত করে নিষিদ্ধ করেছে, সে ক্ষেত্রে কারুকার্যখচিত বোরকা পরে বের হওয়া আরও উত্তমরূপে নিষিদ্ধ হবে। এ থেকে

www.pathagar.com

আরও জানা গেল যে, নারীর মুখমণ্ডল যদিও ছতরের অন্তর্ভুক্ত নয়; কিন্তু তা সৌন্দর্য বিকাশের সর্ববৃহৎ কেন্দ্র হওয়ার কারণে বেগানা পুরুষগণ থেকে তা গোপন রাখা ওয়াজিব। তবে (শরীয়তসম্মত) প্রয়োজনের কথা ভিন্ন। (জাস্‌সাস), (মাঃ কুরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, সূরা নূর, আয়াত্ ঃ ৩১)

নারীর কণ্ঠস্বর সম্পর্কে বিধান

মাসআলা ঃ নারীর আওয়ায ছতরের অন্তর্ভুক্ত নয়, তবুও এর উপর সতর্কতাসুলভ বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। সর্ব প্রকার ইবাদত ও হুকুম-আহ্কামের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, বেগানা পুরুষ শুনতে পায় এরূপ উঁচু আওয়াযে যেন কথা না বলে, ইমাম কোনরূপ ভুল করলে বিধান হলো মুক্তাদীগণ মুখে উচ্চারণ করে লুক্‌মা দিবে; কিন্তু মহিলাদের জন্যে বিধান হচ্ছে, এক হাতের পিঠের উপর অপর হাত মেরে আওয়ায করবে, যাতে ইমাম ভুল শোধরিয়ে নেয়, এক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য মুখে আওয়ায করার বিধান নাই।

মাসআলা ঃ প্রয়োজনবশতঃ যদি মহিলাদের কখনও বাইরে যেতে হয়, তবে বোরকা পরিধান করে নিবে অথবা এমন চাদর দ্বারা নিজকে ঢেকে নিবে, যা দ্বারা সম্পূর্ণ শরীর আবৃত হয়ে যায়। (মাঃ কুরআন, ৭ম খণ্ড; সূরা আহ্যাব, আয়াত ঃ ৩২)

গোপন অঙ্গসমূহ আবৃত করার বিধান ও নারীর পর্দার মধ্যে পার্থক্য

মাসআলা ঃ পুরুষ ও নারীদেহের যে অংশকে আরবী ভাষায় 'আওরাত' এবং উর্দূ ও ফার্সী ভাষায় 'ছতর' বলে, যা সকলের কাছে গোপন করা শরীয়তগত স্বভাবগত ও যুক্তিগতভাবে ফরয এবং ঈমানের পর যা সর্বপ্রথম ফরয যে অনুযায়ী আমল করা যরূরী—গোপন অঙ্গসমূহ আবৃত করার এ বিধানটি সৃষ্টির শুরু থেকেই ফরয এবং সকল আম্বিয়া কিরামের শরীয়তে ফরয হিসাবে চলে এসেছে। এমনকি শরীয়ত সমূহের অস্তিত্বের পূর্বেও বেহেশতে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার কারণে যখন হযরত আদম ও হাউওয়া আলাইহিমাস্ সালামের জান্নাতী পোষাক খুলে যাওয়ায় গোপনাঙ্গ প্রকাশ হয়ে পড়লো, তখন সেখানেও হযরত আদম (আঃ) গোপনাঙ্গ খোলা রাখা জায়েয মনে করেন নাই। এজন্যেই

www.pathagar.com

আদম ও হাউওয়া উভয়ে জান্নাতের পাতা গোপনাঙ্গের উপর বেঁধে নেন। طَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ - আয়াতের অর্থ তা-ই। দুনিয়াতে আগমনের পর হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত প্রত্যেক নবীর শরীয়তে ছতর আবৃত করা ফরয রয়েছে। কোন্ কোন্ অঙ্গ আবৃত রাখতে হবে তা নির্দিষ্টকরণে মতভেদ হতে পারে, কিন্তু আসল ফর্‌যিয়ৎ সকল নবীর শরীয়তে স্বীকৃত ছিল। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের উপর এ দায়িত্ব আরোপিত। অপর কেউ দেখুক বা না দেখুক গোপন অঙ্গসমূহ আবৃত রাখতে হবে। এ জন্যেই অন্ধকার রাত্রিতে যদি কেউ উলঙ্গ অবস্থায় নামায আদায় করে, অথচ ছতর ঢাকার পরিমাণ বস্ত্র তার আছে, তবে সকলের মতে এরূপ নামায দুরুস্ত হবেনা। অথচ উলঙ্গাবস্থায় কেউ তাকে দেখে নাই। (বাহ্‌র) এমনিভাবে কোন নির্জন স্থানে যদি কেউ নামায আদায় করে এবং ঘটনাক্রমে নামায আদায়কারী ব্যক্তির ছতর খোলে যায়, তবে তার নামায ফাসেদ (নষ্ট) হয়ে যাবে —যদিও গোপনাঙ্গ প্রত্যক্ষ করার মত কেউ সেখানে উপস্থিত নাই।

নামায বহির্ভূত অবস্থায় লোকদের সম্মুখে ছতর আবৃত রাখা ফরয হওয়ার ব্যাপারে কারও দ্বিমত নাই। কিন্তু নির্জনে – যে স্থানে অপর কেউ দেখেনা এরূপ স্থানেও বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী শরীয়তগত অথবা প্রকৃতিগত প্রয়োজন ব্যতিরেকে নামাযের বাইরে ছতর খোলে বসা জায়েয নয়। (বাহ্‌র— শরহে মুনইয়া থেকে)

মাসআলা ঃ এ হচ্ছে গোপন অঙ্গসমূহ আবৃত করার বিধান, যা ইসলামের শুরু থেকে বরং সৃষ্টির প্রথম লগ্ন থেকেই সকল নবীর শরীয়তে ফরয রয়েছে এবং এতে নারী পুরুষ উভয়ই সমান। প্রকাশ্য ও নির্জনতায়ও একই বিধান— লোকদের সামনে উলঙ্গ হওয়া যেমন নিষিদ্ধ তেমনি নির্জনেও তা নিষিদ্ধ। এক কথায় বিনা প্রয়োজনে সর্বাবস্থায় উলঙ্গ হওয়া নিষেধ।

মাসআলা ঃ গোপন অঙ্গসমূহ আবৃত রাখা এবং নারীর পর্দা এ দুটি ভিন্ন ভিন্ন মাসআলা। গোপন অঙ্গসমূহ আবৃত রাখা সর্বকালে ফরয রয়েছে। নারীর পর্দা ফরয হয়েছে পঞ্চম হিজরীতে। গোপন অঙ্গসমূহ আবৃত রাখা নারী -পুরুষ উভয়ের উপরই ফরয আর পর্দার প্রশ্ন দেখা দেয় কেবল বেগানা নারী ও পুরুষের উপস্থিতির ক্ষেত্রে। এতটুকু তথ্য অজানা থাকার কারণে অনেক মাসায়েল ও কুরআনী বিধান

www.pathagar.com

বুঝতে জটিলতা সৃষ্টি হয় বিধায় তা উল্লেখ করা হলো। উদাহরণতঃ নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু সকলের মতেই গোপনাঙ্গ বহির্ভূত। তাই নামাযে মহিলাদের মুখমণ্ডল ও হাতের তালু খোলা থাকলে সকলের ঐক্যমতে নামায দুরুস্ত হয়ে যায়। এ দুটি অঙ্গ কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট উক্তি অনুযায়ীই ব্যতিক্রমভূক্ত ; কিন্তু পদযুগলকে ফেক্বাহবিদগণ কেয়াসের মাধ্যমে এগুলোর অন্তর্ভূক্ত করেছেন।

কিন্তু পর্দার ক্ষেত্রেও মুখমণ্ডল ও হাতের তালু ব্যতিক্রমভূক্ত কিনা, এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তবে ইমাম চতুষ্টয়ের মতে চূড়ান্ত ফয়সালা এই যে, নারীগণ তাদের মুখমণ্ডল ও হাতের তালুকেও বেগানা পুরুষদের নিকট গোপন করে রাখবে। (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্যঃ মাঃ কুরআন, ৭ম খণ্ড ; সূরা আহ্যাব, আয়াত ঃ ৫৩ - ৫৫)

মাসআলা ঃ পর্দার প্রথম স্তরই শরীয়ত কর্তৃক আসল কাম্য। আর তা হচ্ছে, স্ত্রীলোক গৃহে অবস্থান করে নিজেদের অবয়ব বেগানা পুরুষদের থেকে গোপন করে রাখবে। কিন্তু ইসলামী শরীয়ত যেহেতু একটি সর্বাঙ্গীন ও পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা, এতে মানবের যাবতীয় প্রয়োজন বিবেচিত হয়েছে এবং নারীদের প্রয়োজন বশতঃ গৃহ থেকে বের হওয়া অবশ্যম্ভাবী, তাই কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টে পর্দার দ্বিতীয় স্তর এই জানা যায় যে, মহিলাগণ আপাদ-মস্তক বোরকা অথবা প্রশস্ত চাদরে আবৃত হয়ে বের হবে ; পথ দেখার জন্য একটি চক্ষু পরিমাণ স্থান ছিদ্র করে নিবে অথবা প্রচলিত জালি ব্যবহার করবে। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে পর্দার এই দ্বিতীয় স্তরই সর্ব শ্রেণীর উলামা ও ফেক্বাহ্বিদগণের মধ্যে সিদ্ধ বলে পরিগণিত। (মাঃ কুরআন ৭ম খণ্ড)

মাসআলা ঃ পর্দার উপরোক্ত বিধানাবলীর মধ্যে কতিপয় বিধান ব্যতিক্রমভূক্ত রয়েছে। উদাহরণতঃ কোন কোন পুরুষ অর্থাৎ যারা মাহ্রাম তাদের সাথে পর্দা করতে হয় না। এমনিভাবে কোন কোন নারী যেমন যারা অধিক বৃদ্ধা হয়ে গেছে, তারা পর্দার হুকুমের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমভূক্ত। সুতরাং তাদের সাথেও পর্দা করতে হয় না। (মাঃ কুরআন, ৭ম খণ্ড ; সূরা আহযাব, আয়াত ঃ ৫৩)

www.pathagar.com

পর্দার কয়েকটি ব্যতিক্রমী বিধান

মাসআলা ঃ এ ব্যাপারে উলামা ও ফেক্বাহ্‌বিদগণের মতভেদ রয়েছে যে, বিশেষ অনুমতি গ্রহণের বিষয়টি আত্মীয়-স্বজনের পক্ষে ওয়াজিব কি মুস্তাহাব অথবা এ হুকুম এখনও কার্যকর রয়েছে কি রহিত হয়ে গেছে ? অধিকাংশ ফেক্বাহ্‌বিদগণের মতে এ আয়াত মুহ্‌কাম অর্থাৎ অরহিত এবং নারী পুরুষ সকলের জন্য এ আয়াত ওয়াজিব বিধান প্রদান করে । (কুরতুবী)

মাসআলা ঃ অতি বার্দ্ধক্যে উপনীত বৃদ্ধা, যার প্রতি কারও আকর্ষণ বোধ হয় না এবং বিবাহেরও যোগ্য নয়, এমন বৃদ্ধার জন্যে পর্দার বিধানে এই শিথিলতা প্রদান করা হয়েছে যে, অনাত্মীয় (বেগানা) ব্যক্তিবর্গও তার জন্যে মাহ্‌রামের ন্যায়, অর্থাৎ বেগানা গায়র-মাহ্‌রাম পুরুষদের হতে নিজেকে গোপন রাখা এরূপে বৃদ্ধা নারীর পক্ষে যরূরী নয়। তাই ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي . (الآيه)

এ আয়াতের সংক্ষিপ্ত তফসীর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। উপরোল্লিখিত বয়স্কা ও বৃদ্ধা নারীর ক্ষেত্রে একটি বিধি এই রয়েছে যে, মাহ্‌রাম পুরুষের সামনে যেসব অঙ্গ খোলা রাখা যায়, সেগুলো গায়র-মাহ্‌রাম পুরুষের সামনেও খুলতে পারবে, তবে সাজ-সজ্জা করে বসতে পারবেনা। দ্বিতীয় কথা সর্বশেষে বলা হয়েছে — وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ অর্থাৎ বৃদ্ধা মহিলারাও যদি গায়ের মাহ্‌রাম পুরুষদের সামনে আগমন করা থেকে পরিপূর্ণভাবে বিরত থাকে, তবে সেটা তাদের জন্য অতি উত্তম। (মাঃ কুরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড ; সূরা নূর, আয়াত ঃ ৫৯, ৬০)

মাসআলা ঃ মহিলাদের নিকট থেকে অপর পুরুষের যদি ব্যবহারিক কোন বস্তু, পাত্র বা বস্ত্র ইত্যাদি লওয়ার প্রয়োজন হয়, তবে সামনে না এসে পর্দার অন্তরাল থেকে নিবে। আরও বলা হয়েছে পর্দার এ হুকুম নারী পুরুষ উভয়কে মানসিক কুমন্ত্রণা হতে পবিত্র রাখার জন্য দেওয়া হয়েছে। (মাঃ কুরআন, ৭ম খণ্ড ; সূরা আহ্‌যাব, আয়াত ঃ ৫)

মাসআলা ঃ এ ব্যাপারে সকলে একমত যে, মুখমণ্ডল ও হাতের তালুর প্রতি দৃষ্টি পড়লে যদি ফেত্‌নার আশংকা থাকে, তবে সেগুলো দেখা এবং নারীর পক্ষে

www.pathagar.com

সেগুলো খোলা জায়েয নয়। এমনিভাবে এ ব্যাপারেও সকলে একমত যে, গোপনাঙ্গসমূহ আবৃত রাখা, যা নামাযের মধ্যে ইজ্‌মা বলে এবং নামাযের বাইরে বিশুদ্ধতম উক্তি অনুযায়ী ফরয—তা থেকে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু ব্যতিক্রমভুক্ত। এগুলো খোলা রেখে নামায পড়লে সকলের মতে নামায সহী ও দুরুস্ত হবে। (মাঃ কুরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড ; সূরা নূর, আয়াত ঃ ৩১, ৩২)

মাসআলা ঃ যেসব গৃহে বিশেষ অনুমতি ব্যতিরেকে খাওয়া-দাওয়ার অনুমতি এ আয়াতে দেওয়া হয়েছে, তার ভিত্তি হচ্ছে এই যে, আরববাসীদের সাধারণ লোকাচার অনুযায়ী এ ধরণের নিকটাত্মীয়দের মধ্যে লৌকিকতা বলতে কিছু ছিলনা। একে অপরের বাড়ীতে কিছু খেলে বা পান করলে গৃহকর্তার কোনরূপ কষ্ট বা অস্বস্তি বোধ হতো না, বরং এতে তারা আনন্দিত হতো। এমনিভাবে আত্মীয় নিজের সাথে কোন অক্ষম বা রুগ্ন দরিদ্র ব্যক্তিকেও খাইয়ে দিলে তারা আনন্দবোধ করতো। গৃহকর্তার পক্ষ থেকে এগুলোর জন্য যদিও স্পষ্ট কোন অনুমতি দেয়া ছিলনা ; কিন্তু অভ্যাসগত পর্যায়ের অনুমতি ছিল। বৈধতার এই কারণ দৃষ্টে প্রমাণিত হয় যে, যে যুগে অথবা যে স্থানে উক্তরূপ লোকাচার না থাকে এবং গৃহকর্তার অনুমতির বিষয়ে সন্দেহ থাকে, সেসব স্থানে গৃহকর্তার সুস্পষ্ট অনুমতি ছাড়া তার গৃহে পানাহার করা হারাম। যেমন, আজকাল সাধারণতঃ এরূপ করতে দেখা যায় না এবং এতে কেউ স্বস্তি বোধ করবেনা। তাই বর্তমান যুগে উপরোল্লিখিত অনুমতির উপর আমল করা জায়েয নয়। অবশ্য যদি কোন বন্ধু বা সজ্জন সম্পর্কে কারও নিশ্চিতরূপে জানা থাকে যে, তাঁর গৃহে খাওয়া-দাওয়া করলে বা অন্য কাউকে সমাদর করলে সে কোনরূপ কষ্ট বা অস্বস্তি বোধ করবে না, বরং আনন্দিত হবে, তবে বিশেষতঃ এরূপ ব্যক্তির গৃহে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে আলোচ্য আয়াত অনুযায়ী আমল করা জায়েয হবে।

মাসআলা ঃ এ কথা বলা সঠিক নয় যে, উক্ত হুকুম ইসলামের শুরু যুগে ছিল কিন্তু পরবর্তীতে তা মনসূখ অর্থাৎ রহিত হয়ে গেছে। বরং সঠিক এই যে, উপরোক্ত হুকুম শুরু থেকে আজ পর্যন্ত বলবৎ রয়েছে, অবশ্য এ হুকুমের জন্য শর্ত হচ্ছে নিশ্চিতরূপে মালিক বা গৃহকর্তার অনুমতি পাওয়া। এভাবে নিশ্চয়তার সাথে অনুমতি পাওয়া না গেলে উক্ত হুকুম আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়। (মাযহারী)

www.pathagar.com

মাসআলা ঃ অনুরূপভাবে উক্ত আয়াত দ্বারা এ কথাও বুঝা গেল যে, এ হুকুম কেবল উল্লেখিত আত্মীয়-স্বজনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয় ; বরং অন্য যে কোন ব্যক্তি সম্পর্কে যদি নিশ্চিত হওয়া যায় যে, তার গৃহে পানাহারের অনুমতি আছে বা অপরকেও তার গৃহে সমাদর করা যায়—এতে তিনি আনন্দিত হবেন, কোন কষ্ট বা অস্বস্তি বোধ করবেন না, তবে এরূপ ক্ষেত্রেও সেই একই হুকুম বর্তাবে। (মায্হারী) উপরোল্লিখিত বিধানসমূহ কেবল ঐ সমস্ত কাজের সাথে সম্পৃক্ত, যেসব কাজ কারও গৃহে অনুমতিক্রমে প্রবেশের পর বৈধ অথবা মুস্তাহাব হয়ে থাকে। তন্মধ্যে বিশেষতঃ খানা-পিনার বিষয়টি আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

মাসআলা ঃ গৃহে প্রবেশ করার আদব এই যে, অনুমতিক্রমে গৃহে প্রবেশ করার পর উপস্থিত মুসলমানদেরকে সালাম দিবে। আয়াতে উল্লিখিত عَلٰى اَنْفُسِكُمْ দ্বারা তাই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কারণ সকল মুসলমান এক ও অভিন্ন জামাআত। (মাঃ কুরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড; সূরা নূর, আয়াত ঃ ৬১)

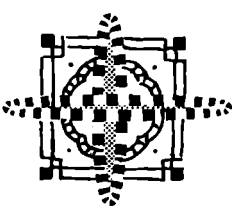

www.pathagar.com

অধ্যায় ৪

কসম ও মান্নত

কাউকে কসম দিয়ে বাধ্য করা

মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তিকে এমন কোন কসম দেওয়া উচিত নয়, যা পূরণ করা তার সাধ্যাতীত। যেমন হযরত ইয়াকূব আলাইহিস্ সালাম বিনইয়ামীনকে সুস্থ ও নিরাপদে ফিরিয়ে আনার কসম দিয়েছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে এ অবস্থাকে ব্যতিক্রমভূক্ত করে দিয়েছেন যে, সম্পূর্ণ অপারগ ও বাধ্য হলে অথবা তোমরা সকলেই বিপর্যস্ত হয়ে গেলে ভিন্ন কথা। (মাঃ কুরআন, ৫ম খণ্ড ; সূরা ইউসুফ, আয়াত ঃ ৬৬)

নযর ও মান্নতের কতিপয় বিধান

মাসআলা ঃ শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব বা যরূরী নয়, এমন কোন কাজের ব্যাপারে যদি কোন ব্যক্তি নিজ মুখে উচ্চারণ পূর্বক মান্নত করে যে, 'আমি এ কাজটি করবো অথবা আল্লাহ্র জন্য এ কাজটি আমার উপর যরূরী' তবে এতে মান্নত হয়ে যায়। মান্নতের বিধান হচ্ছে, মান্নতের বিষয়টি মূলতঃ ওয়াজিব না থাকা সত্ত্বেও তা পূরণ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। তবে মান্নত পূরণ করা ওয়াজিব হওয়ার জন্য এতটুকু শর্ত সর্বসম্মত যে, কোন গুনাহ্র কাজের মান্নত না হওয়া চাই। যদি কেউ গুনাহ্র কাজের মান্নত করে তাতে সে কাজ করা তার জন্য যরূরী হয়ে যায় না, বরং এর বিপরীত করা ওয়াজিব। অবশ্য এজন্যে তার উপর কসমের কাফ্ফারা দেওয়া লাযেম হয়ে যাবে। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) ও অন্যান্য ফেক্বাহ্বিদ ও ইমামগণের মতে আরও শর্ত রয়েছে যে, মান্নতের কাজটি উদ্দিষ্ট ইবাদত জাতীয় হতে হবে। যেমন নামায, রোযা, সদ্কা, কুরবানী প্রভৃতি

www.pathagar.com

—এ গুলোর মধ্যে শরীয়তকর্তৃক ওয়াজিব ও উদ্দিষ্ট ইবাদতসমূহ রয়েছে। সুতরাং যদি কেউ নফল নামায, নফল রোযা বা নফল সদকা প্রভৃতির মান্নত করে, তবে এই নফল বিষয় তার উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে।

মাসআলা ঃ মনে মনে কোন কাজ করার ইচ্ছা করলেই নযর বা মান্নত হয়ে যায় না ; বরং মান্নত অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য নজর বা মান্নতের শব্দাবলীর মাধ্যমে মুখে উচ্চারণ করতে হবে। 'তফসীরে মাযহারী' গ্রন্থে এস্থলে নযর ও মান্নত প্রসঙ্গে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। (মাঃ কুরআন, ৬ ষ্ঠ খণ্ড ; সূরা হজ্জ, আয়াত ঃ ২৯)

মাসআলা ঃ নযর (মান্নত) অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে। প্রথমতঃ যে কাজের মান্নত করা হবে, তা জায়েয ও হালাল হতে হবে। যদি কেউ কোন পাপ বা নাজায়েয কাজের মান্নত করে, তবে তার জন্য সেই নাজায়েয কাজ না করা উচিত এবং কসম ভঙ্গ করে কসমের কাফ্ফারা আদায় করা উচিত। দ্বিতীয় শর্ত এই যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তা ওয়াজিব না থাকা চাই।

অতএব, যদি কেউ ফরয বা ওয়াজিব্ বিত্রের নামাযের মান্নত করে,তবে তা নযর বা মান্নত হবেনা। কেননা এই ফরয ও ওয়াজিব আদায় করা তার উপর পূর্ব থেকেই ওয়াজিব হয়ে রয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে এ-ও শর্ত যে, মান্নতের মাধ্যমে যে কাজটিকে নিজের উপর ওয়াজিব করে নেওয়া হয়, সেই জাতীয় কোন আমল শরীয়তে ওয়াজিব থাকতে হবে। যেমন নামায, রোযা, সদকা, কুরবানী প্রভৃতি। অন্যথায় নযর (মান্নত) অনুষ্ঠিত হবেনা। যেমন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া অথবা জানাযার পেছনে চলা ইত্যাদি আমল যদিও ইবাদত কিন্তু উদ্দিষ্ট ইবাদত নয় বলে এগুলোর নযর (মান্নত) হয় না। বিস্তারিত তথ্যের জন্য ফেকাহ্শাস্ত্রের কিতাবাদি দ্রষ্টব্য। (মাঃ কুরআন, ৮ম খণ্ড ; সূরা দাহ্র, আয়াত ঃ ৭)

ধোঁকা দেওয়ার জন্য কসম খেলে ঈমান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে

মাসআলা ঃ কসম ভঙ্গ করার ইচ্ছায় বা ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে যদি কসম খাওয়া হয়, তবে তা সাধারণ কসম ভঙ্গ করা অপেক্ষাও জঘন্য গুনাহ্। এতে

www.pathagar.com

ঈমানের সম্পদ হতেও বঞ্চিত হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। (মাঃ কুরআন, ৫ম খণ্ড ; সূরা নাহ্‌ল, আয়াত ঃ ৯১)

কসম খাওয়ার কয়েকটি পন্থা এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিধান

গুমূস কসম ঃ ফেকাহ্‌বিদগণের পরিভাষায় এ-কে 'ইয়ামীনে গুমূস' বলে। উদাহরণতঃ কোন ব্যক্তি কোন কাজ সমাধা করার পর ভালভাবে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও জেনে শুনে যদি কসম করে বলে যে, আমি এই কাজ করি নাই, তবে এই মিথ্যা কসম জঘণ্যতম কবীরা গুনাহ্ এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তার ধ্বংসের কারণ। কিন্তু এর জন্য কোনরূপ কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হয়না ; বরং তওবা ও ইস্তেগফার করা তার উপর যরূরী হয়ে যায়। 'গুমূস' শব্দের অর্থ ডুবিয়ে দেওয়া। এহেন কসম যেহেতু কসমকারীকে গুনাহ্ ও শাস্তির দরিয়াতে ডুবিয়ে দেয়, তাই এ-কে 'ইয়ামীনে গুমূস' বলা হয়।

লগ্‌ব কসম ঃ অতীত কোন ঘটনার উপর নিজ ধারণায় সত্য মনে করে কেউ কসম খেল, অথচ বাস্তবে তা ভ্রান্ত ছিল। যেমন কোন সূত্রে জানা গেল যে, অমুক ব্যক্তি এসে গেছে, কিন্তু পরে জানা গেল যে, সংবাদটি অবাস্তব— ছিল এ-কে 'লগ্‌ব কসম' বলে। অনুরূপ, অনিচ্ছাকৃতভাবে মুখ থেকে কসম শব্দ বের হয়ে গেলে, তাকেও 'লগ্‌ব কসম' বলা হয়। এরূপ কসমের কাফ্‌ফারা নাই এবং এতে কোনরূপ গুনাহ্‌ও হয় না।

মুন্‌আকিদা কসম ঃ ভবিষ্যতে কোন কাজ করা বা না করার কসম করাকে 'মুন্‌আকিদা কসম' বলে। এ জাতীয় কসম ভঙ্গ করলে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হয় এবং কোন কোন অবস্থায় গুনাহ্ হয় আবার কোন কোন অবস্থায় গুনাহ্ হয় না। (মাঃ কুরআন, ৩য় খণ্ড ; সূরা মায়িদাহ্, আয়াত ঃ ৮৯)

মাসআলা ঃ কসম ভঙ্গ হওয়ার পূর্বে যদি কসমের কাফ্‌ফারা দেওয়া হয়, তবে এতে কাফ্‌ফারা আদায় হয় না, যেমন সময় উপস্থিত হওয়ার পূর্বে নামায আদায় করলে কিংবা রমযান মাস উপস্থিত হওয়ার পূর্বে রমযানের রোযা রাখলে নামায ও রোযা আদায় হয় না, অনুরূপভাবে কসম ভঙ্গ হওয়ার পূর্বে কাফ্‌ফারা দিলে তা আদায় হবে না। (মাঃ কুরআন, ৩য় খণ্ড ; সূরা মায়িদাহ্, আয়াত ঃ ৮৯)

www.pathagar.com

অধ্যায় ৪

আহ্‌কামুল-মাসাজিদ

মসজিদ সংক্রান্ত মাসায়েল

মাসআলা ঃ আদব ও সম্মানের দিক দিয়ে দুনিয়ার সমস্ত মসজিদ সমান ও একই পর্যায়ভূক্ত। তাই বাইতুল-মুকাদ্দাস, মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববীর অবমাননা করা যেমন বড় অন্যায়, তেমনি অন্য মসজিদের ব্যাপারেও এই হুকুম সমভাবে প্রযোজ্য। তবে এই তিনটি মসজিদের বিশেষ গুরুত্ব ও ফযীলত স্বতন্ত্রভাবে স্বীকৃত। ফলে মসজিদুল-হারামে নামায আদায় করার সওয়াব অন্য মসজিদের তুলনায় এক লক্ষ গুণ বেশী। এমনিভাবে মসজিদে নববী ও বাইতুল-মুকাদ্দাসে নামায আদায় করার সওয়াব পঞ্চাশ হাজার গুণ বেশী। এই বিশেষ গুরুত্ব ও ফযীলতের কারণে এই তিনটি মসজিদে নামায আদায় করার উদ্দেশ্যে দূর-দূরান্ত থেকে সফর করা বিরাট সওয়াব ও বরকতের বিষয়। এই তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদে নামায আদায় করা উত্তম বা অধিক সওয়াবের বিষয়—এরূপ জ্ঞান করে দূর দুরান্ত থেকে সেসব মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করতে হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

মাসআলা ঃ মসজিদে নামায ও যিকর-আযকারে বাধা দেওয়ার যত পন্থা রয়েছে, সব নাজায়েয ও হারাম। তন্মধ্যে একটি প্রকাশ্য পন্থা হচ্ছে, কাউকে মসজিদে যেতে অথবা মসজিদে নামায ও তিলাওয়াত করতে পরিষ্কারভাবে বাধা দেওয়া। দ্বিতীয় পন্থা হচ্ছে, মসজিদে হট্টগোল করে অথবা আশে-পাশে গান-বাজনা করে মুসল্লীদের নামায ও যিকর ইত্যাদিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করা। বস্তুতঃ এগুলোও আল্লাহ্‌র যিকরে বাধা সৃষ্টির পর্যায়ভুক্ত।

www.pathagar.com

এমনিভাবে, নামাযের সময় মুসল্লীগণ যখন নফল ইবাদত, তসবীহ্ ও কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদিতে নিয়োজিত থাকে, তখন সরবে তিলাওয়াত ও যিকির করাও নামাযে বিঘ্নতা সৃষ্টি এবং এক হিসাবে আল্লাহর স্মরণে বাধা প্রদানের শামিল। এ জন্যেই ফেক্বাহ্‌বিদগণ এরূপ করাকেও নাজায়েয সাব্যস্ত করেছেন। অবশ্য মসজিদে যখন সাধারণ নামাযী লোকজন না থাকে, তখন সরবে যিকির ও তিলাওয়াতে দোষ নাই। এ থেকে আরও জানা গেল যে, লোকজন যখন নামায ও তসবীহ্ ইত্যাদিতে মশগুল থাকে, তখন মসজিদে নিজের জন্য অথবা কোন দ্বীনি কাজের জন্য চাঁদা উঠানোও নিষেধ।

মাসআলা ঃ মসজিদ ধ্বংস ও অনাবাদ হওয়ার যত পন্থা রয়েছে, সবই হারাম। এতে প্রকাশ্যভাবে মসজিদ বিধ্বস্ত করা কিংবা অনাবাদ করার বিষয়টি যেমন রয়েছে, তেমনি এরূপ কোন কারণ উদ্ভাবন করাও এর অন্তর্ভুক্ত, যদ্দরুন মসজিদ অনাবাদ হয়ে যায়। মসজিদ অনাবাদ হওয়া বলতে নামাযের জন্য লোকজন না আসা অথবা উপস্থিতির সংখ্যা হ্রাস পাওয়াকে বোঝায়। কেননা, মসজিদের দ্বার-প্রাচীর নির্মাণ ও কারুকার্যের নাম মসজিদ আবাদ হওয়া নয়; বরং মসজিদ আবাদ হয় মুসল্লীগণের আল্লাহ্‌কে স্মরণ (নামায) করা দ্বারা। (মাঃ কুরআন, ১ম খণ্ড ; সূরা বাক্বারা, আয়াত ঃ ১১৪)

মসজিদের পনেরটি আদব

মাসআলা ঃ উলামায়ে কেরাম মসজিদের পনেরটি আদব উল্লেখ করেছেনঃ প্রথম. মসজিদে পৌঁছে কিছু লোকজন উপবিষ্ট পেলে তাদেরকে সালাম দেওয়া, আর যদি কেউ উপস্থিত না থাকে, তবে 'আস্‌সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস্ সালেহীন' বলা। (কিন্তু এটা তখন, যখন কেউ নামায বা তিলাওয়াত ও তসবীহ্ ইত্যাদিতে মশগুল না থাকে, কেননা এমতাবস্থায় সালাম দেওয়া দুরুস্ত নয়)। দ্বিতীয়. মসজিদে প্রবেশ করার পর বসার পূর্বেই দুই রাক্‌আত তাহিয়্যাতুল-মসজিদ নামায পড়া। (এটাও তখন, যখন নামায পড়া মাকরূহ্ না হয়, যেমন সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও ঠিক দুপুরের সময়) তৃতীয়. মসজিদে বেচা-কেনা না করা। চতুর্থ. মসজিদে তীর-তরবারী বের না করা। পঞ্চম. মসজিদে নিজের হারানো বস্তু তালাশের ঘোষণা না করা। ষষ্ঠ. মসজিদে উচ্চ আওয়ায না করা।

www.pathagar.com

সপ্তম. মসজিদে দুনিয়াদারীর কথা না বলা। অষ্টম. মসজিদে বসার স্থানে কারও সাথে ঝগড়া না করা। নবম, মসজিদের কাতারে পুরাপুরি স্থান সংকুলান না হলে সেখানে প্রবেশ করে অসুবিধা সৃষ্টি না করা। দশ., নামাযরত মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম না করা। একাদশ. মসজিদে থুথু ফেলা নাক সাফ করা থেকে বিরত থাকা। দ্বাদশ. অঙ্গুলি না ফুটানো। ত্রয়োদশ. কাপড়ের কোন অংশ নিয়ে খেলা না করা। চতুর্দশ. নাপাকী থেকে পাক-সাফ থাকা এবং শিশু ও উন্মাদ ব্যক্তিকে সাথে না নেওয়া। পঞ্চদশ. অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌র যিক্‌রে থাকা। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) উপরোক্ত পনেরটি আদব উল্লেখ করে বলেছেন, —যে ব্যক্তি এ আদবগুলো সম্পন্ন করলো, সে মসজিদের হক আদায় করে দিল এবং মসজিদ তার জন্য হেফাযত ও শান্তির স্থান হয়ে গেল। (মাঃ কুরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড; সূরা নূর, আয়াতঃ ৩৬)

মসজিদে মেহ্‌রাবের বিধান

মাসআলা ঃ যেসব মসজিদে ইমামের মেহ্‌রাব একটি স্বতন্ত্র গৃহের আকারে বানানো হয়, সেসব মসজিদের ইমামগণের মেহ্‌রাব থেকে সামান্য বাইরে এমনভাবে দণ্ডায়মান হওয়া উচিত, যাতে ইমাম ও মুক্তাদীগণের স্থান এক বলে গণ্য হতে পারে। পক্ষান্তরে, ইমাম আলাদা ও একাকী এক স্থানে এবং মুসল্লীগণ অন্য স্থানে দাঁড়ানো মাকরূহ্ ও নাজায়েয। কোন কোন মসজিদে মেহ্‌রাব বড় ও প্রশস্ত করে বানানো হয় এবং তাতে মুক্তাদীগণের একটি ছোট কাতারের সংকুলান হয়ে যায়। এরূপ মেহ্‌রাবে ইমামের সঙ্গে যদি এক কাতার মুক্তাদীও দণ্ডায়মান হয় এবং ইমাম তাদের সম্মুখে মেহ্‌রাবের ভিতরে দণ্ডায়মান হয়, তবে ইমাম ও মুক্তাদীগণের স্থান এক হওয়ার কারণে এরূপ করা মাকরূহ নয়। (মাঃ কুরআন, ৭ম খণ্ড ; সূরা সাবা, আয়াত ঃ ১৩)

কাফের ব্যক্তিকে ইসলামী ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপক ও মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করা দুরুস্ত নয়

মাসআলা ঃ কোন কাফেরকে ইসলামী ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির মুতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপক বানানো জায়েয নয়। তবে বাহ্যিক দরজা-প্রাচীর ইত্যাদি নির্মাণে অমুসলিম ব্যক্তির দ্বারা কাজ নেওয়াতে দোষ নাই। (তফসীরে মারাগী)

www.pathagar.com

অমুসলিম ব্যক্তির মসজিদ নির্মাণ সম্পর্কিত বিধান

মাসআলা ঃ কোন অমুসলিম পুণ্যের কাজ মনে করে যদি মসজিদ বানিয়ে দেয় কিংবা মসজিদের কাজে চাঁদা দেয়, তবে তা গ্রহণ করাতে যদি দ্বীনি বা দুনিয়াবী কোন ক্ষতি অথবা ভবিষ্যতে মসজিদ দখল করার বা খোঁটা দেওয়ার আশংকা না থাকে, তাহলে তা গ্রহণ করা জায়েয। (শামী, মারাগী) (মাঃ কুরআন, ৪র্থ খণ্ড ; সূরা তওবাহ্, আয়াত ঃ ১৮)

মাসআলা ঃ বর্তমান কালেও যদি পূর্বতন কোন মসজিদের পার্শ্বে বিনা প্রয়োজনে নিছক লোক দেখানো ও জিদের বশে নতুন কোন মসজিদ নির্মাণ করা হয়, তবে সেখানে নামায পড়া ভাল নয় — যদিও নামায হয়ে যায়। (মাঃ কুরআন, ৪র্থ খণ্ড ; সূরা তওবাহ্, আয়াত ঃ ১০৭)

ওলী ও বুযুর্গ ব্যক্তির কবরের পার্শ্বে মসজিদ নির্মাণের বিধান

মাসআলা ঃ আওলিয়ায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দ্বীনের কবরের পার্শ্বে নামাযের জন্য মসজিদ বানিয়ে দেওয়া কোন গুনাহ্ নয়। হাদীস শরীফে নবীগণের কবরকে মসজিদে পরিণতকারীদের উপর যে অভিসম্পাত করা হয়েছে, তার অর্থ হচ্ছে সরাসরি তাঁদের কবরকে সেজদা করা বা সেজদার স্থানে পরিণত করা, যা সকলের মতে শিরক ও হারাম।(মায্হারী) (মাঃ কুরআন, ৫ম খণ্ড ; সূরা কাহ্ফ, আয়াতঃ ২১)

www.pathagar.com

অধ্যায় ৪

বেচা-কেনা

ধার-কর্জ ও বাকী লেন-দেনের বিধানাবলী

মাসআলা ঃ ধার-কর্জ ও বাকী লেন-দেনের দলীল-দস্তাবেজ লিখিত হওয়া উচিত। যাতে কোনরূপ ভুল-ভ্রান্তি কিংবা কোন পক্ষের অস্বীকৃতি দেখা দিলে পরবর্তীতে তা কাজে আসে। বাকী লেন-দেন করা হলে এর মেয়াদ অবশ্য নির্ধারণ করে নেওয়া চাই; অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধার-কর্জ বা বাকী নেওয়া ও দেওয়া জায়েয নয়। এতে কলহ-বিবাদের দ্বার উন্মুক্ত হয়। এ জন্যেই ফেক্বাহ্‌বিদগণ বলেছেন, এমন মেয়াদ নির্ধারণ করা উচিত, যাতে কোনরূপ সন্দেহ না থাকে -মাস ও দিন তারিখ সহ উল্লেখ থাকা চাই। সুতরাং ফসল কাটার সময় বা অনুরূপ কোন বিষয় দিয়ে সময় নির্ধারণ করা জায়েয হবেনা, কারণ মৌসুমের বিভিন্নতায় এতে অগ্র-পশ্চাৎ দেখা দিতে পারে। (সূরা বাক্বারা, আয়াত ঃ ২৮২)

শরীকানাধীন মালের দ্বারা তেজারত

মাসআলা ঃ প্রথম কথা এই যে, সম্পদে শরীকানা জায়েয। দ্বিতীয়তঃ সম্পদে ওকীল নিযুক্ত করা জায়েয, অর্থাৎ অন্যান্যদের অনুমতিক্রমে যে কোন একজন শরীকানাধীন মাল ব্যয় করতে পারে। তৃতীয়তঃ কয়েকজন সঙ্গী যদি খাওয়া-দাওয়াতে অংশীদারিত্ব রাখে তবে তা জায়েয, যদিও খাওয়ার পরিমাণ সাধারণতঃ বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে — কেউ কম খায়, কেউ বেশী খায়। (মাঃ কুরআন, ৫ম খণ্ড ; সূরা কাহ্‌ফ, আয়াত ঃ ২০)

www.pathagar.com

তেজারতের কয়েকটি বিধান

মাসআলা ঃ লেন-দেন দুই প্রকারঃ এক — যাতে আন্তরিক সম্মতি যরূরী, যথা ক্রয়-বিক্রয়, দান-খয়রাত ইত্যাদি। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

অর্থাৎ "ব্যবসা সংক্রান্ত আদান-প্রদান যতক্ষণ পর্যন্ত উভয় পক্ষের সম্মতি সহকারে না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত একের জন্য অপরের সম্পদ হালাল নয়।"

সুদের নিষিদ্ধতা ও তার আহ্কাম

সুদের সংজ্ঞা

ইমাম জাস্সাস (রহঃ) 'আহ্কামুল-কুরআন' গ্রন্থে রিবা (সুদ)-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন ঃ নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য এ শর্তে ঋণ দেওয়া যে, ঋণগ্রহীতা ঋণদাতাকে মূলধনের সাথে আরও অতিরিক্ত কিছু অর্থ আদায় করবে। হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا

'যে কোন করজ মুনাফা টেনে আনবে, তা-ই রিবা হবে।'

ইমাম রাযী (রহঃ) তাঁর তফসীর গ্রন্থে বলেছেন ঃ রিবা দুই প্রকারঃ এক. ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত রিবা, দ্বিতীয়. ঋণ সংক্রান্ত রিবা।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রয়-বিক্রয়ের কয়েকটি পন্থাকে রিবার অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যেগুলোকে আরববাসীগণ রিবা বলে মনে করতো না। উদাহরণতঃ ছয়টি জিনিসের বেচা-কেনার বেলায় তিনি বিধান দিয়েছেন, এগুলোকে পরস্পর বিনিময় করতে হলে সমান সমান হতে হবে এবং নগদ হাতে হাতে হতে হবে। যদি এতে কম বেশী করা হয় কিংবা বাকী রাখা হয়, তবে তা-ও রিবা হবে। এ ছয়টি জিনিস হচ্ছে, সোনা, রূপা, গম, যব, খেজুর ও আঙ্গুর।

পূর্ববর্তী সময়ে আরবে 'মুযাবানাহ্' ও 'মুহাকালাহ্' নামে ক্রয়-বিক্রয়ের যে কয়েকটি পন্থার প্রচলন ছিল, রিবা সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর উক্ত মূলনীতি অনুযায়ী সেই সব পন্থাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রিবার

www.pathagar.com

অন্তর্ভুক্ত করে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। (ইব্নে কাসীর, মুস্তাদ্রাক হাকিম)

বৃক্ষস্থিত ফল বৃক্ষ থেকে আহরিত ফলের বদলে অনুমান করে বিক্রয় করাকে 'মুযাবানা' বলে এবং ক্ষেতের অকর্তিত ফসল যথা গম, বুট ইত্যাদি কর্তিত, শুষ্ক ও পরিচ্ছন্ন ফসল যথা গম, বুট ইত্যাদির বদলে অনুমান করে বিক্রয় করাকে 'মুহাকালা' বলে। অনুমান করে বিক্রয় করলে যেহেতু কম বেশী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাই এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। হযরত উমর ফারূক (রাযিঃ) ক্রয়-বিক্রয়ের এমন সব পন্থা পরিহার করতে নির্দেশ দিয়েছেন, যেগুলোতে রিবার সামান্যতম সম্ভাবনাও থাকে। (সূরা বাক্বারা, আয়াত ঃ ২৭৫)

জুয়ার নিষিদ্ধতা ও বিভিন্ন প্রকার

মুফাস্সিরে কুরআন হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে আব্বাস, ইব্নে উমর, ক্বাতাদাহ্, মুআবিয়া ইব্নে সালেহ্, আতা ও তাউস (রাযি ঃ) বলেছেন ঃ সব রকমের জুয়া মাইসির, এমনকি কাঠের গুটি ও আখরোট দ্বারা বাচ্চারা যে খেলা করে তা-ও মাইসিরের অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, মুখাতারাও জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। (জাস্সাস) 'মুখাতারা' বলতে বোঝায় —এমন আদান-প্রদান, যাতে প্রচুর সম্পদ পেয়ে লাভবান হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে এবং কিছু না পাওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। যেমন আজকাল ব্যবসায়ী স্বার্থে লটারী এবং শব্দ প্রতিযোগিতার প্রচলন রয়েছে। দাবা, ছক্কা-পাঞ্জা জাতীয় খেলা, তা যদি টাকা-পয়সার হার-জিতের প্রশ্নে হয়, তবে এগুলোও জুয়ার অন্তর্ভুক্ত।[১] (মাঃ কুরআন, ১ ম খণ্ড; সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ২১৯)

---

(১) শুধু এক পক্ষ থেকে যদি পুরস্কার নির্ধারণ করে বলা হয় যে, যে ব্যক্তি অমুক কাজটি করতে সক্ষম হবে, তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে, তবে এরূপ করাতে দোষ নাই। কিন্তু শর্ত হলো, সে ব্যক্তির নিকট থেকে কোন চাঁদা ওসূল করা যাবে না।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৪

রাজনীতি ও নেতৃত্ব

খলীফা বা বাদশাহ্‌র পারিশ্রমিক

খলীফা অথবা বাদশাহ্ যেহেতু তাঁর পূর্ণ সময় রাষ্ট্রীয় কার্য সম্পাদনে ব্যয় করে থাকে, তাই মধ্যম পন্থায় ভরণ-পোষণের জন্য বাইতুল-মাল থেকে তার বেতন গ্রহণ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয। তবে জীবিকা নির্বাহের অন্য কোন উপায় করে নেওয়া সম্ভব হলে, তা অধিক পসন্দনীয়। (মাঃ কুরআন , ৭ম খণ্ড ; সূরা সাবা, আয়াত ঃ ১০)

শরীয়ত বিরোধী কাজে শাসনকর্তৃপক্ষের আনুগত্য জায়েয নয়

লোকদের মধ্যে তোমাদের যদি কোন মীমাংসা করতে হয়, তবে তা ন্যায়সঙ্গতভাবে কর। এর পূর্বে আল্লাহ্ তাআলা লোকদেরকে শাসনকর্তৃপক্ষের (اُولِى الْاَمْرِ) আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শাসক যদি ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তবে প্রজাদের পক্ষে তার আনুগত্য করা ওয়াজিব। পক্ষান্তরে, যদি ন্যায় ও সুবিচার পরিহার করে শরীয়তবিরোধী হুকুম জারী করে, তবে এতে শাসকের আনুগত্য করা যাবেনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

স্রষ্টার অবাধ্যতা হয়, এমন কোন বিষয়ে সৃষ্টির আনুগত্য করা জায়েয নয়। (মাঃ কুরআন, ২য় খণ্ড ; সূরা নিসা, আয়াত ঃ ৫৮)

www.pathagar.com

সরকারী কোন পদ নিজের জন্য তলব করা

মাসআলা ঃ নিজের জন্য সরকারী কোন পদ বা মর্যাদা প্রার্থনা করা জায়েয নয়। তবে সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেওয়ার মত অপর কোন ব্যক্তি না থাকার বিষয়টি যদি নিশ্চিতরূপে জানা যায় এবং নিজের সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস থাকে যে, পদের দায়িত্বাবলী সুচারুরূপে সম্পাদন করতে সক্ষম হবে, সেই সাথে কোনরূপ গুনাহে লিপ্ত হওয়ার আশংকা না থাকে, তাহলে এমতাবস্থায় নিজে পদ তলব করা জায়েয হবে।

মাসআলা ঃ কাফের অথবা ফাসেক শাসকের অধীনে কোন পদ গ্রহণ করা বিশেষ হালাত ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে জায়েয। (মাঃ কুরআন, ৫ম খণ্ড ; সূরা ইউসুফ, আয়াত ঃ ৫)

মাসআলা ঃ শাসকের পক্ষে প্রজাদের এবং মাশায়েখ ও আধ্যাত্মিক মুরব্বীগণের পক্ষে শাগরেদ ও মুরীদগণের খোঁজ-খবর রাখা যরূরী। (মাঃ কুরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড ; সূরা নাম্‌ল, আয়াত ঃ ২)

কোন নারীর পক্ষে বাদশাহ্ হওয়া বা কোন সম্প্রদায়ের নেত্রী বা শাসক হওয়া জায়েয কিনা?

মাসআলা ঃ বুখারী শরীফে হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, পারস্যবাসীরা কিস্‌রার কন্যাকে রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছার পর তিনি বলেছেন ঃ

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا اَمْرَهُمْ اِمْرَءَةً

অর্থাৎ যে "জাতি নিজেদের শাসনক্ষমতা নারীর প্রতি অর্পন করে দিল, সে জাতি কখনও সাফল্য লাভ করতে পারবে না।"

এজন্যেই উম্মতের আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, কোন নারীর প্রতি, শাসন কর্তৃত্ব, খেলাফত বা রাজত্ব ও নেতৃত্ব সমর্পণ করা যায় না। বরং নামাযের ইমামতির ন্যায় বৃহৎ ইমামতিরও একমাত্র পুরুষগণই উপযুক্ত। এখানে বিল্‌কীসের সম্রাজ্ঞী হওয়ার বিষয়টি ভিন্ন—যতক্ষণ পর্যন্ত হযরত সুলাইমান (আঃ) কর্তৃক তাকে বিবাহ করা, অতঃপর তাকে রাজ সিংহাসনে বহাল রাখার বিষয়টি প্রমাণিত

www.pathagar.com

না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ দ্বারা কোন শরয়ী হুকুম প্রমাণিত হবে না ; অথচ বিষয়টি এমন কোন সহীহ্ রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত নাই, যার উপর শরয়ী কোন বিধান প্রমাণিত করার ব্যাপারে নির্ভর করা যেতে পারে।

মুশরিকদের নিকট পত্র লেখা এবং তাদের নামে তা প্রেরণ করা জায়েয

মাসআলা ঃ হযরত সুলাইমান আলাইহিস্ সালামের পত্র প্রেরণের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দ্বীনের প্রচার ও ইসলামের প্রতি আহ্বানের জন্য মুশরিক ও কাফেরদের নিকট পত্র লেখা ও প্রেরণ করা জায়েয। কাফের ও মুশরিকদের অনেকের নামে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র প্রেরণের বিষয় সহীহ্ হাদীস সমূহের দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে।

সব মজলিসে এমনকি কাফেরদের মজলিসেও মানবীয় চরিত্র প্রদর্শন করা উচিত

মাসআলা ঃ হযরত সুলাইমান আলাইহিস্ সালাম হুদহুদের দ্বারা পত্রবাহকের কাজ নিয়েছিলেন, তখন তাকে মজলিসের এ শিষ্টাচারও শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, সম্রাজ্ঞীর হাতে পত্র পৌঁছিয়ে মাথার উপর যেন সওয়ার হয়ে না থাকে ; বরং সেখান থেকে কিছুটা সরে যায় -- এটাই রাজকীয় মজলিসের আদব। এ তালীম দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, সামাজিক শিষ্টাচার ও মানবীয় চরিত্র প্রদর্শন সবার সাথেই কাম্য। (মাঃ কুরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড ; সূরা নাম্‌ল, আয়াত ঃ ২০-২৮)

দ্বিজাতিক মতবাদ

ধর্মের ভিত্তিতে মুসলিম ও অমুসলিম এ দ্বিজাতিক প্রকরণ কুরআনী উদ্দেশ্যের পুরাপুরি মুতাবেক। فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ আয়াতখানি এর সপক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ। এতদসঙ্গে এ বিষয়ও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সঠিক একক জাতীয়তা সৃষ্টি করার উপরই ইসলামের দ্বিজাতিক চিন্তাধারার আসল ভিত্তি। যা সৃষ্টির শুরুতেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন এর ভিত্তি দেশ ও ভৌগোলিক সীমারেখার উপর ছিলনা, বরং একক বিশ্বাস ও দ্বীনে হকের একক অনুসরণের উপর ছিল।

www.pathagar.com

পবিত্র কুরআনের আয়াত كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً থেকে বুঝা যায়, সৃষ্টির প্রারম্ভে সহীহ্ আকীদা-বিশ্বাস ও দ্বীনে হকের অনুসরণের ভিত্তিতে একটি সঠিক ও যথার্থ একক জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে লোকেরা এর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। আম্বিয়া কিরাম সেই প্রকৃত একক জাতীয়তার দিকেই লোকদেরকে আহ্বান করেছেন। যারা তাঁদের ডাকে সাড়া দেয়নি, তারা সেই একক জাতীয়তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভিন্ন একটি জাতির রূপ নিয়েছে। (মাঃ কুরআন, সূরা বাক্বারা ১ম খণ্ড ; আয়াত ঃ ২১৩)

মাসআলা ঃ মু'মিন ও কাফেরের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধ হতে পারে না। ভৌগোলিক সীমারেখা বা বংশীয় সম্পর্কের ভিত্তিতে জাতীয়তা গড়ে উঠতে পারে না। বরং এরূপ চিন্তাধারা ইসলামের মূলনীতির সাথে বিদ্রোহের নামান্তর।

খাদ্য-সামগ্রীর উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ

কোন দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা যখন এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে, সরকার যদি সরাসরি ব্যবস্থা গ্রহণ না করে, তবে বহু সংখ্যক লোক জীবন ধারণের অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রী থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশংকা থাকে। এমতাবস্থায় সরকার এসব দ্রব্যসামগ্রীকে নিজ ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিতে পারে এবং খাদ্য-শস্যের সংগতিপূর্ণ মূল্য নির্ধারণ করে দিতে পারে। ফুক্বাহায়ে কেরাম এ বিষয়টিকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। (মাঃ কুরআন, ৫ম খণ্ড ; সূরা ইউসুফ, আয়াত ঃ ৬২)

রাষ্ট্রীয় সংবিধানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা

এক ঃ আসমান ও যমীনের তথা সারা বিশ্বের সার্বভৌমত্বের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু।

দুই ঃ পৃথিবীতে আল্লাহ্র হুকুম-আহ্কাম প্রবর্তন ও বাস্তবায়নের জন্য তাঁর রাসূলই তাঁর নায়েব বা প্রতিনিধি হয়ে থাকেন। আর একথা নিশ্চিত এবং সুস্পষ্ট যে, খোদায়ী খেলাফতের (প্রতিনিধিত্ব) ধারা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সমাপ্ত হয়ে গেছে। তাই রাসূলের লেখাফতের ধারাই এখন খোদায়ী খেলাফতের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে এবং গোটা মিল্লাতের ভোট ও মতামতের

www.pathagar.com

ভিত্তিতে রাষ্ট্রপ্রধান মনোনীত করা সাব্যস্ত হয়েছে। (মাঃ কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ৩০)

পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র ও ইসলামের শূরানীতির পার্থক্য

বর্তমান বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশসমূহের আইন পরিষদ ও সদস্য বর্গ সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সর্ববিধ নিয়ন্ত্রণমুক্ত। নিজ ইচ্ছায় যে কোন চিন্তাধারার ভাল বা মন্দ আইন তারা প্রণয়ন করে থাকে। পক্ষান্তরে, ইসলামী পরিষদ ও পরিষদের সদস্যমণ্ডলী এবং নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান সকলেই ইসলামের মৌলিক আইন-কানুনের নিয়ন্ত্রণাধীন যা আল্লাহ্ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। এই পরিষদ বা পরামর্শ সভার জন্য বেশ কিছু শর্ত-শরায়েতও রয়েছে। যাকে তারা নির্বাচন করবে তার জন্যেও কিছু বাধ্য-বাধকতা রয়েছে। এমনিভাবে আইন প্রণয়নের ব্যাপারেও তারা স্বাধীন নয়; সকল আইন কুরআন ও সুন্নাহ বর্ণিত নীতিমালার আওতাধীন হতে হবে। কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত আইন প্রণয়ন করার অধিকার তাদের নাই। (মাঃ কুরআন, ১ম খণ্ড ; সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ৩০)

ইসলামী রাষ্ট্র একটি পরামর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র

ইসলামী রাষ্ট্রে নেতা ও রাষ্ট্র প্রধানের নির্বাচন পরামর্শের ভিত্তিতে হয়; বংশীয় উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে নয়। ইসলামী শিক্ষার কল্যাণে আজকে সারা বিশ্বে এই মূলনীতি সর্বজন স্বীকৃত সত্যে পরিণত হয়েছে। ব্যক্তি-শাসিত রাজতন্ত্রী সাম্রাজ্য সমূহও ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এদিকেই ধাবমান। কিন্তু আজ থেকে চৌদ্দশত বছর আগের যুগের প্রতি লক্ষ্য করুন যখন সমগ্র বিশ্বের উপর আজকের তিন বৃহত্তের স্থলে দু'বৃহৎ শক্তির শাসন বিদ্যমান ছিল — একটি কিস্‌রার শাসন, অপরটি কায়সারের শাসন। ব্যক্তি-রাষ্ট্র ও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সাম্রাজ্য হিসাবে উভয়টি একই পর্যায়ভুক্ত ছিল এতে মাত্র এক ব্যক্তি লক্ষ কোটি মানুষের উপর স্বীয় মেধা ও যোগ্যতার বলে নয়, বরং উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত নৃশংস ও উৎপীড়নমূলক নীতির ভিত্তিতে শাসন করতো। তারা মানুষকে গৃহপালিত পশুর মর্যাদা দেওয়াকেও রাষ্ট্রীয়

www.pathagar.com

সম্মান ও পুরস্কার মনে করতো। দুনিয়ার অধিকাংশ এলাকার উপর এই মতবাদ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। শুধুমাত্র গ্রীসে গণতন্ত্রের কিছু নমুনার অসম্পূর্ণ রেখা পাওয়া যেতো। তা-ও এতো অস্পষ্ট ও ক্ষীণ ছিল যে, এর উপর কোন রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করা একান্ত দুরূহ ব্যাপার ছিল। এ কারণেই গণতন্ত্রের গ্রীক রাষ্ট্রনীতির ভিত্তিতে কখনও একটি স্থিতিশীল রাষ্ট্র কায়েম করা সম্ভবপর হয়নি। বরং এসব মূলনীতি কেবল এরিষ্টটলের দর্শনের একটি শাখা হয়েই রয়ে গেছে। পক্ষান্তরে, ইসলামী রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারের প্রকৃত বিরুদ্ধ নীতি-পদ্ধতি নাকচ করে রাষ্ট্রপ্রধানের নিয়োগ ও অপসারণের বিষয়টি একান্তভাবে জনসাধারণের অধিকারে তুলে দিয়েছে। নিজেদের প্রতিনিধি ও বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন বিচক্ষণ লোকদের মাধ্যমে তারাই বিষয়টির নিষ্পত্তি করবে। সাম্রাজ্যবাদের পাঁক-কাদায় আটকে পড়া পৃথিবী ইসলামী শিক্ষার কল্যাণেই এই ন্যায়সঙ্গত ও স্বভাবগ্রাহ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়েছে। বস্তুতঃ এ-ই হচ্ছে সেই রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রাণবস্তু যাকে আজকের পৃথিবী গণতন্ত্র নামে অভিহিত করছে।

কিন্তু বর্তমান ধাচের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাসমূহ যেহেতু রাজতান্ত্রিক নিপীড়ন ও উৎপীড়নের প্রতিক্রিয়ায় অস্তিত্ব লাভ করেছে তাই তা এমন অসামঞ্জস্যভাবে বিকশিত হয়েছে যে, এতে জন সাধারণকে সর্বময় ক্ষমতার উৎসরূপে সাব্যস্ত করে তাদেরকে পুরাপুরিভাবে রাষ্ট্রীয় আইন ও শাসন ব্যবস্থার একচ্ছত্র মালিকানা অধিকার প্রদান করা হয়েছে। ফলে তাদের চিন্তা-চেতনা যমীন, আসমান ও সমগ্র মানবের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর প্রকৃত মালিকানা ও রাষ্ট্রাধিকারের কল্পনা থেকেও বিমুক্ত হয়ে পড়েছে এবং আল্লাহ্র দেওয়া গণ-অধিকারের উপর আল্লাহ্ কর্তৃক আরোপিত বিধি-বিধানকে পর্যন্ত তাদের গণতন্ত্র ন্যায়ের পরিপন্থী ও কঠিন চাপ বলে মনে করতে শুরু করেছে।

ইসলামী সংবিধান যেভাবে আদম সন্তানকে কায়সার, কিসরা ও অন্যান্য ব্যক্তিশাসনের জুলুম অত্যাচারের নিগড় থেকে মুক্ত করেছে, তেমনিভাবে আল্লাহ্র অস্তিত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ পাশ্চত্য গণতন্ত্রকেও আল্লাহ্র পরিচয় লাভ ও তাঁর আনুগত্যের পথ দেখিয়েছে। দেশের শাসকবর্গ হোক বা জনসাধারণ, আল্লাহ্র দেওয়া বিধি-বিধানের আনুগত্য ও পা-বন্দী সকলকেই করতে হবে। জনসধারণ ও গণসংসদের অধিকার, আইন প্রণয়ন, নিয়োগ, অপসারণ আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখার ভিতরে হতে হবে। তাদের অপরিহার্য কর্তব্য যে, শাসক ও

www.pathagar.com

নেতার নির্বাচন, পদ ও দফতর বন্টনের ব্যাপারে একদিকে সামর্থ ও যোগ্যতার প্রতি লক্ষ্য রাখবে, অপরদিকে আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিবে। এমন ব্যক্তিকে আমীর বা নেতা নির্বাচন করবে, যিনি ইল্‌ম, তাক্‌ওয়া-পরহেযগারী, আমানত -দিয়ানত, যোগ্যতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে সর্বোত্তম হবেন। তদুপরি এ নির্বাচিত নেতা স্বেচ্ছাচার ও স্বাধীনচেতা মনোবৃত্তিসম্পন্ন হলে চলবেনা, বরং বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ লোকদের নিকট তার পরামর্শ গ্রহণ করে চলতে হবে। পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, খোলাফায়ে রাশেদীনের কর্মপদ্ধতিই এর যথার্থ সাক্ষ্য বহন করে। এ প্রসঙ্গে হযরত উমর (রাযিঃ) বলেন ঃ

لَا خِلَافَةَ إِلَّا عَنْ مَشْوَرَةٍ -

পরামর্শকরণ ব্যতিরেকে খেলাফত হতে পারে না।

আলোচনা করা ও পরামর্শ গ্রহণ করা ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একটি মৌলিক বিষয়। এমনকি রাষ্ট্রপ্রধান যদি পরামর্শ গ্রহণ না করে কিংবা শরীয়তের দৃষ্টিতে পরামর্শ দেওয়ার যোগ্য নয়, এমন লোকদের সাথে পরামর্শে প্রবৃত্ত হয়, তবে তাকে অপসারিত করা অপরিহার্য। ইবনে আতিয়্যা বলেন ঃ

اِنَّ الشُّوْرٰى مِنْ قَوَاعِدِ الشَّرِيْعَةِ وَالدِّيْنِ فَعَزْلُهُ وَاجِبٌ. هٰذَا مَا لَا خِلَافَ لَهُ

"পরামর্শ করা ইসলামী শরীয়তের মৌলিক নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত। যে আমীর বা রাষ্ট্রপ্রধান জ্ঞানী ও দ্বীনদার লোকদের সাথে পরামর্শ করে না তাকে অপসারিত করা ওয়াজিব। এটি এমন একটি মাসআলা যাতে কারো দ্বিমত নাই।" (বাহ্‌রুল -মুহীত)

পরামর্শ করা জরুরী হওয়ার কারণে ইসলামী রাষ্ট্র ও তাঁর অধিবাসীবৃন্দের যে সুফল ও কল্যাণ লাভ হবে, তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীস থেকে অনুমান করা যায় যে, তিনি একে রহমত বলে অভিহিত করেছেন। ইব্‌নে আদী ও বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যখন এ আয়াতখানি নাযিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরাশাদ করেছেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য এই পরামর্শের

www.pathagar.com

কোন প্রয়োজন নাই, কিন্তু আল্লাহ তাআলা পরামর্শকে আমার উম্মতের জন্য রহমত স্বরূপ করে দিয়েছেন। হাদীস খানার সারমর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে তার নবীকে ওহীর মাধ্যমে সকল কাজ বলে দিতেন এবং কোন কাজে পরামর্শের প্রয়োজনীয়তা বাকী রাখতেন না। কিন্তু উম্মতের কল্যাণ ও মঙ্গল এতেই নিহিত ছিল যে, হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে পরামর্শের সুন্নত জারী করেছেন। এজন্যে অনেক কাজ এমন রেখে দিয়েছেন, যে সম্পর্কে সরাসরি কোন ওহী নাযিল হয়নি।বরং সেগুলোর ব্যাপারে হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি, ওয়াসাল্লামকে পরামর্শ করে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

পঞ্চম বিষয় ঃ পরামর্শে মতবিরোধ হলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পন্থা কি হবে

কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে বর্তমানে প্রচলিত সংসদীয় পদ্ধতি অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠের ফয়সালা মেনে নিতে আমীর বা রাষ্ট্রপ্রধান বাধ্য থাকবেন, না সংখ্যাগরিষ্ঠ হোক বা সংখ্যালঘু হোক যেদিকে যুক্তি প্রমাণের বলিষ্ঠতা ও দেশের অধিকতর স্বার্থ ও মঙ্গল দৃষ্ট হবে, তা গ্রহন করতে পারবেন? কুরআন, হাদীস ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের কার্যগত নীতি পদ্ধতি দ্বারা উক্তরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র প্রধানের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বাধ্য থাকার বিষয় প্রমাণিত হয় না। বরং কুরআনের কোন কোন ইঙ্গিত-ইশারা, হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামের কার্যগত স্পষ্ট নীতি -পদ্ধতি দ্বারা এ কথা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, মতবিরোধের ক্ষেত্রে আমীর বা রাষ্ট্রপ্রধান স্বীয় সুবিবেচনায় যে কোন দিক গ্রহণ করতে পারেন। দিকটি সংখ্যাগুরুর মতানুযায়ী হোক বা সংখ্যালঘুর মতানুযায়ী হোক। অবশ্য আমীর বা রাষ্ট্রপ্রধান স্বীয় আত্মপ্রসন্নতার জন্য যেমন অন্যান্য যুক্তি প্রমাণসমূহ বিবেচনা করবেন, তেমনিভাবে সংখ্যাগুরুর মতৈক্যের বিষয়টি বিবেচনা করলেও অনেক সময় তাঁর আত্মপ্রসন্নতা লাভের জন্য সহায়ক হতে পারে।

উল্লেখিত আয়াত শরীফে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরামর্শ করার নির্দেশ দেওয়ার পর বলা

www.pathagar.com

হয়েছে ঃ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ অর্থাৎ পরামর্শ করার পর আপনি যখন কোন একটি দিক চূড়ান্ত করে সে অনুযায়ী আমল করার দৃঢ় সংকল্প করে নেন, তখন আপনি আল্লাহর উপর ভরসা করুন। এ আয়াতে عَزَمْتَ শব্দের মধ্যে عَزْم অর্থাৎ হুকুম বাস্তবায়নের দৃঢ় ইচ্ছার বিষয়টি শুধুমাত্র হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে ; এখানে عَزَمْتُمْ বহুবচন ব্যবহার করা হয়নি, যা ব্যবহার করা হলে সংকল্প ও বাস্তবায়নে হুযুরের সাথে সাহাবায়ে কেরামেরও সমন্বয় বোঝা যেতো। এরূপ প্রয়োগের ইঙ্গিতে প্রমাণিত হয় যে,পরামর্শ করার পর বাস্তবায়ন ও সংকল্পের ক্ষেত্রে আমীরের সিদ্ধান্তই গ্রহণযোগ্য হবে। হযরত উমর (রাযিঃ) অনেক সময় দলীল প্রমাণের দৃষ্টিতে মজবুত হওয়ার কারণে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের রায় অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা বাস্তবায়িত করতেন। অথচ পরামর্শ মজলিসে বয়স, জ্ঞান ও সংখ্যার দিক দিয়ে ইব্নে আব্বাসের তুলনায় অধিক মর্যাদা সম্পন্ন মনীষীও উপস্থিত থাকতেন। হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক সময় শায়খাইন অর্থাৎ হযরত আবু বকর সিদ্দীক ও উমর ফারুক (রাযিঃ)-এর রায়কে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবায়ে কেরামের উপর প্রধান্য দিয়েছেন। এমনকি তখন এরূপ ধারনাও করা হতে লাগলো যে, উল্লিখিত আয়াত কেবল এ দুজনের সাথেই পরামর্শ করার জন্য নাযিল হয়েছে। হাকিম স্বীয় সনদে হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে মুস্তাদ্‌রাক কিতাবে রেওয়ায়াত করেছেন ঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض فِي قَوْلِهِ تَعَالٰى (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ) قَالَ اَبُوْبَكْرٍ رض وَعُمَرُ رض ابن كثير

"ইবনে আব্বাস বলেন, উল্লিখিত আয়াতে وشاورهم -এর সর্বনামের লক্ষ্য হলেন হযরত আবু বকর ও উমর (রাযিঃ)।"

কাল্‌বীর বর্ণনায় বিষয়টি আরও সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে তিনি বলেনঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ نَزَلَتْ فِي اَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَكَانَا حَوَارِيَّىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَزِيْرَيْهِ وَاَبُوَيِ الْمُسْلِمِيْنَ (ابن كثير)

"হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেছেন, আয়াতখানি হযরত আবু বকর ও

www.pathagar.com

উমর (রাযিঃ)-এর কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়ার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে। তাঁরা ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ সাহাবী, ওযীর মুসলমানদের পিতৃতুল্য মুরুব্বী।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার শায়খাইন অর্থাৎ হযরত আবূ বকর ও উমর (রাযিঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ

لَوْ اجْتَمَعْتُمَا فِي مَشُوْرَةٍ مَا خَالَفْتُكُمَا

"অর্থাৎ আপনারা দু'জন যখন কোন বিষয়ে একমত হন, তখন আমি আপনাদের বিরোধিতা করিনা।" (ইবনে কাসীর, মুঃ আহমদ)

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

এখানে প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, উপরে বর্ণিত পদ্ধতি তো গণতান্ত্রিক পদ্ধতির পরিপন্থী এবং ব্যক্তি শাসনের নীতি -- এ দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠের ক্ষতি হওয়ার আশংকাও রয়েছে।

উত্তর এই যে, ইসলামী আইন এ বিষয়টির প্রতি পূর্বেই লক্ষ্য করেছে। কারণ, জনসাধারণকে এ অধিকারও দেওয়া হয়নি যে, তারা যাকে ইচ্ছা তাকে আমীর বা রাষ্ট্রপ্রধান বানাবে। বরং তাদের প্রতি অপরিহার্য কর্তব্য হিসাবে আরোপ করা হয়েছে যে, তারা এমন লোককে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করবে, যে জ্ঞান, বিদ্যা যোগ্যতা, কর্মক্ষমতা, ইবাদত, আল্লাহ্ভীতি ও বিশ্বস্ততার দিক দিয়ে সবচেয়ে ভাল। সুতরাং যে ব্যক্তিকে উক্তরূপ উচ্চতর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয়েছে তার উপর এমন সব বিধিনিষেধ আরোপ করা যেগুলো বদ-দ্বীন, ফাসেক, পাপী লোকদের উপর আরোপ করা হয়; বুদ্ধি-বিবেচনা ও ন্যায়-নীতিকে হত্যা করার নামান্তর এবং কাজের লোকদের উৎসাহ ভঙ্গ করা এবং দেশ, জাতি ও দ্বীনের কাজে বাধা সৃষ্টি করার শামিল।

ষষ্ঠ বিষয় ঃ প্রত্যেক কাজে চেষ্টা-তদবীর করার পর আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করা চাই

আলোচ্য ক্ষেত্রে এ বিষয় খুবই লক্ষ্যনীয় যে, রাষ্ট্রীয় নিয়ম-শৃংখলা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীতে চেষ্টা-তদবীর ও পরামর্শ করার বিধি-বিধান বর্ণনা করার পর হেদায়েত দেওয়া হয়েছে যে, সকল চেষ্টা-চরিত্র সমাধা করার পর যখন কাজ

www.pathagar.com

করার সংকল্প করবে, তখন নিজের বুদ্ধি-বিবেচনার উপর ভরসা করবে না ; বরং ভরসা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার উপর করবে। কেননা, এসব চেষ্টা-তদবীরকে বাস্তবায়িত করে দেওয়া একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার হাতে। মানুষের কি-ই বা ক্ষমতা আছে এবং তার চেষ্টা-তদবীরই বা কি ক্ষমতা রাখে। প্রতেকটি মানুষ তার জীবনের হাজারো ঘটনায় এসব বিষয়ে নিজের ব্যর্থতা প্রত্যক্ষ করছে। মাওলানা রূমী (রহঃ) বলেন ঃ

خویش را دیدم و رسوائی خویش
امتحان ما مکن آئے شاہ بیش

নিজেকে দেখেছি এবং নিজের ব্যর্থতা ও অপমান ও প্রত্যক্ষ করেছি, আমাকে পরীক্ষা করোনা তুমি হে অনন্ত প্রাচুর্য্যের মালিক। (মাঃ কুরআন, ২য় খণ্ড ; সূরা আলে ইমরান, আয়াত ঃ ১৫৯)

www.pathagar.com

অধ্যায় ৪

জেহাদ ও কেতাল

জেহাদ সম্পর্কিত মাসায়েল

মাসআলা ঃ খোঁড়া, পঙ্গু, অন্ধ, অসুস্থ এবং অন্যান্য যাদের শরীয়তসম্মত কারণ রয়েছে তাদের উপর জেহাদ ফরয নয়। (মাঃ কুরআন, ২য় খণ্ড ; সূরা নিসা, আয়াত ঃ ৯৫)

মাসআলা ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত জেহাদ ফরযে-কেফায়াহ্ পর্যায়ে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সন্তানদের পক্ষে মাতা-পিতার অনুমতি ব্যতীত জেহাদে যাওয়া জায়েয নয়।

মাসআলা ঃ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে ঋণ আদায় না করা পর্যন্ত ফরযে কেফায়াহ্ জেহাদে অংশ গ্রহণ করা দুরুস্ত নয়। আর যখন এ জেহাদ ব্যাপক অভিযান বা কাফেরদের ঘেরাওয়ের কারণে ফরযে আইনে পরিণত হয়,তখন পিতা-মাতা, স্বামী বা ঋণদাতা কারোর অনুমতিই শর্ত নয়। (মাঃ কুরআন, ১ম খণ্ড ; সূরা বাক্বারা, আয়াত ঃ ২১৮)

মাসআলা ঃ জেহাদের জন্য অস্ত্র ও যুদ্ধসামগ্রীর প্রস্তুতি নেওয়া ফরয। (মাঃ কুরআন, ৪র্থ খণ্ড ; সূরা আন্‌ফাল, আয়াত ঃ ৬০)

জেহাদ ও কেতালের আহ্‌কাম

মাসআলা ঃ মক্কার হেরেম শরীফে মানব হত্যা তো দূরের কথা কোন শিকারী জন্তুকেও হত্যা করা জায়েয নয়। তবে হেরেম শরীফে যদি কোন ব্যক্তি কাউকে হত্যা করতে প্রবৃত্ত হয়, তবে তার প্রতিরোধকল্পে যুদ্ধ করা জায়েয। এ ব্যাপারে সকল ফেক্বাহ্‌বিদ একমত।

মাসআলা ঃ প্রথম অভিযান বা আক্রমণ কেবলমাত্র মসজিদুল-হারামের আশে পাশে মক্কার হেরেম শরীফেই নিষিদ্ধ। অপরাপর স্থানসমূহে প্রতিরক্ষামূলক

www.pathagar.com

জেহাদ যেমন জরুরী, তেমনি প্রথম আক্রমণ বা অভিযানও জায়েয। (মাঃ কুরআন, ১ম খণ্ড ; সূরা বাক্বারা, আয়াত ঃ ১৯১)

হিজরত সম্পর্কিত মাসায়েল

মাসআলা ঃ যে দারুল-কুফ্‌রে (কুফ্‌রের দেশে) দ্বীনের হুকুম-আহ্‌কাম পালন করার ব্যাপারে স্বাধীনতা রয়েছে, সেখান থেকে হিজরত করা ফরয বা ওয়াজিব নয় ; কিন্তু মুস্তাহাব। এমনকি যদি দারুল -ফিস্‌ক (পাপাচারের দেশ)-ও হয়, যেখানে প্রকাশ্যে খোদায়ী আহ্‌কামের বিরোধিতা করা হয়, সেখান থেকেও হিজরত করার হুকুম অনুরূপ। যদিও শাসক মুসলমান হওয়ার কারণে এরূপ দেশকে দারুল-ইসলাম বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

মাসআলা ঃ যে কোন শহরে বা দেশে যদি দ্বীনের উপর কায়েম থাকার ব্যাপারে স্বাধীনতা না থাকে ; কুফ্‌র, শিরক ও শরীয়তের আহ্‌কামের বিপরীত করতে বাধ্য হতে হয়, সেখান থেকে হিজরত করে অন্যত্র এমন জায়গায় যেখানে দ্বীনের উপর চলার বিষয়ে স্বাধীনতা রয়েছে, চলে যাওয়া শক্তি ও সামর্থ সাপেক্ষে ওয়াজিব। অবশ্য যদি সফরের ক্ষমতা বা সামর্থ না থাকে কিংবা স্বাধীনভাবে আহ্‌কামে দ্বীন পালন করার জন্য কোন স্থান পাওয়া না যায়, তবে এমতাবস্থায় তার উযর গ্রহণীয় হবে ——শরীয়ত অনুযায়ী সে মা'যুর বা অক্ষম।(মাঃ কুরআন, ৬ ষ্ঠ খণ্ড ; সূরা আন্‌কাবূত, আয়াত ঃ ৫৬)

যুদ্ধবন্দী সম্পর্কিত বিধান

মাসআলা ঃ যুদ্ধ বন্দীদেরকে হত্যা করা বা দাসে পরিণত করার বিষয়ে মুসলিম শাসনকর্তার পূর্ণ অধিকার রয়েছে, এ বিষয়ে সমগ্র উম্মত একমত ; অবশ্য মুক্তিপণ নিয়ে বা মুক্তিপণ ব্যতিরেকে ছেড়ে দেওয়ার বিষয়ে যদিও কিছু মতানৈক্য রয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ ফেকাহ্‌বিদগণের মতে উপরোক্ত উভয় পন্থাই জায়েয। (মাঃ কুরআন, ৮ম খণ্ড)

মাসআলা ঃ যুদ্ধবন্দীদেরকে দাস পরিণত করার বিধান কেবল বৈধতা পর্যন্ত সীমিত। অর্থাৎ ইসলামী হুকুমত যদি সমীচীন বিবেচনা করে, তবে তাদেরকে দাসে পরিণত করতে পারে — এরূপ করা মুস্তাহাব বা ওয়াজিব নয়। বরং কুরআন

www.pathagar.com

ও হাদীসের সমষ্টিগত বাণী থেকে মুক্ত করাই আফ্যল বা উত্তম বলে বোঝা যায়। দাসে পরিণত করার এ অনুমতিও তখন, যখন শত্রুপক্ষের সাথে এর বিপরীত কোন চুক্তি না থাকে। যদি শত্রুর সাথে চুক্তি হয়ে যায় যে, তারা আমাদের বন্দীদেরকে দাসে পরিণত করবে না এবং আমরাও তাদের বন্দীদেরকে দাসে পরিণত করবো না, তবে এই চুক্তি মেনে চলা অবশ্য জরুরী হবে। বর্তমান যুগে অনেক দেশ পরস্পর এ চুক্তিতে আবদ্ধ রয়েছে। যে সমস্ত ইসলামী দেশ এরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ রয়েছে, তাদের জন্য চুক্তি বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত শত্রুপক্ষের যুদ্ধবন্দীদেরকে দাসে পরিণত করা জায়েয হবেনা। (মাঃ কোরআন, সূরা মুহাম্মদ, আয়াত ঃ ৪)

নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে অভিশাপ দেওয়া

মাসআলা ঃ নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির উপর লানত বা অভিশাপ বর্ষণ করা জায়েয নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তার মৃত্যু কুফরের উপর হয়েছে বলে নিশ্চয়তার সাথে জানা না যাবে। তবে সাধারণ বিশেষণ সহ অভিসম্পাত করা জায়েয। যেমন দুষ্কৃতকারীর উপর অভিসম্পাত, আত্মীয়তা ছেদনকারীর উপর অভিসম্পাত ইত্যাদি। (মাঃ কুরআন, ৮ম খণ্ড ; সূরা মুহাম্মদ, আয়াত ঃ ২৯-৩১)

কোন মুসলমান কাফেরদের হাতে বন্দী হলে

মাসআলা ঃ কোন মুসলমান যদি কাফেরদের হাতে বন্দী হয়ে যায় এবং তাদের কিছু মাল -সম্পদ নিয়ে ফেরৎ এসে পড়ে, তবে এ সম্পদ গণীমতের সম্পদ হিসাবে ধর্তব্য হবে। কিন্তু গণীমতের নীতি অনুযায়ী এ সম্পদের পঞ্চমাংশ বাইতুল-মালে হস্তান্তর করতে হবে না।

ফেকাহ্‌বিদগণ বলেছেন, কোন মুসলমান যদি নিরাপত্তার আশ্বাস বা অনুমতি না নিয়ে গোপনে দারুল-হরবে (শত্রু দেশে) প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে কাফেরদের কিছু সম্পদ ছিনিয়ে বা অন্য কোনভাবে নিয়ে দারুল-ইসলামে এসে পৌঁছে, তবে এ সম্পদের হুকুমও পূর্বানুরূপ।

পক্ষান্তরে, কাফেরদের নিকট থেকে নিরাপত্তার আশ্বাস বা অনুমতি গ্রহণ করে যে মুসলমান তাদের দেশে প্রবেশ করবে যেমন আজকাল ভিসা গ্রহণের রীতি রয়েছে, এমতাবস্থায় কাফেরদের কোন সম্পদ তাদের সম্মতি ব্যতিরেকে আনয়ন

www.pathagar.com

করা জায়েয নয়। এমনিভাবে কোন মুসলমানকে বন্দী করে যদি কাফেরদের দেশে নিয়ে যাওয়া হয়, অতঃপর কাফেরদের মধ্য হতে কেউ তার কাছে সম্পদ আমানত রাখে, তবে এ আমানত নিয়ে আসা মুসলমানের জন্য হালাল নয়। প্রথমোক্ত বিষয়টি না-জায়েয হওয়ার কারণ হলো, নিরাপত্তা নিয়ে তাদের দেশে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে পরস্পর চুক্তি ও অঙ্গীকার। সুতরাং তাদের সম্মতি ব্যতিরেকে তাদের জান-মালে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা অঙ্গীকার ভঙ্গ করার অন্তর্ভূক্ত। দ্বিতীয় বিষয়টি না-জায়েয হওয়ার কারণ হলো, যে ব্যক্তি আমানত রাখে, তার সাথে কার্যতঃ এই মর্মে অঙ্গীকার হয় যে, চাওয়া মাত্র তার আমানত ফেরৎ দেওয়া হবে। এমতাবস্থায় আমানত ফেরৎ না দেওয়া ওয়াদা খেলাফ ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করার অন্তর্ভূক্ত। (মাঃ কুরআন, ৮ম খণ্ড ; সুরা সাফ্‌ফাত, আয়াত ঃ ১৪)

গণীমতের মাল ও ওয়াক্‌ফ-সম্পদ

চুরি করার শাস্তি

মাসআলা ঃ গণীমতের মাল হতে চুরি করা মহাপাপ। এর শাস্তি অন্যান্য চুরির শাস্তি অপেক্ষা কঠিন। অর্থাৎ এটা 'গুলুল'-এর অন্তর্ভূক্ত। হাশরের ময়দানে যেখানে সমগ্র সৃষ্টি সমবেত হবে, সকলের সামনে তাকে এমনভাবে লাঞ্ছিত করা হবে যে, চুরি করা সমস্ত বস্তু-সামগ্রী তার কাঁধে চাপানো থাকবে।

মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ্ এবং ওয়াক্‌ফ-সম্পদ চুরি করার বিষয়টিও একই রকম। এতে হাজারো লাখো মুসলমানের দান ও চাঁদা জড়িত থাকে। যদি মাফ করাতে চায়,তবে কার কার কাছ থেকে মাফ করাবে? এমনিভাবে সরকারী কোষাগারের (বাইতুল-মাল) হুকুমও তা-ই। কেননা এতে গোটা দেশের লোকদের হক ও অধিকার জড়িত রয়েছে, যে লোক চুরি করবে সে সকলের সম্পদ চুরি করার অপরাধে অপরাধী হবে। আর যেহেতু এসব সম্পদে সাধারণতঃ ব্যক্তিবিশেষের মালিকানা থাকে না, কাজেই তত্ত্বাবধায়কগণ অবহেলা ও শৈথিল্য প্রদর্শন করে থাকে বেশী, ফলে চুরির সুযোগও হয় অধিক। এজন্যে বর্তমান কালে এরূপ মাল-সম্পদে চুরি ও খেয়ানত হচ্ছে অধিক পরিমাণে। অধিকন্তু লোকেরা এহেন গর্হিত ও অন্যায় কাজের অশুভ পরিণতি ও ভয়াবহ শাস্তি সম্পর্কেও গাফেল যে, এ অপরাধের শাস্তি দোযখের আযাব ছাড়াও হাশরের ময়দানে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা রয়েছে।

www.pathagar.com

তদুপরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফাআত থেকেও বঞ্চিত হবে-নাউযু বিল্লাহ্। (মাঃ কুরআন, ২য় খণ্ড ; সূরা আলি-ইমরান, আয়াতঃ ১৬১)

গণীমতের মাল ও ফায়-এর মালের ব্যয়খাত

কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও জেহাদের ফলশ্রুতিতে যে ধন-সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়, তাই গণীমতের মাল। যুদ্ধ ও জেহাদ ব্যতিরেকে তাদের থেকে যে সম্পদ অর্জিত হয় যেসব মাল ফেলে রেখে তারা পালায়ন করে অথবা জিযিয়া (কর), খেরাজ বা বাণিজ্যিক টেক্সের আকারে সম্মতিক্রমে প্রদান করে এসবই ফায়-এর অন্তর্ভূক্ত।

এগুলোর ছয় প্রকার ব্যয়খাত বা হকদারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে-- আল্লাহ, রাসূল, আত্মীয়-স্বজন, এতীম, মিসকীন, মুসাফির। বলা বাহুল্য যে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়া, আখেরাত ও সমস্ত সৃষ্টিজগতের আসল মালিক ; তাঁর পবিত্র নাম অংশ বর্ণনায় নিছক বরকতের জন্যে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এই ধন-সম্পদ অভিজাত, ফযীলতময় হালাল ও পুতঃপবিত্র। হাসান বসরী, আতা, ইব্রাহীম শাবী ও অধিকাংশ তফসীরবিদগণের বক্তব্য তা-ই। (মাযহারী)

এখন সর্বমোট ব্যয়খাত বা হকদার রয়ে গেল পাঁচটি— রাসূল, আত্মীয়-স্বজন, এতীম, মিসকীন ও মুসাফির। এরা গণীমতের সম্পদের এক পঞ্চমাংশের হকদার; সূরা আনফালে যা বর্ণিত হয়েছে সে সঙ্গে ফায়-এর সম্পদের হকদারও এরাই।

গণীমত ও ফায় উভয় প্রকার সম্পদের হুকুম এই যে, এগুলো প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তৎপরবর্তী সময়ে খলীফাদের পূর্ণ এখতিয়ারে থাকবে। তাঁরা ইচ্ছা করলে এ সমস্ত ধন-সম্পদ সাধারণ মুসলমানদের উপকারার্থে বাইতুল-মালে জমা করতে পারেন অথবা ইচ্ছা করলে বন্টনও করতে পারেন। তবে বন্টন করলে উপরে বর্ণিত পাঁচ প্রকার হকদারের মধ্যে সীমিত থাকতে হবে। (কুরতুবী) (মাঃ কুরআন, ৮ম খণ্ড ; সূরা হাশর, আয়াত ঃ ৬)

www.pathagar.com

বন্দীদের কাছ থেকে মুক্তিপণ গ্রহণের বিধান

মাসআলা ঃ মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীদেরকে মুক্তিদান করা বা গণীমতের মালামাল জমা করার উপর যে ভর্ৎসনা নাযিল হয়েছে, আল্লাহ্র আযাবের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে এবং তা মাফও করে দেওয়া হয়েছে, তাতে পরবর্তীতে মুসলমানগণের করণীয় কি–সে বিষয় সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়নাই। এ জন্যে পরবর্তী আয়াতে গণীমতের মাল সম্পর্কিত হুকুম এভাবে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, গণীমতের যেসব মাল তোমাদের হস্তগত হয়েছে, তা তোমরা খেতে পার ভবিষ্যতে তোমাদের জন্য এ মাল হালাল। কিন্তু এতে আরেকটি সংশয় থেকে যায় যে, গণীমতের সম্পদ হালাল হওয়ার বিষয়টি তখনকার হালে নাযিল হয়েছে, কিন্তু তৎপূর্বে যেসব মাল ভুলক্রমে জমা করা হয়েছে, সম্ভবতঃ তাতে কোন প্রকার কারাহাত বা দোষ থাকতে পারে। এ সন্দেহের অবসানের জন্য পরবর্তীতে حَلٰلًا طَيِّبًا বলে তা দূর করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, গণীমতের মাল হালাল হওয়ার হুকুম নাযিলের পূর্বে তা জমা করা যদিও দুরুস্ত ছিল না ; কিন্তু এখন এর বৈধতার হুকুম নাযিল হওয়ার পূর্বে জমাকৃত মালও সর্ববিধ দোষমুক্ত অবস্থায় হালাল।

মাসআলা ঃ এখানে উসূলে ফেক্বাহ্র একটি মাসআলা লক্ষ্যণীয় ও স্মরণীয় যে, কোন নাজায়েয পদক্ষেপের পর স্বতন্ত্র আয়াতে যদি সেই মালের বৈধতার হুকুম হয়, তবে পূর্ববর্তী পদক্ষেপের এতে কোন প্রভাব থাকেনা ; সেই মাল হালাল ও পবিত্র হয়ে যায়। যেমন, এ ক্ষেত্রে হয়েছে। কিন্তু এরই আরেকটি নজীর এইযে, কোন বিষয় সম্পর্কে পূর্ব থেকেই নির্দেশ অবতীর্ণ থাকা সত্ত্বেও আমলকারীদের সম্মুখে তা প্রকাশ না থাকার দরুণ যদি এর বিপরীত করা হয় এবং পরে জানা যায় যে, আমাদের এ আমল কুরআন ও সুন্নাহর অমুক নির্দেশের পরিপন্থী হয়েছে, তবে এমতাবস্থায় সেই (পূর্ববর্তী) মাল হালাল থাকেনা, যদিও পূর্বকৃত ভুল ক্ষমা করে দেওয়া হয়। (নূরুল আন্ওয়ার-মুল্লা জীওন) (মাঃ কুরআন, ৪র্থ খণ্ড ; সূরা আন্ফাল, আয়াত ঃ ৬৮)

দ্বীনি বিষয়ে কাফেরদের পরামর্শ নেওয়া

দ্বীনি বিষয়াবলীতে কাফেরদের নিকট থেকে পরামর্শ নেওয়া জায়েয নয়।

www.pathagar.com

অন্যান্য বিষয় যা অভিজ্ঞতা ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত সেসব বিষয়ে পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে; তাতে কোন দোষ নাই। (মাঃ কুরআন, ৭ম খণ্ড; সূরা আহযাব, আয়াত ঃ ৪)

কাফেরদের সাথে সন্ধির বিধান

মাসআলা ঃ সহীহ্ এই যে, মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রথমে সন্ধির প্রস্তাব করাও জায়েয। তবে শর্ত হলো, এতে মুসলমানদের কল্যাণ ও উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে; কাপুরুষতা, বিলাসপ্রিয়তা ও অলসতা যেন এর কারণ না হয়। (মাঃ কুরআন ৮ম খণ্ড; সূরা মুহাম্মদ, আয়াত ঃ ৩৫)

কাফেরদের সাথে শান্তিচুক্তির কয়েকটি প্রকার

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফয়সালা দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ

اِلَّا صُلْحًا اَحَلَّ حَرَامًا اَوْ حَرَّمَ حَلَالًا -

অর্থাৎ, "যে সন্ধি হারামকে হালাল অথবা হালালকে হারাম করে সে সন্ধি অবৈধ। এছাড়া সব রকম সন্ধি জায়েয।"

বস্তুতঃ দ্বীন ইসলামের চেয়ে অধিক উদারতা, সদ্ব্যবহার ও শান্তি অন্বেষা অন্য কোন ধর্মে নাই, কিন্তু শান্তিচুক্তি মানবিক অধিকারের সাথে সম্পর্কিত হতে হবে, আল্লাহর আইন ও দ্বীনের মূলনীতির ব্যাপারে কোন প্রকার সন্ধি বা চুক্তির মোটেই অবকাশ নাই।(মাঃ কুরআন, ৮ম খণ্ড; সূরা কাফেরূন, আয়াত ঃ ৬)

মাসআলা ঃ কাফেরদের সাথে শান্তিচুক্তি শেষ হয়ে গেলে ব্যাপকভাবে তা ঘোষণা করতে হবে এবং সকলকে জানিয়ে সতর্ক করে দিতে হবে। এরূপ না করে কাফেরদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া দুরুস্ত নয়। (মাঃ কুরঅআন, ৪র্থ খণ্ড; সূরা তওবাহ্, আয়াত ঃ ৪)

দ্বীনের ব্যাপারে নমনীয়তা বা শৈথিল্য

মাসআলা ঃ এ আয়াত (সূরা কলম, আয়াত ঃ ১০-১৪) থেকে জানা গেল যে, কাফের ও পাপাচারীদের সাথে এরূপ চুক্তি করে নেওয়া যে, 'আমরা

www.pathagar.com

তোমাদেরকে কিছু বলবোনা, তোমরাও আমাদেরকে কিছু বলো না' দ্বীনের ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শনও হারাম। (মায্হারী) অর্থাৎ একান্ত অপরাগতা ও বেগতিক না হলে এরূপ চুক্তি জায়েয নয়। (মাঃ কুরআন, ৮ম খণ্ড)

কাফেরের সাথে কোন মুসলমানের আন্তরিক বন্ধুত্ব হতে পারে না

মাসআলা ঃ অনেক ফেক্বাহ্বিদ এই হুকুম রেখেছেন যে, ফাসেক-ফাজের ও কার্যতঃ ধর্মবিমুখ লোকদের সাথে কোন মুসলমানের আন্তরিক বন্ধুত্ব হতে পারে না। কাজ- কর্মের প্রয়োজনে সহযোগিতা অথবা সাহচর্য জরুরত অনুপাতে গ্রহণ করা ভিন্ন কথা, যার মধ্যে ফিস্ক তথা পাপাসক্তির জীবানু রয়েছে, একমাত্র তার অন্তরেই কোন ফাসেক-ফাজেরের প্রতি বন্ধুত্ব ও ভালবাসা থাকতে পারে। এজন্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দোআয় বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِفَاجِرٍ عَلَيَّ يَدًا

অর্থাৎ, হে আল্লাহ। আমাকে কোন পাপাসক্ত ব্যক্তির নিকট দায়বদ্ধ করোনা। বস্তুতঃ যে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই আপন অনুগ্রহকারীর প্রতি স্বভাবগত গুণের কারণেই বন্ধুত্ব ও ভালবাসা রাখতে বাধ্য হয়। আর যেহেতু ফাসেক-ফাজেরের অনুগ্রহই তাদের সাথে ভালবাসা ও বন্ধুত্বের কারণ হয়, তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ থেকে আল্লাহ্ তাআলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। (মাঃ কুরআন, ৮ম খণ্ড ; সূরা মুজাদালাহ্, আয়াত ঃ ২২)

মুসলমানদের ধন-সম্পদের উপর কাফেরদের দখলের বিধান

ইমাম আযম আবূ হানীফা ও ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, যদি মুসলমান কোন জায়গায় হিজরত করে চলে যায় এবং তাদের ছেড়ে যাওয়া বিষয়-সম্পত্তি কাফেরেরা দখল করে নেয়, অথবা আল্লাহ্ না করুন কোন দারুল-ইসলামের উপর কাফেররা বিজয়ী হয়ে মুসলমানদের ধন-সম্পদ লুট করে নেয়, তবে এসব সম্পদের উপর কাফেরদের পুরাপুরি দখলের পর সেগুলো তাদের মালিকানাভুক্ত হয়ে যায়- এসবের বেচা-কেনা ইত্যাদি কার্যকলাপ আইনসিদ্ধ হয়। বিভিন্ন হাদীস থেকেও এ

www.pathagar.com

বিধানের সমর্থন পাওয়া যায়। 'তফ্‌সীরে মাযহারী' গ্রন্থে সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়াতসমূহ নকল করা হয়েছে। (মাঃ কুরআন, ৮ম খণ্ড ; সূরা হাশর, আয়াত ঃ ৮)

যুদ্ধাবস্থায় বৃক্ষ ইত্যাদিতে অগ্নিসংযোগ করার বিধান

মাসআলা ঃ যুদ্ধাবস্থায় কাফেরদের গৃহাদি ধ্বংস করা, অগ্নিসংযোগ করা, তাদের বৃক্ষাদি ও শস্যক্ষেত্র বিনাশ করা জায়েয কিনা? এ সম্পর্কে ফেক্বাহবিদগণের উক্তি বিভিন্নরূপ। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) থেকে এসব কাজ জায়েয বলে বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু শায়খ ইব্‌নে হুমাম (রহঃ) বলেন ঃ এ বৈধতা তখন, যখন এ পদ্ধতি অবলম্বন করা ব্যতীত কাফেরদের উপর জয়লাভ করা সুদূরপরাহত হয়, অথবা মুসলমানদের বিজয়ের প্রবল সম্ভাবনা না থাকে। এমতাবস্থায় উক্তরূপ পন্থা অবলম্বন করা এ জন্যে জায়েয যে, এ দ্বারা কাফেরদের শক্তি চূর্ণ করা উদ্দেশ্য, অথবা বিজয় সূচিত না হলেও তাদের সম্পদ ধ্বংস করতঃ তাদেরকে দূর্বল করে দেওয়া হলো। (মাঃ কুরআন, ৮ম খণ্ড ; সূরা হাশর, আয়াত ঃ ৫)

www.pathagar.com

অধ্যায় ঃ

সাক্ষ্য

সাক্ষ্যের জন্য দু'জন অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা হওয়া জরুরী

মাসআলা ঃ দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা সাক্ষ্য দিতে হবে। একা একজন পুরুষ কিংবা শুধু দু'জন মহিলা সাক্ষ্য দিলে হবেনা --- সাধারণ লেন-দেনের সাক্ষ্যের জন্যে এটা যথেষ্ট নয়।

সাক্ষীদের শর্তাবলী

মাসআলা ঃ দ্বিতীয় শর্ত এই যে, সাক্ষীকে মুসলমান হতে হবে। তৃতীয় শর্ত এই যে, সাক্ষীকে নির্ভরযোগ্য ও আদেল হতে হবে, যার বক্তব্যের উপর আস্থা হতে পারে।

শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতীত সাক্ষ্য প্রদানে অস্বীকার করা গুনাহ্

মাসআলা ঃ কোন ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্যে কাউকে ডাকা হলে, আসতে অস্বীকার করা উচিত নয়। কেননা সাক্ষ্য প্রদানই সত্য প্রতিষ্ঠা ও কলহ নিরসনের উপায় ও পন্থা। কাজেই একে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় খেদমত মনে করে কষ্ট স্বীকার করবে। এরপর আবার লেন-দেনের দস্তাবেজ লেখার উপর জোর দিয়ে বলা হয়েছে ঃ"লেন-দেন ছোট হোক কিংবা বড় হোক সবই লিপিবদ্ধ করা উচিত।" এ ব্যাপারে বিরক্তিবোধ না করা চাই। কেননা, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা, সত্য সাক্ষ্য

www.pathagar.com

দেওয়া ও শোবা-সন্দেহ থেকে বাঁচার জন্য লেন-দেন লিপিবদ্ধ করা একটি চমৎকার পন্থা। হাঁ, যদি নগদ লেন-দেন হয়; বাকী না থাকে, তবে তা লিপিবদ্ধ না করলেও দোষ নাই। তবে এ ব্যাপারেও কমপক্ষে মৌখিক সাক্ষী রাখা বাঞ্ছনীয়। কেননা, হতে পারে উভয় পক্ষে কোন সময় হয়ত মতবিরোধ্ ও কলহ দেখা দিতে পারে। উদাহরণতঃ বিক্রেতা বললো, আমি বিক্রিত মালের মূল্য ওসূল পাই নাই, অথবা ক্রেতা বললো, আমি ক্রীত বস্তু বুঝে পাই নাই— এমতাবস্থায় মতবিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে সাক্ষ্য কাজে লাগবে। (মাঃ কুরআন, ১ম খণ্ড; সূরা বাক্বারা, আয়াত ঃ ২৮২)

ফাসেক ব্যক্তির সংবাদ ও সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়

মাসআলা ঃ কোন পাপাচারী বা ফাসেক ব্যক্তি যদি কোন লোক বা সম্প্রদায় সম্পর্কে অভিযোগ আনয়ন করে, তাদের প্রতি কোন অপবাদ আরোপ করে, তবে যথোপযুক্ত তদন্ত ব্যতীত তার সাক্ষ্য অনুযায়ী কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা জায়েয নয়।

মাসআলা ঃ অধিকাংশ ফেক্বাহ্‌বিদগণের মতে শরীয়তে ফাসেকের খবর ও সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। অবশ্য লেন-দেনের কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় তা গ্রহণ করে নেওয়া হয়। উদাহরণতঃ কোন ফাসেক, এমনকি কোন কাফেরও যদি কোন বস্তু এনে বলে যে, অমুক ব্যক্তি আপনাকে এটা হাদিয়া দিয়েছে, তবে তার এই খবর সত্য বলে মেনে নেওয়া জায়েয। বিস্তারিত বিবরণের জন্য 'মুঈনুল ফিকাহ' প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। (মাঃ কুরআন, ৮ম খণ্ড; সূরা হুজুরাত, আয়াত ঃ ৬)

গুজব ছড়ানো হারাম

মাসআলা ঃ এমন কোন গুজব ছড়ানো, যা মুসলমানদের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার কারণ হয়, তা হারাম। (মাঃ কুরআন, ৭ম খণ্ড; সূরা আহ্‌যাব, আয়াত ঃ ৫৯)

www.pathagar.com

মিথ্যা অপবাদের প্রতিবাদে নিজের সাফাই পেশ করা আম্বিয়া -কেরামের সুন্নত

মাসআলা ঃ কারও প্রতি যদি কেউ মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে,তবে চুপ না থেকে আত্মপক্ষ অবলম্বন করতঃ নিজের সাফাই পেশ করা চাই, এটা আম্বিয়া কেরামের সুন্নত। এ অবস্থায় চুপ থেকে নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করার সুযোগ দেওয়া কোন বুযুর্গী নয় এবং এরূপ করা তাওয়াক্কুল বলেও গণ্য নয়।

মাসআলা ঃ شاهد শব্দটি ফেক্বাহ্ শাস্ত্রে সাধারণ লেন-দেন ও মামলা-মোকদ্দমার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলে, এ দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে বোঝানো হয়, যে বিচারাধীন মামলা সম্পর্কে কোন চাক্ষুষ ঘটনা বর্ণনা করে। আলোচ্য আয়াতে যাকে শাহেদ বলা হয়েছে, সে এমন কোন ঘটনা বা বিবরণ বর্ণনা করে নাই। বরং বিচার মীমাংসার একটি পন্থার প্রতি ইঙ্গিত করেছে। বলা বাহুল্য এসব পরিভাষা পরবর্তী সময়ের আলেম ও ফেক্বাহ্বিদগণ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীকে সহজে বোঝানোর জন্যে রচনা করেছেন। এগুলো কুরআনুল করীমের পরিভাষা নয় এবং এগুলো মেনে চলতে কুরআন বাধ্যও নয়। বস্তুতঃ সে ব্যক্তিকে কুরআনে শাহেদ বলে এ জন্যে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, শাহেদ -এর বর্ণনার দ্বারা যেমন বিষয়ের নিষ্পত্তি হয়ে থাকে এবং এক পক্ষের সত্যবাদী হওয়া প্রমাণিত হয়, এখানেও সেই শিশুর বর্ণনার দ্বারা এ উপকারটি সাধিত হয়েছে। তার অলৌকিক বাকশক্তিই আসলে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর পবিত্রতার প্রমাণ ছিল, অধিকন্তু সে যেসব আলামত বর্ণনা করেছে, তা দ্বারাও ইউসুফ (আঃ)-এরই পবিত্রতা প্রমাণিত হয়। কাজেই এ কথা বলা শুদ্ধ হবে যে, সে ইউসুফ (আঃ)-এর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে, অথচ সে তাঁকে সত্যবাদী বলে নাই। বরং উভয় সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছে। সে যুলায়খার সত্যবাদিতা এমন এক পন্থায় ধরে নেওয়ার পর্যায়ে মেনে নিয়েছিল, যাতে সত্যবাদী হওয়া নিশ্চিত ছিলনা ; বরং বিপরীত সম্ভাবনাও তাতে ছিল। কেননা, সামনের দিক থেকে জামা ছিন্ন হওয়া উভয় অবস্থাতেই সম্ভবপর। পক্ষান্তরে ইউসুফ (আঃ)-এর সত্যবাদিতাকে কেবল এমন পন্থায় স্বীকার করে নিয়েছিল, যাতে বিপরীত কোন দিকের সম্ভাবনাই থাকতে পারে না। কিন্তু এ কর্মপন্থার শেষ পরিণতি এটাই ছিল যে, ইউসুফ (আঃ)-এর পবিত্রতা প্রমাণিত হোক।

www.pathagar.com

মাসআলা ঃ মামলা-মোকদ্দমা ও বিচার-আচারের মীমাংসার ক্ষেত্রে ইঙ্গিত ও আলামতের দ্বারা সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। যেমন আলোচ্য ক্ষেত্রে সাক্ষ্যদাতা জামার পেছনের অংশ ছিন্ন হওয়াকে এ বিষয়ের আলামত হিসাবে গণ্য করেছেন যে, ইউসুফ (আঃ) পলায়নরত ছিলেন এবং যুলায়খা তাঁকে ধরতে চেষ্টা করছিল। এ ক্ষেত্রে এতটুকু বিষয়ে সকলে একমত যে, মামলা-মোকদ্দমার আসল স্বরূপ চেনার জন্য আলামত ও ইঙ্গিতের সাহায্য অবশ্যই নেওয়া যায়, যেমন এখানে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও আসল প্রমাণ হচ্ছে কচি শিশুর অলৌকিকভাবে কথাবার্তা বলা ; ইঙ্গিত -আলামতকে কেবল সমর্থনের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। (মাঃ কুরআন, ৫ম খণ্ড ; সূরা ইউসুফ, আয়াত ঃ ২৫-২৯)

www.pathagar.com

অধ্যায়ঃ

দণ্ডবিধি

অপরাধ ও শাস্তির বিধি-বিধানে ইসলামী আইনের প্রজ্ঞাভিত্তিক নীতি

বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহে আইন-কানুন ও নীতিমালা প্রণয়ন এবং অপরাধসমূহের শাস্তি ও দণ্ড প্রয়োগের প্রাচীন রীতি রয়েছে। প্রত্যেক জাতি ও দেশে আইন-কানুন ও দণ্ডবিধির গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে। আবার এ বিষয় স্পষ্ট যে, কুরআন পাক আল্লাহ্ তা'আলার আইন পুস্তক। কিন্তু এর বর্ণনাভঙ্গি দুনিয়ার অন্যান্য আইনপুস্তক থেকে পৃথক ও অভূতপূর্ব। এতে প্রত্যেকটি আইনের অগ্রে-পশ্চাতে আল্লাহ্র ভয় ও আখেরাতের চিন্তা দৃষ্টির সামনে তুলে ধরা হয়। যাতে প্রত্যেকটি মানুষ পুলিশ বা পরিদর্শকের ভয়ে নয় ; বরং আল্লাহ্র ভয়ে আইন মেনে চলে। কেউ দেখুক বা না দেখুক, নির্জনে হোক বা জনসমক্ষে, যে কোন অবস্থায় আইন মেনে চলাকে জরুরী মনে করে। একমাত্র এ কারণেই যারা কুরআনের প্রতি সহীহ ঈমান রাখে, তাদের উপর কঠোরতর আইন প্রয়োগ করাও তেমন কঠিন হয় না—এজন্যে ইসলামী সরকারকে পুলিশ ও তদুপরি স্পেশাল পুলিশ এবং তাদের উপর গোয়েন্দা পুলিশের জাল বিস্তৃত করার প্রয়োজন পড়েনা। (মাঃ কুরআন, ৮ম খণ্ড ; সূরা তালাক, আয়াত ঃ ২)

হত্যা সম্পর্কিত কয়েকটি বিধান

মাসআলা ঃ ইচ্ছাকৃত হত্যা বলতে বোঝায় --লৌহজাত অস্ত্র কিংবা চামড়া ও গোশ্ত কেটে রক্ত প্রবাহিত হতে পারে এমন কোন জিনিস দ্বারা ইচ্ছা করে

www.pathagar.com

কাউকে হত্যা করা। 'কেসাস' অর্থাৎ জানের বদলে জান নেওয়া উক্তরূপ হত্যার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়।

মাসআলা ঃ উপরোক্ত হত্যা-অপরাধে যেমন স্বাধীনকে স্বাধীনের বদলায় মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, তেমনি দাসের বদলায়ও স্বাধীনকেই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। এমনিভাবে স্ত্রীলোকের বদলায় যেমন স্ত্রীলোককে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, ঠিক তেমনি পুরুষকেও স্ত্রীলোকের বদলায় মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।

মাসআলা ঃ ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে যদি হত্যাকারীকে সম্পূর্ণ মাফ করে দেওয়া হয় -- যেমন, নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস যদি মাত্র দুই পুত্র হয় এবং তারা দু'জনেই যদি নিজেদের হক মাফ করে দেয়, তবে হত্যাকারীর উপর কোন দাবী থাকবেনা। আর যদি সম্পূর্ণ মাফ না করা হয়-- যেমন, উপরোক্ত ক্ষেত্রে দুই পুত্রের কজন মাফ করলো, অপরজন করলোনা, তবে এমতাবস্থায় হত্যাকারী কেসাস (মৃত্যুদণ্ড) হতে রেহাই পেয়ে যাবে সত্য, কিন্তু এক পুত্রের দাবীর কারণে অর্ধেক দিয়াৎ দিতে হবে। শরীয়তের বিধানে দিয়াৎ বা অর্থদণ্ডের পরিমাণ হচ্ছে, একশত উট বা এক হাজার দীনার বা দশ হাজার দিরহাম। বর্তমানে প্রচলিত হিসাব অনুযায়ী প্রায় সাড়ে তিন মাশা রূপায় এক দিরহাম হয়। সেমতে পূর্ণ দিয়াতের পরিমাণ হবে দু'হাজার নয়শ' ষোল তোলা আট মাশা রূপা—অর্থাৎ, ছত্রিশ সের ছত্রিশ তোলা আট মাশা।

মাসআলা ঃ কেসাস-এর ক্ষেত্রে আংশিক দাবী মাফ হয়ে গেলে যেমন মৃত্যুদণ্ড মওকূফ হয়ে দিয়াৎ বা অর্থদণ্ড ওয়াজিব হয়, তেমনি উভয়পক্ষ যদি কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের উপর আপোষ-নিষ্পত্তি করে নেয়, তাতেও কেসাস মওকূফ হয়ে অর্থ প্রদান করা ওয়াজিব হবে। তবে এরূপ ক্ষেত্রে কিছু শর্ত রয়েছে, যা ফেক্বাহ্‌র কিতাবসমূহে উল্লেখিত হয়েছে।

মাসআলা ঃ নিহত ব্যক্তির শরীয়তসম্মত যে ক'জন ওয়ারিস থাকবে, নিজ নিজ অংশ অনুপাতে তারা সকলেই কেসাস বা দিয়াতের মালিক হবে। হত্যাকারীর নিকট থেকে যদি অর্থদণ্ড নেওয়া হয়, তবে ওয়ারিসগণ নিজ নিজ অংশ হিসাবে অর্থ পাবে। আর কেসাস যেহেতু বন্টনযোগ্য নয়, তাই ওয়ারিসগণের মধ্য থেকে যে কোন নূন্যতম অংশীদারও যদি তার নিজস্ব কেসাসের হক মাফ করে দেয়, তবে অন্যান্যদের হকও মাফ হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় দিয়াৎ ওয়াজিব হবে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ অংশ অনুপাতে দিয়াৎ পাবে।

www.pathagar.com

মাসআলা ঃ কেসাস লওয়ার হক যদিও নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসগণের; কিন্তু উম্মতের ঐক্যমত যে, তারা নিজেরা সরাসরি এ হক ওসূল করতে পারবে না। অর্থাৎ হত্যাকারীকে হত্যা করার অধিকার তাদের নাই। বরং এ হক ওসূল করার জন্যে মুসলমান শাসনকর্তা বা তার নায়েবের হুকুম জরুরী। কেননা, কেসাস কোন অবস্থায় ওয়াজিব হয়, আর কোন্ অবস্থায় হয় না — এসম্পর্কিত অনেক সূক্ষ্ম দিকও রয়েছে, যা নিরূপণ করা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। এ ছাড়া নিহতের উত্তরাধিকারীগণ রাগের বশবর্তী হয়ে বাড়াবাড়িও করতে পারে। এ জন্যেই উম্মতের আলেমগণের ঐক্যমতে কেসাস-অধিকার আদায় করার জন্য ইসলামী সরকারের শরণাপন্ন হওয়া জরুরী। (কুরতুবী) (মাঃ কুরআন, ১ম খণ্ড ; সূরা বাক্বারা, আয়াত ঃ ১৭৯)

বিশেষ অবস্থা দৃষ্টে হেরেমের অভ্যন্তরে কেসাসের বৈধতা

মাসআলা ঃ হেরেমের অভ্যন্তরেই যদি কোন ব্যক্তি এমন অপরাধ করে বসে যার বদলায় শরীয়তের দৃষ্টিতে তার উপর হদ্দ বা কেসাস আরোপিত হয়, তবে এমন ব্যক্তি হেরেম শরীফে আশ্রয় পাবেনা। বরং উম্মতের ঐক্যমত যে, তার উপর হদ্দ ও কেসাস জারী করা হবে। (মাঃ কুরআন, ১ম খণ্ড ; সূরা বাক্বারা, আয়াত ঃ ১২৫)

হত্যা সম্পর্কিত আরও বিধান

মাসআলা ঃ দ্বিতীয় প্রকারের দিয়াৎ বা রক্তবিনিময়, একশত উট--এগুলো চার প্রকারের পঁচিশটি করে উট হবে। তৃতীয় প্রকারের দিয়াৎ একশত উট; কিন্তু এগুলো পাঁচ প্রকারের বিশটি করে উট হবে। তবে অর্থের মাধ্যমে দিয়াৎ আদায় করলে প্রত্যেক প্রকার দিয়াতে অর্থের পরিমাণ হবে -- শরীয়ত সমর্থিত দশ হাজার দেরহাম অথবা এক হাজার দীনার। দ্বিতীয় প্রকারে গুনাহ্ বেশী, ইচ্ছাকৃত হত্যার কারণে এবং তৃতীয় প্রকারে গুনাহ কম -- শুধু অসাবধানতার গুনাহ্ হবে।(বিশদ বিবরণের জন্য 'হেদায়া' কিতাব দ্রষ্টব্য)। এখানে ক্রীতদাস মুক্তকরণ ওয়াজিব হওয়া এবং 'তওবা' শব্দ দ্বারা এ কথা বোঝা যায়। উপরে তিন

www.pathagar.com

প্রকার হত্যার যে স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে, তা শরীয়তের পার্থিব বিধান রূপে বর্ণিত হয়েছে। আর ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত হত্যার গুনাহ্‌র দিক নির্ভর করে আন্তরিক ইচ্ছার উপর — পরবর্তী আয়াতে উল্লেখিত শাস্তিবাণীও এরই উপর নির্ভরশীল। যা আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। সে হিসাবে হতে পারে প্রথম প্রকার অনিচ্ছাকৃতের এবং দ্বিতীয় প্রকার ইচ্ছাকৃতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

উপরে বর্ণিত দিয়াতের পরিমাণ নিহত ব্যক্তি পুরুষ হওয়ার বেলায় প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে মহিলা হলে এর পরিমাণ হবে অর্ধেক। (হেদায়া)।

মাসআলা ঃ মুসলমান ও যিম্মী উভয়ের দিয়াৎ বা রক্তবিনিময়ের পরিমাণ সমান হাদীস। শরীফে আছে ঃ

دِيَةُ كُلِّ ذِىْ عَهْدٍ فِىْ عَهْدِهٖ اَلْفُ دِيْنَارٍ -

"যিম্মী ব্যক্তি যতদিন চুক্তিবদ্ধ থাকবে, তার দিয়াৎ হাজার দীনার।" (হেদায়া, আবূ দাউদ ঃ মারাসীল)

মাসআলা ঃ কাফ্‌ফারাহ্ অর্থাৎ ক্রীতদাস মুক্তকরণ বা রোযা রাখা স্বয়ং হত্যাকারীর করণীয়, আর দিয়াৎ হত্যাকারীর স্বজনদের প্রতি আরোপিত দায়িত্ব। শরীয়তের পরিভাষায় এদেরকে আক্বেলাহ্ বলা হয়। (বঃ কুরআন)

এখানে এ সন্দেহ না করা উচিত যে, হত্যাকারীর অপরাধের বোঝা তার স্বজনদের উপর চাপানো হয় কেন ? -- তারা তো নিরপরাধ। আসলে কারণ এই যে, এ ক্ষেত্রে স্বজনরাও দোষী, কেননা হত্যাকারীকে তারা এহেন উশৃংখল কর্ম হতে বিরত রাখে নাই ; রক্ত-বিনিময়ের ভয়ে ভবিষ্যতে তারা হুঁশিয়ার থাকতে ত্রুটি করবেনা।

মাসআলা ঃ কাফ্‌ফারা'র জন্য বাঁদী ও ক্রীতদাস সমান। 'রাক্বাবা' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে উভয়েরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিখুঁত হতে হবে।

মাসআলা ঃ নিহত ব্যক্তির রক্ত-বিনিময় তার শরীয়তসম্মত ওয়ারিসগণের মধ্যে বন্টিত হবে। তাদের মধ্য থেকে কেউ নিজের অংশ মাফ করে দিলে সেই পরিমাণ মাফ হয়ে যাবে। সকলেই মাফ করে দিলে সম্পূর্ণটাই মাফ হয়ে যাবে।

মাসআলা ঃ নিহত ব্যক্তির শরীয়ত-সমর্থিত কোন ওয়ারিস যদি না থাকে, তবে তার রক্ত-বিনিময় বায়তুল-মাল অর্থাৎ সরকারী কোষাগারে জমা হবে।

www.pathagar.com

কেননা, রক্ত-বিনিময় পরিত্যাজ্য সম্পত্তি, এবং পরিত্যাজ্য সম্পত্তির হুকুম এ-ই। (বঃ কুরআন)

মাসআলা ঃ চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের (যিম্মী অথবা নিরাপত্তাপ্রাপ্ত) ক্ষেত্রে যে রক্তবিনিময় ওয়াজিব হয় — প্রকাশ যে, এটা তখনই হয়, যখন তাদের পরিবার-পরিজন বিদ্যমান থাকে। পক্ষান্তরে, যদি তাদের পরিবার-পরিজন বিদ্যমান না থাকে, কিংবা তারা মুসলমান হয়, অথচ মুসলমান কাফেরের ওয়ারিস হতে পারে না--তাই তারা থেকে না থাকারই নামান্তর। এমতাবস্থায় যিম্মীর রক্ত-বিনিময় সরকারী ধনাগারে জমা দেওয়া হবে। কেননা, লাওয়ারিস যিম্মীর ত্যাজ্য সম্পত্তি সরকারী ধনাগারেই জমা দেওয়া হয়, আর যিম্মীর রক্ত-বিনিময় তার ত্যাজ্য সম্পত্তিরই অন্তর্ভুক্ত। (দুর্‌রুল-মুখ্‌তার)

মাসআলা ঃ রোগ-ব্যাধির কারণে কাফ্‌ফারা'র রোযায় যদি উপর্যুপরিতা অক্ষুন্ন না থাকে, তবে প্রথম থেকে রোযা রাখতে হবে। অবশ্য মহিলাদের ঋতুস্রাবের কারণে উপর্যুপরিতা ক্ষুন্ন হবেনা।

মাসআলা ঃ ওযরবশতঃ কাফ্‌ফারা'র রোযা রাখতে সক্ষম না হলে, সক্ষম হওয়া পর্যন্ত তওবা করতে থাকবে।

মাসআলা ঃ ইচ্ছাকৃত হত্যার জন্য এ কাফ্‌ফারাহ্ নাই -- তওবা করা উচিত। (বঃ কুরআন) (মাঃ কুরআন, ২য় খণ্ড ; সূরা নিসা, আয়াত ঃ ৯৩)

শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত তিন প্রকার শাস্তি

হুদূদ, কেসাস ও তাযীরাত — এই তিন প্রকার শাস্তির সংজ্ঞা ও অর্থ জানার পূর্বে এ কথা জেনে নেওয়া জরুরী যে, যেসব অপরাধের মাধ্যমে কোন মানুষকে কষ্ট দেওয়া হয় বা ক্ষতি সাধন করা হয়, তাতে একদিকে সৃষ্টজীবের প্রতি অন্যায় করা হয়, অপরদিকে সৃষ্টিকর্তারও নাফরমানী করা হয়। তাই এ জাতীয় অপরাধে আল্লাহ্‌র হক ও বান্দার হক উভয়টিই থাকে, ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উভয়ের কাছেই অপরাধী সাব্যস্ত হয়। (মাঃ কুরআন, ৩য় খণ্ড; সূরা মায়েদাহ্, আয়াত ঃ ৩৩)

www.pathagar.com

জেনা সম্পর্কিত বিধান

মাসআলা ঃ শরীয়ত জেনাকে হারাম করার সাথে সাথে জেনার নিকটবর্তী সকল কারণ ও উপায়কেও হারামের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছে। কোন বেগানা নারী অথবা পুরুষের প্রতি কামাতুর দৃষ্টিপাত করাকে চোখের জেনা, তার কথা শ্রবণ করাকে কানের জেনা, তাকে স্পর্শ করাকে হাতের জেনা এবং এতদুদ্দেশ্যে পথ চলাকে পায়ের জেনা বলে অভিহিত করেছে, যেমন সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। এহেন অপরাধসমূহ থেকে বাঁচানোর জন্যে পর্দার বিধানাবলী নাযিল হয়েছে। (মাঃ কুরআন, ৭ম খণ্ড ; সূরা আহ্যাব, আয়াত ঃ ৫৪, ৫৫)

হদ্দ্ জারী করা সংক্রান্ত কয়েকটি বিধান

মাসআলা ঃ চাবুক বা কষাঘাত এতটুকু সীমিত থাকা চাই যে, এর প্রতিক্রিয়া চামড়া পর্যন্তই থাকে, গোশ্ত পর্যন্ত না পৌঁছে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কষাঘাতের শাস্তিতে কার্যতঃ এই মিতাচার শিক্ষা দিয়েছেন যে, চাবুক যেন এতো শক্ত না হয় যে, গোশ্ত পর্যন্ত উপ্ড়ে যায়, এতো নরমও যেন না হয় যে, বিশেষ কোন কষ্ট অনুভূত না হয়।

মাসআলা ঃ অবিবাহিত নারী ও পুরুষের শাস্তি এক শত কষাঘাতের বিষয় যা সূরা নূরের আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে, উপরোক্ত হাদীস শরীফে এর সাথে বাড়তি আরেকটি শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে যে, পুরুষকে এক বৎসরের জন্যে দেশান্তর করে দেওয়া হবে— এ ব্যাপারে ফেকাহ্বিদগণের মতভেদ রয়েছে যে, এ বাড়তি শাস্তি কষাঘাতের ন্যায় অপরিহার্য না বিচারকের বিবেচনার উপর নির্ভরশীল-- অর্থাৎ, তিনি প্রয়োজন বোধ করলে তা করবেন। ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে শেষোক্ত মতই সহীহ্, অর্থাৎ বিচারকের বিবেচনার উপর নির্ভরশীল। (মাঃ কুরআন, ৭ম খণ্ড ; সূরা নূর, আয়াত ঃ ১, ২)

মাসআলা ঃ অপবাদ আরোপকারী পুরুষ এবং যার প্রতি অপবাদ আরোপ করা হয়েছে সে সতী-সাধ্বী নারী — কুরআনে যদিও এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু শরীয়তের বিধান -কারণ অভিন্নতা বশতঃ ব্যাপক ; কোন নারী অন্য নারীর প্রতি অথবা অন্য পুরুষের প্রতি কিংবা কোন পুরুষ অন্য পুরুষের প্রতি জেনার অপবাদ আরোপ করে এবং শরীয়ত-সমর্থিত প্রমাণ উপস্থিত করতে না পারে, তাহলেও উপরোক্ত শরীয়তের শাস্তির উপযুক্ত হবে।

www.pathagar.com

মাসআলা ঃ জেনার অপবাদ সংক্রান্ত যে শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা কেবল জেনার অপবাদ পর্যন্তই সীমিত থাকবে, অন্য কোন অপরাধের অপবাদ যদি কারো প্রতি আরোপ করা হয়, তবে সে ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে না। অবশ্য দণ্ডমূলক শাস্তি যে কোন অপরাধের অপবাদের ক্ষেত্রে বিচারকের বিবেচনা অনুযায়ী দেওয়া যেতে পারে। কুরআনের ভাষায় যদিও স্পষ্টভাবে জেনার অপবাদের সাথে উপরোক্ত শাস্তির সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ নাই, কিন্তু চারজন সাক্ষীর কথা উল্লেখিত হওয়া এই সীমাবদ্ধতার প্রমাণ বহন করে। কেননা, চারজন সাক্ষীর শর্ত কেবল জেনা প্রমাণের জন্যেই নির্দিষ্ট।

মাসআলা ঃ অপবাদের হদ্দে যেহেতু বান্দার হক অর্থাৎ যার উপর অপবাদ আরোপ করা হয়েছে তার হকও রয়েছে, তাই এ হদ্দ তখনই জারী করা হবে, যখন মাক্‌যূফ' অর্থাৎ, অপবাদ-আরোপিত ব্যক্তি হদ্দ জারী করার দাবী করবে। নতুবা হদ্দ জারী করা হবে না। (হেদায়া)। পক্ষান্তরে, জেনার হদ্দ এরূপ নয়। কেননা, এটা খালেস আল্লাহ্‌র হক। তাই কেউ দাবী করুক বা না করুক জেনার অপরাধ প্রমাণিত হলে তা কার্যকর হবে। যে ব্যক্তি সম্পর্কে জেনার মিথ্যা অপবাদ আরোপের অপরাধ প্রমাণিত হয়ে যাবে এবং আরোপিত ব্যক্তির দাবীর প্রেক্ষিতে হদ্দও জারী হয়ে যাবে, তার একটি শাস্তি তো তাৎক্ষণিকভাবে হয়ে গেল যে, তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করা হলো। সেই সঙ্গে অপর একটি শাস্তিও সর্বদা জারী থাকবে। সেটি হলো, কোন মোকদ্দমায় তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না — যতক্ষণ পর্যন্ত সে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তওবা না করে এবং অপবাদ-আরোপিত ব্যক্তির কাছ থেকে ক্ষমা হাসিল করে তওবার পরিপূর্ণতা না ঘটায়। এসময় পর্যন্ত উম্মতের ইজমা বলে তার সাক্ষ্য কোন মোকদ্দমায় গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু হানাফীগণের নিকট তওবার পরও তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না ; অবশ্য তার গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে, যেমন তফসীরের সার-সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে ---

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

অর্থাৎ, জেনার অপবাদ আরোপকারী শাস্তি প্রাপ্তির পর যদি তওবা করে এবং নিজেদের অবস্থা শোধরায় যে, ভবিষ্যতে তার দ্বারা এ ধরণের অপবাদ আরোপের ঘটনা ঘটার ব্যাপারে আশংকামুক্ত থাকা যায় এবং অপবাদ-আরোপিত ব্যক্তির নিকট থেকে সে ক্ষমা করিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা অনন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু। (মাঃ কুরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড ; সূরা নূর, আয়াত ঃ ৪, ৫)

www.pathagar.com

লে'আন সম্পর্কিত বিধান

'লে'আন' ও 'মুলা'আনাত' অর্থ একে অপরের বিরুদ্ধে অভিশাপ ও আল্লাহ্‌র গজবের বদদোআ করা। শরীয়তের পরিভাষায়—স্বামী-স্ত্রী উভয়কে কয়েকটি বিশেষ কসম দেওয়ানোর নাম লে'আন। এর বিবরণ এই যে, যখন কোন স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি জেনার অভিযোগ আনয়ন করে অথবা সন্তান সম্পর্কে বলে যে, সে আমার ঔরসের নয়, অপরপক্ষে অভিযুক্তা স্ত্রী স্বামীকে মিথ্যাবাদী অভিহিত করে এবং দাবী করে যে, সে আমার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছে, অতএব অপবাদের শাস্তি স্বরূপ স্বামীকে আশিটি বেত্রাঘাত করা হোক। তখন স্বামীকে জেনার অভিযোগ প্রমাণিত করার জন্য চারজন সাক্ষী পেশ করতে বলা হবে। যদি স্বামী চারজন সাক্ষী পেশ করে দেয়, তবে স্ত্রীর প্রতি জেনার হদ্দ্ প্রয়োগ করা হবে। আর যদি চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে, তবে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে লে'আন করা হবে। অর্থাৎ, প্রথমতঃ স্বামীকে কুরআনে উল্লেখিত শব্দাবলীর মাধ্যমে চারবার এ সাক্ষী দিতে হবে যে, "আমি এই ব্যাপারে (অভিযুক্ত করণে) সত্যবাদী" এবং পঞ্চমবার বলবে যে, "আমি যদি মিথ্যা বলে থাকি, তবে আমার উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ।" এ কথাগুলো বলতে স্বামী অস্বীকার করলে যে পর্যন্ত নিজের মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা স্বীকার না করে অথবা উপরোক্ত ভাষায় পাঁচবার কসম না খায়, সে পর্যন্ত তাকে আটক রাখা হবে। পক্ষান্তরে যদি সে নিজের মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা স্বীকার করে, তবে তার উপর অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। আর যদি উপরোক্ত ভাষায় পাঁচবার কসম খেয়ে নেয়, তবে স্ত্রীর কাছ থেকে স্ত্রীর জন্যে বর্ণিত কুরআনের ভাষায় পাঁচবার কসম দাবী করা হবে। যদি সে কসম খেতে অস্বীকার করে, তবে যে পর্যন্ত সে স্বামীর সত্যতা এবং নিজের জেনার অপরাধ স্বীকার না করে, সে পর্যন্ত তাকে আটক রাখা হবে। এরূপ স্বীকারোক্তি করলে তার উপর জেনার হদ জারী করা হবে। পক্ষান্তরে যদি উপরোক্ত ভাষায় কসম খেতে সম্মত হয়ে যায় এবং কসম খেয়ে নেয়, তবে লে'আন পূর্ণতা লাভ করবে। এর ফলশ্রুতিতে তারা উভয়েই পার্থিব শাস্তির কবল থেকে রক্ষা পেয়ে গেল। আখেরাতের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন তাদের মধ্যে কে মিথ্যাবাদী; মিথ্যাবাদী আখেরাতে শাস্তি ভোগ করবে। কিন্তু দুনিয়াতে যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে লে'আন সম্পন্ন হয়ে গেল, তখন একে অপরের জন্যে চিরতরে হারাম হয়ে গেল।

www.pathagar.com

স্বামীর উচিত হবে, স্ত্রীকে তালাক দিয়ে মুক্ত করে দেওয়া। যদি তালাক না দেয়, তবে বিচারক উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিতে পারবেন এবং তা তালাকেরই অনুরূপ হবে। এখন তাদের মধ্যে পুনরায় কখনও বিবাহ হতে পারবে না। লে'আন-এর এ বিবরণ ফেক্বাহ্‌র কিতাবসমূহে উল্লেখিত রয়েছে।

ইসলামী শরীয়তে লে'আনের আইন স্বামীর মানসিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখার ভিত্তিতে প্রবর্তিত হয়েছে। কেননা, কোন ব্যক্তির উপর জেনার অভিযোগ উত্থাপন করার আইন যা পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই প্রেক্ষিতে অভিযোগকারীর জন্য চারজন চাক্ষুষ সাক্ষী পেশ করা জরুরী, নতুবা উল্টো তার উপর অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। সাধারণ লোকের জন্যে তো এটা সম্ভবপর যে, চারজন সাক্ষী পাওয়া না গেলে জেনার অভিযোগ উত্থাপন না করে চুপ করে থাকবে, যাতে অপবাদের শাস্তি থেকে নিরাপদ থাকে ; কিন্তু স্বামীর জন্যে ব্যাপারটি খুবই নাযুক। যখন সে স্বচক্ষে দেখেছে এবং সাক্ষী বিদ্যমান নাই — এমতাবস্থায় সে দাবী করলে অপবাদের শাস্তি পায় আর চুপ করে থাকলে আজীবন চরম মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় — এভাবে তার জীবন-ধারণও দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। এ কারণে স্বামীর ব্যাপারটিকে সাধারণ আইন থেকে পৃথক করে স্বতন্ত্র আইনে রূপ দেওয়া হয়েছে। এতে এ বিষয়ও জানা গেল যে, লে'আন কেবল স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারেই হতে পারে।(মাঃ কুরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড ; সূরা নূর, আয়াতঃ ৬-১০)

মাসআলা ঃ বিচারকের উপস্থিতিতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে লে'আন-কার্য সম্পন্ন হয়ে গেলে এই স্ত্রীলোক সেই পুরুষের জন্যে চিরতরে হারাম হয়ে যায়—যেমন, দুগ্ধপানজনিত কারণে চিরতরে হারাম হয়। হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ اَبَدًا -

"লে'আনকারী স্বামী-স্ত্রী কস্মিনকালেও একত্র হতে পারেনা।"

লে'আনের সাথে সাথেই স্ত্রী স্বামীর জন্যে হারাম হয়ে যায়, কিন্তু স্ত্রীর জন্য অন্যত্র বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা ইদ্দতের পর ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে তখন জায়েয হবে, যখন স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দিবে কিংবা মুখে বলে দিবে যে, আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। যদি স্বামী এরূপ না করে, তবে বিচারক তাদের মধ্যে বিচ্ছেদের আদেশ করবেন—যা তালাকেরই অনুরূপ বলে গণ্য হবে। অতঃপর

www.pathagar.com

তালাকের ইদ্দত তিন হায়েয অতিক্রান্ত হলে স্ত্রী মুক্ত হবে এবং অন্যত্র বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে।(মায্হারী)

মাসআলা ঃ যখন লে'আন হয়ে গেল, তারপর এই গর্ভ থেকে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, সে স্বামীর সাথে সম্বন্ধযুক্ত হবেনা, বরং সন্তানের মা'র সাথে সে সম্পৃক্ত হবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেলাল ইব্নে উমাইয়াহ্ এবং উয়াইমের আজ্লানীর ঘটনার বেলায় এরূপ ফয়সালাই করেছিলেন।

মাসআলা ঃ লে'আনের পর উভয়ের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী তার আখেরাতের শাস্তি যদিও পূর্বাপেক্ষা বেড়ে যাবে ; কিন্তু দুনিয়ার শাস্তি থেকে বেঁচে যাবে। এমনিভাবে দুনিয়াতে তাকে ব্যভিচারিণী এবং সন্তানকে জারজ-সন্তান বলাও কারো জন্যে জায়েয হবেনা। হেলাল ইব্নে উমাইয়াহ্র ঘটনায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফয়সালায় এ কথা বলেছেন (وَ قَضٰى بِاَنَّ لَا تُرْمٰى وَلَا وَلَدُهَا) (মাঃ কুরআন, ষষ্ঠ খণ্ড ; সূরা নূর, আয়াত ঃ ৬—১০)

মাসআলা ঃ وَقَالُوْا هٰذَا اِفْكٌ مُّبِيْنٌ. আয়াতে এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, মুসলমানগণ এই খবর শোনামাত্রই "এটা প্রকাশ্য মিথ্যা" বলে দেওয়াই ঈমানের দাবী ছিল। এতে প্রমাণিত হয় যে, কোন মুসলমান সম্পর্কে কোন গুনাহ্ বা কোন দোষ শরীয়তের প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত তার প্রতি ভাল ধারণা রাখা এবং বিনা প্রমাণে তার প্রতি আরোপিত দোষ বা পাপকার্যকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা সরাসরি ঈমানের দাবী।

মাসআলা ঃ প্রত্যেক মুসলমান নারী-পুরুষ সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখা ওয়াজিব, যতক্ষণ পর্যন্ত না শরীয়তসম্মত কোন প্রমাণের দ্বারা এর বিপরীত প্রমাণিত হয়। শরীয়তসম্মত দলীল ব্যতিরেকে যদি কেউ কোন মুসলমানকে অভিযুক্ত করে, তবে তার কথার প্রতিরোধ করা এবং সেটাকে মিথ্যা অভিহিত করাও ওয়াজিব। কেননা, এরূপ অভিযোগ উত্থাপন করা নিছক পরনিন্দা এবং অহেতুক মুসলমানকে হেয় করা।(মায্হারী) (মাঃ কুরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড ; সূরা নূর, আয়াত ঃ ১২)

www.pathagar.com

জামানতের বিধান

মাসআলা ঃ كَفَالَة بِالنفس (ব্যক্তির জামানত) জায়েয। অর্থাৎ কোন মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মোকদ্দমার তারিখে উপস্থিত করার জামানত নেওয়া দুরুস্ত আছে। ইমাম মালেক (রহঃ) এ মাসআলায় দ্বিমত প্রকাশ করেছেন — তিনি শুধু আর্থিক জামানতকে জায়েয বলেন ; ব্যক্তির জামানতকে তিনি জায়েয রাখেন না। (মাঃ কুরআন, ৫ম খণ্ড ; সূরা ইউসুফ, আয়াত ঃ ৬৬)

www.pathagar.com

অধ্যায়ঃ

বিচার-মীমাংসা

কারও জন্তু অপর ব্যক্তির জান অথবা মালের ক্ষতি করলে ফয়সালা কি হওয়া উচিত

হযরত দাউদ (আঃ)-এর ফয়সালা থেকে জানা যায় যে, কারও জন্তু অন্যের জান-মালের ক্ষতি সাধন করলে জন্তুর মালিক ক্ষতিপূরণ দিবে—যদি ঘটনা রাত্রিকালে ঘটে। কিন্তু এটা জরুরী নয় যে, হযরত দাউদ (আঃ)-এর শরীয়তের ফয়সালা মুহাম্মদী শরীয়তেও বহাল থাকবে। এজন্যেই মুজ্‌তাহিদ্‌ ইমামগণের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর মতে রাত্রিকালে যদি কারও জন্তু অন্যের ক্ষেতে চড়াও হয়ে ক্ষতিসাধন করে, তবে জন্তুর মালিক ক্ষতিপূরণ দিবে; দিনের বেলায় এরূপ হলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। হযরত দাউদ (আঃ)-এর ফয়সালাও তাঁর দালীল হতে পারে। কিন্তু ইসলামী শরীয়তের মূলনীতি অনুযায়ী 'মুয়াত্তা মালিকে' মুরসাল সনদে বর্ণিত একখানা হাদীস দ্বারা তিনি প্রমাণ পেশ করেন—হযরত বারা ইব্‌নে আযেবের উষ্ট্রী এক ব্যক্তির বাগানে প্রবেশ করে এবং ক্ষতিসাধন করে; রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ফয়সালা করেছেন যে, রাত্রিকালে বাগান ও ক্ষেতের হেফাযত করা মালিকের দায়িত্ব। মালিকের হেফাযত সত্ত্বেও রাত্রিকালে যদি কারও জন্তু ক্ষতিসাধন করে,তবে জন্তুর মালিক ক্ষতিপূরণ দিবে। ইমাম আবূ হানীফা ও কূফা'র ফেক্বাহ্‌বিদগণ বলেন, জন্তুর তত্ত্বাবধানে এগুলোর সাথে যদি রাখাল বা হেফাজতকারী বিদ্যমান থাকে এবং তাদের অবহেলার কারণে যদি বাগান বা ক্ষেতের ক্ষতি সাধিত হয়, তবে জন্তুর মালিক ক্ষতিপূরণ দিবে—ঘটনা রাত্রে হোক বা দিনে। পক্ষান্তরে, যদি জন্তুর সাথে মালিক বা হেফাযতকারী না থাকে, জন্তু

www.pathagar.com

প্রনোনিত হয়ে ছুটে গিয়ে ক্ষতিসাধন করে তাহলে মালিক ক্ষতিপূরণ দিবে না, ঘটনা রাত্রে হোক বা দিনে। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর প্রমাণ সেই হাদীস, যা বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসবিদগণ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ -

অর্থাৎ, "জন্তু কারও ক্ষতি করলে তা ধর্তব্য নয়।" ফলে জন্তুর মালিক ক্ষতিপূরণ দিবেনা। তবে শর্ত এই যে, জন্তুর মালিক কিংবা হেফাজতকারী যদি জন্তুর সাথে না থাকে -- অন্যান্য প্রমাণদৃষ্টে এই শর্ত সাব্যস্ত হয়। এ হাদীসে দিন বা রাতের কোন তারতম্য না করে শরীয়তের সাধারণ কানূন এই দেওয়া হয়েছে যে, জন্তুর মালিক ইচ্ছাকৃতভাবে যদি অন্যের ক্ষেতে জন্তু ছেড়ে না দেয়, বরং জন্তু নিজেই চলে যায়, তবে মালিককে ক্ষতিপূরণ বহন করতে হবে না।

হযরত বারা ইব্নে আযেবের ঘটনা যে রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে, হানাফী ফকীহ্গণ তার সনদের সমালোচনা করে বলেছেন যে, সহীহ বুখারী ও মুসলিমের উল্লেখিত হাদীসের মোকাবেলায় তা প্রমাণ হতে পারে না। (মাঃ কুরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড ; সূরা আম্বিয়া, আয়াত ঃ ৭৮--৮২)

রায় দানের পর বিচারকের ফয়সালা বাতিল অথবা পরিবর্তন করা যায় কি?

মাসআলা ঃ কোন বিচারক যদি শরীয়তের প্রমাণাদি ও সাধারণ মুসলিম আইনবিদগণের বিপরীত শুধু অনুমানের ভিত্তিতে কোন ফয়সালা প্রদান করে, তবে সেই ফয়সালা সর্বসম্মতিক্রমে প্রত্যাখাত ও বাতিল বলে গণ্য হবে। অন্য বিচারকের পক্ষে এই ফয়সালার বিপরীত ফয়সালা দেওয়া শুধু জায়েযই নয়; বরং ওয়াজিব এবং পূর্বোক্ত বিচারককে পদচ্যুত করা ওয়াজিব। কিন্তু কোন বিচারকের ফয়সালা যদি শরীয়তসম্মত ইজ্তিহাদের উপর ভিত্তিশীল ও ইজ্তিহাদের মূলনীতির অধীন হয়, তবে অন্য বিচারকের পক্ষে এই ফয়সালা ভঙ্গ করা জায়েয নয়। কেননা, এরূপ করা হলে মহা বিপর্যয় দেখা দিবে এবং ইসলামী আইন ক্রীড়নকে পরিণত হবে, ফলে রোযই হালাল-হারাম পরিবর্তিত হবে। অবশ্য, ফয়সালা প্রদানকারী বিচারক ইজ্তিহাদের মূলনীতির অনুসরণে ফয়সালা প্রদান করার পর নিজেই যদি ইজ্তিহাদের প্রেক্ষিতে পূর্বের ফয়সালাকে ভুল বিবেচনা করেন, তবে তা পরিবর্তন করা জায়েয বরং উত্তম।(মাঃ কুরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড ; সূরা আম্বিয়া, আয়াত ঃ ৭৮) ♦

www.pathagar.com

অধ্যায় ৪

শিকার

শিকার করা জন্তু হালাল হওয়ার জন্যে চারটি শর্ত

প্রথমতঃ কুকুর অথবা বাজ শিক্ষাপ্রাপ্ত ও পরীক্ষিত হতে হবে। এর নীতি পদ্ধতি এই সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, আপনি কুকুরকে শিকারের জন্যে প্রেরণ করলে সে শিকার ধরে নিজে না খেয়ে আপনার নিকট নিয়ে আসে। বাজের বেলায় এ নীতি দেওয়া হয়েছে যে, আপনি তাকে ফেরত আসার জন্যে ডাক দিলে, সে শিকারের পিছনে ধাওয়া করতে থাকা সত্ত্বেও কাল বিলম্ব না করে ফিরে আসে। এরূপ পরিপক্ক শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে গেলে বোঝা যাবে, শিকারী জন্তু যা শিকার করে তা আপনার জন্যেই করে ; তার নিজের জন্যে করে না। এমতাবস্থায় শিকারী জন্তুর শিকার করা প্রাণী স্বয়ং আপনার শিকার বলে গণ্য হবে। যদি কোন সময় শিকারী জন্তু শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করে, যেমন কুকুর শিকার করা জন্তুকে নিজেই খাওয়া আরম্ভ করে অথবা বাজ পাখী আপনার ডাকে ফেরত না আসে, তবে এ শিকার আপনার নয় এবং এটিকে খাওয়াও জায়েয নয়।

দ্বিতীয় শর্ত এই যে, আপনি নিজ ইচ্ছায় তাৎক্ষণিকভাবে কুকুর অথবা বাজ পাখীকে শিকারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করবেন, এরূপ না হওয়া চাই যে, সে নিজ ইচ্ছায় কোন শিকারের পিছনে ধাওয়া করে তা ধরে নিয়ে আসে।

তৃতীয় শর্ত এই যে, শিকারী জানোয়ার শিকার করা প্রাণীকে খেতে আরম্ভ না করে, বরং আপনার কাছে নিয়ে আসে।

চতুর্থ শর্ত এই যে, শিকারী কুকুর কিংবা বাজ পাখীকে শিকারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করার সময় বিসমিল্লাহ্ বলে প্রেরণ করতে হবে। এই চারটি শর্ত পূর্ণ হলে শিকার করা জন্তু আপনার কাছে পৌছার পূর্বেই যদি মরে যায়, তবুও তা হালাল যবেহ করার প্রয়োজন নাই। তা না হলে যবেহ্ ব্যতীত হলাল হবেনা।

www.pathagar.com

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) -এর মতে একটি পঞ্চম শর্ত এই রয়েছে যে, শিকারী জন্তু শিকারকে যখমও করতে হবে। আয়াতে উল্লেখিত جوارح শব্দে এ শর্তের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

মাসআলা ঃ উল্লেখিত বিধান ঐসব বন্য পশুর বেলায় প্রযোজ্য, যেগুলো নিজের করতলগত নয়। পক্ষান্তরে, যেসব পশুকে করতলগত করে নেওয়া হয়েছে, সেগুলো যথারীতি যবেহ্ করা ব্যতীত হালাল হবেনা।

মাসআলা ঃ শিকারের পিছনে পড়ে নামায ও শরীয়তের অন্যান্য জরুরী বিধানাবলীর প্রতি গাফেল ও উদাসীন হয়ে পড়া জায়েয নয়। (মাঃ কুরআন, ৩য় খণ্ড ; সূরা মায়েদাহ্, আয়াত ঃ ৪)

শিকার সম্পর্কিত মাসায়েল

মাসআলা ঃ صيد (শিকার করা), যা হেরেম শরীফে এবং এহ্রাম অবস্থায় হারাম। এ শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তা খাদ্য জাতীয় হালাল জন্তু হোক কিংবা অখাদ্য হারাম জন্তু হোক — সবই হারাম।

মাসআলা ঃ صيد অর্থাৎ শিকার বলতে বন্যজন্তুকে বোঝায়, যেগুলো স্বভাবগত ও অভ্যাসগতভাবে মানুষের কাছে থাকে না। সুতরাং যেসব জন্তু সৃষ্টিগতভাবে গৃহপালিত যেমন, ভেড়া, ছাগল, গরু, উট এগুলো যবেহ্ করা এবং খাওয়া জায়েয।

মাসআলা ঃ অবশ্য যেসব জন্তু দলীলের ভিত্তিতে উপরোক্ত বিধান-বহির্ভূত সেগুলো ধরা, বধ করা হালাল -- যেমন, সামুদ্রিক জন্তু শিকার করা। দলীল হচ্ছে, أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ স্থলভাগের কতক জন্তু-যেমন, কাক, চিল, বাঘ, সাপ, বিচ্ছু, পাগলা কুকুর, এমনিভাবে যে হিংস্র জন্তু নিজে আক্রমণ করে এগুলো বধ করাও জায়েয। হাদীস শরীফে এগুলোর বেলায় উপরোক্ত বিধানের ব্যতিক্রম হওয়ার কথা উল্লেখিত হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, الصَّيْد শব্দে যুক্ত আলিফ-লাম عهد তথা নির্ধারিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

মাসআলা ঃ এহ্রাম ছাড়া অবস্থায় এবং হেরেম শরীফের বাইরে শিকার করা হালাল জানোয়ার খাওয়া মুহ্রিম (এহ্রাম পরিহিত) ব্যক্তির জন্যে জায়েয, — যদি সে জন্তুকে বধ করা ইত্যাদি কাজে সহায়ক, ইঙ্গিতকারী বা প্রদর্শক না হয়ে থাকে। হাদীস শরীফে এরূপই বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

মাসআলা ঃ হেরেম-এলাকার শিকারকে ইচ্ছাকৃতভাবে বধ করলে যেমন বিনিময় ওয়াজিব হয়, তেমনি ভুলক্রমে বা অজান্তে বধ করলেও বিনিময় ওয়াজিব হবে। (রূহুল-মা'আনী)

মাসআলা ঃ প্রথমবার বধ করলে যেমন বিনিময় ওয়াজিব হয়, তেমনিভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয় বার বধ করলেও ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ جـــزاء (জাযা') বা বিনিময়ের সারমর্ম এই যে, যে সময়ে এবং যে স্থানে জন্তু বধ করা হয়েছে উত্তম হলো দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির মাধ্যমে-- একজন হলেও জায়েয -- নিহত জন্তুর মূল্য অনুমান করাবে। এর পরবর্তী কার্যক্রম হলো, নিহত জন্তু যদি খাবার অযোগ্য অর্থাৎ হারাম জন্তুসমূহের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে একটি ছাগলের মূল্য হতে অধিক ওয়াজিব হবেনা। আর যদি নিহত জন্তু খাবার যোগ্য অর্থাৎ হালাল হয়, তবে যে পরিমাণ মূল্য অনুমান করা হবে, তা'ই ওয়াজিব হবে। উভয় অবস্থায় পরবর্তী তিন পন্থার যে কোন একটি অবলম্বন করা যেতে পারে। ইচ্ছা করলে এ মূল্যের দ্বারা কোন জন্তু কুরবানীর জন্তুর শর্ত অনুযায়ী ক্রয় করে হেরেমের সীমানায় যবেহ্ করে গরীব-মিসকীনদের মধ্যে গোশ্ত বন্টন করে দিবে। অথবা সেই মূল্যের সমপরিমাণ খাদ্যশস্য সদকায়ে-ফিতরের শর্ত অনুযায়ী মিসকীন 'প্রতি অর্ধেক সা' বন্টন করে দিবে। অথবা মিসকীন-প্রতি অর্ধেক সা' হিসাবে সেই খাদ্যশস্য যতজন ফকীরকে দেওয়া যেতো, তত সংখ্যক রোযা রাখবে। খাদ্যশস্য বিতরণ ও রোযা রাখার জন্যে হেরেমের ভিতরে হওয়া শর্ত নয়। যদি অনুমানকৃত মূল্য অর্ধেক সা' থেকেও কম ওয়াজিব হয়, তবে ইচ্ছা করলে একজন ফকীরকে তা দিয়ে দিবে কিংবা একটি রোযা রেখে নিলেই চলবে। এমনিভাবে প্রত্যেক মিসকীনকে অর্ধেক সা' দেওয়ার পর যদি অর্ধেক সা' অপেক্ষা কম অবশিষ্ট থেকে যায়, তবে এ ক্ষেত্রেও ইচ্ছা করলে এ অংশ একজন মিসকীনকে দিয়ে দিতে পারবে অথবা ইচ্ছা করলে একটি রোযা রেখে নিবে। প্রচলিত ওযনে অর্ধেক সা'তে পৌণে দু'সের হয়।

মাসআলা ঃ উল্লেখিত অনুমানে যতজন মিসকীনের অংশ সাব্যস্ত হয়, তাদেরকে যদি দু'বেলা তৃপ্তি সহকারে আহার করিয়ে দেওয়া হয়, তবে তা-ও জায়েয হবে।

মাসআলা ঃ যদি এ মূল্যে যবেহ্ করার জন্যে জন্তু ক্রয় করা হয় এবং তাতে কিছু টাকা বেঁচে যায়, তবে ইচ্ছা করলে অন্য আরেকটি জন্তু ক্রয় করবে অথবা

www.pathagar.com

খাদ্যশস্য ক্রয় করে দান করবে অথবা খাদ্যশস্যের হিসাবে রোযা রাখতে পারবে। জন্তু বধ করলে যেমন বিনিময় ওয়াজিব হয়, তেমনিভাবে উক্তরূপ জন্তুকে আহত করলেও অনুমান করাতে হবে যে, এতে জন্তুটির কতটুকু মূল্য হ্রাস পেয়েছে। হ্রাসপ্রাপ্ত মূল্য দিয়ে উপরোক্ত তিনটি কাজের যে কোন একটি করা জায়েয হবে।

মাসআলা ঃ এহ্‌রাম-পরিহিত ব্যক্তির জন্যে যে জন্তু শিকার করা হারাম, সে জন্তুকে যবেহ্ করাও তার জন্যে হারাম। যদি যবেহ্ করে তবে সেটি মৃত বলে গণ্য হবে। لَا تَقْتُلُوا বাক্যে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

মাসআলা ঃ কোন অনাবাদী জায়গায় জন্তু বধ করা হলে, নিকটতম আবাদীর দর হিসাবে মূল্য অনুমান করা হবে।

মাসআলা ঃ শিকার-কাজে ইঙ্গিত-ইশারা করা, বলে দেওয়া এবং সহায়তা করা নিজে শিকার করার ন্যায় হারাম। (মাঃ কুরআন, তৃতীয় খণ্ড; সূরা মায়েদাহ্, আয়াত ঃ ৯৫, ৯৬)

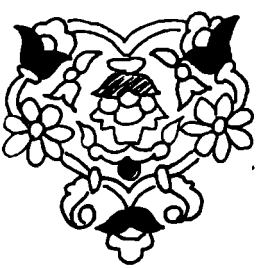

www.pathagar.com

অধ্যায়ঃ

জায়েয-নাজায়েয ও হালাল-হারামের বিবিধ মাসায়েল

শাসনের উদ্দেশ্যে নিজের জন্য বহুবচন পদ ব্যবহার করার বিধান

মাসআলা ঃ হযরত সুলাইমান (আঃ) একা হওয়া সত্ত্বেও নিজের জন্যে বহুবচন পদ রাজকীয় রীতি-পদ্ধতিরূপে ব্যবহার করেছেন। যাতে প্রজাদের মধ্যে ভয়-ভক্তি সৃষ্টি হয় এবং তারা আল্লাহ্‌র আনুগত্যে ও হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর আনুগত্যে শৈথিল্য না করে। এ মনিভাবে আমীর, শাসক ও উচ্চপদস্থ লোকদের পক্ষে শাসন ও নেয়ামত প্রকাশের উদ্দেশ্যে যদি হয়; অহংকার ও বড়ত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে যদি না হয়, তবে — তাদের অধীনস্থদের উপস্থিতিতে নিজেদের জন্যে বহুবচন পদ ব্যবহার করাতে দোষ নাই। (মাঃ কুরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড ; সূরা নাম্‌ল , আয়াত ঃ ১৬)

কাজে অলসতা করে এমন জন্তুকে সুষম শাস্তি দেওয়া জায়েয

মাসআলা ঃ হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা জন্তুদেরকে এরূপ শাস্তি দেওয়া হালাল করে দিয়েছিলেন, যেমন সাধারণ উম্মতের জন্যে জন্তুদেরকে যবেহ্ করে তাদের গোশ্‌ত চামড়া ইত্যাদি দ্বারা ফায়দা হাসিল করা এখনও হালাল রয়েছে। এমনিভাবে গৃহপালিত জন্তু গাভী, বলদ, গাধা, ঘোড়া, উট ইত্যাদি কাজে অলসতা করলে শাসনের জন্যে প্রয়োজন মাফিক প্রহারের সুষম শাস্তি দেওয়া এখনও জায়েয রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য জন্তুকে শাস্তি দেওয়া আমাদের শরীয়তে নিষিদ্ধ। (কুরতুবী) (মাঃ কুরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড ; সূরা নামল, আয়াত ঃ ২১)

www.pathagar.com

চন্দ্রের হিসাব রক্ষা করা ওয়াজিব

ইসলামী হুকুম-আহ্কামে চান্দ্রর বর্ষ, মাস ও তারিখের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, ইদ্দত ইত্যাদি ফরয বিধানসমূহ চন্দ্রের হিসাব অনুযায়ীই নির্ধারণ করা হয়েছে। ফেক্বাহবিদগণ চান্দ্র হিসাবের হেফাযত করা মুসলমানদের যিম্মায় ফরযে কেফাহ্ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এর অর্থ এই নয় যে, সৌর হিসাব রাখা নাজায়েয ; বরং কাজ -কারবার ও ব্যবসা -বাণিজ্যে সৌর হিসাব রাখা যেতে পারে।(সংক্ষেপিত—মাঃ কুরআন, ৪র্থ খণ্ড ; সূরা ইউনুস, আয়াত ঃ ৫)

বিনা প্রয়োজনে অট্টালিকা বানানো দূষনীয়

বিনা প্রয়োজনে অট্টালিকা বানানো, নির্মাণ কাজ করা শরীয়ত মতে দূষনীয়। (মাঃ কুরআন, ষষ্ঠ খণ্ড ; সূরা শুআরা, আয়াত ঃ ১২৮)

উপকারী পেশাকে গুনাহের কাজে ব্যবহার করা নাজায়েয

উৎকৃষ্ট পেশা আল্লাহ্ তাআলার নেআমত , — এদ্বারা উপকৃত হওয়া জায়েয। কিন্তু এসব পেশার কারণে যদি কোন গুনাহ্ বা হারাম কার্যে লিপ্ততা কিংবা প্রয়োজনের বাইরে তাতে ব্যাপৃত হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তবে সে পেশা অবলম্বন করা নাজায়েয। (মাঃ কুরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড ; সূরা শুআরা, আয়াত ঃ ১২৯)

কোন কাফেরের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা নিষিদ্ধ

মাসআলা ঃ কোন কাফেরের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা শরীয়ত মতে নাজায়েয ও নিষিদ্ধ। (মাঃ কুরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড ; সূরা মারইয়াম, আয়াত ঃ ৪৭)

রক্ত সম্পর্কিত কয়েকটি বিধান

মাসআলা ঃ যেহেতু শুধু প্রবহমান রক্তই হারাম, তাই যবেহের পর জন্তুর গোশ্তে যে রক্ত লেগে থাকে, তা পাক। ফেক্বাহ্বিদগণ, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণ এ ব্যাপারে একমত। এমনিভাবে মশা, মাছি ও ছারপোকা ইত্যাদির রক্তও নাপাক নয়। তবে বেশী হয়ে গেলে, তা ধুয়ে নেওয়া চাই। (জাস্সাস)

www.pathagar.com

মাসআলা ঃ রক্ত খাওয়া পান করা যেমন হারাম, অন্য কোন উপায়ে তা ব্যবহার করাও হারাম। সর্ব প্রকার নাপাক জিনিসের ক্রয়-বিক্রয় এবং তা দ্বারা উপকৃত হওয়া যেমন হারাম, তেমনিভাবে রক্তের ক্রয়-বিক্রয় এবং তদ্বারা অর্জিত আমদানীও হারাম। কেননা, কুরআনের আয়াতে রক্তকে কোন প্রকার বিশেষণ প্রয়োগ ব্যতীতই হারাম বলা হয়েছে, সুতরাং রক্ত বলতে যা বোঝায় তা সব হারাম প্রতিপন্ন হয়েছে। এতে সাধারণ অবস্থায় অন্যের দেহে রক্ত স্থানান্তর করা নাজায়েয বলে জানা যায়। অবশ্য চিকিৎসার্থে নিরুপায় অবস্থায় একজনের রক্ত অন্যের দেহে ঔষধ হিসাবে স্থানান্তর করা ঐ আয়াতের মর্মানুযায়ী জায়েয, যে আয়াতে অনন্যোপায় ব্যক্তির জন্যে মৃত জন্তুর গোশ্ত খেয়ে জীবন বাঁচানোর সরাসরি অনুমতি উল্লেখিত হয়েছে। অনন্যোপায় বা নিরুপায় অবস্থা বলতে বোঝায়, রোগীর জীবন-সংশয় দেখা দেয় এবং অন্য ঔষধ তার জীবন রক্ষার জন্যে কার্যকর বলে বিবেচিত না হয় অথবা এরূপ ফলপ্রসূ ঔষধ পাওয়া না যায়, সেই সঙ্গে প্রবল ধারণা হয় যে, রক্ত দেওয়ার ফলে রোগীর জীবন রক্ষা হতে পারে। যদি এরূপ অবস্থা না হয়, তবে শুধুমাত্র ঔষধরূপে রক্ত ব্যবহারের প্রশ্নে ফেকাহ্‌বিদগণের মতভেদ রয়েছে। (বিস্তারিত বিবরণের জন্যে اعضاء انسانی کی پیوند کاری পুস্তিকা দ্রষ্টব্য) (মাঃ কুরআন, ১ম খণ্ড ; সূরা বাক্বারা, আয়াত ঃ ১৭৩)

মৃতজন্তু সম্পর্কিত বিধান

মাসআলা ঃ বন্দুকের গুলীতে আহত কোন জন্তু যবেহের পূর্বে মারা গেলে, সেগুলোও পাথর অথবা লাঠির আঘাতে মরে যাওয়া জন্তুর অনুরূপ -- কুরআনের অন্য আয়াতে যেগুলোকে مَوْقُوْذَةٌ (আঘাতপ্রাপ্ত) বলা হয়েছে এবং হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। তবে মৃত্যুর আগেই যবেহ করা হলে তা হালাল হবে।

মাসআলা ঃ আজকাল বন্দুকের এক প্রকার চোখা গুলী প্রস্তুত করা হয়েছে। এগুলো সম্পর্কে কোন কোন আলেম মনে করেন যে, এগুলোর বিধান তীরের আঘাতে মৃত জন্তুর বিধানের ন্যায়। কিন্তু অধিকাংশ আলেমের মতে বন্দুকের গুলী তীরের পর্যায়ভুক্ত নয়। কেননা তীরের আঘাত ছুরির আঘাতের ন্যায়, কিন্তু বন্দুকের চ্যাগুলী চোখা হলেও বারুদের শক্তির প্রভাবে গায়ে বিদ্ধ হয়ে গোশ্ত ফেটে যায়।

www.pathagar.com

এ ছাড়া জন্তুকে আহত করার মত এর নিজস্ব কোন ধারালো শক্তি নাই। সুতরাং এরূপ গুলীর দ্বারা শিকারকৃত জন্তু বিনা যবেহে হলাল নয়।

মাসআলা ঃ আয়াতে মৃত জন্তুকে কোন রকম বিশেষণ ছাড়া সাধারণভাবে হারাম করা হয়েছে। তাই, মৃত জন্তুর গোশ্ত যেমন হারাম, তেমনিভাবে এর ক্রয়-বিক্রয়ও হারাম। যাবতীয় নাপাক সম্পর্কেও একই বিধান প্রযোজ্য--অর্থাৎ, এগুলোর ব্যবহার যেমন হারাম ; তেমনি এগুলোর ক্রয়-বিক্রয় এবং এগুলোর দ্বারা উপকৃত হওয়াও হারাম। এমনকি ইচ্ছাকৃতভাবে মৃত জন্তু কিংবা অপবিত্র কোন বস্তু জানোয়ারকে খাওয়ানোও জায়েয নয়। বরং এগুলোকে এমন জায়গায় ফেলে দিবে যেখান থেকে কুকুর-বিড়াল খেয়ে নিতে পারে এটা জায়েয। কিন্তু নিজে উঠিয়ে ইচ্ছাপূর্বক খাওয়ানো জায়েয নয়। (জাস্‌সাস, কুরতুবী)

মাসআলা ঃ মৃত জন্তুর যে অংশটুকু খাওয়ার যোগ্য কেবল সে অংশই হারাম। কাজেই এর হাড়, পশম প্রভৃতি যা খাদ্যবস্তু নয়, তা পাক এবং এর ব্যবহারও জায়েয। কুরআনের আয়াত وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَشْعَارِهَا اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ দ্বারা মৃত জন্তুর পশম ব্যবহারের বৈধতা প্রমাণিত হয় এবং এতে যবেহ করার শর্ত আরোপ করা হয় নাই। (জাস্‌সাস)

চামড়ায় যেহেতু রক্ত প্রভৃতির নাপাকী লেগে থাকে, তাই শুকিয়ে পাকা না করা পর্যন্ত এর ব্যবহার হারাম, পাকা করে নেওয়ার পর হালাল ও জায়েয। সহীহ্ হাদীস সমূহে এসম্পর্কিত আরও পরিস্কার আলোচনা রয়েছে। (জাস্‌সাস)

মাসআলা ঃ মৃত জন্তুর চর্বি এবং এদ্বারা প্রস্তুতকৃত দব্য-সামগ্রীও হারাম —এগুলো ব্যবহার করা কোনক্রমেই জায়েয নয় এবং এসব বেচা-কেনা করাও হারাম।

মাসআলা ঃ পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানীকৃত দ্রব্য -সামগ্রী যেমন সাবান প্রভৃতি যেগুলোতে চর্বির সংমিশ্রণ থাকে, সেগুলো থেকে বেঁচে থাকাই সাবধানতা ও সতর্কতার দাবী। তবে মৃতজন্তুর চর্বি ব্যবহৃত হয়েছে কিনা, এ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে অবগতি হয় নাই কারণে অবকাশ আছে। এ ছাড়া হযরত ইব্‌নে উমর, আবূ মূসা প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম মৃত জন্তুর চর্বি শুধু খাদ্যজাত বস্তুতে ব্যবহার করা হারাম বলেছেন ; অন্য কাজে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন। সেমতে এসবের বেচা-কেনা করাও তাঁরা জায়েয রেখেছেন। (জাস্‌সাস)

www.pathagar.com

মাসআলা ঃ দুধের দ্বারা পনির তৈরী করার জন্যে একটা উপাদান ব্যবহার করা হয় ; আরবী ভাষায় একে إنفحة বলে। জন্তুর পেট থেকে বের করা এ উপাদানটির সংমিশ্রণে দুধ জমে যায়। আল্লাহ্র নামে যবেহ্কৃত জন্তুর পেট থেকে যদি এ উপাদনটি নেওয়া হয়, তবে কোন দোষ নাই। কেননা, যবেহ্কৃত জানোয়ারের গোশত, চর্বি ইত্যাদি সবই হালাল। কিন্তু যদি সে উপাদানটি অযবেহ্কৃত জন্তু থেকে নেওয়া হয়, তবে এ বিষয়ে ফেকাহ্‌বিদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালেক (রহঃ)-এর মতে তা পাক। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ ও সুফিয়ান সাওরী প্রমুখের মতে তা নাপাক। (জাস্‌সাস, কুরতবী)

ইউরোপ ও অন্যান্য অমুসিলম দেশে তৈরী যেসব পনির আমদানী করাহয়, সেগুলোতে যবেহ না করা জন্তুর সে উপাদান ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। এ প্রেক্ষিতে অধিকাংশ ফকীহ্গণের অভিমত অনুযায়ী এসব থেকে পর্হেয করা উচিত। অবশ্য ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালেক (রহঃ)-এর অভিমত অনুযায়ী অবকাশ রয়েছে। তবে ইউরোপ থেকে আগত যেসব পনিরে শূকরের চর্বি ব্যবহৃত হয় এবং কৌটার উপর তা লিখিত থাকে, এগুলো সম্পূর্ণরূপে হারাম ও নাপাক। (মাঃ কুরআন, ১ম খণ্ড ; সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ১৭৩)

ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য জাতীয় ও ধর্মীয় খেদমতের বিনিময়

মাসআলা ঃ যারা কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তি বা প্রতিষ্ঠানের দেখা-শোনায় নিযুক্ত, অথবা মসজিদ-মাদ্‌রাসার পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত, অথবা মুসলিম রাষ্ট্রের কোন প্রতিষ্ঠানের যিম্মাদার বা এমনি ধরনের অন্য কোন জাতীয় বা ধর্মীয় খেদমতে নিয়োজিত, যা পালন করা ও সম্পাদন করা ফরযে কেফায়া -- এরূপ ব্যক্তিদের জন্যেও উত্তম হলো এই যে, নিজের পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ করার মত সংস্থান থাকলে এ ধরনের খেদমতের বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা বায়তুল-মাল থেকে পারিশ্রমিক বাবত কিছু গ্রহণ না করা। তবে যদি পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্যে সহায়-সম্পদ না থাকে এবং রুজী-রোজগারের সময়টুকু উপরোক্ত দায়িত্ব পালনে ব্যয়িত হয়, তবে প্রয়োজন পরিমাণে এসব প্রতিষ্ঠান

www.pathagar.com

থেকে কিছু পারিশ্রমিক গ্রহণ করার অধিকার আছে। কিন্তু 'প্রয়োজন পরিমাণ' কথাটির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। অনেকে নীতিগতভাবে কাগজে-কলমে নিজের জন্যে মাসিক কিছু পারিশ্রমিক নির্ধারণ করে থাকেন, কিন্তু অন্য দিক দিয়ে বিভিন্ন পন্থায় অধিকতর অসাবধানতা বর্তিয়ে নিজের জন্য এবং সন্তানাদির জন্য অনেক বেশী খরচ করে ফেলেন। এই অসাবধানতার প্রতিকার একমাত্র আল্লাহ্-ভীতি ছাড়া আর কিছু নাই। যাদের অন্তরে এ কথা জাগরুক থাকবে যে, সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তাআলার নিকট একদিন হিসাব দিতে হবে, তারাই কেবল নাজায়েয মাল-সম্পদ থেকে বেঁচে চলতে পারবে। (মাঃ কুরআন, ২য় খণ্ড ; সূরা নিসা, আয়াত ঃ ৬)

www.pathagar.com

অধ্যায় ৪

পানাহার সংক্রান্ত

প্রয়োজন পরিমাণ পানাহার করা ফরয

প্রথম এই যে, শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকেও পানাহার করা মানুষের জন্যে ফরয ও জরুরী। সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ পানাহার ত্যাগ করে এবং এতে সে মারা যায়, অথবা এমন দুর্বল হয়ে যায় যে, ওয়াজিব বা অপরিহার্য দায়িত্বাবলী আদায় করার ক্ষমতা তার থাকেনা, তবে সে আল্লাহ্‌র কাছে অপরাধী ও গুনাহ্‌গার হবে।

জগতের সব বস্তু মৌলিকভাবে মুবাহ ও বৈধ ; যতক্ষণ পর্যন্ত কোন প্রমাণের দ্বারা হারাম ও নিষিদ্ধতা প্রমাণিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন বস্তু হারাম হবেনা

দুনিয়াতে পানাহারের যত বস্তু আছে, মৌলিকভাবে সেসব জায়েয ও হালাল। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বিশেষ বস্তুর অবৈধতা ও নিষিদ্ধতা শরীয়তের কোন প্রামাণ দ্বারা সাব্যস্ত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেক বস্তুকে জায়েয ও হালাল মনে করা হবে। এ তথ্যের প্রতি আয়াতে এভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে — كُلُوْا وَاشْرَبُوْا বাক্যে مفعول অর্থাৎ, কি পানাহার করা হবে তা উল্লেখ করা হয় নাই। আরবী ভাষার বিশেষজ্ঞগণের স্পষ্ট উক্তি দ্বারা জানা যায় যে, এরূপ ক্ষেত্রে مفعول উল্লেখ না করার দ্বারা مفعول -এর ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ, প্রত্যেক বস্তু পানাহার করতে পারো — কেবল ঐসব বস্তু ছাড়া যেগুলো স্পষ্ট দলীলের দ্বারা হারাম করা হয়েছে। (জাসসাস)

www.pathagar.com

পানাহারে সীমা লঙ্ঘন জায়েয নয়

পানাহারের অনুমতি বরং নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেই সাথে অপচয় বা সীমা লঙ্ঘন করার নিষেধাজ্ঞাও রয়েছে। اِسْرَاف অর্থ, সীমা লঙ্ঘন করা। এই সীমা লঙ্ঘন কয়েক প্রকারের হতে পারে। এক, হালালকে অতিক্রম করে হারাম পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া এবং হারাম বস্তুসমূহ পানাহার ও ব্যবহার করতে থাকা -- এ সীমা লঙ্ঘন যে হারাম তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না।

একটি আয়াত থেকে শরীয়তের আটটি মাস্‌আলা

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا আয়াত থেকে শরীয়তের আটটি মাসআলার উদ্ভব হয়। এক, প্রয়োজন পরিমাণ পানাহার করা ফরয। দুই, কোন বস্তুর অবৈধতা ও নিষিদ্ধতা শরীয়তসম্মত দলীলের দ্বারা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক বস্তু হালাল। তিন, যেসব বস্তু ও বিষয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়েছে, তা ব্যবহার করা সীমা লঙ্ঘন ও নাজায়েয। চার, যেসব বস্তু আল্লাহ্ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হালাল করেছেন, সেগুলোকে হারাম মনে করাও সীমালঙ্ঘন ও মারাত্মক গুনাহ্। পাঁচ, পেট ভরে যাওয়ার পর আরও খাওয়া নাজায়েয। ছয়, এত কম খাওয়া যদ্দরুণ দুর্বলতা দেখা দেয় এবং ওয়াজিব কার্য সম্পাদনের সামর্থ থাকে না —নাজায়েয। সাত, সর্বক্ষণ খানা-পিনার ধ্যানে লেগে থাকাও সীমালঙ্ঘন। আট, মনে কিছু চাইলে অবশ্যই তা খেতে হবে — অপব্যায়। এগুলো হচ্ছে, এ আয়াতের ধর্মীয় বিষয়াদির দিক দিয়ে উপকারিতা। চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে চিন্তা করলে দেখা যায়, স্বাস্থ্য ও দৈহিক আরামের জন্যে এর চেয়ে উত্তম ব্যবস্থাপত্র আর একটিও নাই -- পানাহারে সমতা ও নিয়মানুবর্তিতা সকল রোগ থেকে মুক্ত থাকার জন্যে সর্বোত্তম পন্থা (মাঃ কুরআন, ৩য় খণ্ড ; সূরা আ'রাফ, আয়াত ঃ ৩১)

পানাহারের সুন্নত আহকাম

মাসআলা ঃ সুস্বাদু ও মিষ্টদ্রব্য জাতীয় খাবার খাওয়া ধার্মিকতার খেলাফ নয় যদি তা হালাল উপায়ে উপার্জন করা হয়ে থাকে এবং তাতে যদি অপব্যয় না হয়। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) এরূপ বলেছেন। (কুরতুবী)

www.pathagar.com

মাসআলা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমরা কোন খাদ্য খাও, তখন এই দোআ পড় ঃ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَاَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ

"হে আল্লাহ, আমাদের জন্যে এ খাদ্যে বরকত দিন এবং ভবিষ্যতে আরও উত্তম খাদ্য দান করুন।"

দুধ পান করার পর এই দোআ পড়বেঃ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ -

"হে আল্লাহ, আমাদের জন্যে এতে বরকত দিন এবং তা আরও বাড়িয়ে দিন।"

মানুষের খাদ্য-তালিকায় দুধের চেয়ে উত্তম কোন খাদ্য নাই। তাই, এর চেয়ে উত্তম খাদ্য চাওয়া হয় নাই। আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক মানুষ ও জন্তুর প্রথম খাদ্য করেছেন দুধ, যা মায়ের স্তন থেকে হাসিল হয়। (মাঃ কুরআন, ৫ম খণ্ড; সূরা নাহ্ল আয়াত ঃ)

মাসআলা ঃ আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) তফসীরে আহকামুল-কুরআন গ্রন্থে বলেছেন যে, পানাহার ও অন্যান্য কাজ-কর্ম বিসমিল্লাহ্ দ্বারা শুরু করা এবং আল-হামদুলিল্লাহ-এর মাধ্যমে শেষ করা বেহেশতবাসীদের আমল অনুযায়ী সুন্নত। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ বান্দা যখন পানাহার করে, তখন বিসমিল্লাহ্ -এর দ্বারা শুরু এবং আল-হাম্দুলিল্লাহ-এর মাধ্যমে শেষ করবে---এটা আল্লাহ্ তাআলার নিকট পছন্দনীয়।

মুস্তাহাব হলো, দোআকারী ব্যক্তি দোআ শেষে বলবে ঃ

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

আল্লামা কুরতবী বলেন, সূরা সাফ্ফাত-এর শেষোক্ত আয়াতগুলো অর্থাৎ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - পাঠ করাও মুস্তাহাব। (মাঃ কুরআন, ৪র্থ খণ্ড ; সূরা ইউনুস, আয়াত ঃ ১০)

মাসআলা ঃ অবৈধ পন্থায় যেমন অন্যের মাল খাওয়া জায়েয নয়, তেমনিভাবে নিজের মালও অবৈধ পন্থায় খরচ করা জায়েয নয়। যেমন, শরীয়তের

www.pathagar.com

দৃষ্টিতে গুনাহ বা অপব্যয় --এমন কাজে সম্পদ ব্যয় করা জায়েয হবেনা। (মাঃ কুরআন, ২য় খণ্ড ; সূরা নিসা, আয়াত ঃ ৩০)

খানার দাওয়াত ও মেহমানের আদব

মাসআলা ঃ খাওয়া শেষে নিজ নিজ কাজে ছড়িয়ে পড়া ; পরস্পর কথা বলার জন্যে ঘরে অনড় হয়ে বসে না থাকা — এ রীতি সাধারণ অবস্থায় প্রযোজ্য, যেখানে খাওয়ার পর দীর্ঘ সময় বসে থাকলে মেযবানের কষ্টের কারণ হয়। যেমন, এ কাজ শেষ করে মেযবান অন্য কাজে মশগুল হতে চায়, কিংবা তাদেরকে অবসর করে অন্য মেহমানদেরকে খাওয়াতে চায়। পক্ষান্তরে, যে ক্ষেত্রে অবস্থা ও প্রচলন দৃষ্টে জানা যায় যে, খাওয়ার পর মেহমানগণ দীর্ঘ সময় বসে পরস্পর আলাপে মশগুল থাকলে মেযবানের কষ্ট হবেনা, সে ক্ষেত্রে অবকাশ আছে। যেমন আজকালকার দাওয়াতসমূহে এর প্রচলন আছে।

মাসআলা ঃ মেহমানের সম্মান ও আদর-আপ্যায়নের কত বড় গুরুত্ব জানা গেল যে, মেহমানীর আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া যদিও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল ; কিন্তু নিজের মেহমান হওয়া অবস্থায় তিনি তা-ও পিছিয়ে নিলেন। ফলে, আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই কুরআনে আদব শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা নিলেন। (মাঃ কুরআন, ৭ম খণ্ড ; সূরা আহযাব, আয়াতঃ ৫৩, ৫৪)

মেহমানদারীর কিছু আদব

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহঃ) বলেন ঃ এ আয়াতে মেহমানদারীর কিছু আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। প্রথম এই যে, তিনি মেহমানদেরকে বলেন নাই যে, আপনাদের জন্যে আমি খানা আনতে যাচ্ছি ; বরং চুপিসারে গৃহে চলে গেছেন এবং উত্তম আহার্য বস্তু যা ছিল অর্থাৎ গোবৎস, তা যবেহ করে ভাজা করে তাদের আপ্যায় নের জন্যে নিয়ে এসেছেন। দ্বিতীয়তঃ এই যে, আহার্য বস্তু আনার পর মেহমানদেরকে কষ্ট করে সেখানে গিয়ে খাওয়ার জন্যে বলেন নাই ; বরং যেখানে তারা উপবিষ্ট ছিলেন, খানা এনে তাদের সামনে পেশ করেছেন। তৃতীয়তঃ মেহমানীর খানা পেশ করার সময় কথাবার্তার ভঙ্গিতে খাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি

www.pathagar.com

ছিলনা ; বরং মেহমানদের এভাবে বলেছেন ঃ (اَلَا تَاْكُلُوْنَ) "কি আপনারা খাবেন না?" এতে ইঙ্গিত ছিল যে, আপনাদের খাওয়ার প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও আমার খাতিরে কিছু খেয়ে নিন। (মাঃ কুরআন, ৮ম খণ্ড ; সূরা যারিয়াত, আয়াত ঃ ২৪—৩০)

যেসব শহরে অধিকাংশই হারাম খাদ্য সেখানে করণীয় কি

মাসআলা ঃ যেসব শহর, বাজার বা হোটেলে অধিকাংশ খাদ্যই হারাম, সেখানে যাচাই ব্যতিরেকে খাওয়া জায়েয নয় । (মাঃ কুরআন, ৫ম খণ্ড ; সূরা কাহ্‌ফ, আয়াত ঃ ২০)

আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর নামে যবেহকৃত পশু হারাম

আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে যবেহকৃত পশু সাধারণতঃ তিন প্রকারের হয়ে থাকে । **প্রথমতঃ** কোন কোন পশু আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যবেহ করা হয়ে থাকে এবং যবেহ্ করার সময় অন্যের নাম নেওয়া হয় এ উপায়টি উম্মতের সর্বসম্মত মতানুযায়ী হারাম, এতে পশুটি মৃত জন্তুর অনুরূপ হয়ে যায় এবং এর কোন অংশ দ্বারাই উপকৃত হওয়া জায়েয নয়।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যেই পশু যবেহ করা হয়, তবে যবেহ করার সময় তাতে আল্লাহ্ তা'আলারই নাম নেওয়া হয়। যেমন, অনেক অজ্ঞ মুসলমান পীর-বুযুর্গানের নামে তাদের সন্তুষ্টি অর্জনের মানসে ছাগল, মুরগী ইত্যাদি যবেহ্ করে থাকে। তবে যবেহ করার সময় তাতে আল্লাহ্ তা'আলার নামই তারা উচ্চারণ করে। এ পন্থাও ফেক্বাহ্‌বিদগণের সর্বসম্মত মতানুযায়ী হারাম এবং যবেহকৃত জন্তু মৃতের শামিল।

তৃতীয়তঃ পশুর কান কেটে অথবা পশুর শরীরে অন্য কোন চিহ্ন অঙ্কিত করে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন কিছুর নৈকট্য লাভ বা সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়। এ পশু দ্বারা কোন রকম কাজকর্ম নেওয়া হয় না এবং এটিকে যবেহ্ করাও উদ্দেশ্য থাকেনা। বরং যবেহ্ করাকে হারাম মনে করা হয়ে থাকে। এ শ্রেণীর

www.pathagar.com

পশুকে 'বাহীরাহ্' বা 'সায়িমাহ্' বলা হয়। এরূপ আচরণ কুরআনের সরাসরি নির্দেশ অনুযায়ী হারাম। কিন্তু তাদের এই হারাম আচরণ ও হারাম আকীদার কারণে পশুটি হারাম হয়ে যায় না। বরং একে হারাম মনে করার দরুণ তাদের ভ্রান্ত আকীদা বিশ্বাসের সমর্থনে শক্তি যোগানোই প্রতীয়মান হবে। সুতরাং এ শ্রেণীর পশু অন্যান্য সাধারণ পশুর ন্যায় হালাল।

কিন্তু শরীয়তের বিধান অনুযায়ী এসব পশুর উপর সংশ্লিষ্ট মালিকের মালিকানা বিনষ্ট হয় না। যদিও সে নিজের ভ্রান্ত আকীদা বিশ্বাসের কারণে মনে করে থাকে যে, পশুটি তার মালিকানা হতে বের হয়ে যে নামে উৎসর্গ করা হয়েছে, তার মালিকানায় চলে গেছে; কিন্তু শরীয়ত মতে তার এই আকীদা ভ্রান্ত ও বাতিল এবং পশুটির উপর তার মালিকানা রীতিমত কায়েম থাকে। সেমতে উৎসর্গকারী ব্যক্তি যদি সেই পশুটি কারও কাছে বিক্রয় করে অথবা কাউকে দান করে দেয়, তবে তা হালাল হবে।

এক শ্রেণীর অজ্ঞ মুসলমান বিভিন্ন মাযারে এ ধরণের কাজ করে থাকে — ছাগল, মুরগী ইত্যাদি ছেড়ে দেয় এবং মাযারের খাদেমদেরকে এখ্‌তিয়ার-অধিকার দিয়ে আসে। খাদেমগণ এগুলো বিক্রয় করে দেয়। যেহেতু এগুলোর ব্যাপারে খাদেমদের পূর্ণ এখ্‌তিয়ার থাকে, তাই এসব জীব-জন্তু তাদের থেকে খরিদ করা, যবেহ্ করে খাওয়া এবং বিক্রয় করা সব হালাল।

আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে মান্নত

জীব-জন্তু ছাড়া অন্যান্য মিষ্টিদ্রব্য বা খাদ্যবস্তু যা পৌত্তলিকেরা দেব-দেবীর নামে এবং অজ্ঞ মুসলমানেরা পীর-বুযুর্গের মাযার-দরগায় মান্নত করে থাকে, এগুলোতেও মূল কারণ --আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর সন্তুষ্টি বা সান্নিধ্য অর্জনের উদ্দেশ্য থাকে বলে ফেক্বাহ্‌বিদগণ এসবকে مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ এর অন্তর্ভুক্ত করে এগুলো খাওয়া, পান করা, অন্যকে খাওয়ানো ও বেচা-কেনা করা সব হারাম বলেছেন। বাহ্‌রুর-রায়েক ও অন্যান্য ফেক্বাহ্‌গ্রন্থে মাসআলাটির বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। এ মাসআলাটি উৎসর্গীত পশু-সংক্রান্ত কুরআনের আয়াতের উপর কেয়াস করে গ্রহণ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

ক্ষুধার আধিক্যে নিরুপায় ও বাধ্যতামূলক অবস্থার বিধান

শরীয়তের পরিভাষায় নিরুপায় বা ক্ষুধার আতিশয্যে অনন্যোপায় ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যার জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে ; সাধারণ কষ্ট বা প্রয়োজনকে নিরুপায় বলা যাবে না। যে ব্যক্তি ক্ষুধার আধিক্যে এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে, তখন কিছু না খেলে প্রাণ রক্ষা হবে না --এমতাবস্থায় দুইটি শর্ত সাপেক্ষে তার জন্যে হারাম বস্তু আহার করার অবকাশ দেওয়া হয়েছে। একটি শর্ত হলো, উদ্দেশ্য কেবল প্রাণ রক্ষা করা হতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত হলো, শুধু এতটুকু পরিমাণ খাবে, যতটুকুতে জান রক্ষার জন্য যথেষ্ট হয় ; পেট ভরে খাওয়া বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাওয়া এমতাবস্থায়ও হারাম।

কুরআন মজীদে উপরোক্ত অবস্থায় খাওয়া সম্পর্কে لَا إِثْمَ عَلَيْهِ বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে, এসব বস্তু স্বস্থলে তখনও হারাম, কিন্তু অনন্যোপায় অবস্থায় তা আহার করার গুনাহ্ আল্লাহ্ তা'আলা মাফ করে দেন।

অনন্যোপায় অবস্থায় ঔষধ হিসাবে হারাম বস্তুর ব্যবহার

হারাম ও নাপাক ঔষধ ব্যবহার, তা পানাহারে হোক কিংবা অন্য কোন উপায়ে তা সেবন করা হোক নিম্নোক্ত পাঁচটি শর্ত সাপেক্ষে জায়েয ঃ

(১) প্রকৃতই অনন্যোপায় অর্থাৎ জীবন-সংশয়ের অবস্থা হতে হবে।

(২) অন্য কোন হালাল ঔষধ কার্যকর না হয়, অথবা পাওয়া না যায়।

(৩) হারাম ঔষধ ব্যবহারে আরোগ্য লাভ করার বিষয়টি যেন নিশ্চিত হয়।

(৪) হারাম ঔষধ ব্যবহারে স্বাদ -উপভোগ যেন উদ্দেশ্য না হয়।

(৫) প্রয়োজনীয় পরিমাণের অতিরিক্ত যেন না হয়।

সাধারণ চিকিৎসা বা রোগের ক্ষেত্রে হারাম বস্তুর ব্যবহার

অধিকাংশ ফেক্বাহবিদগণ বলেছেন যে, অনন্যোপায় অবস্থায় এবং তৎসঙ্গে উপরোক্ত শর্তসমূহের অবর্তমানে সাধারণ রোগ -ব্যাধিতে হারাম ঔষধ -পত্র

www.pathagar.com

ব্যবহার জায়েয নয়। কেননা, হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "মুমিনের জন্য হারাম বস্তুতে আল্লাহ্ তা'আলা আরোগ্যতা রাখেন নাই।" (মাঃ কুরআন, ১ম খণ্ড ; সূরা বাক্বারা, আয়াত ঃ ১৭৩)

শূকর হারাম

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, এ দ্বারা শুধু 'লাহ্ম' অর্থাৎ শূকরের কেবল মাংসই হারাম, তা বুঝানো উদ্দেশ্য নয়, বরং শূকরের সমগ্র অংশ হাড়, চামড়া, পশম, রগ সবই উম্মতের সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। তবে আয়াতে 'লাহ্ম' (গোশত) শব্দটি যোগ করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শূকর অন্যান্য জন্তুর ন্যায় এরূপ নয় যে, যবেহ্ করার পর খাওয়া হারাম হলেও তা পাক হয়ে যাবে। বরং শূকর এমন পর্যায়ের জন্তু যে, যবেহ্ করার পরও এর গোশত হারাম তো বটেই ; না পাকও থেকে যায়। কেননা, শূকর হারাম হওয়ার সাথে সাথে 'নাজাসে -আইন' বা সাক্ষাৎ নাপাক।শুধুমাত্র চামড়া সেলাই করার জন্য শূকরের পশমে তৈরী সূতার ব্যবহার হাদীস শরীফে জায়েয বলা হয়েছে। (জাস্সাস, কুরতুবী) (মাঃ কুরআন, ১ম খণ্ড; সূরা বাক্বারা, আয়াত ঃ ১৭৩)

www.pathagar.com

অধ্যায় ঃ

পোষাক-পরিচ্ছদ

রেশমী বস্ত্র পুরুষদের জন্য হারাম

মাসআলা ঃ বেহেশতবাসীদের পোষাক হবে রেশমের, অর্থাৎ— তাদের সমস্ত পরিচ্ছদ, বিছানা, পর্দা, ইত্যাদি রেশমের হবে, যা দুনিয়াতে সর্বোত্তম লেবাস রূপে গণ্য। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, বেহেশতের রেশমের সাথে দুনিয়ার রেশমের কোন তুলনাই হয়না, নামের দিক দিয়ে শুধু সামঞ্জস্য রয়েছে; নতুবা গুণগত দিক দিয়ে বেহেশতের রেশম অতুলনীয়।

ইমাম নাসায়ী (রহঃ) হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ)-সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ وَمَنْ شَرِبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَمْ يَشْرَبْ فِيهَا فِي الْآخِرَةِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَاسُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَشَرَابُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَآنِيَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

"যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমী পোষাক পরিধান করবে, আখেরাতে সে তা পাবেনা। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ্যপান করবে, আখেরাতে সে তা থেকে বঞ্চিত থাকবে। সে ব্যক্তি দুনিয়াতে সোনা-রূপার পাত্রে পানাহার করবে, আখেরাতে যে এসব পাত্রে পানাহারের সুযোগ পাবেনা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, উল্লেখিত তিনটি বস্তুই বেহেশতবাসীদের জন্যে নির্দিষ্ট"। (মাঃ কুরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড ; সূরা হজ্জ, আয়াত ঃ ২৩, ২৪)

www.pathagar.com

অধ্যায় ৪

সামাজিক আদান-প্রদান ও পারস্পরিক অধিকার

মুসলমানদের পরস্পর একে অপরকে সালাম দেওয়া

মাসআলাঃ মুসলমানদের পরস্পর অভিবাদন ও সম্ভাষণ হওয়া চাই 'আস্‌সালামু আলাইকুম' --তা বড়দের পক্ষ থেকে ছোটদের প্রতি হোক কিংবা ছোটদের পক্ষ থেকে বড়দের প্রতি হোক। (মাঃ কুরআন, ৭ম খণ্ড ; সূরা আহ্‌যাব, আয়াত ঃ ৪৪)

কাফেরকে প্রথমে সালাম দেওয়ার বিষয়ে কুরআনের আয়াত ও একটি রেওয়ায়েতের প্রেক্ষিতে ফেক্বাহবিদগণ মতভেদ করেছেন। কোন কোন সাহাবী, তাবেয়ীন ও মুজতাহিদ ইমামগণের উক্তি ও কার্য দ্বারা কাফেরকে অগ্রে সালাম দেওয়ার বৈধতা বোঝা যায়, আবার কারও কারও কথা ও কার্য দ্বারা অবৈধতা বোঝা যায়। এর সবিস্তার বিবরণ ইমাম কুরতুবী (রহঃ) 'আহকামুল-কুরআন' গ্রন্থে সূরা মারইয়াম আয়াত ৪৭-এর তফসীর প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম নাখ্‌য়ী (রহঃ) ফয়সালা দিয়েছেন যে, কোন কাফের ইহুদী বা খৃষ্টানের সাথে যদি দ্বীনি বা দুনিয়াবী কোন জরুরত দেখা দেয়, তবে তাকে প্রথমে সালাম দেওয়ায় দোষ নাই, কিন্তু বিনা প্রয়োজনে প্রথমে সালাম করা থেকে বেঁচে থাকা চাই। (মাঃ কুরআন, ষষ্ঠ খণ্ড ; সূরা মারইয়াম, আয়াতঃ ৪৭)

www.pathagar.com

সুপারিশের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা হারাম

সুপারিশ করে বিনিময় গ্রহণ ঘুষের শামিল। হাদীস শরীফে একে হারাম বলা হয়েছে। সর্বপ্রকার ঘুষ এ হাদীসের আওতায় পড়ে—টাকা-পয়সা গ্রহণ করে হোক কিংবা কারও একটি কাজ করে দেওয়ার বিনিময়ে তার কাছ থেকে নিজের কোন কাজ উদ্ধার করে হোক। (মাঃ কুরআন, ২য় খণ্ড ; সূরা নিসা, আয়াতঃ ৮৫)

সুপারিশের স্বরূপ, বিধান ও বিভিন্ন প্রকার

বৈধ সুপারিশের ক্ষেত্রে একটি শর্ত হলো, যার জন্যে সুপারিশ করা হবে, তার দাবী সত্য ও বৈধ হতে হবে। দ্বিতীয়তঃ দূর্বলতার কারণে সে নিজের দাবী বড়দের কাছে সরাসরি উত্থাপন করতে অক্ষম হতে হবে। এতে জানা গেল, অসত্য সুপারিশ করা অথবা অপরকে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করা মন্দ সুপারিশের অন্তর্ভূক্ত। কাজেই নিজের সম্পর্ক বা প্রভাব-প্রতিপত্তিজনিত চাপ প্রয়োগ করা জুলুম হওয়ার কারণে বৈধ নয়। ফলে এরূপ করাও মন্দ ও গর্হিত সুপারিশের অন্তর্ভূক্ত।

কেউ যদি কারও বৈধ দাবী ও কার্য উদ্ধারের জন্যে বৈধ পন্থায় সুপারিশ করে, তবে সুপারিশকারী সওয়াবের অংশ পাবে। পক্ষান্তরে, যদি কেউ অবৈধ কাজের জন্যে কিংবা অবৈধ উপায়ে সুপারিশ করে, তবে শাস্তির অংশ পাবে। 'অংশ' পাওয়া'র অর্থ হচ্ছে — যার নিকট সুপারিশ করা হলো, সে উৎপীড়িত ব্যক্তির কাজ করে দেওয়ার কারণে যেমন সওয়াবের ভাগী হবে, তেমনিভাবে সুপারিশকারী ব্যক্তিও সওয়াবের অংশ পাবে। এমনিভাবে অবৈধ সুপারিশকারীও পাপের অংশীদার হবে। এ কথা পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুপারিশ কার্যকর ও সফল হওয়ার উপর সওয়াব বা আযাব নির্ভরশীল নয় ; বরং সর্বাবস্থায় সে স্বীয় কৃতকর্মের অংশপ্রাপ্ত হবে। (মাঃ কুরআন, ২য় খণ্ড ; সূরা নিসা, আয়াত ঃ ৮৫)

ঘুষ নেওয়া কঠোর হারাম

মাসআলা ঃ ইব্নে আতিয়্যাহ্ বলেন, যে কাজ সম্পন্ন করা কারও দায়িত্বে ওয়াজিব, তা সম্পন্ন করে কারও নিকট থেকে বিনিময় নেওয়া এবং বিনিময় ব্যতীত কাজটি না করা আল্লাহ্র অঙ্গীকার ভঙ্গ করার শামিল। এমনিভাবে যে কাজটি না করা কারও উপর ওয়াজিব, সে কাজটি কারও নিকট থেকে বিনিময় নিয়ে করে

www.pathagar.com

দেওয়াও আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার ভঙ্গ করার অন্তর্ভুক্ত। এতে জানা গেল, ঘুষের প্রচলিত সবগুলো প্রকারই হারাম। যেমন, সরকারী কর্মচারী কাজের বিনিময়ে সরকারের নিকট থেকে বেতন পায়, সে বেতনের বিনিময়ে অর্পিত দায়িত্ব পালনের বিষয়ে আল্লাহর নিকট অঙ্গীকারাবদ্ধ। সুতরাং এই দায়িত্ব পালনের জন্যে যদি বিনিময় চায় এবং বিনিময় ছাড়া কাজ করতে গড়িমসি করে, তবে এটাও আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করার শামিল হবে। এমনিভাবে সংশ্লিষ্ট, কর্তৃপক্ষ তাকে যে কাজের দায়িত্ব দেয় নাই, বিনিময় নিয়ে তা করে দেওয়াও আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার ভঙ্গের শামিল। (মাঃ কুরআন, ৫ম খণ্ড ; সূরা নাহ্‌ল, আয়াত ঃ ৯১)

চাপ প্রয়োগ করে চাঁদা অথবা হাদিয়া চাওয়া লুণ্ঠনের শামিল

মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি কারও কাছে এভাবে কিছু চায় যে, প্রতিপক্ষ সম্মত হোক না হোক, দেওয়া ছাড়া তার কোন উপায় না থাকে, তবে এভাবে হাদিয়া চাওয়াও লুণ্ঠনের নামান্তর। সুতরাং যে চায়, সে যদি ক্ষমতাসীন ও প্রভাবশালী ব্যক্তি হয় এবং প্রতিপক্ষ তার ব্যক্তিত্বের চাপের কারণে যদি অস্বীকার করতে না পারে, তবে এ ক্ষেত্রে হাদিয়া রূপে চাওয়া হলেও প্রকৃতপক্ষে তা লুণ্ঠন হবে। যে চায়, তার জন্যে এভাবে অর্জিত বস্তু ব্যবহার করা জায়েয নয়। এ মাসআলাটির প্রতি বিশেষভাবে তাদের মনোযোগ দেওয়া উচিত, যারা মাদ্রাসা-মক্তব, মসজিদ, বিভিন্ন সমিতি ও দলের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করে থাকে। বস্তুতঃ যে চাঁদা নিজ ইচ্ছায় সম্পূর্ণ খুশী মনে দেওয়া হয়, কেবলমাত্র তাই হালাল ও পবিত্র। আর যদি আট দশজন চাঁদা আদায়কারী নিজেদের ব্যক্তিত্ব ও প্রভাবের চাপ সৃষ্টি করে কারও কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে, তবে তা পরিষ্কার নাজায়েয কাজ হবে। (মাঃ কুরআন, ৭ম খণ্ড; সূরা সোয়াদ, আয়াতঃ ২৪)

হাদিয়া দেওয়া ও গ্রহণ করার বিধান

মাসআলা ঃ প্রতিদান পাওয়ার আশায় কাউকে হাদিয়া দেওয়া বা দান করা খুবই নিন্দনীয় কাজ। তবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন বন্ধুজন বা প্রিয়জন যদি হাদিয়া দেয় বা কিছু দান করে, তবে এর জন্যে নৈতিক শিক্ষা এই যে, সেও সুযোগমত

www.pathagar.com

এর প্রতিদান দিবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস তা-ই ছিল—কেউ তাঁকে হাদিয়া দিলে, সুযোগমত তিনিও সেই ব্যক্তিকে হাদিয়া দিতেন। (কুরতুবী) তবে এভাবে প্রতিদান দেওয়া উচিত নয় যে, প্রতিপক্ষ একে তার হাদিয়ার বদলা মনে করতে পারে। (মাঃ কুরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড ; সূরা রূম, আয়াত ঃ ৩৯)

মাসআলা ঃ যদি অন্যের মাল বা কোন বস্তু নিজের সামানপত্রের মধ্যে পাওয়া যায় এবং বলিষ্ঠ আলামত দ্বারা বোঝা যায় যে, সে আমাকে দেওয়ার জন্য ইচ্ছাপূর্বক আমার মাল-সামানের মধ্যে তা রেখে দিয়েছে, তবে সেই মাল নিজে রাখা এবং তা ব্যবহার করা জায়েয হবে। যেমন, ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইদের সামানে যে পণ্যমূল্য পাওয়া গিয়েছিল, সে সম্পর্কে বলিষ্ঠ প্রমাণ ছিল যে, ভুলবশতঃ এরূপ হয় নাই, বরং ইচ্ছাপূর্বক তা ফেরত দেওয়া হয়েছে। এজন্যেই হযরত ইয়াকূব (আঃ) এ মূল্য ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দেন নাই। কিন্তু যে ক্ষেত্রে সন্দেহ থাকে যে, হয়ত ভুলবশতঃ আমাদের কাছে এসে গেছে, সে ক্ষেত্রে মালিকের কাছ থেকে না জেনে তা ব্যবহার করা জায়েয হবে না।(মাঃ কুরআন, ৫ম খণ্ড ; সূরা ইউসুফ, আয়াত ঃ ৬৫)

কাফেরের উপঢৌকন গ্রহণ করা জায়েয কিনা

মাসআলা ঃ হযরত সুলাইমান (আঃ) সম্রাজ্ঞী বিল্‌কীসের উপহার গ্রহণ করেন নাই। এ থেকে জানা যায় যে, কাফেরের উপহার কবূল করা জায়েয নয় কিংবা ভাল নয়। এই মাসআলার বিশ্লেষণ এই যে, কাফেরের উপহার গ্রহণ করলে যদি গ্রহণকারীর অথবা মুসলমানদের কোন স্বার্থের বা কল্যাণের বিপরীত হয়, অথবা এতে তাদের ব্যাপারে কোনরূপ দূর্বলতা প্রকাশ পাওয়ার আশংকা থাকে, তবে তাদের উপহার গ্রহণ করা দুরুস্ত নয়। (রূহুল-মা'আনী) হাঁ, যদি কোন দ্বীনি স্বার্থের জন্যে তা উপাদেয় হয়, যেমন, তাদের উপহার গ্রহণ করলে তারা অনুপ্রাণিত হয়ে ইসলামের নিকটবর্তী হবে এবং আশা করা যায় যে, তারা মুসলমান হবে অথবা তাদের অনিষ্ট ও ক্ষতিসাধন থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে,তবে উপহার গ্রহণ করার অবকাশ আছে। (মাঃ কুরআন, ষষ্ঠ খণ্ড ; সূরা নাম্‌ল, আয়াত ঃ ৩৬)

www.pathagar.com

মাতা-পিতার জন্য রহমতের দো'আ

মাসআলা ঃ মাতা-পিতা মুসলমান হলে তাদের জন্যে রহমতের দোআ অবশ্যই করা যাবে, কিন্তু অমুসলিম পিতা-মাতার জন্যে তাদের জীবদ্দশায় রহমতের দোআ এ উদ্দেশ্যে করা জায়েয যে, তারা পার্থিব দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত থাকেন এবং তাদের ঈমানের তাওফীক হয়ে যায়। মৃত্যুর পর তাদের জন্যে রহমতের দোআ করা জায়েয নয়। (মাঃ কুরআন, ৫ম খণ্ড ; সূরা বনী ইস্রায়ীল, আয়াত ঃ ২৪)

পিতা-মাতার আনুগত্য ফরয, কিন্তু আল্লাহ্‌র হুকুমের বিরোধী হলে জায়েয নয়

পিতা-মাতা যদি সন্তানকে আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করণে বাধ্য করে,তবে এ ব্যাপারে তাদের আনুগত্য জায়েয নয়।

মা-বাপ শির্‌ক ও কুফ্‌রের জন্যে বাধ্য করলে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ হলো, তাদের কথা অমান্য করা। এ নির্দেশ পালন করতে গিয়ে সম্ভাবনা রয়েছে সন্তান মাতা-পিতার প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করবে কিংবা অসৎ আচরণে তাদেরকে অপমানিত করবে ; কিন্তু ইসলামের সুষম নীতি হচ্ছে, দ্বীনি ব্যাপারে তাদের কথা অমান্য কর ; কিন্তু পার্থিব বিষয়াবলীতে যেমন, -- শারীরিক ও আর্থিক খেদমতে কোনরূপ ত্রুটি করোনা বরং সাধারণ প্রচলিত ন্যায়-নীতি অনুযায়ী আচার-আচরণ অব্যাহত রাখ- তাদের কথার এমন কোন জওয়াব দিও না, যাতে তাদের কোনরূপ মনকষ্ট হয়। (মাঃ কুরআন, ৭ম খণ্ড; সূরা লুক্‌মান, আয়াতঃ ১৫)

হাতে লাঠি রাখা

হাতে লাঠি রাখা নবীগণের সুন্নত। হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও এই সুন্নত ছিল। এতে অসংখ্য দ্বীনি ও দুনিয়াবী উপকারিতা নিহিত রয়েছে। (মাঃ কুরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড ; সূরা তোয়াহা, আয়াত ঃ ১৮)

www.pathagar.com

অপরের হক ও অধিকারের ব্যাপারে সকলের মতামত জানার জন্য সাধারণ জনসভার কণ্ঠ সমর্থন যথেষ্ট নয়

হুনাইন যুদ্ধবন্দীদেরকে ফেরত দেওয়ার প্রসঙ্গ ছিল। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের মতামত জানতে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে সর্বদিক থেকে আওয়ায আসলো ঃ 'আমরা সন্তুষ্ট চিত্তে বন্দী প্রত্যার্পনে রাজী।' কিন্তু ন্যায়-নীতি ও পারস্পরিক হক ও অধিকারের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা যেহেতু জরুরী, তাই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরণের সমবেত কণ্ঠস্বরকে যথেষ্ট মনে করলেন না ; বরং বল্লেন, আমি বুঝতে পারছিনা কে খুশী মনে আপন অধিকার ছাড়তে রাজী হয়েছে, আর কে লজ্জার কারণে নিরব রয়েছে। বিষয়টি যেহেতু মানুষের পারস্পরিক হকের সাথে সম্পর্কিত, তাই প্রত্যেক দল ও গোত্রের সর্দারগণ নিজ নিজ লোকদের নিকট থেকে ভিন্ন ভিন্নভাবে সঠিক রায় জেনে আমাকে যেন অবহিত করেন। সেমতে সর্দারগণ নিজ নিজ গোত্রের প্রত্যেকের কাছ থেকে ভিন্ন ভিন্নভাবে অনুমতি নিয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করার পর তিনি বন্দীদের ফেরত দেন। (মাঃ কুরআন, ৪র্থ খণ্ড ; সূরা তওবাহ্, আয়াত ঃ ২৭)

পারস্পরিক-সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট শরীয়তী বিধান পালন করা ওয়াজিব

মাসআলা ঃ ইসলামী শরীয়ত যেসব সম্পর্ক কায়েম রাখার নির্দেশ প্রদান করেছে, তা অক্ষুন্ন রাখা জরুরী এবং ছিন্ন করা হারাম। গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, আল্লাহ্র হক ও বান্দার হক আদায় করার জন্য নির্ধারিত পদ্ধতি ও সীমা-বাঁধনের সমষ্টির নামই দ্বীন বা ধর্ম। (মাঃ কুরআন, ১ম খণ্ড ; সূরা বাক্বারা, আয়াত ঃ ২৭)

মাসআলা ঃ কারও দায়িত্বে যদি অন্য কারও প্রাপ্য হক বা অধিকার থাকে, তবে তৎপ্রতি সম্মান প্রদর্শন করা জরুরী। কিন্তু অনিবার্য পরিস্থিতিতে এর বিরুদ্ধে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হলে সাধ্যানুযায়ী প্রাপকের হক ও সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখা ভদ্রতার দাবী। (মাঃ কুরআন, ৫ম খণ্ড ; সূরা ইউসুফ, আয়াত ঃ ৫২)

www.pathagar.com

অন্যের হক সম্পর্কিত জরুরী হেদায়েত

হকদারের পূর্ণ সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে তার হক নিয়ে নেওয়া জায়েয নয়। লজ্জা বা সমাবেশের চাপে কেউ নিরব থাকলে, তা সন্তুষ্টি বলে ধর্তব্য হবে না। এ থেকেই ফেক্বাহ্‌বিদগণ বলেছেন, কারও উপর ব্যক্তিত্বের প্রভাব খাটিয়ে ধর্মীয় কাজের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করাও দুরুস্ত নয়। কেননা, এরূপ পরিস্থিতিতে অনেক ভদ্রলোক লজ্জা রক্ষার খাতিরে কিছু দিয়ে দেন, অথচ তাতে মনের স্বতঃস্ফূর্ততা ও পূর্ণ সন্তুষ্টি থাকেনা ; তদুপরি এ ধরণের অর্থ-কড়িতে বরকতও পাওয়া যায় না। (মাঃ কুরআন, ৪র্থ খণ্ড ; সূরা তওবা, আয়াতঃ ২৭)

পত্র লেখার বিবরণ

মাসআলা ঃ পত্র-লিখনের আসল সুন্নত হলো, পত্রের শুরুতেই সর্বাগ্রে বিস্‌মিল্লাহ্‌ লিখে নেওয়া। কিন্তু কুরআনের স্পষ্ট বর্ণনা ও ইঙ্গিত থেকে ফেক্বাহ্‌বিদগণ এ মুলনীতি লিপিবদ্ধ করেছেন যে, যে স্থানে বিস্‌মিল্লাহ্‌ অথবা আল্লাহ্‌র কোন নাম লেখা হলে সংশ্লিষ্ট কাগজকে বেআদবী থেকে রক্ষা করার কোন ব্যবস্থা নাই, বরং পত্র পাঠান্তে তা যেখানে-সেখানে ফেলে রাখা হয়, সেসব ক্ষেত্রে চিঠি-পত্রে বা অন্য কিছুতে বিস্‌মিল্লাহ্‌ অথবা আল্লাহ্‌র নাম লেখা জায়েয নয়। অন্যথায় লেখক বেআদবীর গুনাহে শরীক হয়ে যাবে। আজকাল সাধারণতঃ একে অপরকে যেসব চিঠি-পত্র লিখে থাকে, প্রায়ই সেগুলোকে নর্দমায় অথবা আবর্জনায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। তাই, সুন্নত আদায়ের জন্য মুখে বিসমিল্লাহ্‌ পড়ে নেওয়া এবং কাগজে না লেখা সমীচীন। (মাঃ কুরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড ; সূরা নাম্‌ল, আয়াত ঃ ৩০)

পত্রের জওয়াব দেওয়া আম্বিয়া-কেরামের সুন্নত

'তফসীরে কুরতুবী' গ্রন্থে আছে, কোন ব্যক্তির কাছে কারও পত্র এলে, প্রাপকের কর্তব্য হলো, পত্রের জওয়াব দেওয়া। কেননা, অনুপস্থিত ব্যক্তির পত্র উপস্থিত ব্যক্তির সালামের স্থলাভিষিক্ত। এ কারণেই হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত এক রেওয়ায়াতে জানা যায়, তিনি পত্রের জওয়াবকে সালামের জওয়াবের ন্যায় (জরুরী) বলে সাব্যস্ত করতেন।

www.pathagar.com

চিঠিপত্রে বিস্‌মিল্লাহ্ লেখা

চিঠি-পত্রের শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ্ লিখন আম্বিয়া-কেরামের সুন্নত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্রাবলী এ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, পত্রে সর্বাগ্রে বিস্‌মিল্লাহ্ তারপর প্রেরকের নাম, তারপর প্রাপকের নাম লিখবে।

চিঠি-পত্র লিখনে উপরোক্ত নিয়ম অবলম্বন করা উত্তম—এর বিপরীত করা হলে নাজায়েয হবে না। কেউ নিজের নাম আগে না লিখে পত্রের শেষে লিখে দিলে, তা-ও জায়েয হবে। ফক্বীহ্ আবুল-লাইস রচিত 'বুস্তান' কিতাবে আছে, যদি কেউ প্রাপকের নাম আগে লিখে পত্র শুরু করে দেয়, তবে এরূপ করাও জায়েয; এর বৈধতা সম্পর্কে কারও দ্বিমত নাই। কেননা, উম্মতের মধ্যে চিঠি-পত্র লিখনের এ পদ্ধতিও চলে আসছে—কেউ এ ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব করে নাই। (রূহুল-মাআনী, কুরতুবী)

পত্র সংক্ষিপ্ত এবং যথাযথ ভাবপূর্ণ হওয়া চাই

হযরত ক্বাতাদাহ্ বলেন, পত্র-লিখনে সকল আম্বিয়া-কেরামেরও সুন্নত ছিল যে, পত্র দীর্ঘ না হয় এবং প্রয়োজনীয় কোন বিষয় লিখতে ছুটে না যায়। (মাঃ কুরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড ; সূরা নামল, আয়াত ঃ ৩০—৩৩)

দরূদ ও সালাম পাঠের নিয়ম

মাসআলা ঃ নামাযের বৈঠকে দরূদ ও সালাম ঐসব শব্দের মাধ্যমেই পড়া সর্বদার জন্য সুন্নত যে সব শব্দের মাধ্যমে তা বর্ণিত হয়েছে। আর নামাযের বাইরে স্বয়ং হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত থাকা অবস্থায় اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ বাক্য অবলম্বনে দরূদ পড়া হবে, যেমন হুযূরের জীবদ্দশায় তা করা হয়েছে। হুযূরের ওফাতের পর রওযা পাকের সম্মুখেও উপরোক্ত পদবাচ্য অবলম্বনেই তাঁর খেদমতে দরূদ পেশ করা সুন্নত। এ ছাড়া অনুপস্থিত ক্ষেত্রসমূহে দরূদ পেশ করার জন্য সাহাবা, তাবেয়ীন ও উম্মতের ইমামগণ থেকে অনুপস্থিত পদবাচ্যের ব্যবহার বর্ণিত আছে। যেমন, صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ হাদীসের কিতাবসমূহ এ বাক্যের ব্যবহারে পরিপূর্ণ দেখা যায়।

www.pathagar.com

মাসআলা ঃ নামাযের শেষ বৈঠকে দরূদ পড়া সুন্নতে মুআক্কাদাহ্ সকল ইমামের মতেই ; তদুপরি ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (রহঃ)-এর মতে ওয়াজিব। তাদের মতে শেষ বৈঠকে দরূদ পড়া না হলে পুনরায় নামায পড়া ওয়াজিব।

মাসআলা ঃ অধিকাংশ ফেক্বাহ্‌বিদ এ ব্যাপারে একমত যে, যদি কেউ হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম উচ্চারণ করে অথবা শুনে, তবে তার উপর দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কেননা, হাদীস শরীফে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম উচ্চারিত হওয়ার পর যারা তাঁর উপর দরূদ পাঠ করে না, তাদের সম্পর্কে শাস্তিবাণী বর্ণিত হয়েছে। তিরমিযী শরীফে আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

رَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ -

'সে ব্যক্তি অপমানিত হোক, যার সামনে আমার নাম উল্লেখিত হয়, অথচ সে আমার উপর দরূদ পাঠ করে না।'

অন্য এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اَلْبَخِيْلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ

'যে ব্যক্তির সম্মুখে আমার নাম উল্লেখিত হওয়া সত্ত্বেও আমার উপর দরূদ পড়ে না, সে কৃপণ।'

মাসআলা ঃ যদি এক মজলিসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম বারবার উচ্চারিত হয়, তবে একবার দরূদ পাঠ করলেই ওয়াজিব আদায় হয়ে যায়। কিন্তু প্রত্যেক বার দরূদ পড়া মুস্তাহাব। মুহাদ্দিসগণ অপেক্ষা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম অধিক পরিমাণে কে উচ্চারণ করতে পারে ? কারণ, হাদীস চর্চাই তাদের সার্বক্ষণিক কাজ — এতে বারবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম উল্লেখিত হয়। তাঁরা প্রত্যেক বার তাঁর উপর দরূদ পাঠ করে থাকেন এবং তা লিখে থাকেন। হাদীসের সকল কিতাব এর সাক্ষ্য বহন করে। বারবার দরূদ ও সালাম লিপিবদ্ধ করণে কিতাবের পৃষ্ঠাসংখ্যা বেড়ে যাবে—মুহাদ্দিসগণ এর পরওয়া করেন নাই। অধিকাংশই ছোট-খাট হাদীস বর্ণিত হয়েছে-এগুলোতে এক-দুই লাইন পর পরই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম উল্লেখিত হয়েছে এবং কোন কোন স্থানে এক লাইনেই

www.pathagar.com

একাধিক বার নাম উল্লেখ হয়েছে। তা সত্ত্বেও মুহাদ্দিসগণ কোথাও দরূদ ও সালাম ত্যাগ করেন নাই।

মাসআলা ঃ মুখে উচ্চারণের সময় যেমন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মুখে দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব, তেমনি কাগজে-কলমে তাঁর নাম লেখা হলে দরূদ ও সালাম লেখাও ওয়াজিব। এ বিষয়ে সংক্ষেপ করে 'সঃ' লিখা যথেষ্ট নয়; বরং পূর্ণ দরূদ ও সালাম লিখা উচিত।

মাসআলা ঃ হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম উল্লেখের সময় দরূদ ও সালাম উভয়টিই পাঠ করা বা লিখা উত্তম ও মুস্তাহাব। কিন্তু যদি কেউ এ দু'য়ের যে কোন একটির উপর আমল করে অর্থাৎ, শুধু দরূদ বা শুধু সালাম উল্লেখ করে ক্ষান্ত হয়, তবে অধিকাংশ ফেক্বাহবিদের মতে এতে কোন গুনাহ নাই। শায়খুল-ইসলাম নবভী (রহঃ) এরূপ করাকে মাকরূহ বলে অভিহিত করেছেন। ইব্নে হজর হায়ছামী (রহঃ) বলেন, 'মাকরূহ' শব্দ দ্বারা ইমাম নবভী (রহঃ) এখানে 'উত্তম নয়'--এ কথা উদ্দেশ্য করেছেন, যাকে পরিভাষায় 'মাকরূহ তান্যীহী' বলা হয়। উম্মতের আলেমগণের নিরবচ্ছিন্ন আমল এ কথার সাক্ষ্য বহন করে যে, তারা উভয়টিই একত্র করেন এবং কোন কোন সময় যে কোন একটিই উল্লেখ করেন।

মাসআলা ঃ অধিকাংশ উলামার মতে সালাত তথা দরূদ ব্যবহার করা আম্বিয়া-কেরাম ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে জায়েয নয়। তবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর বংশধর, সাহাবা ও অন্যান্য মুমিনদেরকে দরূদে শরীক করে নেওয়াতে কোন দোষ নাই। (মাঃ কুরআন, ৭ম খণ্ড ; সূরা আহ্যাব, আয়াত ঃ ৫৬)

www.pathagar.com

অধ্যায় ৪

আধুনিক বিষয়াবলী সম্পর্কিত মাসায়েল

পরীক্ষার নম্বর, সনদ-সার্টিফিকেট ও ভোট

আজকাল 'শাহাদত' তথা সাক্ষ্য প্রদানের যে অর্থ সর্বসাধারণ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, তা কেবল মামলা-মোকাদ্দমায় কোন বিচারকের সামনে সাক্ষ্য প্রদানের সাথেই সম্পৃক্ত। কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহ্‌র পরিভাষায় 'শাহাদত' শব্দটি আরও ব্যাপকতর অর্থ প্রদান করে। যেমন, কোন রোগীকে এই মর্মে ডাক্তারী সার্টিফিকেট দেওয়া যে, সে কর্তব্য পালনের যোগ্য নয় কিংবা চাকুরীর অযোগ্য— এটিও সাক্ষ্য দানের অন্তর্ভূক্ত। এসব ক্ষেত্রে যদি বাস্তবের বিপরীত লেখা হয়, তবে তা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের অন্তর্ভূক্ত হয়ে কবীরা গুনাহ হবে।

অনুরূপভাবে, ছাত্রদের পরীক্ষার খাতায় নম্বর দেওয়াও একটি শাহাদত। জেনে-শুনে কিংবা শৈথিল্যভরে নম্বরে বেশী-কম করাও মিথ্যা সাক্ষ্য এবং হারাম ও কবীরা গুনাহ্।

শিক্ষা-সমাপনে উত্তীর্ণ ছাত্রদেরকে সার্টিফিকেট প্রদানের অর্থ হলো, এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, সনদপ্রাপ্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট কাজের যোগ্যতা বহন করে। বাস্তবে যদি যে ব্যক্তি অযোগ্য হয়, তবে সার্টিফিকেট বা সনদের স্বাক্ষরদাতাগণ মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হবে।

এমনিভাবে, আইনসভা ও কাউন্সিল ইত্যাদির নির্বাচনে ভোট দেওয়াও শাহাদতের পর্যায়ভুক্ত। এতে ভোটদাতা এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আমার মতে এ ব্যক্তি যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার দিক দিয়ে জাতির প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্য। (মাঃ কুরআন, ৩য় খণ্ড; সূরা মায়িদাহ্, আয়াত ঃ ১০)

www.pathagar.com

পরস্পর প্রতিযোগিতা ও ঘোড়দৌড়ের বিধান

মাসআলা ঃ ইব্‌নে আরাবী (রহঃ) 'আহকামুল-কুরআন' গ্রন্থে বলেন, পরস্পর প্রতিযোগিতা (দৌড়) শরীয়তসম্মত ও একটি উত্তম কাজ ; তা জেহাদেও কাজে আসে। এ দ্বারা আসল ঘোড়দৌড়ের বৈধতা প্রমাণিত হয়। এ ছাড়া শুধু দৌড়, তীরে লক্ষ্যস্থল ভেদ করা ইত্যাদিতে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা বৈধ।এসব প্রতিযোগিতায় বিজয়ী পক্ষকে তৃতীয় কোন পক্ষ পুরস্কার প্রদান করলে তা-ও জায়েয। কিন্তু প্রতিযোগী ব্যক্তিরা পরস্পর হার-জিতের ভিত্তিতে কোন অর্থ-কড়ির শর্ত করলে, তা জুয়ার অন্তর্ভূক্ত হবে। আজকালকার যুগে ঘোড়দৌড়ের যত প্রকার-পদ্ধতি দেখা যায়, তার কোনটিই জুয়া থেকে মুক্ত নয়।কাজেই এ সব প্রকার হারাম ও নাজায়েয। (মাঃ কুরআন, ৫ম খণ্ড ; সূরা ইউসুফ, আয়াত ঃ ১৭)

খেলা-ধুলার সরঞ্জামাদি বেচা-কেনার বিধান

মাসআলা ঃ যেসব সরঞ্জাম কুফ্‌র, গুম্‌রাহী, হারাম ও পাপজাতীয় খেলাধুলায়ই ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর ব্যবসা বা বেচা-কেনাও হারাম। যেসব সরঞ্জাম মাকরূহ খেলায় ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর বেচা-কেনাও মাকরূহ। পক্ষান্তরে, যে সব সাজ-সরঞ্জাম বৈধ ও নিষেধাজ্ঞার ব্যতিক্রমভূক্ত খেলায় ব্যবহার করা হয়, সেগুলোর ব্যবসা-বাণিজ্যও জায়েয. । আর বৈধ ও অবৈধ উভয় প্রকার খেলায় যেসব সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়, সেগুলোর ব্যবসা জায়েয।

মুবাহ্ ও জায়েয খেলা

মাসআলা ঃ যে খেলায় দ্বীনি বা দুনিয়াবী কোন ফায়দা নাই, সেই খেলা নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ। আর যে খেলা শারীরিক ব্যায়াম বা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে হয়, তাতে যদি বাড়াবাড়ি বা সীমালঙ্ঘন না করা হয়— অর্থাৎ কেবল খেলা-ধুলায় ব্যস্ত থাকার দরুন যদি প্রয়োজনীয় কাজ-কর্মের ক্ষতি না হয়, তবে এরূপ খেলাধূলা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ এবং দ্বীনি প্রয়োজনের নিয়তে হলে সওয়াবও রয়েছে। (মাঃ কুরআন, ৭ম খণ্ড ; সূরা লুক্‌মান, আয়াত ঃ ৬)

www.pathagar.com

বিলাতী ঔষধপত্রের বিধান

মাসআলা ঃ ইউরোপ প্রভৃতি থেকে যেসব ঔষধপত্র আনা হয়, সেগুলোতে মদ ইত্যাদি নাপাক বস্তুসমূহের সংমিশ্রণের বিষয় যদি নিশ্চিতভাবে জানা থাকে,তবে এ গুলোর ব্যবহার বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, এ ঔষধ ব্যবহারে আরোগ্য লাভ সাধারণ ধারণায় নিশ্চিত হতে হবে, এবং এ ঔষধের স্থলে কোন হালাল ঔষধও পাওয়া না যায়— এমন হতে হবে। যেসব ঔষধে হারাম ও নাপাক বস্তুর সংমিশ্রণ সন্দিগ্ধ, এমন ঔষধ ব্যবহারে অধিকতর অবকাশ রয়েছে, তবে সতর্কতা অবলম্বন করা উত্তম —বিশেষতঃ যখন কোন কঠিন প্রয়োজন দেখা না দেয়। (মাঃ কুরআন, ১ম খণ্ড ; সূরা বাক্বারা, আয়াত ঃ ১৭৩)

ফটো ও চিত্র

মাসআলা ঃ কারো কারো এ কথা বলা নিশ্চিতই ভ্রান্ত যে, ফটো চিত্র নয় বরং ছায়া ও প্রতিবিম্ব, যেমন আয়না ও পানি ইত্যাদিতে দেখা যায়। সুতরাং আয়নাতে নিজের মুখ দেখা যেমন জায়েয, ফটোও ঠিক তেমনি জায়েয। এর সুস্পষ্ট জওয়াব হলো, প্রতিবিম্ব ততক্ষণ পর্যন্তই প্রতিবিম্ব, যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে যে কোন উপায়ে বদ্ধমূল ও স্থায়ী করে নেওয়া না হয়। যেমন পানি বা আয়নাতে যে প্রতিবিম্ব দেখা দেয়, বিপরীত দিক থেকে সরে গেলে তা আর থাকে না। কিন্তু কোন ঔষধ বা পাউডারের সাহায্যে যদি সেই প্রতিবিম্বকে স্থায়ী করে দেওয়া হয়, তবে একেই চিত্র বলা হবে, এরই নিষেধাজ্ঞা মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। (মাঃ কুরআন, ৭ম খণ্ড ; সূরা সাবা, আয়াত ঃ ১৩)

মাসআলা ঃ পাখীর আকৃতি বানানো প্রকৃতপক্ষে চিত্রই এবং তা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের শরীয়তে জায়েয ছিল ; আমাদের শরীয়তে এর বৈধতা রহিত করা হয়েছে। (মাঃ কুরআন, ২য় খণ্ড ; সূরা আলি-ইম্‌রান, আয়াত ঃ ৪৯)

বাদ্যযন্ত্র ছাড়া সুললিত কণ্ঠে তথ্যপূর্ণ কবিতা পাঠ করা

মাসআলা ঃ তবলা, সারিন্দা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রযুক্ত গান, যা নারীকণ্ঠে গাওয়া হয়, তা হারাম। আর যদি শুধু সুন্দর ও আকর্ষণীয় কণ্ঠে কবিতা পাঠ করা হয়, কবিতা পাঠকারী নারী কিংবা কিশোর না হয় এবং কবিতার বিষয়বস্তু অশ্লীল

www.pathagar.com

কিংবা অন্য কোন পাপ-পঙ্কিলতাযুক্ত না হয়, তবে জায়েয। (মাঃ কুরআন, ৭ম খণ্ড ; সূরা লুক্‌মান, আয়াত ঃ ৭)

লটারী সম্পর্কিত মাসায়েল

মাসআলা ঃ ইসলামী শরীয়তে লটারী সম্পর্কিত বিধান হলো, ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে যে সমস্ত হক ও অধিকারের কারণসমূহ শরীয়ত অনুযায়ী জানা ও নির্দিষ্ট রয়েছে, লটারী যোগে সেগুলোর মীমাংসা করা নাজায়েয এবং জুয়ার অন্তর্ভূক্ত। যেমন শরীকানাধীন সম্পদে যার নাম লটারীতে আসে, সম্পূর্ণ সম্পদ তাকে দিয়ে দেওয়া অথবা যে শিশুর পিতৃত্বে মতভেদ দেখা দেয়, তাতে লটারীর মাধ্যমে যার নাম ভেসে উঠে, তাকে পিতা মনে করে নেওয়া। পক্ষান্তরে, যেসব হক ও অধিকারের কারণাদি জনগণের রায়ের উপর ন্যাস্ত, সেগুলোতে লটারী করা জায়েয। যেমন, শরীকানাধীন ঘরের পূর্ব অংশ একজনকে এবং পশ্চিমাংশ অপরজনকে দিয়ে দেওয়া। এটা এজন্যে জায়েয যে, উভয় শরীকের সম্মতিক্রমে অথবা বিচারকের ফয়সালার মাধ্যমে লটারী ছাড়াও এরূপ করলে জায়েয হতো। (মাঃ কুরআন, ২য় খণ্ড ; সূরা আলি-ইমরান, আয়াত ঃ ৪৪)

লটারীর বিধান

মাসআলা ঃ লটারীর মাধ্যমে কারও হক প্রমাণিত করা অথবা কাউকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যায় না, যেমন কাউকে লটারীর মাধ্যমে চোর সাব্যস্ত করা যায় না। এমনিভাবে, বিরোধপূর্ণ সম্পত্তির ব্যাপারে লটারী দ্বারা কারও মালিকানার ফয়সালাও করা যায় না। তবে লটারী এমন ক্ষেত্রে জায়েয বরং উত্তম, যে ক্ষেত্রে কাউকে পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়েছে যে, কয়েকটি বৈধ পন্থার মধ্য হতে যে কোন একটি সে গ্রহণ করতে পারে — এরূপ ক্ষেত্রে সে নিজ ইচ্ছায় যে কোন একটি অবলম্বন না করে লটারীর মাধ্যমে তা ফয়সালা করে নেয়। উদাহরণতঃ যার একাধিক স্ত্রী রয়েছে সফরে যাওয়ার সময় তাদের যে কোন একজনকে সে সাথে নেওয়ার অধিকার রাখে — এমতাবস্থায় নিজ ইচ্ছায় কাউকে নির্বাচন না করে লটারীর মাধ্যমে মীমাংসা করে নিল — এটা উত্তম ; এতে কেউ মনক্ষুন্ন হবে না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা-ই করতেন। (মাঃ কুরআন, ৭ম খণ্ড; সূরা সাফ্‌ফাত, আয়াত ঃ ১৪)

www.pathagar.com

কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের কর্তব্যকর্মে ত্রুটি করা

এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, মাপে কম দেওয়া, যাকে কুরআনে 'তাত্‌ফীফ' বলা হয়েছে, তা শুধু ওজন ও মাপের সময় কম বেশী করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং অন্যের যে কোন প্রাপ্য হকে ত্রুটি করাও এর অন্তর্ভুক্ত। ইমাম মালেক (রহঃ) হযরত উমর (রাযিঃ) থেকে নকল করেছেন যে, তিনি এক ব্যক্তিকে নামাযে ত্রুটি করতে দেখে বলেছেন, তুমি تَطْفِيْفٌ (ত্রুটি) করেছো, অর্থাৎ — প্রাপ্য হক শোধ কর নাই। এ ঘটনা বর্ণনা করে ইমাম মালেক (রহঃ) বলেছেন ঃ لِكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ وَتَطْفِيْفٌ অর্থাৎ, 'প্রত্যেক বিষয়ে পুরাপুরি দেওয়া ও ত্রুটি করার প্রশ্ন রয়েছে, কেবল মাপে বা ওযনে কম-বেশী করা পর্যন্ত তা সীমাবদ্ধ নয়।' এ থেকে জানা গেল যে, যে কর্মচারী কর্তব্যকাজ পুরাপুরি আদায় করেনা; সময় ফাঁকি দেয় বা কাজে ত্রুটি করে — সে মন্ত্রী বা কর্মকর্তা হোক বা সাধারণ কর্মচারী হোক কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে নিয়োজিত হোক—সকলেই تطفيف এর অপরাধে অপরাধী হবে। এমনিভাবে যে শ্রমিক কর্তব্য পালনে ত্রুটি করে, সে-ও এর অন্তর্ভুক্ত। (মাঃ কুরআন, ৩য় খণ্ড ; সূরা আন্‌আম, আয়াত ঃ ১৫৩)

অর্পিত দায়িত্বে ত্রুটি করা এবং নির্ধারিত সময়ের চাইতে কম কাজ করা

মাসআলা ঃ ফেক্বাহ্‌বিদগণ বলেছেন, আয়াতে মাপ ও ওযনে কম করা সম্পর্কে যে বিধান দেওয়া হয়েছে, তার সারমর্ম এই যে, যার যতটুকু হক, তার চাইতে কম দেওয়া হারাম। সুতরাং কোন কর্মচারী অর্পিত ও নির্ধারিত কাজের চাইতে যদি কম কাজ করে কিংবা যতটুকু সময় কাজ করা কর্তব্য, তার চাইতে কম সময় কাজ করে, অথবা শ্রমিক যদি কাজে ফাঁকি দেয়, তবে তা-ও আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে হারাম হবে। মাপ ও ওযন পুরাপুরিভাবে দেওয়ার দায়িত্ব বিক্রেতার উপর অর্পন করা হয়েছে। এতে বুঝা গেল এ দায়িত্ব বিক্রেতারই। (মাঃ কুরআন, ৫ম খণ্ড ; বনী ইস্‌রাইল, আয়াত ঃ ৩৫)

www.pathagar.com

মাপ ও ওযনে কম করার নিষেধাজ্ঞা

হযরত উমর (রাযিঃ)-এর উক্তি উল্লেখ করে হযরত ইমাম মালেক (রহঃ) 'মুওয়াত্তা' গ্রন্থে লিখেছেনঃ 'মাপে ও ওযনে কম দেওয়ার আসল অর্থ হচ্ছে, অপরের হক পুরাপুভিাবে আদায় না করা — সেটা মেপে দেওয়ার বস্তু হোক কিংবা ওযন করে দেওয়ার বস্তু হোক, অথবা অন্য কোন পন্থায় দেওয়ার বস্তু হোক।' যদি কোন কর্মচারী স্বীয় কর্তব্যকাজে ত্রুটি করে, কোন অফিসার বা কোন শ্রমিক নির্ধারিত সময়ের চাইতে কম সময় কাজ করে, তবে তারাও এ হুকুমের অন্তর্ভূক্ত হবে। যদি কোন ব্যক্তি নামাযের আদব ও সুন্নতসমূহ পুরাপুরিভাবে আদায় না করে, তবে সে-ও এই تَطْفِيْفٌ (মাপে কম দেওয়া) - এর অপরাধে অপরাধী হবে। (মাঃ কুরআন, ৪র্থ খণ্ড ; সুরা হূদ, আয়াত ঃ ৮৫)

কারও গৃহে প্রবেশের অনুমতি গ্রহণ

মাসআলা ঃ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বলে সম্বোধন করা হয়েছে, যা পুরুষদের জন্য ব্যবহৃত ; কিন্তু নারীরাও এই হুকুমের অন্তর্ভূক্ত— যেমন কুরআনের অন্যান্য বিধানের ক্ষেত্রে পুরুষদেরকে সম্বোধন করা হলেও নারীরাও তাতে শামিল থাকে ; তবে নির্দিষ্ট কিছু মাসআলার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম রয়েছে, সেগুলোতে পুরুষদের সাথে বিশেষত্বের কথা বর্ণনা করে দেওয়া হয়।

আয়াত প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী মহিলা সাহাবীগণেরও অভ্যাস ছিল — কারও গৃহে প্রবেশ করতে হলে পূর্বে তার কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করতেন। হযরত উম্মে ইয়াস (রাযিঃ) বলেন, আমরা চারজন মহিলা প্রায়ই হযরত আয়েশা (রাযিঃ) এর খেদমতে যাওয়া-আসা করতাম ; গৃহে প্রবেশের পূর্বে আমরা তাঁর নিকট অনুমতি চাইতাম, তিনি অনুমতি দিলে আমরা ভিতরে প্রবেশ করতাম। (ইব্নে কাসীর — ইব্নে আবী হাতেমের বরাতে)

মাসআলা ঃ অন্য কোন লোকের গৃহে প্রবেশ করার পূর্বে অনুমতি চাওয়ার হুকুমটি ব্যাপক। নারী, পুরুষ এবং মাহ্রাম, গায়ের মাহ্রাম সকলের জন্যেই প্রযোজ্য। নারী নারীর গৃহে বা পুরুষ পুরুষের গৃহে প্রবেশ করতে চাইলেও অনুমতি চাওয়া ওয়াজিব। এমনিভাবে, যদি কেউ আপন মা, বোন অথবা অন্য কোন মাহ্রাম মহিলার নিকট যেতে চায়, তবু অনুমতি চাওয়া উচিত। ইমাম মালেক (রহঃ) তদীয়

www.pathagar.com

'মুওয়াত্তা' গ্রন্থে আতা ইব্নে ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছে, আমি কি আমার মাতার কাছে যাওয়ার সময়ও অনুমতি চাইবো ? তিনি বললেন, হাঁ, অনুমতি চাইবে। লোকটি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি তো অমার মায়ের সাথে ঘরেই বসবাস করি। তিনি বল্লেন, তবু অনুমতি না নিয়ে গৃহে প্রবেশ করোনা। লোকটি পুনরায় আরয করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি তো সর্বদা তাঁর খেদমতেই থাকি। তিনি বললেন, তবু অনুমতি না নিয়ে ঘরে যেয়োনা — তুমি কি পছন্দ কর তোমার মাতাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখবে ? লোকটি বললো, না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এ জন্যেই অনুমতি চেয়ে নেওয়া চাই, কেননা সম্ভাবনা থাকে যে, কোন প্রয়োজনে হয়ত অপ্রকাশযোগ্য কোন অঙ্গ খোলা থাকবে। (মায্হারী)

মাসআলা ঃ যে গৃহে শুধু নিজের স্ত্রী বসবাস করে, তাতে প্রবেশ করার পূর্বে অনুমতি নেওয়া যদিও ওয়াজিব নয় ; কিন্তু মুস্তাহাব ও সুন্নত নিয়ম এই যে, সেখানেও হঠাৎ বিনা সংবাদে ভিতরে প্রবেশ না করে পূর্বাহ্নেই পদধ্বনি বা গলা ঝেড়ে হুঁশিয়ার করে নিবে, তারপর প্রবেশ করবে।

মাসআলা ঃ যদি অনুমতি নেওয়ার পূর্বে গৃহের কোন ব্যক্তির উপর দৃষ্টি পড়ে যায়, তবে প্রথমে সালাম দিবে, তারপর অনুমতি চাইবে। নতুবা প্রথমে অনুমতি চাইবে অতঃপর সালাম দিবে। অধিকাংশ হাদীস থেকে সুন্নত তরীকা এ-ই জানা যায় যে, প্রথমে বাহির থেকে সালাম দিবে তারপর নিজের নাম উল্লেখ করে বলবে যে, অমুক ব্যক্তি সাক্ষাত করতে চায়।

মাসআলা ঃ প্রথমে সালাম দেওয়া এবং তারপর অনুমতি লওয়ার যে বিষয়টি উপরে হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, তাতেও উত্তম হলো, সাক্ষাতপ্রার্থী স্বয়ং নিজের নাম উল্লেখপূর্বক অনুমতি চাইবে। যেমন, হযরত উমর (রাযিঃ)-এর আমল ছিল যে, তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরজায় এসে বলতেন ঃ

اَلسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَيَدْخُلُ عُمَرُ ـ

অর্থাৎ তিনি সালামের পর বলেছেন, উমর প্রবেশ করতে পারে কি? (ইব্নে কাসীর) সহীহ্ মুসলিম শরীফে আছে, হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রাযিঃ) হযরত

www.pathagar.com

উমর (রাযিঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করতে গিয়ে এভাবে অনুমতি চেয়েছেনঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ هٰذَا اَبُوْ مُوْسٰى اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ هٰذَا الْاَشْعَرِىُّ. (قرطبى)

এখানেও প্রথমে নিজের নাম 'আবূ মূসা' উল্লেখ করেছেন, তারপর পরিচয় আরও সুস্পষ্ট করার জন্য 'আশ্‌আরী' বলেছেন। এর কারণ এই যে, সাক্ষাতপ্রার্থীকে না চেনা পর্যন্ত নিরুদ্বেগে অনুমতি দেওয়া যায় না।

মাসআলা ঃ কোন কোন লোক বাইরে থেকে ভিতরে আসার অনুমতি চায়, কিন্তু নিজের নাম প্রকাশ করেনা। গৃহকর্তা জিজ্ঞাসা করলে বলে, 'আমি' – এটা খুবই মন্দ পন্থা। 'আমি' বলা দ্বারা গৃহকর্তার জিজ্ঞাসার জওয়াব হয় না, কেননা যে ব্যক্তি প্রথম আওয়াযে চিনতে পারে নাই, সে 'আমি' শব্দ দ্বারা কিরূপে চিনবে?

মাসআলা ঃ আরও অধিকতর মন্দ পন্থা হলো, আজকাল অনেক লেখা-পড়া জানা লোক ও এ পন্থাটি অবলম্বন করে থাকে যে, দরজার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে কড়া নাড়া দেয়, কিন্তু নাম জিজ্ঞাসা করা হলে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে; কোন জওয়াবই দেয় না। প্রতিপক্ষকে উদ্বিগ্ন করা এবং কষ্ট দেওয়ার এটা নিকৃষ্টতম পন্থা। এতে অনুমতি চাওয়ার তাৎপর্যই পণ্ড হয়ে যায়।

মাসআলা ঃ উল্লেখিত হাদীসসমূহ দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে, অনুমতি নেওয়ার এ পন্থা অবলম্বন করাও জায়েয যে, দরজার কড়া নাড়বে -- সাথে সাথে নিজের নামও বলে দিবে যে, অমুক আপনার সাথে সাক্ষাত করতে চায়।

মাসআলা ঃ এতো জোরে কড়া নাড়বে না, যাতে গৃহে অবস্থানকারী ব্যক্তি চমকে উঠে, বরং মধ্যমভাবে নাড়া দিবে, যাতে ভিতরে আওয়ায পৌছে এবং কোনরূপ কর্কষতা প্রকাশ না পায়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরজায় সাহাবীগণ নখ দিয়ে নাড়া দিতেন, যাতে তাঁর কোন কষ্ট না হয়। (কুরতুবী)

বস্তুত ঃ অনুমতি চাওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রতিপক্ষকে আপন করে অনুমতি লাভ করা, যে ব্যক্তি এ উদ্দেশ্যকে বোঝে নিবে, সে আপনা-আপনিই এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবে, প্রতি পক্ষের কষ্ট হয়, এমন সব কার্য-ক্রিয়া পরিহার করে চলবে।

মাসআলা ঃ যারা অনুমতি চাইতে গিয়ে সুন্নত নিয়ম মুতাবেক বাইরে থেকে প্রথমে সালাম দেয়। অতঃপর নিজের নাম বলে অনুমতি চায়, বর্তমান যুগে তাদের

www.pathagar.com

জন্যে কিছু অসুবিধা এই দেখা দেয় যে, সাধারণতঃ অনুমতিদাতা দরজা থেকে দূরে থাকে, সেখান পর্যন্ত সালামের আওয়ায ও অনুমতি তলবের শব্দাবলী পৌঁছা মুশকিল হয়। তাই, এ কথা বোঝে নেওয়া চাই যে, আসল সুন্নত হচ্ছে, বিনা অনুমতিতে গৃহে প্রবেশ না করা। আর অনুমতি নেওয়ার পন্থা-পদ্ধতি প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক দেশে বিভিন্নরূপে হতে পারে। তন্মধ্য হতে কড়া নাড়ার এক পন্থা তো হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। এমনিভাবে, যারা দরজায় ঘন্টা লাগিয়ে রাখেন, তাদের ঘন্টা বাজিয়ে দিলেও অনুমতি চাওয়ার ওয়াজিব আদায়ের জন্য যথেষ্ট হবে; তবে শর্ত হলো, ঘন্টা বাজানোর পর নিজের নাম এতটুকু আওয়ায করে প্রকাশ করতে হবে, যাতে প্রতিপক্ষ শুনতে পায়। এছাড়া অন্য কোন পন্থা যদি কোথাও প্রচলিত থাকে, তবে তা প্রয়োগ করাও জায়েয হবে। আজকাল ইউরোপ থেকে পরিচয়-পত্রের প্রথা চালু হয়েছে। এ প্রথা যদিও ইউরোপীয়রা চালু করেছে, কিন্তু অনুমতি চাওয়ার উদ্দেশ্য এর দ্বারা উত্তমরূপে অর্জিত হয়। এতে অনুমতিদাতা অনুমতিপ্রার্থীর নাম ঠিকানা স্বস্থানে বসে অনায়াসে জেনে নিতে পারে। তাই এ পন্থা অবলম্বন করলে দোষের কিছু নাই।

মাসআলা ঃ যদি কেউ কারও কাছে গৃহে প্রবেশের অনুমতি চায়, আর উত্তরে বলা হয়— এখন সাক্ষাত হতে পারবে না; ফিরে যান, তবে এরূপ জাওয়াবকে খারাপ মনে না করা উচিত। কেননা, প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থা ও রুচি বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে, এমনও হতে পারে যে, সে এই মুহূর্তে বাইরে না আসতে বাধ্য এবং আপনাকে ভিতরেও নিতে পারছেনা। এমতাবস্থায় তার অসুবিধা মেনে নেওয়া চাই। কুরআনে রয়েছে ঃ

وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ

অর্থাৎ 'তোমাকে যদি বলা হয়, আপাততঃ ফিরে যাও, তবে খুশী মনে তোমার ফিরে যাওযা উচিত।' একে খারাপ মনে করা কিংবা সেখানেই অটল হয়ে বসে থাকা কোনটাই ঠিক নয়। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ 'আমি জীবনভর এই আশা করেছি যে, কারও দরজায় গিয়ে গৃহে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করবো, আর গৃহকর্তা আমাকে বলবে— 'ফিরে যাও' অতঃপর আমি ফিরে এসে কুরআনের এ আয়াতের উপর আমলের সওয়াব লাভ করবো। কিন্তু আফ্সূস! এই নেআমত আমার ভাগ্যে কখনও জুটলো না।'

www.pathagar.com

মাসআলা ঃ ইসলামী শরীয়ত সুন্দর সামাজিকতা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেঃ সকলকে কষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য উভয়মুখী সুষম ব্যবস্থা কায়েম করেছে। অনুমতি চাওয়া সত্ত্বেও যদি অনুমতি পাওয়া না যায় এবং আপনাকে বলা হয় এ সময় ফিরে যান, তবে খুশী মনে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তেমনিভাবে, এক হাদীসে এর অপর দিক এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ـ

অর্থাৎ 'সাক্ষাত প্রার্থীদেরও আপনার উপর হক আছে।' তাদের হক হচ্ছে নিজের কাছে তাদেরকে ডাকুন, বাইরে এসে তাদেরকে সাক্ষাত দিন, তাদের সম্মান করুন, কথা শুনুন, অপারগ না হলে বা কোন উযর না থাকলে সাক্ষাত করতে অস্বীকার না করুন—এটাই তাদের হক।

মাসআলা ঃ কারও দরজায় গিয়ে অনুমতি চাওয়ার পর ভিতর থেকে যদি জওয়াব না আসে,তবে দ্বিতীয় বার ও তৃতীয় বার অনুমতি চাওয়া সুন্নত। তৃতীয় বারেও যদি কোন জওয়াব না আসে, তবে اِرْجِعُوْا অনুযায়ী ফিরে যাওয়ারই নির্দেশ। কেননা, তিনবার বলার পর আওয়ায শ্রবণ করা প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায় ; কিন্তু প্রতিপক্ষ এমন কোন অবস্থায় আছে যদ্দরুন জওয়াব দিতে পারছেনা, যেমন নামাযে মগ্ন বা বায়তুল-খালায় (পায়খানায়) আছে বা গোসলরত অবস্থায় আছে। অথবা এ সময় তার সাক্ষাতের ইচ্ছা নাই। উভয় অবস্থায় সেখানে অনড় থাকা কিংবা বার বার কড়া নাড়তে থাকা ইত্যাদি প্রতিপক্ষকে কষ্ট দেওয়ার শামিল, যা থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব এবং অনুমতি চাওয়ার আসল উদ্দেশ্যও অপরকে কষ্ট দেওয়া থেকে বেঁচে থাকা।

হযরত আবূ মুসা আশ্আরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اِذَا اسْتَأْذَنَ اَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ ـ

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যদি কেউ তিনবার অনুমতি চাওয়ার পরও অনুমতিপ্রাপ্ত না হয়, তবে তার ফিরে যাওয়া উচিত।' (ইবনে কাসীর)

'মুসনাদে আহমাদে' হযরত আনাস (রাযিঃ)-সূত্রে বর্ণিত আছে, একদা

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সা'দ ইবনে উবাদাহ্ (রাযিঃ) এর গৃহে গমন করলেন এবং সুন্নত মুতাবেক বাইরে থেকে অনুমতি চাওয়ার জন্যে সালাম করলেন। হযরত সা'দ জওয়াব দিলেন ; কিন্তু খুবই আস্তে, যাতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনতে না পান। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় বার ও তৃতীয়বার সালাম করলেন। হযরত সা'দ প্রত্যেকবার শুনছিলেন এবং আস্তে জওয়াব দিচ্ছিলেন। তিনবার এরূপ করার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে গেলেন। হযরত সা'দ যখন দেখলেন, আর আওয়ায আসছেনা, তখন ঘর থেকে বের হয়ে পিছনে দৌড়ে গিয়ে হুযূরকে এ উযর পেশ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি প্রতেকবার আপনার আওয়ায শুনেছি এবং জওয়াবও দিয়েছি ; কিন্তু খুবই আস্তে, যাতে আমার জওয়াব আপনি শ্রবণ না করার কারণে বারবার আমি আপনার সালাম পেতে থাকি, যা আমার জন্যে অধিক বরকতময়। অতঃপর তিনি তাকে সুন্নত তরীকা শিখালেন যে, তিনবার জওয়াব না আসলে ফিরে যাওয়া চাই। তারপর হযরত সা'দ (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গৃহে নিয়ে গেলেন এবং কিছু মেহমানী করলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা কবূল করলেন।

হযরত সা'দ (রাযিঃ)-এর এ কাজটি প্রবল ইশক্ ও মহব্বতের প্রতিক্রিয়া ছিল- এ সময় তিনি এ বিষয় চিন্তাও করতে পারেন নাই যে, দো জাহানের সরদার তার দরজায় উপস্থিত আছেন, তৎক্ষণাৎ তাঁর পদচুম্বন করা উচিত। বরং তাঁর চিন্তাধারা এদিকে নিবদ্ধ ছিল যে, হুযূরের পবিত্র মুখ থেকে যত অধিক বার আমার জন্যে শান্তির দো'আ 'আস্সালামু আলাইকুম' নিঃসৃত হবে, ততই তা আমার জন্যে কল্যাণকর হবে। মোট কথা, এ থেকে এই মাসআলা প্রমাণিত হলো যে, তিনবার অনুমতি চাওয়ার পরও কোন জওয়াব না আসলে সুন্নত তরীকা হলো ফিরে যাওয়া; এমতাবস্থায় সেখানে অনড় হয়ে বসে যাওয়া সুন্নত পরিপন্থী এবং প্রতিপক্ষের কষ্টের কারণ --অর্থাৎ এভাবে তার উপর চাপ সৃষ্টি করে বের হওয়ার জন্যে বাধ্য করা হয়।

মাসআলা ঃ অনড় হয়ে বসে থাকার নিষিদ্ধতা সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে সালাম ও কড়া নাড়া ইত্যাদি দ্বারা তিনবার অনুমতি চাওয়ার পরও জওয়াব আসে নাই। কেননা, এসময় বসে থাকা প্রতিপক্ষের কষ্টের কারণ হয়। কিন্তু কোন আলেম বা বুযুর্গের দরজায় যদি কেউ অনুমতি চাওয়া ও খবর দেওয়া ব্যতীত এই অপেক্ষায় বসে থাকে যে, নিজ অবসর অনুযায়ী বাইরে আগমন করার পর তাঁর সাথে সাক্ষাত

www.pathagar.com

করবো, তবে তা উপরোক্ত নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভূক্ত হবে না। বরং এটাই হবে আদব ও শিষ্টাচার। স্বয়ং কুরআন করীম এ নির্দেশ দিয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালমকে গৃহে থাকা অবস্থায় আহবান করা আদবের খেলাফ। বরং লোকদের অপক্ষো করা উচিত; আপন প্রয়োজনে যখন তিনি বাইরে আসবেন, তখন সাক্ষাত করবে।

মাসআলা ঃ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর এগুলোর মালিক বা মুতাওয়াল্লীদের পক্ষ থেকে আরোপিত শর্ত ও নিষেধাজ্ঞাসমূহ পালন করা শরীয়ত মতে ওয়াজিব। উদাহরণতঃ রেলওয়ে ষ্টেশনের প্লাটফর্মে বিনা টিকিটে প্রবেশের অনুমতি না থাকলে, প্লাটফর্মের টিকিট নেওয়া জরুরী; এর বিপরীত করা নাজায়েয। বিমান বন্দরের যে অংশে যাওয়া নিষেধ, বিনা অনুমতিতে যেখানে যাওয়া শরীয়ত মতে নাজায়েয।

মাসআলা ঃ মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ্ হাসপাতাল ইত্যাদিতে যে সব কক্ষ ব্যবস্থাপক বা অন্য লোকদের বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট, যেমন মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহের খাস কামরাসমূহ, রেলওয়ে ষ্টেশন, বিমান বন্দর ও হাসপাতালের অফিস ও বিশেষ কক্ষ যেগুলো রোগীদের জন্য কিংবা অন্য লোকদের বসবাসের জন্য নির্ধারিত এগুলোতেও অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করা নিষিদ্ধ ও গুনাহ্। (মাঃ কুরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড ; সূরা নূর, আয়াত ঃ ২৭—২৯)

অনুমতি চাওয়া সম্পর্কিত আরও কয়েকটি মাসআলা

টেলিফোন সম্পর্কিত মাসায়েল

মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তিকে এমন সময় টেলিফোনে সম্বোধিত করা, যা সাধারণতঃ শোয়ার সময় অথবা অন্য কোন প্রয়োজনীয় কাজে বা নামাযে মশগুল থাকার সময় -গুরুতর প্রয়োজন ব্যতীত এরূপ করা জায়েয নয়। কেননা, এতেও অনুমতি না নিয়ে কারও গৃহে প্রবেশ করে তার স্বাধীনতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করার অনুরূপ কষ্ট প্রদান করা হয়।

মাসআলা ঃ যে ব্যক্তির সাথে প্রায়ই টেলিফোনে কথা বলতে হয়, সে ব্যক্তির নিকট থেকে তার সুবিধাজনক সময় জেনে নিয়ে সেই অনুযায়ী টেলিফোন করা উচিত।

মাসআলা ঃ টেলিফোনে যদি কারও দীর্ঘ সময় কথা বলার প্রয়োজন হয়, তবে প্রতিপক্ষের নিকট থেকে প্রথমেই এই মর্মে অনুমতি নিয়ে নেওয়া উচিত যে,

www.pathagar.com

আপনার যদি কিছু সময় ফুরসত থাকে, তাহলে আমি আমার কথা আরয করবো। কেননা, সাধারণত ঃ প্রতিপক্ষ টেলিফোনের আওয়ায শুনে রিসিভার হাতে নিয়ে কে কি জন্যে টেলিফোন করলো তা জানতে বাধ্য হয়, তাই জরুরী কোন কাজে মশগুল থাকা সত্ত্বেও তা ছেড়ে টেলিফোন হাতে নেয়। এ সময় কোন নির্দয় ব্যক্তি দীর্ঘক্ষণ আলাপ করতে থাকলে প্রতিপক্ষের খুবই কষ্ট অনুভূত হয়। কাজেই এদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

মাসআলা ঃ কোন কোন লোক টেলিফোনের আওয়ায শুনেও বেপরওয়া হয়ে থাকে—তা উঠিয়ে জিজ্ঞাসা করে না যে, কে এবং কি বলতে চায়? এটা ইসলামী আদব-আখলাক ও শিষ্টাচার পরিপন্থী হওয়া ছাড়াও অন্যের হক নষ্ট করার শামিল। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

إِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ـ

অর্থাৎ, তোমার সাক্ষাতপ্রার্থীদের তোমার উপর হক রয়েছে।' তাদের সাথে কথা বল, বিনা কারণে সাক্ষাতে অস্বীকার করোনা। এমনিভাবে, টেলিফোনে কথা বলতে ইচ্ছুক ব্যক্তির কথার জওয়াব দেওয়াও তোমার কর্তব্য।

মাসআলা ঃ উল্লেখিত আয়াতসমূহে অনুমতি ব্যতিরেকে গৃহে প্রবেশের যে নিষিদ্ধতা বর্ণিত হয়েছে, তা সাধারণ অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু হঠাৎ যদি অগ্নিকাণ্ড ঘটে যায় বা দেওয়াল ধ্বসে পড়ে অথবা কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘটে, তবে অনুমতি না নিয়েই তাতে প্রবেশ করা যাবে এবং সাহায্যার্থে এভাবে যাওয়া উচিত। (মাযহারী)

মাসআলা ঃ যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে লোক মারফত ডেকে পাঠায়, অতঃপর সে প্রেরিত ব্যক্তির সাথেই এসে যায়,তবে তখন আর অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন থাকে না ; প্রেরিত ব্যক্তির আগমনই অনুমতি। তবে সে ব্যক্তি তখনই প্রেরিত ব্যক্তির সাথে না এসে যদি বিলম্বে আসে, তাহলে অনুমতি নেওয়া জরুরী। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُوْلِ فَإِنَّ ذٰلِكَ لَهُ إِذْنٌ

অর্থাৎ, তোমাদের কাউকে যদি লোক পাঠিয়ে ডাকা হয়, অতঃপর লোকের সাথেই সে এসে যায়, তবে এটা তার জন্যে গৃহাভ্যন্তরে যাওয়ার অনুমতি। (মাঃ কুরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড ; সূরা নূর, আয়াত ঃ ২৭—২৯)

www.pathagar.com

রোগীর গায়ে অন্যের রক্ত দেওয়ার কতিপয় শর্ত

আসল তো এই যে, একজনের রক্ত অন্যজনের শরীরে প্রবেশ করানো দুই কারণে হারাম হবে, প্রথমতঃ মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্মানিত ; এর সম্মান বজায় রাখা ওয়াজিব, আর একজনের রক্ত অপরজনের শরীরে স্থানান্তর করা এ সম্মান ও সংরক্ষণের পরিপন্থী। দ্বিতীয়তঃ রক্ত নাজাসাতে-গলীযাহ্ অর্থাৎ জঘন্য নাপাকী আর নাপাক বস্তুর ব্যবহার নাজায়েয। তবে চিকিৎসার্থে এবং ঔষধরূপে রক্ত ব্যবহার করা নিরুপায় অবস্থায় নিঃসন্দেহে জায়েয। নিরুপায় অবস্থা বলতে বোঝায় — রোগী এমন অসুস্থ যে, তার প্রাণ নাশের আশংকা থাকে, তার প্রাণ রক্ষার জন্যে অন্য কোন ঔষধ কার্যকরী নয় অথবা পাওয়া যায় না এবং তার দেহে রক্ত প্রদান করলে প্রাণ রক্ষার প্রবল ধারণা থাকে—এসব শর্ত সাপেক্ষে রোগীর গায়ে অন্যের রক্ত প্রদানের বৈধতার বিষয়টি কুরআনের ঐ সকল আয়াত দ্বারা প্রমাণিত, যে সকল আয়াতে অনন্যোপায় ক্ষুধার্ত ব্যক্তির জন্য মৃত জন্তুর গোশ্ত খেয়ে প্রাণ রক্ষার অনুমতি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে।

নিরুপায় বা অনন্যোপায় অবস্থা না হলে রোগীর গায়ে অন্যের রক্ত প্রবেশ করানোর প্রশ্নে মতভেদ রয়েছে। কোন ফক্বীহের মতে জায়েয, আবার কেউ কেউ নাজায়েযও বলেছেন। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণের জন্য ফেক্বাহ্-গ্রন্থসমূহের 'হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা' অধ্যায় দ্রষ্টব্য। (মাঃ কুরআন, ১ম খণ্ড ; সূরা বাক্বারা, আয়াত ঃ ১৭৩)

নৌকা, সামুদ্রিক জাহাজ ও অন্যান্য সওয়ারীতে আরোহনের আদব

মাসআলা ঃ নৌকা বা অন্য কোন সওয়ারীতে আরোহণের আদব এই যে, بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسٰهَا পড়ে সওয়ার হবে। (মাঃ কুরআন, ৪র্থ খণ্ড ; সূরা হূদ, আয়াত ঃ ৪০)

www.pathagar.com

অধ্যায়ঃ

ওসীয়ত

ওসীয়ত সংক্রান্ত মাসায়েল

মাসআলা ঃ যেসব আত্মীয়ের অংশ খোদ কুরআন মজীদ নির্ধারণ করে দিয়েছে, তাদের জন্যে এখন ওসীয়ত করা ওয়াজিব নয়। এমনকি অন্যান্য ওয়ারিসগণের অনুমতি ব্যতীত তাদের জন্য ওসীয়ত করা জায়েযও নয়। অবশ্য আত্মীয় স্বজনের মধ্যে যারা শরীয়ত মতে ওয়ারিস নয়, তাদের জন্যে এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ সম্পত্তির মধ্যে ওসীয়ত করার অনুমতি রয়েছে।

মাসআলা ঃ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا

এ আয়াতে একটি বিশেষ প্রকার ওসীয়তের উল্লেখ করা হয়েছে, যা মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তি আপন ত্যাজ্য সম্পত্তি সম্পর্কে করতো --ওসীয়তের এ প্রকারটি রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু কারও উপর যদি ঋণ বা অন্যের আমানত থাকে, তবে এসব আদায়ের জন্য ওসীয়ত করা ওয়াজিব। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে ইরশাদ করেছেনঃ "কারও উপর অন্যের হক থাকলে, তা লিখিতভাবে তার কাছে বিদ্যমান থাকা ব্যতীত তিনটি রাত্রিও যেন অতিবাহিত না হয়।"

মাসআলা ঃ এক তৃতীয়াংশ সম্পদে ওসীয়ত করার যে অধিকার দেওয়া হয়েছে, তাতে ওসীয়তকারীকে এ অধিকারও দেওয়া হয়েছে যে, তার জীবদ্দশায়

www.pathagar.com

এতে কিছু পরিবর্তনও করতে পারবে কিংবা ওসীয়ত বাতিলও করে দিতে পারবে। (জাসসাস)(মাঃ কুরআন, ১ম খণ্ড; সুরা বাক্বারা, আয়াতঃ ১৮০)

ওসীয়ত সম্পর্কে আরও বিধান

মাসআলা ঃ মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তি অন্য যে ব্যক্তির কাছে স্বীয় মাল-সম্পদ সোপর্দ করে কাউকে দিতে বলে যায়, তাকে 'ওসী' বলে। ওসী একজনও হতে পারে এবং একাধিকজনও হতে পারে।

মাসআলা ঃ সফরের অবস্থায় হোক কিংবা স্বগৃহে অবস্থানকালে হোক, যাকে ওসী নির্ধারণ করা হবে, তার মুসলমান ও ধর্মপরায়ণ হওয়া উত্তম; জরুরী নয়।

মাসআলা ঃ মামলা-মোকদ্দমায় যে পক্ষ অতিরিক্ত বিষয় প্রমাণ করতে চেষ্টা করে, তাকে বাদী এবং অপর পক্ষকে বিবাদী বলা হয়।

মাসআলা ঃ প্রথমে বাদীর নিকট থেকে সাক্ষী তলব করা হয়, শরীয়তের বিধি মুতাবেক সাক্ষী যদি সে পেশ করতে সক্ষম হয়, তবে মোকদ্দমার রায় তার পক্ষে হয়। পক্ষান্তরে, সাক্ষী পেশ করতে সক্ষম না হলে, বিবাদীর নিকট কসম তলব করা হবে এবং মোকদ্দমার রায় তার পক্ষে হবে। কিন্তু বিবাদী যদি কসম খেতে অস্বীকার করে, তবে বাদীর পক্ষেই মোকদ্দমার রায় দেওয়া হবে।

মাসআলা ঃ কসমকে মযবূত ও কঠোর করার জন্য বিশেষ কোন সময় বা স্থানকে নির্ধারণ করা (যেমন আয়াতে করা হয়েছে) বিচারকের অভিমতের উপর নির্ভরশীল, জরুরী নয়।

মাসআলা ঃ নিজের কোন কাজ সম্পর্কে বিবাদীর কসম খেতে হলে ভাষা এরূপ হবে-- আমি এ কাজ সম্পর্কে জানিনা।

মাসআলা ঃ উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মোকদ্দমায় ওয়ারিস-পক্ষ যদি বিবাদী হয়, তবে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী যারা উত্তরাধিকারী, তাদেরকেই কসম খেতে হবে--একজন হোক অথবা একাধিকজন হোক। আর যারা উত্তরাধিকারী নয়, তাদের কসম খেতে হবে না। (বয়ানুল-কুরআন)

www.pathagar.com

কাফেরের সাক্ষ্য কাফেরের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য

যখন তোমাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন এমন দুব্যক্তিকে ওসী নিযুক্ত কর, যারা তোমাদের মধ্য থেকে হবে এবং সৎ হবে। আর যদি স্বজাতীয় লোক না থাকে, তবে বিজাতীয় (কাফের) লোককে ওসী নিযুক্ত কর। এ আয়াত থেকে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) মাসআলা আহরণ করেছেন যে, কাফেরদের ব্যাপারে কাফেরদের সাক্ষ্য বৈধ। কেননা, আয়াতে যেহেতু মুসলমানদের ব্যাপারে কাফেরদের সাক্ষ্যকে বৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে, তাই কাফেরদের ব্যাপারে কাফেরদের সাক্ষ্য উত্তমরূপে বৈধ হবে। (মাঃ কুরআন ৩য় খণ্ড ; সূরা মায়েদাহ্, আয়াতঃ ১০৬--১০৮)

www.pathagar.com

অধ্যায়ঃ৪

উত্তরাধিকার

স্বামী ও স্ত্রীর অংশ

মাসআলা ঃ মরহুমা স্ত্রীর যদি কোন সন্তান না থাকে, তবে তার ঋণ পরিশোধ ও ওসীয়ত কার্যকর করার পর তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক স্বামী পাবে। আর অবশিষ্ট অর্ধেক যথারীতি স্ত্রীর অন্যান্য ওয়ারিস, যথা--পিতা-মাতা ও ভাই-বোনের মধ্যে বন্টিত হবে।

যদি মরহুমা স্ত্রীর সন্তান থাকে--এক বা একাধিক, পুত্র বা কন্যা, বর্তমান স্বামীর ঔরসে হোক বা পূর্বের স্বামীর ঔরসে--এমতাবস্থায় স্ত্রীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে ঋণ পরিশোধ ও ওসীয়ত কার্যকর করার পর বর্তমান স্বামী সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ পাবে। অবশিষ্ট তিন চতুর্থাংশ অন্যান্য ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টিত হবে। এ হচ্ছে স্বামীর অংশের বিবরণ।

পক্ষান্তরে, যদি স্বামী মারা যায় এবং তার কোন সন্তান না থাকে, তবে তার ঋণ পরিশোধ ও ওসীয়ত কার্যকর করার পর স্ত্রী মরহুম স্বামীর সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ পাবে। আর যদি স্বামীর সন্তান থাকে, এই স্ত্রীর তরফ থেকে হোক কিংবা অন্য স্ত্রীর পক্ষ থেকে, তবে ঋণ ও ওসীয়ত আদায়ের পর এক অষ্টমাংশ পাবে। একাধিক স্ত্রী থাকলেও উল্লেখিত বিবরণ অনুযায়ী এক স্ত্রীর অংশই তাদের সকলের মধ্যে বন্টন করা হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক স্ত্রী এক চতুর্থাংশ বা এক অষ্টমাংশ পাবেনা, বরং সকলে এক চতুর্থাংশ বা এক অষ্টমাংশের মধ্যে শরীক হবে। উভয় অবস্থাতে স্বামী অথবা স্ত্রীর অংশ দেওয়ার পর পরিত্যক্ত সম্পদ যা কিছু থাকবে, তা তাদের অন্যান্য ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হবে।

www.pathagar.com

মাসআলা ঃ প্রথমে দেখতে হবে যে, স্ত্রীর মহর আদায় হয়েছে কিনা। আদায় না হয়ে থাকলে অন্যান্য ঋণের মতই ত্যাজ্য সম্পত্তি হতে প্রথমে মোহরানা পরিশোধ করতে হবে। অতঃপর অবশিষ্ট সম্পত্তি বন্টন করা হবে। মোহরানা প্রাপ্তির পর স্ত্রী উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্তব্য তার অংশও অন্যান্যদের ন্যায় পাবে। স্ত্রীর মোহরানা পরিশোধের পর মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তির যদি কিছু অবশিষ্ট না থাকে, তবু অন্যান্য ঋণের মত সম্পূর্ণ সম্পত্তি মোহরানা বাবত স্ত্রীকে দেওয়া হবে এবং ওয়ারিসগণ কোন অংশ পাবেনা। (মাঃ কুরআন, ২য় খণ্ড ; সূরা নিসা, আয়াতঃ ১২)

ওসীয়ত ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কয়েকটি বিধান

মাসআলা ঃ যদি ঋণ ও ওসীয়ত না থাকে, তবে মৃতের কাফন-দাফনের পর অবশিষ্ট পূর্ণ সম্পত্তি ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। কোন ওয়ারিস ব্যক্তির জন্য ওসীয়ত করা (মুরিস অর্থাৎ সম্পত্তির মালিকের পক্ষে) বাতিল তথা অকার্যকর বলে গণ্য। যদি কেউ স্বীয় পুত্র, কন্যা, স্বামী অথবা স্ত্রীর জন্যে কিংবা অন্য এমন কোন ব্যক্তির জন্যে ওসীয়ত করে, যে ব্যক্তি শরীয়ত অনুযায়ী ত্যাজ্য সম্পত্তির অংশ পায়, তবে এরূপ ওসীয়তের কোন মূল্য নাই; বরং ওয়ারিসরা কেবল তাদের ওয়ারিসী স্বত্বের অংশ পাবে; এর অতিরিক্ত কোন কিছুর তারা অধিকারী নয়। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

"আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক হকদারকে তার প্রাপ্য অংশ দান করেছেন, অতএব কোন ওয়ারিসের জন্যে ওসীয়ত নাই।" (আবূ দাউদ)

তবে যদি অন্যান্য ওয়ারিসগণ অনুমতি প্রদান করে, তাহলে যে ওয়ারিসের পক্ষে অনুমতি প্রদান করা হবে, তার জন্যে ওসীয়ত কার্যকর করার পর অবশিষ্ট সম্পত্তি শরীয়তের বিধান মুতাবেক বন্টন করা হবে এবং তাতে উপরোক্ত ওসীয়তকৃত ব্যক্তিও যথারীতি মীরাসের অংশ পাবে।

মাসআলা ঃ মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফন সম্পন্ন করার পর মোট সম্পত্তি হতে সর্বপ্রথম ঋণ পরিশোধ করা হবে, তারপর এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তির ওসীয়ত কার্যকর হবে; এর অতিরিক্ত সম্পদে ওসীয়ত শরীয়ত মতে গ্রাহ্য হবে না। বিধান

www.pathagar.com

গতভাবে ঋণ পরিশোধের বিষয়টি ওসীয়ত কার্যকর করার উপর অগ্রগণ্যতা রাখে। তাই, ঋণ পরিশোধে যদি সম্পূর্ণ সম্পত্তি নিঃশেষ হয়ে যায়, তবে ওসীয়তও কার্যকর হবেনা এবং ওয়ারিসরাও কিছু পাবে না। কুরআনের যে সব আয়াতে ওসীয়তের উল্লেখ করা হয়েছে, সর্বত্র ওসীয়তের কথা ঋণ পরিশোধের পুর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বাহ্যতঃ ওসীয়তের অগ্রগণ্যতা বুঝা যায়--এ ভুল বুঝাবুঝি দূর করণার্থে হযরত আলী (রাযিঃ) বলেছেন ঃ

إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هٰذِهِ الْآيَةَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ۔

অর্থাৎ, "তোমরা এ আয়াত তেলাওয়াত কর مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ۔ الآية এতে ওসীয়ত শব্দটি যদিও উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু রাসূলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কার্যতঃ একে ঋণ পরিশোধের পরে রেখেছেন।"

এতদসত্ত্বেও এর তাৎপর্য সম্পর্কে অবগত হওয়া দরকার যে, কার্যতঃ ওসীয়ত পশ্চাতে থাকা সত্ত্বেও বর্ণনায় অগ্রে উল্লেখ করার কারণ কি? রূহুল-মা'আনীর গ্রন্থকার এ সম্পর্কে লিখেছেনঃ "এর কারণ হচ্ছে, ওসীয়ত মীরাসের ন্যায় কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই পাওয়া যায় এবং এতে আত্মীয় হওয়াও জরুরী নয়, তাই ওসীয়ত কার্যকর করার ব্যাপারে ওয়ারিসদের পক্ষ থেকে ত্রুটি হওয়ার কিংবা বিষয়টি বিলম্বিত হওয়ার প্রবল আশংকা থাকে; মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি অন্যের কাছে যাওয়া ওয়ারিসদের দৃষ্টিতে অপ্রিয় ঠেকতে পারে, এজন্যেই ওসীয়তের গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে একে ঋণ পরিশোধের অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া প্রত্যেক মৃত্যু পথযাত্রী ঋণগ্রস্ত থাকা জরুরী নয়, আর জীবদ্দশায় ঋণগ্রস্ত থাকলেও মৃত্যু পর্যন্ত তা অপরিশোধিত থাকা জরুরী নয়--মৃত্যুর সময় ঋণগ্রস্ত থাকলেও ঋণদাতার পক্ষ থেকে রীতিমত দাবী উঠে থাকে, যার ফলে ওয়ারিসগণ তা অস্বীকার করতে পারেনা। তাই এতে ত্রুটির সম্ভাবনা খুবই কম। পক্ষান্তরে, ওসীয়তের বিষয়টি ভিন্ন--মৃত্যু পথযাত্রী চায় যে, সদকায়ে জারিয়া হিসাবে তার সম্পদের কিছু অংশ কোন সৎকাজে ব্যয়িত হোক। কিন্তু এ সম্পদে কারও পক্ষ থেকে কোনরূপ দাবী উঠেনা। তাই ওয়ারিসদের পক্ষ থেকে এতে ত্রুটির আশংকা থাকে। এসব ত্রুটির নিরসনকল্পে বিশেষভাবে সর্বত্র ওসীয়তকে অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে। (মাঃ কুরআন, ২য় খণ্ড ; সূরা নিসা, আয়াতঃ ১২)

www.pathagar.com

অধ্যায় ৪

উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধানাবলীর পরিশিষ্ট

মুসলমান কাফেরের ওয়ারিস হতে পারেনা

উত্তরাধিকার সত্ব বন্টনের বিষয় যদিও বংশগত আত্মীয়তার ভিত্তির উপর রচিত, কিন্তু এতে কোন কোন ব্যাপারে ব্যতিক্রম রয়েছে। প্রথমতঃ সম্পত্তির মালিক ও তার উত্তরাধিকারী ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হতে পারবেনা। অতএব, মুসলমান কোন কাফেরের এবং কাফের কোন মুসলমানের ওয়ারিস হবেনা--তাদের পরস্পর যে কোন বংশগত সম্পর্ক থাকুক না কেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ -

অর্থাৎ, "মুসলমান কাফেরের এবং কাফের মুসলমানের ওয়ারিস হতে পারে না।"

এ হুকুম তখন প্রযোজ্য, যখন জন্মের পর থেকেই কোন ব্যক্তি মুসলমান অথবা কাফের থাকে। পক্ষান্তরে, যদি কোন ব্যক্তি পূর্বে মুসলমান ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে--নাউযুবিল্লাহ--ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে, এমন ব্যক্তি মারা গেলে বা নিহত হলে, মুসলমান অবস্থায় উপার্জিত মাল তার মুসলমান ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করা হবে। আর ধর্মত্যাগের পর উপার্জিত মাল বায়তুল-মালে জমা করা হবে। কিন্তু স্ত্রীলোক যদি ধর্ম ত্যাগ করে, তবে তার উভয় অবস্থায় উপার্জিত মাল মুসলমান ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করা

www.pathagar.com

হবে। কিন্তু স্বয়ং ধর্মত্যাগী—পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রীলোক--কোন মুসলমান অথবা ধর্মত্যাগীর কাছ থেকে উত্তরাধিকার স্বত্বের অংশীদার হবে না।

হত্যাকারীর ওয়ারিসী স্বত্ব

যদি কেউ এমন কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে যার সম্পত্তিতে তার ওয়ারিসী স্বত্ব রয়েছে, তবে এ হত্যাকারী তা থেকে বঞ্চিত হবে। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ

اَلْقَاتِلُ لَا يَرِثُ - (مشكوٰة)

অর্থাৎ, "হত্যাকারী ওয়ারিস হবেনা।" অবশ্য ভুলবশতঃ হত্যার ক্ষেত্রে কোন কোন অবস্থায় এ হুকুমের ব্যতিক্রম হবে। (বিস্তারিত বিবরণের জন্যে ফেক্বাহ্‌র কিতাবসমূহ দ্রষ্টব্য)

গর্ভস্থ সন্তানের ওয়ারিসী স্বত্ব

যদি কোন ব্যক্তি কয়েকজন সন্তান রেখে যায় এবং তার স্ত্রীর গর্ভেও সন্তান থাকে, তবে গর্ভস্থ এ সন্তানও ওয়ারিসদের তালিকাভুক্ত হবে। কিন্তু গর্ভস্থ সন্তান পুত্র না কন্যা তা নির্নয় করা যেহেতু দুস্কর এবং গর্ভে একাধিক সন্তান থাকার সম্ভাবনাও যেহেতু রয়েছে, তাই সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত সম্পত্তি বন্টন মুলতবী রাখা হবে। আর যদি সম্পত্তি বন্টন করা তাৎক্ষণিকভাবে জরুরী হয়ে পড়ে, তবে গর্ভস্থ সন্তানকে পুত্র ও কন্যা এ দুই-এর মধ্যে যা ধরে নিলে অন্যান্য ওয়ারিসরা কম পায়, তা ধরে তখনকার জন্যে সম্পত্তি বন্টন করে দেওয়া হবে এবং অবশিষ্ট সম্পত্তি গর্ভস্থ সন্তানের জন্য রেখে দেওয়া হবে।

ইদ্দত পালনরত স্ত্রীর স্বত্ব

কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে রজ্‌য়ী তালাক দেওয়ার পর তালাক প্রত্যাহার করার ও ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে যদি তালাকদাতা মারা যায়, তবে এই স্ত্রী উক্ত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তির হকদার হবে। কেননা, এমতাবস্থায় তার বিবাহ বহাল রয়েছে।

www.pathagar.com

মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বের অসুস্থতায় স্ত্রীকে তালাক দেয়--যদি তা রজ্‌য়ী কিংবা মুগাল্লাযা তালাকও হয় এবং ইদ্দত খতম হওয়ার পূর্বে তালাকদাতা সেই রোগে মারা যায়, তবে সে স্ত্রী তার ওয়ারিস হবে । তাকে ওয়ারিস সাব্যস্ত করার কারণে দুটি ইদ্দতের মধ্যে যেটি দীর্ঘতর সেটিকে অবলম্বন করা হবে। অর্থাৎ--তালাকের ইদ্দত তিন ঋতু, আর স্বামীর মৃত্যুর ইদ্দত চার মাস দশ দিন; এ দুয়ের মধ্যে যে ইদ্দতটি বেশী দিনের হয়, সেটিকেই ইদ্দত হিসাবে ধরা হবে, যাতে যতদূর সম্ভব স্ত্রীর অংশীদার হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হতে পারে।

যদি কেউ মৃত্যুপূর্ব অসুস্থতায় আক্রান্ত হওয়ার আগেই স্ত্রীকে বায়েন বা মুগাল্লাযা তালাক দেয় এবং এর কয়েকদিন পর স্ত্রী ইদ্দতে থাকা অবস্থায় সে মারা যায়, তবে স্ত্রী ওয়ারিসী স্বত্বে অংশীদার হবে না। তবে উক্ত অবস্থায় রজ্‌য়ী তালাক প্রদান করলে অংশীদার হবে।

মাসআলা ঃ যদি কোন স্ত্রীলোক স্বামীর মৃত্যুপূর্ব অসুস্থতায় নিজের পক্ষ থেকে খুলা তালাক করে নেয়, তবে সে ওয়ারিস হবেনা। এমনকি স্বামী স্ত্রীর ইদ্দত পালনকালে মারা গেলেও নয়।

আসাবা'দের ওয়ারিসী স্বত্ব

ফারায়েযের নির্ধারিত বারোটি অংশ ওয়ারিসদের জন্যে চূড়ান্তভাবে মীমাংসিত রয়েছে। এরূপ ওয়ারিসদেরকে আস্‌হাবুল ফুরূয বলা হয়। তাদের মধ্যে যদি কেউ না থাকে অথবা তাদের অংশ দেওয়ার পর যদি কিছু সম্পত্তি বেঁচে যায়, তবে তা আসাবাদের দেওয়া হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি উভয় দিক দিয়েই অংশ পেয়ে থাকে। ক্ষেত্র বিশেষে মৃতের সন্তান এবং মৃতের পিতাও আসাবা হয়। আসাবা কয়েক প্রকারের হয়ে থাকে। এখানে একটি উদাহরণ দেওয়া হলোঃ যেমন--এক ব্যক্তি স্ত্রী, কন্যা, মা ও চাচা--এই চারজন ওয়ারিস রেখে মারা গেল। এ ক্ষেত্রে মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তিকে মোট চব্বিশ ভাগে ভাগ করতে হবে। তন্মধ্য হতে মোট সম্পত্তির অর্ধেক অর্থাৎ বারো ভাগ পাবে কন্যা, এক অষ্টমাংশ অর্থাৎ তিন ভাগ পাবে স্ত্রী, এক ষষ্ঠাংশ অর্থাৎ চার ভাগ পাবে মা এবং পাঁচ ভাগ যা অবশিষ্ট রয়েছে, তা পাবে আসাবা হওয়ার কারণে মৃতের চাচা।

www.pathagar.com

মাসআলা ঃ মৃতের যদি আসাবা না থাকে তবে আসহাবুল-ফুরূযকে দেওয়ার পর যে সম্পদ অবশিষ্ট থাকে, পুনরায় তা আস্‌হাবুল-ফুরূযের মধ্যেই নিজ নিজ অংশ অনুপাতে বন্টিত হবে। ফারায়েযের পরিভাষায় একে রদ্দ্ বলে। তবে স্বামী ও স্ত্রীর জন্যে রদ্দ হয় না--তাদেরকে কোন অবস্থাতেই নির্ধারিত অংশের বেশী দেওয়া হয়না।

মাসআলা ঃ আসহাবুল-ফুরূযের মধ্যে যদি কেউ না থাকে এবং আসবাদের মধ্যেও কেউ নাই--এমতাবস্থায় মৃতের যবীল-আরহাম যারা, তারা ওয়ারিসী স্বত্ব লাভ করে। যবীল-আর্‌হামের তালিকা দীর্ঘ। দৌহিত্র, দৌহিত্রী, বোনের সন্তানাদি, ফুফু, মামা, খালা এসব আত্মীয় যবীল-আরহামের তালিকায় পড়ে। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ ফেক্বাহ্‌গ্রন্থসমূহে রয়েছে। (মাঃ কুরআন, ২য় খণ্ড ; সূরা নিসা, আয়াতঃ ১৩, ১৪)

এতীমের মাল সম্পর্কিত কতিপয় মাসায়েল

এতীমের ওলী এতীমের মাল থেকে নিতান্ত প্রয়োজনে কিছু নিতে পারে

মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি এতীমের লালন পালন ও তার সম্পদের হেফাযতে নিজের সময় ও শ্রম ব্যয় করে,তার এ অধিকার রয়েছে যে, এতীমের সম্পদ থেকে পারিশ্রমিক বাবত কিছু গ্রহণ করতে পারে। যেমন আয়াতে ইরশাদ হয়েছেঃ

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি অভাবী নয়; নিজের প্রয়োজনীয় খরচ-পত্রের ব্যবস্থা অন্যত্র থেকে করতে পারে, তার উচিত এতীমের সম্পদ থেকে পারিশ্রমিক গ্রহণ না করা। কেননা, এ খেদমত তার দায়িত্বে ফরয কর্তব্য হিসাবে গণ্য। তাই এর বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয নয়। অবশ্য ওলী (এতীমের সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণকারী) যদি অভাবী হয় এবং জীবিকা উপার্জনের অন্য কোন পথ তার না থাকে, তবে এতীমের সম্পদ থেকে সে ব্যক্তি নিতান্ত প্রয়োজনটুকু মিটানোর জন্য যৎসমীচীন পরিমাণ খেতে পারে।

www.pathagar.com

সম্পদ প্রত্যার্পনের সময় সাক্ষী রাখা

মাসআলা ঃ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাইয়ের পর এতীমের সম্পদ যখন তাদের সোপর্দ কর, তখন কয়েকজন নির্ভরযোগ্য ও সৎ লোককে সাক্ষী করে রেখো, যাতে ভবিষ্যতে কোনরূপ ঝগড়া-কলহ সৃষ্টি না হয় । আর স্মরণ রেখো, সবকিছুই আল্লাহ্ তা'আলার হিসাবে রয়েছে। (মাঃ কুরআন, ২য়খণ্ড ; সূরা নিসা, আয়াতঃ ৫, ৬)

এতীম পৌত্রের ওয়ারিসী স্বত্ব প্রসঙ্গ

এতীম পৌত্রের উত্তরাধিকার স্বত্বের প্রশ্নটিকে আজকাল অহেতুক একটি বিতর্কিত প্রশ্নে পরিণত করা হয়েছে। অথচ বিষয়টির একটি অকাট্য সমাধান আপনা-অপনিই বের হয়ে আসে যে, এতীম পৌত্র পুত্রের তুলনায় অধিক অভাবী হওয়া সত্ত্বেও اَلْاَقْرَبُوْنَ এর বিধান অনুযায়ী সে ওয়ারিস হতে পারেনা। কেননা, পুত্র বর্তমান থাকা অবস্থায় সে নিকটতম আত্মীয় নয়। তদুপরি তার অভাব দূর করার জন্যে অন্যান্য ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মৃতব্যক্তির মালিকানাভূক্ত সবকিছুতে ওয়ারিসদের হক রয়েছে

কোন কোন সম্প্রদায়ে এ প্রথার প্রচলন ছিল যে, তারা কোন কোন সম্পদকে বিশেষ ওয়ারিসদের জন্য নির্ধারিত করে রেখে দিতো। যেমন--ঘোড়া, তরবারী ইত্যাদি অস্ত্র শুধু যুবকদের জন্য রেখে দিতো এবং অন্যান্য ওয়ারিসদেরকে এগুলো থেকে বঞ্চিত রাখতো। কুরআনুল করীমের এ নির্দেশে বলা হয়েছে যে, মৃতব্যক্তির মালিকানায় ছোট বড় যে কেন বস্তু থাকবে, সবগুলোতে প্রত্যেক ওয়ারিসের হক থাকবে; বন্টন ছাড়া কোন বস্তু নিজে রেখে দেওয়া কোন ওয়ারিসের পক্ষে জায়েয নয়। (মাঃ কুরআন, ২য় খণ্ড ; সূরা নিসা, আয়াতঃ ৭--১০)

মাসআলা ঃ মৃতব্যক্তির শরীরের পোষাকও ত্যাজ্য সম্পত্তির অন্তর্ভূক্ত। অজ্ঞতার কারণে এ গুলোকে হিসাবে শামিল না করে এমনিতেই সদকা করে দেওয়া হয়। কোন কোন এলাকায় তামা-পিতলের বাসন-পত্র সম্পত্তি বন্টন না করেই ফকীর-মিসকীনদেরকে দান করে দেওয়া হয়। অথচ এগুলোতে নাবালেগ

www.pathagar.com

ও অনুপস্থিত ওয়ারিসদেরও হক থাকে। প্রথমে সম্পত্তি বন্টন করে মৃতের সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী, পিতা-মাতা, বোন--যাদেরকে আইনতঃ সম্পত্তি দেওয়া উচিত; তাদের দিয়ে দিবে। এরপর নিজের খুশীতে যে যা চাইবে মৃতের পক্ষ থেকে খয়রাত করবে। আর যদি সম্মিলিতভাবে খয়রাত করতে ইচ্ছা করা হয়, তবে শুধু বালেগরা করবে; নাবালেগের অনুমতি গ্রাহ্য নয়। অনুপস্থিত ওয়ারিসের অংশ থেকে তার অনুমতি ব্যতিরেকে খরচ করাও দুরুস্ত নয়।

মাসআলা ঃ মৃতকে কবরস্থানে নিয়ে যাওয়ার সময় লাশের উপর যে চাদর রাখা হয়, তা কাফনের অর্ন্তভূক্ত নয়; মাইয়েতের মাল থেকে তা খরিদ করা জায়েয নয়। কেননা, মৃতের ত্যাজ্য সম্পদ এখন যৌথ মালে পরিণত হয়েছে। যদি কেউ নিজের পক্ষ থেকে খরিদ করে ব্যয় করে, তবে জায়েয হবে। কোন কোন এলাকায় জানাযার নামাযের ইমামের জন্য কাফনের কাপড় থেকেই জায়নামায তৈরী করা হয় এবং পরে তা ইমামকে দিয়ে দেওয়া হয়। এ খরচও কাফনের প্রয়োজনের অতিরিক্ত। তাই ওয়ারিসদের যৌথ সম্পদ দ্বারা তা খরিদ করা জায়েয নয়।

মাসআলা ঃ কোন কোন এলাকায় মাইয়েতকে গোসল দেওয়ার জন্যে নতুন পাত্র খরিদ করা হয় এবং পরে তা ভেঙ্গে ফেলা হয়। প্রথমতঃ নতুন পাত্র খরিদ করার কোন প্রয়োজন নাই, কেননা ঘরে যে পাত্র আছে, তা দ্বারাই গোসল দেওয়া যায়। আর যদি একান্ত প্রয়োজনে পাত্র খরিদ করতেই হয় তবে তা ভেঙ্গে ফেলা জায়েয নয়। কেননা, এরূপ করা সম্পদের অপচয় ছাড়া এতে এতীম ও অনুপস্থিত ওয়ারিসদের হকও জড়িত রয়েছে।

মাসআলা ঃ ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টনের পূর্বে তা থেকে মেহ্মানদের সমাদর ও আপ্যায়ন করা, সদকা-খয়রাত করা ইত্যাকার কোন কিছু জায়েয নয়। এ ধরণের দান-খয়রাতের দ্বারা মৃত ব্যক্তি কোন সওয়াব পায়না। বরং সওয়াব মনে করে এরূপ দান-খয়রাত করা আরও কঠোর গুনাহ্। কেননা কারও মৃত্যুর পর তার সমস্ত মাল ওয়ারিসদের হক হয়ে যায় এবং তাদের মধ্যে এতীমও থাকে। এরূপ যৌথ সম্পদ থেকে দান-খয়রাত করা এমন, যেমন কারও সম্পদ চুরি করে মাইয়েতের সওয়াবের জন্য দান করা। কাজেই প্রথমে মাইয়েতের ত্যাজ্য সম্পদ বন্টন করতে হবে, অতঃপর ওয়ারিস যদি নিজের মাল থেকে সদকা-খয়রাত করে তবে তার এখ্তিয়ার আছে।

www.pathagar.com

সম্পত্তি বন্টনের পূর্বেও ওয়ারিসদের অনুমতি নিয়ে যৌথ সম্পদ থেকে দান খয়রাত করবেনা। কারণ, ওয়ারিসদের মধ্যে যারা এতীম তাদের অনুমতি তো গ্রহণযোগ্য নয়, আর বালেগদের প্রশ্নে এ কথা জরুরী নয় যে, তারা খুশী মনে অনুমতি প্রদান করবে। হতে পারে চক্ষু-লজ্জার খাতিরে তারা অনুমতি দিতে বাধ্য হবে কিংবা লোকে বলবে--নিজেদের মুর্দার জন্যে দু পয়সা খরচ করলোনা--এই নিন্দার ভয়ে লজ্জা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাঁ বলে দিবে। অথচ শরীয়তে কেবল ঐ মালই হালাল, যা মনের খুশীতে দেওয়া হয়। (মাঃ কুরআন, ২য় খণ্ড ; সূরা নিসা, আয়াতঃ ৭--১০)

পালকপুত্র সম্পর্কিত বিধান

মাসআলা ঃ বুখারী ও মুসলিম প্রভৃতি হাদীসগ্রন্থে হযরত ইবনে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, আমরা যায়েদ ইব্নে হারেসাকে যায়েদ ইবণে মুহাম্মদ বলে সম্বোধন করতাম। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পালকপুত্র রূপে গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীতে আমরা এ অভ্যাস পরিত্যাগ করি।

মাসআলা ঃ অনেকে যে অপরের সন্তানদেরকে পুত্র বলে আহ্বান করে-যদি তা নিছক স্নেহবশতঃ হয় ; পালকপুত্র সাব্যস্ত করার কারণে না হয়, তবে তা জায়েয হলেও ভাল নয়। কেননা এরূপ করা বাহ্যতঃ নিষিদ্ধ বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত।(রূহ্, বায়যাবী)

প্রত্যেক নেআমতের শোকর আদায় করা ওয়াজিব

মাসআলা ঃ প্রত্যেক নেআমতের শোকর আদায় করা ওয়াজিব । আর্থিক নেআমতের শোকর হলো, সেই সম্পদ থেকে কিছু আল্লাহ্র রাস্তায় খাঁটি নিয়তে খরচ করা। শারীরিক নেআমতের শোকর হলো, শারীরিক শক্তিকে আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশিত কর্তব্য কাজে ব্যয় করা। জ্ঞানগত নেআমতের শোকর হলো, অপরকে তা শিক্ষা দেওয়া। (মাযহারী) (মাঃ কুরআন, ৮ম খণ্ড ; সূরা যোহা, আয়াতঃ ১১)

www.pathagar.com

অবৈধ কাজে এক দেরহাম খরচ করাও অপচয়

মাসআলা ঃ ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, হারাম ও নাজায়েয কাজে এক দেরহাম খরচ করাও تَبْذِيْر জায়েয ও অনুমোদিত সখ-অভিলাষের কার্যে সীমাতিরিক্ত খরচ করা ; যদ্দরুন ভবিষ্যতে পরমুখাপেক্ষী ও অভাবী হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে-- এটাও تَبْذِيْر এর অন্তর্ভুক্ত। তবে কেউ যদি আসল পুঁজি ঠিক রেখে তার লভ্যাংশ বৈধ কাজে মুক্ত হস্তে খরচ করে, তবে তা تَبْذِيْر - এর অন্তর্ভুক্ত নয়। (মাঃ কুরআন, ৫ম খণ্ড ; সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াতঃ ২৭)

সত্যের প্রতি আহবানকারীর জন্যে শিক্ষা

মাসআলা ঃ সত্যের প্রতি আহবানকারীকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, বিরুদ্ধবাদীদের দলীল-প্রমাণ ও শোবা-সন্দেহের জওয়াব দিয়ে দিন, কিন্তু তারা মূর্খতা ও অজ্ঞতা প্রদর্শনে কিংবা গালি-গালাজে প্রবৃত্ত হলে এর জওয়াব তাদের ভাষায় দেওয়ার স্থলে নিশ্চুপ থাকুন। 'তোমাদেরকে সালাম করছি' -এর অর্থ তাদেরকে আস্‌সালামু আলাইকুম বলা নয়, কেননা কোন অমুসলিমকে এই ভাষায় সালাম করা জায়েয নয়। বরং এটা একটা বাগধারা--কারও সাথে সম্পর্কেচ্ছেদ করতে হলে বলা হয় 'আমার পক্ষ থেকে সালাম' অথবা বলা হয় 'তোমাকে সালাম করি।' এতে সত্যিকারভাবে সালাম করা উদ্দেশ্য থাকেনা। বরং উদ্দেশ্য এই যে, আমি সুন্দরভাবে তোমার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে চাই। কাজেই উক্ত আয়াত দ্বারা যারা কাফেরদেরকে 'আসসালামু আলাইকুম' অথবা সালাম বলা বৈধ সাব্যস্ত করেছেন, তাদের এ অভিমত বা উক্তি প্রাধান্যপ্রাপ্তব্য নয়। (রূহুল -মা'আনী) (মাঃ কুরআন, ৭ম খণ্ড ;সূরা যুখ্‌রুফ, আয়াত: ৮৯)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِنِعْمَتِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّاتِهٖ اَجْمَعِيْنَ -

তামাম শোদ

www.pathagar.com

দারুল কিতাব
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০